ফৌজদারী মোকদ্দমার

কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক

১৮৮২ সালের ১০ আইন।

১৮৮৪ সালের ৩ আইন, ১৮৮৬ সালের ১০ আইন, ১৮৮৭ সালের ৫ আইন,
১৮৯১ সালের ৩।৪।১০।১২ আইন, ১৮৯৪ সালের
৩ আইন ও ১০ আইন
দ্বারা সংশোধিত।

৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট—গরীব পুস্তকালয় হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা
৬৬ নং বীডন ষ্ট্রীট, স্কুলবুক প্রেসে
শ্রীবেণীমাধব চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৯৪

মূল্য

সূচীপত্র।

প্রথম খণ্ড।

উপক্রমণিকা।

প্রথম অধ্যায়।

ধারা।		পৃষ্ঠা।
১। সংক্ষেপ নামের কথা	…	১
আরম্ভের কথা	…	১
যতদূর ব্যাপ্ত হইবে তাহার কথা	…	২
২। যে যে বিধান রহিত হইল তাহার কথা	…	২
রহিত করা আইনক্রমে বিজ্ঞাপনাদির কথা	…	২
৩। ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ও অন্য রহিত করা আইনের উল্লেখ হইলে তাহার কথা..		২
পূর্ব্ব আইনে উল্লেখ হইবার কথা	….	৩
৪। অর্থকরণের কথা	…	৩
যে যে কথায় কৃতকার্য্যের উল্লেখ আছে, তাহার কথা	…	৭
ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধিতে কোন শব্দের যে অর্থ আছে সেই অর্থ থাকিবার কথা	…	৭
৫। দণ্ডবিধিমতে অপরাধের বিচারের কথা এবং অন্য আইন লঙ্ঘনজন্য অপরাধের বিচারের কথা	…	৭

দ্বিতীয় খণ্ড।

ফৌজদারী আদালতের ও কার্য্যালয়ের সংস্থাপনের ও ক্ষমতার বিধি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ফৌজদারী আদালতের ও কার্য্যালয় সংস্থাপনের বিধি।

ক।—ফৌজদারী আদালতের নানা শ্রেণী বিষয়ক বিধি।

৬। ফৌজদারী আদালতের নানা শ্রেণীর কথা	…	৭

খ —দৈশিক বিভাগের বিধি।

ধারা		পৃষ্ঠা
৭। সেশন খণ্ডের কথা	…	৮
জেলার কথা	…	৮
খণ্ড ও জেলার পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা	…	৮
যাবৎ পরিবর্ত্তন না হয়, বর্ত্তমান সেশন খণ্ড ও জেলা থাকিবার কথা	..	৮
রাজধানীগুলি জেলা বলিয়া গণ্য হইবার কথা	…	৮
৮। জেলা উপবিভাগে বিভক্ত করিবার কথা	…	৮
এক্ষণকার উপবিভাগ থাকিবার কথা		৮

গ।—রাজধানীর বহিঃস্থ আদালতের ও কার্য্যালয়ের বিধি।

৯। সেশন আদালতের কথা	…	৮
১০। জেলার মাজিষ্ট্রেটের কথা	…	৯
১১। জেলার মাজিষ্ট্রেটের পদশূন্য হইলে যে ব্যক্তি কিয়ৎকালের নিমিত্ত সেই পদে থাকেন তাঁহার কথা	…	৯
১২। অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেটের কথা এবং তাঁহাদের বিচারাধীন স্থানের সীমার কথা	…	
১৩। মাজিষ্ট্রেটের প্রতি উপবিভাগের অধ্যক্ষতাভার দিবার ক্ষমতার কথা	…	৯
জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি ক্ষমতার্পণের কথা	…	৯
১৪। বিশেষ মাজিষ্ট্রেটদের কথা	….	৯
১৫। মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের কথা	…	১০
বিশেষ আদেশ না থাকিলে, বেঞ্চ যে ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন তাহার কথা	…	১০

ধারা | পৃষ্ঠা

১৬। বেঞ্চের কার্য্যপদ্ধতি দর্শাইবার বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা .. ১০

১৭। মাজিষ্ট্রেটদের ও বেঞ্চদের জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন থাকিবার কথা .. ১১

মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের অধীন থাকিবার কথা ... ১১

এসিষ্ট্যাণ্ট সেশন জজদের সেশনজজের অধীন থাকিবার কথা ... ১১

ঘ।—প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালত বিষয়ক বিধি।

১৮। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিবার কথা ... ১১

১৯। তাঁহাদের বিচারাধীন স্থানের সীমার কথা ... ১১

২০। বোম্বাইয়ের পেটি সেশন আদালতের কথা ... ১১

২১। প্রধান মাজিষ্ট্রেটের কথা ... ১২

ঙ।—শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদিগের বিষয়ের বিধি।

২২। মফঃস্বলের শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা ... ১২

২৩। রাজধানীর শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা ... ১২

২৪। বর্ত্তমান শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা .. ১৩

২৫। পদোপলক্ষে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা ... ১৩

চ।—স্থগিত ও অবসৃত হইবার বিধি।

২৬। জজদের ও মাজিষ্ট্রেটদের স্থগিত ও অবসৃত হইবার কথা ... ১৩

২৭। শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের স্থগিত ও অবসৃত হইবার কথা ... ১৩

তৃতীয় অধ্যায়।

ধারা | পৃষ্ঠা

আদালতের ক্ষমতাবিষয়ক বিধি।

(ক)।—প্রত্যেক আদালতের বিচার্য্য অপরাধের বর্ণনা ... ১৪

২৮। দণ্ডবিধিমত অপরাধের কথা ... ১৪

২৯। অন্য আইন মত অপরাধের কথা ১৪

৩০। প্রাণদণ্ডের অপরাধ ভিন্ন অপরাধের কথা ... ১৪

খ।—নানা শ্রেণীর আদালত যে যে দণ্ডাজ্ঞা দিতে পারিবেন তদ্বিষয়ক বিধি।

৩১। হাইকোর্ট ও সেশনের জজ সাহেব যে যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন, তাহার কথা ... ১৪

৩২। মাজিষ্ট্রেটেরা যে যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন, তাহার কথা ... ১৫

৩৩। অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়াতে মাজিষ্ট্রেটদের কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা ... ১৫

কোন কোন স্থল সম্বন্ধে উপবিধি ... ১৬

৩৪। কোন কোন জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবদের উচ্চতর ক্ষমতার কথা ... ১৬

৩৫। একই বিচারে অনেক অপরাধের প্রমাণ হইলে তাহার দণ্ডাজ্ঞার কথা ... ১৬

অত্যধিক যতকাল দণ্ড হইবে তাহার কথা ... ১৬

গ।—নিয়মিত ও অতিরিক্ত ক্ষমতা বিষয়ক বিধি।

৩৬। মাজিষ্ট্রেটদের নিয়মিত ক্ষমতার কথা ... ১৭

৩৭। মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি অতিরিক্ত ক্ষমতা দিবার কথা ... ১৭

ধারা পৃষ্ঠা
৩৮। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে ক্ষমতা দিতে পারেন, তাহার নিয়মের কথা ... ১৭

ঘ।—ক্ষমতার প্রদান স্থিতি ও বিলোপ বিষয়ক বিধি।

৩৯। ক্ষমতা প্রদান করিবার নিয়মের কথা ১৭
৪০। কর্ম্মকারকেরা স্থানান্তরে প্রেরিত হইলে তাঁহাদের ক্ষমতা প্রবল থাকিবার কথা .. ১৭
৪১। ক্ষমতা রহিত হইতে পারিবার কথা ১৭

তৃতীয় খণ্ড।

সাধারণ বিধান।

চতুর্থ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদিগকে ও পোলীসকে ও ধৃতকরণ কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য ও সংবাদ দিবার বিধি।

৪২। কোন কোন স্থলে সকল লোকের মাজিষ্ট্রেটের ও পোলীসের সাহায্য করিতে হইবার কথা ... ১৮
৪৩। পোলীস কর্ম্মচারী ভিন্ন ওয়ারেণ্ট সাধনকারী ব্যক্তিকে সাহায্য করিবার কথা ... ১৮
৪৪। কোন কোন অপরাধের সন্ধান সকল লোকের দিতে হইবার কথা ... ১৮
৪৫। গ্রামের মণ্ডল ও ভূম্যধিকারী প্রভৃতির কোন কোন বিষয়ের রিপোর্ট করিতে হইবার কথা ... ১৯

পঞ্চম অধ্যায়।

ধৃতকরণ, পলায়ন ও পুনর্ধৃতকরণ বিষয়ক বিধি।

ক।—সাধারণতঃ ধৃতকরণ বিষয়ক বিধি।

ধারা পৃষ্ঠা
৪৬। যেরূপে ধৃত করিতে হইবে তাহার কথা ... ২০
ধরিবার উদ্যোগের বাধা দিবার কথা ... ২০
৪৭। যাহাকে ধরিবার চেষ্টা হয় সে কোন স্থানে প্রবেশ করিলে সেই স্থান অন্বেষণ করিবার কথা ... ২০
৪৮। প্রবেশ করিতে না পাইলে কার্য্য প্রণালীর কথা ... ২১
অন্তঃপুরের দ্বারাদি ভাঙ্গিয়া খুলিবার কথা ২১
৪৯। মুক্তির উদ্দেশে দ্বার ও জানালা ভাঙ্গিযা খুলিতে পারিবার কথা ... ২১
৫০। অনাবশ্যক মতে বদ্ধ না করিবার কথা ... ২১
৫১। ধৃত ব্যক্তির গা তল্লাশের কথা ... ২২
৫২। যে প্রকারে স্ত্রীলোকের গা তল্লাশী করিতে হইবে তাহার কথা ... ২২
৫৩। সাংঘাতিক অস্ত্র লইবার ক্ষমতার কথা ... ২২

খ।—ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবার বিধি।

৫৪। যে স্থলে পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারেন, তাহার কথা ... ২২
৫৫। ভ্রমণকারী ব্যক্তি ও রীতিমত দস্যু প্রভৃতিকে ধৃত করিবার কথা ... ২৩
৫৬। পোলীসের কর্ম্মকারক ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবার নিমিত্ত আপন অধীন কর্ম্মকারককে প্রেরণ করিলে ইতিকর্ত্তব্যতার কথা ... ২৪

ধারা পৃষ্ঠা

৫৭। নাম ধাম জানাইতে অস্বীকার করিলে তাহার কথা ... ২৪

৫৮। অপরাধীকে ধরিবার জন্য অন্য এলাকায় যাইবার কথা ... ২৪

৫৯। সামান্য ব্যক্তিদের দ্বারা ধৃত হওয়ার কথা ... ২৪

ধৃত ব্যক্তিকে লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহার কথা ... ২৪

৬০। ধৃত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকটে উপস্থিত করিবার কথা . ২৫

৬১। ধৃত ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার অধিক আটক করিয়া না রাখিবার কথা ... ২৫

৬২। ধৃতকরণ বিষয়ে পোলীসের রিপোর্ট করিবার কথা .. ২৫

৬৩। ধৃত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা ২৫

৬৪। মাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টিগোচরে যে অপরাধ করা যায় তাহার কথা .. ২৫

৬৫। মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা বা সাক্ষাতে ধরিবার কথা ২৫

৬৬। পলাইলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া পুনর্ব্বার ধরিতে পারিবার কথা ... ২৬

৬৭। ৬৬ ধারার মত ধৃত করণের প্রতি ৪৭ ও ৪৮ ও ৪৯ ধারার বিধান বর্ত্তিবার কথা .. ২৬

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

ক।—সমনের বিধি।

৬৮। সমনের পাঠের কথা ... ২৬

ধারা পৃষ্ঠা

সমন যে জারী করিবে, তাহার কথা ... ২৬

৬৯। সমন কিরূপে জারী করা যাইবে, তাহার কথা ... ২৬

সমনের রসীদে স্বাক্ষর করিবার কথা ... ২৬

৭০। সমন যাহার নামে দেওয়া যায়, তাঁহাকে না পাওয়া গেলে জারী করিবার কথা ২৬

৭১। রসীদ না পাওয়া গেলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ২৭

৭২। গবর্ণমেণ্টের কি রেলওয়ে কোম্পানির কার্য্যকারকের উপর সমন জারী করিবার কথা। .. ২৭

৭৩। স্থানীয় সীমার বহির্ভূত স্থানে সমন জারী করিবার কথা .. ২৭

৭৪। তদ্রূপ স্থলেও যে ব্যক্তি সমন জারী করেন, তিনি উপস্থিত না থাকিলে সমন জারী হইবার প্রমাণের কথা ... ২৭

খ—ধৃত করিবার ওয়ারেণ্ট বিষয়ক বিধি।

৭৫। ধৃত করিবার ওয়ারেণ্ট লিখিবার পাঠের কথা .. ২৮

ওয়ারেণ্ট প্রবল থাকিবার কথা .. ২৮

৭৬। আদালত যে স্থলে হাজির জামিন লইবার আজ্ঞা করিতে পারেন তাহার কথা .. ২৮

নিবন্ধপত্র পাঠাইবার কথা ... ২৮

৭৭। যাহাদের নামে ওয়ারেণ্ট দিতে হইবে, তাহার কথা .. ২৮

৭৮। ভূম্যধিকারী প্রভৃতির নামে ওয়ারেণ্ট লিখিয়া দিবার কথা ... ২৮

৭৯। পোলীসের কর্ম্মকারককে যে ওয়ারেণ্ট দেওয়া যায়, তাহার কথা ... ২৯

৮০। ওয়ারেণ্টের মর্ম্ম জ্ঞাত করিবার কথা ... ২৯

ধারা		পৃষ্ঠা
৮১। ধৃত ব্যক্তিকে অবিলম্বে আদালতের সম্মুখে আনিবার কথা	...	২৯
৮২। ওয়ারেণ্ট যে স্থানে জারী হইতে পারিবে, তাহার কথা	...	২৯
৮৩। বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে জারী করণার্থে, ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ওয়ারেণ্ট পাঠাইবার কথা	...	২৯
৮৪। এলাকার বহির্ভূত স্থানে জারী করণার্থ, পোলীসের কর্ম্মকারকে ওয়ারেণ্ট দিবার কথা	...	৩০
৮৫। যাহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হয়, তাহাকে ধরা গেলে পর যাহা করিতে হইবে, তাহার কথা	...	৩০
৮৬। ধৃত ব্যক্তিকে যে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আনা যায়, তাঁহার কর্ত্তব্যের কথা		৩০

গ। ঘোষণাপত্র ও ক্রোককরণ বিষয়ক বিধি।

ধারা		পৃষ্ঠা
৮৭। পলাতক ব্যক্তির নিমিত্ত ঘোষণার কথা	...	৩১
৮৮। পলাতক ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা	...	৩১
৮৯। ক্রোককৃত সম্পত্তি ফিরিয়া দিবার কথা	...	৩২

ঘ। পরওয়ানা সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি।

ধারা		পৃষ্ঠা
৯০। সমনের পরিবর্ত্তে কি তদতিরিক্ত ওয়ারেণ্ট দিবার কথা	...	৩৩
৯১। উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র লইবার ক্ষমতার কথা	.	৩৩
৯২। উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইলে, ধৃত করণের কথা	...	৩৩
৯৩। এই অধ্যায়ের বিধানগুলি সাধারণতঃ সমনের প্রতি ও ধরিবার ওয়ারেণ্টের প্রতি বর্ত্তিবার কথা	...	৩৩

সপ্তম অধ্যায়।

দলীল ও অন্য অস্থাবর সম্পত্তি বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার এবং অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তির সন্ধান দিবার পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

ক। উপস্থিত করাইবার সমন বিষয়ক বিধি।

ধারা		পৃষ্ঠা
৯৪। দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করাইবার সমনের কথা	...	৩৪
৯৫। পত্র ও তাড়িতবার্ত্তা সম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালীর কথা	...	৩৪

খ। তলাশী পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

ধারা		পৃষ্ঠা
৯৬। তলাশী পরওয়ানা যেস্থলে বাহির হইতে পারে, তাহার কথা	.	৩৫
৯৭। পরওয়ানার স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিবার কথা	...	৩৫
৯৮। যে গৃহাদিতে চোরা দ্রব্য কি কৃত্রিম দলীলাদি থাকার অনুমান হয়, তাহাতে অন্বেষণ করিবার কথা	...	৩৫
৯৯। এলাকার বাহিরে তলাশক্রমে কোন দ্রব্য পাওয়া গেলে, তাহা লইয়া কার্য্য করিবার কথা	...	৩৬

গ। অন্যায়মতে বদ্ধ ব্যক্তিদিগকে প্রকাশ করণের বিধি।

ধারা		পৃষ্ঠা
১০০। অন্যায়মতে বদ্ধ ব্যক্তিদিগকে তলাশ করিবার কথা	...	৩৭

ঘ। তলাশসংক্রান্ত সাধারণ বিধি।

ধারা		পৃষ্ঠা
১০১। তলাশী পরওয়ানা যাহার নামে দিতে হইবে, তৎপ্রভৃতির কথা	...	৩৭
১০২। বদ্ধস্থান যে ব্যক্তির জিম্মায় থাকে, তাহার তলাশ করিবার অনুমতি দিতে হইবার কথা	...	৩৭

ধারা — পৃষ্ঠা

১০৩। সাক্ষিদের সম্মুখে তলাশ করিতে হইবার কথা ... ৩৭

যে স্থানের তলাশ হয়, সেই স্থানবাসীর উপস্থিত হইতে পারিবার কথা ... ৩৮

ঙ। বিবিধ বিধি।

১০৪। দলীলাদি উপস্থিত করা গেলে, তাহা আটক করিয়া রাখিবার ক্ষমতার কথা ... ৩৮

১০৫। মাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাতে অন্বেষণ হইবার আজ্ঞার কথা . ৩৮

চতুর্থ খণ্ড।

অপরাধ নিবারণ বিষয়ক বিধি।

অষ্টম অধ্যায়।

শান্তিভঙ্গ না করিবার ও সদাচরণের জামিন বিষয়ক কথা।

ক। অপরাধ নির্ণয় হইলে শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিনের বিধি।

১০৬। অপরাধ নির্ণয় হইলে শান্তিভঙ্গ না করিবার মুচলেকার কথা ... ৩৯

খ। অন্য স্থলে শান্তিভঙ্গ না করিবার ও সদাচরণের জামিন বিষয়ক বিধি

১০৭। অন্যস্থলে শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিবার কথা ... ৩৯

১০৮। ১০৭ ধারামতে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির কার্য্য প্রণালীর কথা .. ৪০

১০৯। ভ্রমণকারী ও সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিদের স্থানে সদাচরণের জামিন লইবার কথা . ৪০

ধারা — পৃষ্ঠা

১১০। পাকা বদমাইসদের স্থানে সদাচরণের জামিন লইবার কথা ... ৪১

১১১। ইয়ুরোপীয় বেটুয়াদের সম্বন্ধীয় উপবিধির কথা ... ৪১

১১২। যে আজ্ঞা করিতে হইবে তাহার কথা ... ৪১

১১৩। যে ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকেন তৎসম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালীর কথা ৪১

১১৪। তদ্রূপে কোন ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে সমন কি ওয়ারেণ্ট দিবার কথা ... ৪১

১১৫। ১১২ ধারামত আজ্ঞার নকল সমনের কি ওয়ারেণ্টের সঙ্গে দিতে হইবার কথা ... ৪২

১১৬। স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি দিবার ক্ষমতার কথা ... ৪২

১১৭। সম্বাদের সত্যতা অনুসন্ধানের কথা ... ৪২

১১৮। জামিন দিবার আজ্ঞার কথা ... ৪৩

১১৯। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা ... ৪৩

গ।—জামিন দিবার আজ্ঞার পর সর্ব্বত্র কার্য্যানুষ্ঠানের বিধি।

১২০। যে সময়ের নিমিত্ত জামিন দিবার আদেশ হয় তাহার আরম্ভের কথা ... ৪৩

১২১। নিবন্ধপত্রে যাহা যাহা থাকিবে তাহার কথা ... ৪৩

১২২। জামিন অগ্রাহ্য করিবার কথা ৪৪

১২৩। জামিন না দিলে কারাদণ্ডের কথা .. ৪৪

কার্য্যানুষ্ঠানের কাগজপত্র কখন হাইকোর্ট কি সেশন আদালতে অর্পণ করিতে হইবে, তাহার কথা ... ৪৪

ধারা | পৃষ্ঠা

যে প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার কথা ... ৪৪
১২৪। জামিন না দেওয়া প্রযুক্ত যাহারা কারাবদ্ধ হয় তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে পারিবার কথা ... ৪৪
১২৫। শান্তিভঙ্গ না করিবার কোন নিবন্ধপত্র জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অকর্ম্মণ্য করিতে পারিবার কথা ... ৪৫
১২৬। জামিনকে ছাড়িয়া দিবার কথা ৪৫

নবম অধ্যায়।

বেআইনমতে জনতাবিষয়ক বিধি।

১২৭। মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পোলীসের কর্ম্মকারকের আজ্ঞামতে জনতাভঙ্গ হইবার কথা .. ৪৬
১২৮। জনতাভঙ্গ করিবার জন্যে সামান্য বল প্রয়োগের কথা ... ৪৬
১২৯। সৈন্যদল ব্যবহারের কথা ... ৪৬
১৩০। জনতা ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা হইলে সেনাপতির কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা ৪৬
১৩১। জনতাভঙ্গ করণার্থে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সনন্দপ্রাপ্ত সেনাপতির কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা ... ৪৭
১৩২। এই অধ্যায়মতে কর্ম্ম হইলে অভিযোগ না হইবার কথা .. ৪৭

দশম অধ্যায়।

সাধারণের অনিষ্টজনক বিষয়ের বিধি।

১৩৩। অনিষ্টজনক বিষয় স্থানান্তর করিতে নিয়মাধীন আজ্ঞা করিবার কথা ৪৮
১৩৪। আজ্ঞা কি তাহার জ্ঞাপনপত্র দিবার কথা ... ৪৯
১৩৫। যাহাকে আজ্ঞা করা যায় তাহার সেই আজ্ঞা মানিবার কিম্বা কারণ দর্শাইবার কি পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হইবার দাওয়ার কথা ... ৪৯
১৩৬। তদ্রূপ না করিবার ফলের কথা ৪৯
১৩৭। কারণ দর্শাইতে উপস্থিত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ৪৯
১৩৮। পঞ্চায়তের দাওয়া করা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ৫০
১৩৯। পঞ্চায়ৎ মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা যুক্তিযুক্ত নির্ণয় করিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা ... ৫০
১৪০। আজ্ঞা চূড়ান্ত করা গেলে কার্য্য-প্রণালীর কথা ... ৫০
আজ্ঞা অমান্য করা গেলে, তাহার কথা ৫০
১৪১। পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত না করা গেলে কি তাহারা মত প্রকাশ না করিলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ৫১
১৪২। অনুসন্ধান কার্য্য চলনকালে আজ্ঞার কথা ... ৫১
১৪৩। সাধারণের অনিষ্টজনক কার্য্য বারম্বার না হইবার ও না চলিবার বারণ করিতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা .. ৫১

একাদশ অধ্যায়।

আবশ্যক স্থলে কিয়ৎকালীন আজ্ঞা বিষয়ক বিধি।

১৪৪। অনিষ্টজনক বিষয় ঘটিত আবশ্যক স্থলে একেবারে চূড়ান্ত আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা ... ৫২

দ্বাদশ অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় বিবাদ বিষয়ক বিধি।

১৪৫। ভূম্যাদিবিষয়ক কোন বিবাদে

ধারা পৃষ্ঠা

শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা হইলে কার্য্য-প্রণালীর কথা .. ৫৩

দখলে থাকিবার অনুসন্ধানের কথা .. ৫৩

যে পক্ষের দখলে থাকে যাবৎ আইনমতে বেদখল না হয় তাহার দখলে থাকিবার কথা ... ৫৩

১৪৬। বিবাদীয় বিষয় ক্রোক করিবার ক্ষমতার কথা . ৫৩

১৪৭। স্বাচ্ছন্দ্য ভোগস্বত্ব প্রভৃতি বিষয়ের বিবাদের কথা .. ৫৪

১৪৮। স্থানীয় তদন্ত লইবার কথা ৫৪

খরচা বিষয়ে আজ্ঞার কথা ... ৫৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পোলীসের নিবারণাত্মক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

১৪৯। ধর্ত্তব্য অপরাধ পোলীসের নিবারণ করিতে হইবার কথা . ৫৫

১৫০। ঐ অপরাধ করিবার কল্পনার সম্বাদ পাইলে তাহার কথা . ৫৫

১৫১। ঐ অপরাধ নিবারণার্থে ধৃত করিবার কথা ... ৫৫

১৫২। রাজকীয় সম্পত্তির হানি নিবারণের কথা ... ৫৫

১৫৩। বাটখারা ও মাপিবার যন্ত্রাদি দৃষ্টি ৫৬

পঞ্চম খণ্ড।

পোলীসের সংবাদ দিবার ও তাঁহাদের অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতার বিধি।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

১৫৪। ধর্ত্তব্য মোকদ্দমার সংবাদ দিবার কথা ... ৫৭

ধারা পৃষ্ঠা

১৫৫। অধর্ত্তব্য মোকদ্দমার সংবাদ দিবার কথা .. ৫৭

অধর্ত্তব্য মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইবার কথা ... ৫৭

১৫৬। ধর্ত্তব্য মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইবার কথা ... ৫৭

১৫৭। ধর্ত্তব্য অপরাধ সংঘটনের সন্দেহ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ৫৮

(ক) স্থানীয় অনুসন্ধান না লইবার স্থলের কথা ... ৫৮

(খ) পোলীস থানার অধ্যক্ষ অনুসন্ধান লইবার বিশিষ্ট হেতু না দেখিলে তাহার কথা ... ৫৮

১৫৮। ১৫৭ ধারামতে রিপোর্ট কিরূপে পাঠাইতে হইবে তাহার কথা ... ৫৮

১৫৯। তদন্ত বা প্রথম স্থলীয় অনুসন্ধানের ক্ষমতার কথা . ৫৮

১৬০। সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করাইতে পোলীসের কর্ম্মকারকের ক্ষমতার কথা ৫৯

১৬১। পোলীসের দ্বারা সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণের কথা ... ৫৯

১৬২। পোলীসের নিকটে যে উক্তি করা যায় তাহাতে স্বাক্ষর করিতে হইবে না ও তাহা সাক্ষ্যস্বরূপ প্রাপ্ত হইবে না ... ৫৯

১৬৩। প্রবৃত্তি না দিবার কথা .. ৫৯

১৬৪। উক্তি ও স্বীকার বাক্য লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতার কথা ... ৬০

১৬৫। পোলীস কর্ম্মকারকের দ্বারা তল্লাশের কথা ... ৬০

১৬৬। যে স্থলে পোলীস থানার এক অধ্যক্ষ অন্য অধ্যক্ষকে তল্লাশী পরওয়ানা দিবার আদেশ করিতে পারিবেন তাহার কথা ... ৬১

ধারা		পৃষ্ঠা
১৬৭। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অনুসন্ধান সমাপ্ত হইতে না পারিলে কার্য্য প্রণালীর কথা	...	৬১
১৬৮। অধীনস্থ পোলীস কর্ম্মকারক কর্ত্তৃক অনুসন্ধানের রিপোর্টের কথা	...	৬২
১৬৯। প্রমাণের ন্যূনতা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার কথা	...	৬২
১৭০। উপযুক্ত প্রমাণ থাকিলে মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবার কথা		৬২
১৭১। বাদীর কি সাক্ষীদের পোলীসের কর্ম্মকারকের সঙ্গে না যাইতে হইবার কথা	...	৬৩
বাদিদীগকে ও সাক্ষীদিগকে আটক করিয়া না রাখিবার কথা	...	৬৩
বাদী বা সাক্ষী স্বীকার না করিলে প্রহরির জিম্মায় প্রেরিত হইবার কথা	..	৬৩
১৭২। অনুসন্ধান কার্য্যের রোজনামচার কথা	...	৬৩
১৭৩। পোলীসের কর্ম্মকারকের রিপোর্টের কথা	...	৬৪
১৭৪। অপঘাত ও অকস্মাৎ মৃত্যুর অনুসন্ধান করিয়া পোলীসের রিপোর্ট করিবার কথা	...	৬৫
১৭৫। ব্যক্তিদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা	...	৬৫
১৭৬। মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা মৃত্যুর কারণের তদন্ত লইবার কথা	....	৬৫
প্রোথিত দেহ উঠাইতে পারিবার কথা		৬৫

ষষ্ঠ খণ্ড।

মোকদ্দমা চালাইবার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

তদন্ত ও বিচারকার্য্যে ফৌজদারী আদালতের বিচারাধিপত্যের বিধি।

ক।—তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার স্থান বিষয়ক বিধি।

ধারা		পৃষ্ঠা
১৭৭। সাধারণতঃ তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার স্থানের কথা	...	৬৬
১৭৮। ভিন্ন সেশন খণ্ডে মোকদ্দমার বিচার হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা	...	৬৬
১৭৯। যে জিলায় ক্রিয়া করা যায় কি যে জিলায় ক্রিয়ার ফল প্রকাশ হয় ইহার একতর জিলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হইতে পারিবার কথা	...	৬৬
১৮০। অন্য অপরাধের সহিত সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত কোন ক্রিয়া অপরাধ হইলে বিচার করিবার স্থানের কথা	..	৬৭
১৮১। ঠগ হইবার কি ডাকাইত দলের লোক হইবার কি হেফাজত হইতে পালাইবার ইত্যাদির কথা	...	৬৭
অপরাধভাবে অবিহিত ব্যবহারের ও অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণের কথা		৬৭
চুরি করণের কথা	...	৬৭

অপরাধ যে স্থানে করা গেল তাহা নিশ্চয় না হইলে কিম্বা কেবল একস্থানে না করা গেলে কিম্বা অপরাধ নিয়ত করা গেলে কিম্বা অনেক কার্য্য লইয়া অপরাধ হইলে

ধারা		পৃষ্ঠা
১৮২।	তদন্ত ও বিচার করিবার স্থানের কথা ...	৬৭
১৮৩।	যথাক্রমে পথে অপরাধ করিলে তাহার কথা ...	৬৮
১৮৪।	রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ ও ডাক-ঘর ও অস্ত্র বিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে অপরাধের কথা ...	৬৮
১৮৫।	কোন্ জিলায় তদন্ত লওয়া যাইবে বা বিচার হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ হইলে হাইকোর্টের দ্বারা ইহা নির্ণয় হইবার কথা ...	৬৯
১৮৬।	বিচারাধীন স্থানের বাহিরে অপরাধ করা গেলে সমন কি ওয়ারেণ্ট দিবার ক্ষমতার কথা ধরিলে পর মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যপ্রণালীর কথা। ...	৬৯
১৮৭।	অধীন মাজিষ্ট্রেটের ওয়রেণ্ট হইলে কর্ত্তব্যের কথা ...	৬৯
১৮৮।	ব্রিটিষ প্রজারা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে অপরাধ করিলে তাহাদের ন্যায়ের কথা ...	৭০
	অভিযোগের তদন্ত লওয়া উচিত এই বিষয়ে পলিটিকাল এজেণ্টের সার্টিফিকেট দিবার কথা ...	৭০
১৮৯।	সাক্ষ্যের ও দলীলের প্রতিলিপি প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা ...	৭০
১৯০।	পলিটিকাল এজেণ্ট শব্দের অর্থ	৭১

খ।—কার্য্যারম্ভের আবশ্যক নিয়ম বিষয়ক বিধি।

ধারা		পৃষ্ঠা
১৯১।	মাজিষ্ট্রেটেরা যে অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন তাহার কথা ...	৭১
১৯২।	মাজিষ্ট্রেটদের মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার কথা ...	৭২
১৯৩।	সেশন আদালত যে অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন তাহার কথা ...	৭২
	আডিশ্যনাল ও জায়েণ্ট সেশন জজ দ্বারা ও আসিষ্টাণ্ট সেশন জজদের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইবার কথা ...	৭২
১৯৪।	হাইকোর্ট যে অপরাধ গ্রাহ্য করিবেন তাহার কথা ...	৭৩
১৯৫।	রাজকীয় কার্য্যকারকদের আইন সিদ্ধ ক্ষমতা অবজ্ঞাকরণ হেতু অভিযোগের কথা ...	৭৩
	সাধারণের ন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে কোন অপরাধহেতু অভিযোগের কথা ..	৭৩
	দলীল প্রমাণ স্বরূপে উপস্থিত করা গেলে তৎসম্পর্কীয় অপরাধের অভিযোগের কথা ...	৭৩
	যে প্রকারের অনুমতি পাওয়া আবশ্যক তাহার কথা ...	৭৩
১৯৬।	রাজবিরুদ্ধ অপরাধের অভিযোগের কথা ...	৭৪
১৯৭।	বিচারকর্ত্তাদের ও রাজকীয় কার্য্যকারকদের নামে অভিযোগের কথা ...	৭৪
	অভিযোগ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা ...	৭৪
১৯৮।	চুক্তিভঙ্গ ও অপবাদ ও বিবাহ সম্পর্কীয় অপরাধের অভিযোগের কথা	৭৪
১৯৯।	পরদার সংক্রান্ত কিম্বা বিবাহিতা	

ধারা		পৃষ্ঠা
	স্ত্রীলোককে ফুসলাইয়া লওন বিষয়ক অভিযোগের কথা ...	৭৫

ষোড়শ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করিবার বিধি।

ধারা		পৃষ্ঠা
২০০।	বাদীর পরীক্ষা লইবার কথা ...	৭৫
২০১।	মাজিষ্ট্রেট নালিশ শুনিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা	৭৫
২০২।	পরওয়ানা দিতে বিলম্ব করণের কথা ...	৭৫
২০৩।	নালিশ ডিসমিস করিবার কথা	৭৬

সপ্তদশ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে কার্য্যারম্ভ করিবার বিধি।

ধারা		পৃষ্ঠা
২০৪।	পরওয়ানা দিবার কথা ...	৭৬
২০৫।	অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত না হইবার অনুমতি দিতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা ...	৭৭

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সেশন আদালতের কি হাইকোর্টের বিচার্য্য মোকদ্দমার তদন্ত বিষয়ক বিধি।

ধারা		পৃষ্ঠা
২০৬।	বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা ...	৭৭
২০৭।	সমর্পণার্থে প্রথমে তদন্ত লইবার কার্য্যপ্রণালীর কথা ...	৭৭
২০৮।	উপস্থিত সাক্ষ্যগ্রহণের কথা ...	ঐ
	আরও সাক্ষ্য উপস্থিত করাইবার পরওয়ানার কথা ...	৭৮
২০৯।	যে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে তাহার কথা ...	ঐ
২১০।	কখন অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার কথা ...	৭৮
	অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগ বুঝাইয়া দিবার ও অভিযোগপত্রের প্রতিলিপি দিবার কথা ..	ঐ
২১১।	বিচারকালে প্রতিবাদীর সপক্ষ সাক্ষীদের নামনির্দ্দেশের কথা ...	৭৯
	অন্য নামনির্দ্দেশের কথা ...	ঐ
২১২।	মাজিষ্ট্রেটের তদ্রূপ সাক্ষীদিগকে পরীক্ষা করিবার ক্ষমতার কথা ...	ঐ
২১৩।	বিচারার্থ সমর্পণ করিবার আজ্ঞার কথা ...	ঐ
২১৪।	ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাব সহিত রাজধানী নগরের বাহিরে একত্র অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা ...	ঐ
২১৫।	২১৩ কি ২১৪ ধারামতে বিচারার্থে সমর্পণ অসিদ্ধ করিবার কথা ...	ঐ
২১৬।	অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে হইলে প্রতিবাদীর সাক্ষীদিগকে সমন দিবার কথা ...	৮০
	অনাবশ্যক সাক্ষীর খরচা আমানৎ না হইলে তাহাকে সমন করিতে অস্বীকার করিবার কথা ...	৮০
২১৭।	বাদীদের ও সাক্ষীদের নিবন্ধপত্রের কথা ...	৮০
	উপস্থিত হইতে কি নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে স্বীকার না করিলে হেফাজতে রাখিবার কথা ...	৮০
২১৮।	মোকদ্দমা সমর্পণ হইলে জ্ঞাত করিবার কথা ..	৮১
	অভিযোগপত্র প্রভৃতি হাইকোর্টে বা সেশন আদালতে পাঠাইবার কথা ...	৮১

ধারা	পৃষ্ঠা
ইংরাজী অনুবাদ হাইকোর্টে পাঠাইতে হইবার কথা	৮১
২১৯। অতিরিক্ত সাক্ষীদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা	৮১
২২০। বিচারের অপেক্ষায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজতে রাখিবার কথা	৮১

ঊনবিংশ অধ্যায়।

অভিযোগের বিধি।

অভিযোগ লিখিবার পাঠের বিধি।

ধারা	পৃষ্ঠা
২২১। অভিযোগপত্রে অপরাধ নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা	৮২
অপরাধের বিশেষ নামই বিশিষ্ট বর্ণনা হইবার কথা	৮২
অপরাধের নাম নিরূপণ না হইলে যেরূপ বর্ণনা হইবে তাহার কথা	৮২
অভিযোগপত্রে যে অনুমান হইবে তাহার কথা	ঐ
অভিযোগপত্র যে ভাষায় লেখা যাইবে তাহার কথা	ঐ
পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হইলে অভিযোগপত্রে তাহা লিখিবার কথা	ঐ
২২২। সময়ের ও স্থানের ও ব্যক্তির বিশেষ কথা	৮৩
২২৩। অপরাধ কি প্রকারের করা গিয়াছিল এই কথা যেস্থলে ব্যক্ত করিতে হইবে তাহার কথা	৮৪
২২৪। যে আইনক্রমে অপরাধের দণ্ড হয় সেই আইনমত অর্থে অভিযোগপত্রের শব্দের অর্থ গৃহীত হইবার কথা	৮৪
২২৫। ভ্রমের ফলের কথা	৮৫
২২৬। অভিযোগপত্র বিনা বা অসম্পূর্ণ অভিযোগপত্র সহিত সমর্পণ করা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা	৮৬
২২৭। অভিযোগপত্র পরিবর্ত্তন করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা	৮৬
২২৮। যে যে স্থলে পরিবর্ত্তন হইলেই বিচারের কার্য্য চলিতে পারে তাহার কথা	ঐ
২২৯। যে স্থলে নূতন বিচারের আজ্ঞা কিম্বা বিচার স্থগিত হইতে পারিবে তাহার কথা	ঐ
২৩০। পরিবর্ত্তিত অভিযোগপত্রের লিখিত অপরাধ হেতুক অনুমতি পাইবার প্রয়োজন হইলে মোকদ্দমার কার্য্য স্থগিত রাখিবার কথা	৮৬
২৩১। অভিযোগপত্র পরিবর্ত্তিত হইলে সাক্ষীদিগকে পুনশ্চ ডাকিতে পারিবার কথা	৮৭
২৩২। গুরুতর ভ্রম হইলে তাহার ফলের কথা	ঐ
অভিযোগ সংযোগ করিবার কথা	৮৭
২৩৩। ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে ভিন্ন ভিন্ন অভিযোগ হইবার কথা	৮৭
২৩৪। এক বৎসরের মধ্যে একই প্রকারে অপরাধ তিনবার করিবার অভিযোগ একত্র হইতে পারিবার কথা	৮৮
২৩৫। ১। দুই কি তদধিক অপরাধের বিচারের কথা	৮৮
২। একই অপরাধ দুই সংজ্ঞার মধ্যে আসিলে তাহার কথা	৮৮
৩। নানা ক্রিয়ার দ্বারা এক অপরাধ হইলে কিন্তু সমবেত হইয়া অন্য অপরাধ হইলে তাহার কথা	৮৮
২৩৬। কি অপরাধ হইয়াছে এই বিষয়ের সন্দেহ স্থলের কথা	৯০
২৩৭। কোন ব্যক্তির নামে এক অপ-	

ধারা পৃষ্ঠা

রাধের অভিযোগ হইলে তাহার অন্য অপরাধ যে স্থলে নির্ণয় হইতে পারিবে তাহার কথা ... ৯১
২৩৮। যে অপরাধের প্রমাণ হয় তাহা অভিযোগের অপরাধ মধ্যে ধরা গেলে তাহার কথা ... ৯১
২৩৯। যে যে ব্যক্তিদের অভিযোগ একত্র করা যাইতে পারে তাহাদের কথা ... ৯২
২৪০। অনেক অভিযোগ হইয়া একের প্রমাণ হইলে অন্য সকল অভিযোগ উঠাইয়া লইবার কথা ... ৯২

বিংশ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটেরা সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার করেন তাহার বিধি।

২৪১। সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার হয় তাহার কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ৯৩
২৪২। অভিযোগের মর্ম্ম জানাইবার কথা ... ৯৩
২৪৩। অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিলে অপরাধ নির্ণয়ের কথা ... ৯৩
২৪৪। তদ্রূপ স্বীকার না হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা ... ৯৪
২৪৫। মুক্ত করণের কথা ... ৯৪
দণ্ডাজ্ঞার কথা ... ৯৪
২৪৬। অপরাধ নির্ণয় নালিশ বা সমনে আবদ্ধ না থাকিবার কথা ... ৯৪
২৪৭। বাদী উপস্থিত না হইলে তাহার কথা ... ৯৪
২৪৮। নালিশ উঠাইয়া লইবার কথা ৯৫
২৪৯। বাদী না থাকিলে কার্য্যানুষ্ঠান বন্ধ করিবার ক্ষমতার কথা ... ৯৫

একবিংশ অধ্যায়।

যে মোকদ্দমায় ওয়ারেণ্ট বাহির হয়, মাজিষ্ট্রেটদের দ্বারা তাহার বিচার হইবার কথা।

ধারা পৃষ্ঠা

২৫১। যে মোকদ্দমায় ওয়ারেণ্ট বাহির হয় তদ্বিষয়ের কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ৯৫
২৫২। অভিযোগের সপক্ষ সাক্ষ্যের কথা ৯৫
২৫৩। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা ... ৯৫
২৫৪। অপরাধের প্রমাণ আছে দেখা গেলে অভিযোগ পত্র লিখিবার কথা ... ৯৬
২৫৫। উত্তরের কথা ... ৯৬
২৫৬। প্রতিবাদের কথা ... ৯৬
২৫৭। অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনামতে সাক্ষ্য উপস্থিত করাইবার পরওয়ানার কথা ... ৯৬
২৫৮। মুক্ত করণের কথা ... ৯৭
দোষী নির্ণয় করণের কথা ... ৯৭
২৫৯। বাদী উপস্থিত না থাকিবার কথা ৯৭

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সরাসরী বিচারের কথা।

২৬০। সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতার কথা ... ৯৭
২৬১। ন্যূন ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিবার কথা ... ৯৮
২৬২। যে যে মোকদ্দমায় সমন ও ওয়ারেণ্ট দেওয়া যাইতে পারে সেই সেই মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী খাটিবার কথা ৯৯
কারাদণ্ডের মিয়াদের কথা ... ৯৯
২৬৩। যে মোকদ্দমার আপীল নাই সেই মোকদ্দমার রিকার্ডের কথা ... ৯৯

ধারা পৃষ্ঠা।

২৬৪। যে মোকদ্দম'র উপর আপীল হইতে পারে সেই মোকদ্দমার বিকার্ডের কথা ... ১০০

২৬৫। রিকার্ড ও নিষ্পত্তি যে ভাষায় লিখিতে হইবে তাহাব কথা .. ১০০

বেঞ্চের কেরাণী রাখিতে পারিবার কথা ১০০

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

হাইকোর্টের ও সেশন আদালতের সম্মুখে বিচারের বিধি।

ক।—উপক্রমণিকা।

২৬৬। "হাইকোর্ট" শব্দেব অর্থের কথা ১০০

২৬৭। হাইকোর্টে জুরির দ্বারা বিচার হইবার কথা ... ১০১

২৬৮। শেসন আদালতে জুরিব দ্বারা বা আসেসরদের সহকারিতায় বিচার হইবার কথা ১০১

২৬৯। সেশন আদালতে জুবিব দ্বারা বিচার হয় স্থানীয় গবর্ণমেন্টের এই আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা ... ১০১

২৭০। সেশন আদালতে রাজকীয় অভিযোক্তা দ্বারা বিচার কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবার কথা ... ১০১

(খ)।—কার্য্যারম্ভের বিধি।

২৭১। বিচার আরম্ভ করণের কথা ১০২

অপরাধ স্বীকার করিলে তাহার কথা ১০২

২৭২। অপরাধ স্বীকার না করিবার কি বিচার হইবার দাওয়ার কথা ... ১০২

জুরির কি আসেসরদের পরিবর্ত্ত না হইয়া ক্রমশঃ বহু অপরাধীর বিচার হইতে পারিবার কথা ১০২

২৭৩। অভিযোগ প্রতিপোষণ হইতে না পারিলে যে কথা লেখা যাইবে তাহার কথা ... ১০২

ঐ লিখিত কথার ফলের কথা ... ১০৩

গ।—জুরি নির্ব্বাচনের বিধি।

২৭৪। কতজন লইয়া জুরি হইবে তাহার কথা ... ১০৩

২৭৫। সেশন আদালতে ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় লোক ভিন্ন অন্য লোকদের বিচারার্থ জুরির কথা ... ১০৩

২৭৬। গুলিবাঁট দ্বারা জুরি মনোনীত হইবার কথা ... ১০৩

উপবিধি ... ১০৩

বর্ত্তমান রীতি চলিবার কথা ... ১০৩

যাঁহাদিগকে সমন দেওয়া যায় নাই তাঁহাদিগকে কখন গ্রহণ করিতে পারা যায় তাহার কথা ... ১০৩

বিশেষ জুরির সহযোগে বিচার হইবার কথা ... ১০৪

২৭৭। জুরির নাম ডাকিবার কথা ১০৪

জুরির কোন ব্যক্তির বিষয়ে আপত্তির কথা ... ১০৪

কারণ না জানাইয়া আপত্তি করিবার কথা ... ১০৪

২৭৮। আপত্তির কারণের কথা ... ১০৪

২৭৯। আপত্তি নিষ্পত্তির কথা ... ১০৫

যে জুররের বিরুদ্ধে আপত্তি গ্রাহ্য হয় তাহার স্থানে অন্য লোক নিয়োগের কথা ... ১০৫

২৮০। জুরির প্রধান ব্যক্তির কথা ... ১০৫

২৮১। জুরদিগকে শপথ দিবার কথা ১০৫

২৮২। জুরীর উপস্থিত থাকিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা ১০৬

ধারা		পৃষ্ঠা
২৮৩।	আসামীর পীড়া হইলে জুরিকে বিদায় করিয়া দিবার কথা ...	১০৬

ঘ।—এসেসর নির্ব্বাচনের বিধি।

২৮৪।	এসেসরদিগকে যেরূপে মনোনীত করা যাইবে তাহার কথা ...	১০৬
২৮৫।	এসেসর উপস্থিত থাকিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা ...	১০৬

ঙ।—অভিযোগের ও প্রতিবাদির সমাপ্তি পর্য্যন্ত মোকদ্দমার বিচারের বিধি।

২৮৬।	অভিযোগের মোকদ্দমা সূচনার কথা ...	১০৬
	সাক্ষীদের পরীক্ষা লইবার কথা ...	১০৭
২৮৭।	মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লওয়া গেলে তাহা প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবার কথা ...	১০৭
২৮৮।	প্রথম স্থলীয় তদন্ত লইবার সময় যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তাহা গ্রাহ্য হইবার কথা ...	১০৭
২৮৯।	অভিযোগের সাক্ষীদের পরীক্ষার পর কার্য্যপ্রণালীর কথা ...	১০৭
২৯০।	প্রতিবাদের কথা ..	১০৮
২৯১।	সাক্ষীদের পরীক্ষা লইতে ও তাহাদিগকে সমন করিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকারের কথা ...	১০৮
২৯২।	অভিযোক্তার উত্তর দিবার অধিকারের কথা ...	১০৮
২৯৩।	জুরির কি এসেসরের দ্বারা স্থানাদি দৃষ্ট হইবার কথা ...	১০৮
২৯৪।	জুরির কোন ব্যক্তির কি এসেসরের পরীক্ষা যে স্থলে লওয়া হইতে পারিবে তাহার কথা ..	১০৯
২৯৫।	অধিবেশন করিবার দিনান্তর নিরূপণ হইলে জুরির কি এসেসরদের উপস্থিত হইবার কথা ...	১০৯
২৯৬।	জুরীকে বদ্ধ রাখিবার কথা ...	১০৯

চ।—জুরির বিচারিত মোকদ্দমার বিচার সমাপ্তির বিধি।

২৯৭	জুরির প্রতি উপদেশের কথা ...	১০৯
২৯৮।	জজ সাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা ...	১১০
২৯৯।	জুরির কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা ...	১১১
৩০০।	বিবেচনা করিবার জন্য জুরির বিরলে যাইবার কথা ...	১১২
৩০১।	মীমাংসা জানাইবার কথা ...	১১২
৩০২।	জুরির ঐক্যবাক্য না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ...	১১২
	প্রত্যেক অভিযোগ ধরিয়া মীমাংসা করিবার কথা ...	১১২
৩০৩।	জুরিকে জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করিতে পারিবার কথা ...	১১২
	প্রশ্ন ও উত্তর লিখিয়া রাখিবার কথা	১১২
৩০৪।	মীমাংসা সংশোধনের কথা	১১২
৩০৫।	হাইকোর্টে মীমাংসা যে সময়ে প্রবল হইবে তাহার কথা ...	১১৩
	অন্য স্থলে জুরিকে বিদায় দিবার কথা	১১৩
৩০৬।	মীমাংসা সেসন আদালতে যে সময়ে প্রবল হইবে তাহার কথা ...	১১৩
৩০৭।	জুরির মীমাংসার সহিত সেশন জজ সাহেবের মতের অনৈক্য হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ...	১১৩

ছ।—জুরিকে বিদায় দিবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনর্ব্বিচারের বিধি।

৩০৮।	জুরিকে বিদায় করিয়া দিবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনশ্চ বিচার হইবার কথা ...	১১৪

সূচীপত্র।

ধারা — পৃষ্ঠা

জ।—এসেসরদিগের সহকারিতায় যে মোকদ্দমার বিচার হয়, তাহার সমাপ্তির বিধি।

৩০৯। এসেসরদের মত দিবার কথা ... ১১৪

নিষ্পত্তির কথা ... ১১৪

ঝ।—পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হইয়া থাকিলে কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

৩১০। পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হইয়া থাকিলে কার্য্য প্রণালীর কথা ... ১১৫

ঞ।—হাইকোর্টের জুররদের ফর্দ্দের ও উক্ত কোর্টের জুররদিগকে ডাকিবার বিধি।

৩১২। বিশেষ জুরির সংখ্যার কথা ... ১১৫

৩১৩। সাধারণ ও বিশেষ জুরির নামের ফর্দ্দের কথা ... ১১৫

যে কর্ম্মকারক ফর্দ্দ প্রস্তুত করেন তাঁহার স্ববিবেচনামতে কর্ম্ম করিবার কথা ... ১১৬

৩১৪। প্রাথমিক ও সংশোধিত ফর্দ্দ প্রকাশ করিবার কথা ... ১১৬

৩১৫। রাজধানী নগরে জুরির কর্ম্ম করিতে যত জনকে সমন করিতে হইবে তাহার কথা ... ১১৬

অতিরিক্ত সমনের কথা ... ১১৬

৩১৬। রাজধানীর বাহিরে জুরির ব্যক্তিদিগকে সমন করিবার কথা ... ১১৭

৩১৭। সৈনিক জুরির কথা ... ১১৭

৩১৮। জুরির কোন ব্যক্তি উপস্থিত না হইলে তাহার কথা ... ১১৭

ট।—সেশন আদালতে জুররদের ও এসেসরদের নাম নির্ঘণ্ট করিবার ও তাহাদিগকে সমন দিবার বিধি।

৩১৯। জুরর ও এসেসর স্বরূপ কর্ম্ম করিতে হইবার কথা ... ১১৭

ধারা — পৃষ্ঠা

৩২০। বর্জ্জিত ব্যক্তিদের কথা ... ১১৮

৩২১। জুরির ও এসেসরদের নাম নির্ঘণ্টের কথা ... ১১৮

৩২২। নির্ঘণ্ট প্রচার করিবার কথা ... ১১৯

৩২৩। নির্ঘণ্টের প্রতি আপত্তির কথা ... ১১৯

৩২৪। নির্ঘণ্ট সংশোধনের কথা ... ১১৯

৩২৫। বৎসর বৎসর ঐ পত্র সংশোধনের কথা ... ১১৯

৩২৬। জুরর ও এসেসরদিগকে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমন করিবার কথা ... ১১৯

৩২৭। অন্য জুররদিগকে কি এসেসরদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা ... ১২০

৩২৮। সমনের পাঠের ও তাহা জারী করিবার কথা ... ১২০

৩২৯। গবর্ণমেণ্টের কি রেলওয়ের কার্য্যকারককে কখন অব্যাহতি দেওয়া যাইবে তাহার কথা ... ১২০

৩৩০। আদালতের জুরর কি এসেসরের উপস্থিত না হওয়ার অনুমতি দিতে পারিবার কথা ... ১২০

৩৩১। জুরির যে ব্যক্তিরা কি যে এসেসরেরা উপস্থিত হন তাঁহাদের নাম নির্ঘণ্টের কথা ... ১২০

৩৩২। জুরর কি এসেসর অনুপস্থিত হইলে দণ্ডের কথা ... ১২১

ঠ।—হাইকোর্ট সম্বন্ধে বিশেষ বিধান।

৩৩৩। আডবোকেট জেনারলের অভিযোগ না চালাইবার কথা ... ১২১

৩৩৪। অধিবেশনের সমনের কথা ... ১২১

৩৩৫। অধিবেশন করিবার স্থানের কথা ... ১২১

অধিবেশনের নোটিস দিবার কথা ... ১২২

ফৌ-কা

ধারা পৃষ্ঠা

৩৩৬। ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার বিচার হইবার স্থানের কথা ... ১২২

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

তদন্ত ও বিচারসংক্রান্ত সাধারণ বিধি।

৩৩৭। সহায়ের ক্ষমা করিতে প্রস্তাব করিবার কথা ... ১২২

৩৩৮। ক্ষমার প্রস্তাব করিতে আদেশ দিতে পারিবার কথা ... ১২৩

৩৩৯। যাহাকে ক্ষমা করিবার প্রস্তাব হয় তাহাকেও বিচারার্থে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা ... ১২৩

৩৪০। অভিযুক্ত ব্যক্তির উকীল নিযুক্ত করিবার অধিকারের কথা ... ১২৩

৩৪১। অভিযুক্ত ব্যক্তি আনুষ্ঠানিক কার্য্য বুঝিতে না পারিলে তদ্বিষয়ের কথা ১২৩

৩৪২। অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করিতে পারিবার কথা ... ১২৪

৩৪৩। কোন কথা প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি না দিবার কথা ... ১২৪

৩৪৪। আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখিবার বা তাহার দিনান্তর নিরূপণ করিবার কথা ও হেফাজতে ফিরাইয়া দিবার কথা ... ১২৫

ফিরাইয়া পাঠাইবার যুক্তিসঙ্গত কারণের কথা .. ১২৫

৩৪৫। অপরাধসম্বন্ধে রফা করিবার কথা ১২৫

৩৪৬। মোকদ্দমা মফঃস্বল মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার বহির্ভূত হইলে, তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য, তাহার কথা ... ১২৭

৩৪৭। মোকদ্দমা বিচারার্থে সমর্পণ করা উচিত, তদন্ত বা বিচারকার্য্য আরম্ভ হইবার পরে মাজিষ্ট্রেট এমত জ্ঞান করিলে তাঁহার কর্ত্তব্যের কথা ... ১২৮

৩৪৮। পূর্ব্ব মুদ্রা বা ষ্ট্যাম্প আইন বা সম্পত্তিসম্বন্ধে যাহাদের অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে, তাহাদের বিচারের কথা ... ১২৮

৩৪৯। মাজিষ্ট্রেট উচিতমত* কঠিন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে না পারিলে, যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা ... ১২৮

৩৫০। সাক্ষ্যের একাংশ এক মাজিষ্ট্রেটের ও অন্যাংশ অন্য মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা লিপিবদ্ধ হইলে সেই সাক্ষ্যক্রমে অপরাধ নির্ণয় বা বিচারার্থে সমর্পণ হইবার কথা ... ১২৯

৩৫১। অপরাধীরা আদালতে আসিলে তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখিবার কথা ... ১৩০

৩৫২। আদালত মুক্তদ্বার হওয়ার কথা ... ১৩০

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

তদন্তে ও বিচারকার্য্যে যে প্রকারে সাক্ষ্য লইতে ও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ক বিধি।

৩৫৩। অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে সাক্ষ্য হইবার কথা ... ১৩০

৩৫৪। রাজধানী নগরের বাহিরে সাক্ষ্য লিখিবার নিয়মের কথা ... ১৩১

৩৫৫। সমনের মোকদ্দমায় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা কোন কোন অপরাধীর বিচারকালে নথীর কথা ... ১৩১

৩৫৬। রাজধানী নগরের বাহিরে অন্য সকল মোকদ্দমায় নথীর কথা ... ১৩১

ইংরাজী ভাষায় সাক্ষ্য দিবার কথা ... ১৩১

মাজিষ্ট্রেটের কি জজের দ্বারা সাক্ষ্য লিখিত না হইলে মর্ম্মাত্মক-লিপির কথা ১৩১

ধারা | পৃষ্ঠা

৩৫৭। সাক্ষ্য যে ভাষায় লিপিবদ্ধ করা যাইবে, তাহার কথা ... ১৩২
৩৫৮। ৩৫৫ ধারায় উল্লিখিত স্থলে মাজিষ্ট্রেটের স্বেচ্ছায় কথা ... ১৩২
৩৫৯। ৩৫৬ কি ৩৫৭ ধারামতে সাক্ষ্য যেরূপে লিখিতে হইবে তাহার কথা ১৩২
৩৬০। সাক্ষ্য লওয়া সমাপ্ত হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহাব কথা ... ১৩২
৩৬১। সাক্ষ্য অনুবাদ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির কি তাহাব উকীলেব নিকটে ব্যক্ত হইবার কথা ... ১৩৩
৩৬২। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালতে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধকরণেব কথা ... ১৩৩
৩৬৩। সাক্ষীর আচরণবিষয়ে মন্তব্য কথা ১৩৩
৩৬৪। অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য লিখিবার নিয়মেব কথা ... ১৩৪
৩৬৫। হাইকোর্টে সাক্ষ্য যেরূপে লিখিয়া লওয়া যাইবে, তাহার কথা ... ১৩৪

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

নিষ্পত্তিবিষয়ক বিধি।

৩৬৬। নিষ্পত্তি যে প্রকারে প্রকাশ করিতে হইবে, তাহাব কথা ... ১৩৫
যে ভাষায় নিষ্পত্তি লিখিতে হইবে তাহাব কথা।
৩৬৭। নিষ্পত্তিপত্রে যাহা লেখা থাকিবে, তাহাব কথা ... ১৩৫
একতর অপরাধ নির্ণয়ের কথা ... ১৩৫
৩৬৮। প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার কথা ... ১৩৬
দ্বীপান্তর-প্রেরণদণ্ডের আজ্ঞার কথা ১৩৬
৩৬৯। আদালতের নিষ্পত্তি পরিবর্ত্তন না করিবার কথা ... ১৩৬
৩৭০। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিষ্পত্তির কথা ... ১৩৬
৩৭১। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিষ্পত্তি বুঝাইয়া ও নকল দেওয়া যাইবার কথা ১৩৬
যে ব্যক্তির প্রাণদণ্ডেব আজ্ঞা হয়, তাহাব কথা ... ১৩৭
৩৭২। নিষ্পত্তি যেস্থলে অনুবাদ করিতে হইবে, তাহাব কথা ... ১৩৭
৩৭৩। সেশন আদালতের নিষ্পত্তি পত্রেব ও দণ্ডাজ্ঞাব প্রতিলিপি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবেব নিকট পাঠাইবার কথা ... ১৩৭

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

দৃঢ় করণার্থে দণ্ডাজ্ঞা অর্পণ (মঞ্জুরি) বিষয়ক বিধি।

৩৭৪। সেশন আদালতকর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা অর্পণের কথা ... ১৩৭
৩৭৫। আরও তদন্ত বা অতিরিক্ত প্রমাণ লইতে আজ্ঞা করিবাব ক্ষমতার কথা ১৩৭
৩৭৬। দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় কি অপরাধ নির্ণয় অন্যথা করিতে হাইকোর্টের ক্ষমতার কথা .. ১৩৮
৩৭৭। দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করিবার কিম্বা নূতন দণ্ডেব আজ্ঞাতে দুই জন জজের স্বাক্ষর করিবার কথা ... ১৩৮
৩৭৮। মতভেদ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ১৩৮
৩৭৯। দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্য হাইকোর্টে অর্পিত হইলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ১৩৯
৩৮০। আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের ও ৩৪৯ ধারামতে কর্ম্মকারী মাজিষ্ট্রেটের কৃত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করণের কথা ... ১৩৯

ধারা — পৃষ্ঠা

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

আজ্ঞা সাধনবিষয়ক বিধি।

৩৮১। ৩৭৬ ধারামত আজ্ঞাক্রমে কার্য্য করাইবার কথা ১৪০

৩৮২। অন্তরাপত্যার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা গৌণে সাধন করিবার কথা ... ১৪০

৩৮৩। অন্তস্থলে দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কারাদণ্ডের আজ্ঞা সাধনের কথা ... ১৪০

৩৮৪। সাধনার্থ ওয়ারেণ্টের শিরোনামার কথা ... ১৪০

৩৮৫। ওয়ারেণ্ট যাহাকে দিতে হইবে, তাহার কথা ... ১৪০

৩৮৬। অর্থদণ্ড আদায়ের ওয়ারেণ্টের কথা ... ১৪০

৩৮৭। ঐ ওয়ারেণ্টের ফলের কথা ... ১৪১

৩৮৮। কারাদণ্ডাজ্ঞা সাধন স্থগিত রাখিবার কথা ... ১৪১

৩৮৯। কে ওয়ারেণ্ট দিতে পারেন তাহার কথা ... ১৪১

৩৯০। কেবল কশাঘাতদণ্ডের আজ্ঞামত কার্য্য হইবার কথা ... ১৪১

৩৯১। কারাদণ্ডের সহিত কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, কশাঘাত করিবার কথা ১৪১

৩৯২। ঐ দণ্ড যেরূপে সাধন হইবে তাহার কথা ... ১৪১

আঘাতের ঊর্দ্ধসংখ্যার কথা ... ১৪১

৩৯৩। ভাগ ভাগ করিয়া না মারিবার কথা ... ১৪২

মুক্ত থাকার কথা ... ১৪২

৩৯৪। অপরাধীর শরীর অসুস্থ থাকিলে ঐ দণ্ড না হইবার কথা ... ১৪২

দণ্ডসাধন স্থগিত হইবার কথা ... ১৪২

৩৯৫। ৩৯৪ ধারামতে দণ্ড হইতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য, তাহার কথা... ১৪২

৩৯৬। পলাতক বন্দীদের উপর দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবার কথা ... ১৪৩

৩৯৭। এক অপরাধের দণ্ডভোগী অপরাধীর উপর অন্য অপরাধের দণ্ডের কথা ... ১৪৩

৩৯৮। ৩৫, ৩৯৬ ও ৩৯৭ ধারার অতিরিক্ত বিধানের কথা ... ১৪৩

৩৯৯। অল্পবয়স্ক অপরাধীদিগকে চরিত্র সংশোধনালয়ে বদ্ধ করিবার কথা ... ১৪৪

৪০০। দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইলে ওয়ারেণ্ট ফিরিয়া পাইবার কথা ... ১৪৪

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

দণ্ড স্থগিত রাখিবার ও ক্ষমা করিবার ও পরিবর্ত্তন করিবার বিধি।

৪০১। দণ্ড স্থগিত রাখিবার কি ক্ষমা করিবার কথা। ... ১৪৫

৪০২। দণ্ড পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা। ... ১৪৫

ত্রিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয় কি নির্দ্দোষ নিরূপণ বিষয়ক বিধি।

৪০৩। যে ব্যক্তি একবার নির্দ্দোষী কি অপরাধী বলিয়া নির্ণয় হইল, তাহার সেই অপরাধে পুনরায় বিচার না হইবার কথা। ১৪৬

ধারা পৃষ্ঠা

সপ্তম খণ্ড।

আপীল ও অর্পণ ও সংশোধন করণের বিধি।

একত্রিংশ অধ্যায়।

আপীলের বিধি।

৪০৪। প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে আপীল না হইবার কথা ... ১৪৮
৪০৫। ক্রোককৃত সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞার উপর আপীলের কথা ... ১৪৮
৪০৬। সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞার উপর আপীল করিবার কথা ... ১৪৮
৪০৭। দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথা ১৪৮
প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের প্রতি আপীল হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা। ... ১৪৯
৪০৮। আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার উপর আপীলের কথা ... ১৪৯
৪০৯। সেশন আদালতে আপীল কিরূপে শুনা যাইবে, তাহার কথা ... ১৪৯
৪১০। সেশন আদালতের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথা ... ১৪৯
৪১১। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথা ... ১৪৯
৪১২। অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার করিলে কোন কোন স্থলে আপীল না হইবার কথা ... ১৫০
৪১৩। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমায় আপীল না হইবার কথা ... ১৫০
৪১৪। সরাসরীমতে অপরাধ নির্ণয় হইলে কোন কোন স্থলে তাহার উপর আপীল না হইবার কথা ... ১৫০
৪১৫। ৪১৩ ও ৪১৪ ধারার উপবিধির কথা .. ১৫০
৪১৬। ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের দণ্ডের আজ্ঞা বর্জ্জিত হইবার কথা ... ১৫০
৪১৭। নির্দ্দোষকরণের আজ্ঞার উপর গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আপীল করিবার কথা .৫১
৪১৮। কোন বিষয়ে আপীল গ্রাহ্য হইতে পারিবে তাহার কথা ... ১৫১
৪১৯। আপীলের দরখাস্তের কথা... ১৫১
৪২০। অ্যাপেলাণ্টে কারাবদ্ধ থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ১৫১
৪২১। আপীল সরাসরীমতে অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতার কথা ... ১৫১
৪২২। আপীল শুনিবার নোটিসের কথা ১৫২
৪২৩। আপীল লইয়া আপীল-আদালত কি করিতে পারিবেন তাহার কথা ... ১৫২
৪২৪। নিম্ন আপীল আদালতের নিষ্পত্তির কথা ... ১৫৩
৪২৫। হাইকোর্ট আপীলক্রমে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহা অধঃস্থ আদালতে জ্ঞাত করা হইবার কথা ... ১৫৩
৪২৬। আপীল উপস্থিত থাকিতে দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত করিবার কথা ... ১৫৩
হাজিরজামিন দিলে আপেলাণ্টকে মুক্ত করিবার কথা ... ১৫৩
৪২৭। নির্দ্দোষকরণের উপর আপীল হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধৃত করিবার কথা ... ১৫৪

ধারা পৃষ্ঠা

৪২৮। অধিক প্রমাণ লইতে কি লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবার ক্ষমতার কথা ১৫৩

৪২৯। আপীল-আদালতের জজদের যত জনের এক মত হয়, তত জনের ভিন্ন মত হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা ... ১৫৪

৪৩০। আপীল হইয়া যে আজ্ঞা হয় তাহা চুড়ান্ত হইবার কথা ... ১৫৪

৪৩১। আপীল উঠিয়া যাইবার কথা ১৫৪

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

প্রশ্নার্পণের ও সংশোধনের বিধি।

৪৩২। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের হাই-কোর্টে প্রশ্নার্পণ করিবার কথা ... ১৫৫

৪৩৩। হাইকোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার কথা ... ১৫৫

৪৩৪। হাইকোর্টের আদৌ বিচারাধি-পত্যক্রমে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে পশ্চাৎ বিবেচনার নিমিত্ত তাহা রাখিবার কথা ... ১৫৫

বিবেচনার নিমিত্ত রাখা গেলে কার্য্য-প্রণালীর কথা ... ১৫৫

৪৩৫। অধস্তন আদালতের কাগজপত্র আনাইবার ক্ষমতার কথা ... ১৫৬

৪৩৬। সমর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা ... ১৫৬

৪৩৭। তদন্ত লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা ... ১৫৭

৪৩৮। হাইকোর্টে রিপোর্ট করিবার কথা ... ১৫৭

৪৩৯। হাইকোর্টের সংশোধন করিবার ক্ষমতার কথা ... ১৫৭

৪৪০। আদালতের স্বেচ্ছাধীনে উভয় পক্ষের কথা শ্রবণ করিবার কথা ... ১৫৮

৪৪১। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট আপন নিষ্পত্তির যে যে হেতু জানান হাই-কোর্টের তাহা বিবেচনা করিবার কথা ১৫৮

৪৪২। হাইকোর্ট যে আজ্ঞা করেন তাহা অধঃস্থ আদালতে বা মাজিষ্ট্রেটকে জ্ঞাত করাবার কথা ... ১৫৮

অষ্টম খণ্ড।

বিশেষ কার্য্যানুষ্ঠানিক কার্য্যের বিধি।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

ইউরোপীয় ও আমেরিকা দেশীয়দিগের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য্যবিষয়ক বিধি।

৪৪৩। ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজারা অপ-রাধ করিলে যে মাজিষ্ট্রেটেরা সেই অপ-রাধের তদন্ত লইয়া বিচার করিবেন তদ্বিষয়ের বিধি ... ১৫৯

৪৪৪। সেশন জজের ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা হইবার কথা ও এসিষ্টাণ্ট সেশন জজের তিন বৎসর কর্ম্ম করিবার ও বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার কথা ১৫৯

৪৪৫। ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা অপরাধ করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবার কথা ... ১৫৯

৪৪৬। মফঃস্বল মাজিষ্ট্রেটেরা যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা... ১৬০

৪৪৭। যে স্থলে সেশন আদালতে ও যে স্থলে হাইকোর্টে সমর্পণ করিতে হইবে, তাহার কথা ... ১৬০

৪৪৮। এক অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ও অন্য অপরাধের নিমিত্ত তদ্রূপ দণ্ড হইতে না পারিলে অপরাধের বিচারের কথা ... ১৬০

ধারা	পৃষ্ঠা
৪৪৯। সেশন আদালতে যে দণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারিবেন তাহার কথা ...	১৬০
সেশন জজ আপনার ক্ষমতা ন্যূন জ্ঞান করিলে কার্য্য প্রণালীর কথা ...	১৬০
৪৫১। হাইকোর্টে বা সেশন আদালতে জুরি বা এসেসরের দ্বারা ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের বিচার হইবার কথা	১৬১
৪৫১ক। জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার জুরির দাওয়া করিবার স্বত্বের কথা ...	১৬১
৪৫১খ। কোন কোন স্থলে অন্য আদালতে মোকদ্দমা পাঠাইবার কথা ...	১৬২
৪৫২। ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার সহিত এদেশীয় ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইলে বিচারের কথা ...	১৬৩
এদেশীয় লোকের স্বতন্ত্র বিচার হইবার দাওয়ার কথা ...	১৬৩
৪৫৩। কোন ব্যক্তি আপনার পক্ষে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাস্বরূপ কার্য্য হইবার দাওয়া করিলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা ...	১৬৩
৪৫৪। উক্ত অবস্থার দাওয়া না করিলে তাহা ত্যাগ করা গেল জ্ঞান হইবার কথা .	১৬৩
৪৫৫। ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা না হইয়া কোন ব্যক্তির এই অধ্যায়মতে বিচার হইলে তাহার কথা ..	১৬৪
৪৫৬। ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাকে বে-আইনীমতে আটক করিয়া রাখা গেলে আপনাকে হাইকোর্টের সম্মুখে উপস্থিত করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিবার অধিকারের কথা	১৬৪
৪৫৭। তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ...	১৬৪
৪৫৮। হাইকোর্টে যে যে স্থানে তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, তাহার কথা	১৬৪
৪৫৯। যে যে আইনে মাজিষ্ট্রেটদের ও সেশন আদালতের প্রতি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হয়, তাহা খাটিবার কথা ...	১৬৫
৪৬০। ইউরোপের কি আমেরিকার লোকদের বিচারার্থ জুরির কথা ...	১৬৫
৪৬১। ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় লোকের সহিত অন্য জাতীয় লোকের অভিযোগ হইলে জুরির কথা ...	১৬৫
৪৬২। ৪৫১ কি ৪৬০ ধারামতে সমন করিয়া জুরি নিযুক্ত করিবার কথা ...	১৬৫
৪৬৩। ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য্য চালাইবার কথা ...	১৬৬

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তিদের সম্বন্ধীয় বিধি।

ধারা	পৃষ্ঠা
৪৬৪। অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা ...	১৬৭
৪৬৫। সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে সমর্পিত ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা ...	১৬৭
৪৬৬। অনুসন্ধান বা বিচারের অপেক্ষায় ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার কথা ...	১৬৭
তাহার রক্ষণের কথা ...	১৬৮
৪৬৭। তদন্ত কি বিচারকার্য্য পুনশ্চ প্রবৃত্ত হইবার কথা ...	১৬৮
৪৬৮। অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে ইতিকর্ত্তব্যতার কথা ...	১৬৮

ধারা		পৃষ্ঠা
৪৬৯।	অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষিপ্ত দেখা গেলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা ...	১৬৮
৪৭০।	অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হওয়া প্রযুক্ত নিরপরাধ নির্ণয়ের কথা ...	১৬৯
৪৭১।	উক্ত প্রকারে যাহাকে নিরপরাধ করা যায়, তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে আটক রাখিবার কথা ...	১৬৯
৪৭২।	ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে ইন্‌স্পেক্টার জেনরলের দৃষ্টি করিবার কথা ...	১৬৯
৪৭৩।	বদ্ধ ক্ষিপ্ত ব্যক্তি অভিযোগের উত্তর দিতে সক্ষম রিপোর্ট হইলে কর্ত্তব্যের কথা ...	১৬৯
৪৭৪।	৪৬৬ কি ৪৭১ ধারামতে বদ্ধক্ষিপ্ত ব্যক্তি মুক্ত হইবার যোগ্য প্রকাশ হইলে তাহার কথা ...	১৭০
৪৭৫।	আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে অর্পণ করিবার কথা ...	১৭০
৪৭৫ক।	স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে কারাবদ্ধ অপরাধী ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদিগকে এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে পাঠাইবার আজ্ঞা দিতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের ক্ষমতার কথা ...	১৭০
৪৭৫খ।	কোন কোন ক্ষমতা হইতে ইন্‌স্পেক্টার জেনেরল সাহেবকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মুক্তকরণের ক্ষমতার কথা	১৭১

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

বিচারকার্য্যসম্বন্ধীয় কোন কোন অপরাধের মোকদ্দমার আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

ধারা		পৃষ্ঠা
৪৭৬।	১৯৫ ধারায় লিখিত স্থলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ...	১৭১
৪৭৭।	সেশন আদালতের সম্মুখে তদ্রূপ অপরাধ হইলে ঐ আদালতের ক্ষমতার কথা ...	১৭২
৪৭৮।	অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া হাইকোর্টে কি সেশন আদালতে সমর্পণ করিতে দেওয়ানী ও রাজস্বসম্পর্কীয় আদালতের ক্ষমতার কথা ...	১৭২
৪৭৯।	তদ্রূপ স্থলে দেওয়ানী আদালতের কর্ত্তব্যের কথা ...	১৭২
৪৮০।	কোন কোন স্থলে অবজ্ঞা হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা ...	১৭২
৪৮১।	এইরূপ মোকদ্দমার নথীর কথা	১৭৩
৪৮২।	৪৮০ ধারামতে মোকদ্দমার কার্য্য হওয়া উচিত নয় আদালতের এমত বোধ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা	১৭৩
৪৮৩।	রেজিষ্টার বা সব রেজিষ্টার ৪৮০ ও ৪৮২ ধারামতে দেওয়ানী আদালত বলিয়া জ্ঞান যে স্থলে হইবে তাহার কথা ...	১৭৪
৪৮৪।	অপরাধী আজ্ঞাক্রমে কার্য্য করিলে কিম্বা অপরাধ স্বীকার করিলে তাহার মুক্ত হইবার কথা ...	১৭৪
৪৮৫।	উত্তর দিতে কি দলীল উপস্থিত করিতে স্বীকার না করিলে কোন ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিবার কি হেফাজতে রাখিবার কথা ...	১৭৪
৪৮৬।	অবজ্ঞার মোকদ্দমায় অপরাধ নির্ণয় হইলে তাহার উপর আপীলের কথা	১৭৫
৪৮৭।	১৯৫ ধারার উল্লিখিত অপরাধ কোন কোন জজের কি মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে করা গেলে তাঁহাদের সেই অপরাধের বিচার না করিবার কথা ...	১৭৫

ধারা পৃষ্ঠা

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণপোষণের বিধি।

৪৮৮। স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণপোষণের কথা .. ১৭৬

ভরণপোষণের ঐ টাকা দিবার আজ্ঞার তারিখ অবধি ঐ টাকা দেওয়া যাইবে সেই আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা .. ১৭৬

উপবিধি ... ১৭৬

৪৮৯। বৃত্তি পরিবর্ত্তন করিবার কথা ১৭৭

৪৯০। ভরণপোষণের আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা ... ১৭৭

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

হাবিয়স কর্পস ভাবাপন্ন আজ্ঞার বিধি।

৪৯১। হাবিয়াস কর্পস নামক পরওয়ানার ভাবাপন্ন আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা ১৭৭

নবম খণ্ড।

অতিরিক্ত বিধান।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

রাজকীয় অভিযোক্তাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৯২। রাজকীয় অভিযোক্তা নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা .. ১৭৮

৪৯৩। যে যে মোকদ্দমা চালাইবার ভার প্রাপ্ত, সেই সেই মোকদ্দমায় সকল আদালতে রাজকীয় অভিযোক্তার উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারিবার কথা ও সামান্য কোন ব্যক্তির উকীল তাঁহার আজ্ঞাধীন থাকিবার কথা ... ১৭৮

৪৯৪। অভিযোগ উঠাইয়া দিলে তাহার ফলের কথা ... ১৭৯

৪৯৫। অভিযোগ চালাইবার অনুমতির কথা ... ১৭৯

উনচত্বারিংশ অধ্যায়।

হাজিরজামিনবিষয়ক বিধি।

৪৯৬। যে স্থলে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে, তাহা লইতে হইবার কথা .. ১৮০

৪৯৭। হাজির জামিন লইবার অযোগ্য যে স্থলে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিবে, তাহার কথা ... ১৮০

যে স্থলে লওয়া যাইতে পারে তাহার কথা ... ১৮০

৪৯৮। হাজিরজামিন লইবার কি কমাইয়া দিবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা .. ১৮১

৪৯৯। অভিযুক্ত ব্যক্তি ও জামিনদের নিবন্ধপত্রের কথা ১৮১

৫০০। হেফাজত হইতে মুক্ত হইবার কথা ... ১৮১

৫০১। প্রথমে যে হাজিরজামিন লওয়া যায়, তাহা প্রচুর না হইলে প্রচুর জামিন দিবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা ১৮১

৫০২। প্রতিভূদের মুক্ত হইবার কথা ১৮১

চত্বারিংশ অধ্যায়।

সাক্ষীদের পরীক্ষার্থ কমিশন বিষয়ক বিধি।

৫০৩। যে স্থলে সাক্ষী স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে, তাহার কথা .. ১৮২

কমিশান দিবার ও তাহার কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ১৮৩

ধারা ... পৃষ্ঠা

৫০৪। সাক্ষী রাজধানী নগরের মধ্যে থাকিলে কমিশনের কথা ... ১৮৩

৫০৫। সাক্ষীর পরীক্ষা লইতে পক্ষের ক্ষমতার কথা ... ১৮৩

৫০৬। অধস্তন মফঃস্বল মাজিষ্ট্রেটের কমিশ্যন দিবার জন্য প্রার্থনা করিতে পারিবার কথা ... ১৮৩

৫০৭। কমিশ্যন ফিরিয়া পাঠাইবার কথা ... ১৮৪

৫০৮। তদন্ত কি বিচারকার্য্য স্থগিত থাকিবার কথা ... ১৮৪

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

সাক্ষ্যবিষয়ক বিশেষ বিধি।

৫০৯। চিকিৎসক সাক্ষীর সাক্ষ্যের কথা ... ১৮৪

চিকিৎসা কর্ম্মকারী সাক্ষীকে সমন করিতে পারিবার কথা ... ১৮৪

৫১০। রাসায়নিক দ্রব্য পরীক্ষকের রিপোর্টের কথা ... ১৮৪

৫১১। পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় বা নির্দ্দোষ হওনের প্রমাণ যেরূপে করা যাইবে তাহার কথা ... ১৮৫

৫১২। অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতি ও সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ হইবার কথা ... ১৮৫

দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়।

নিবন্ধপত্র বিষয়ক বিধি।

৫১৩। মুচলেকার পরিবর্ত্তে টাকা দিবার কথা ... ১৮৬

৫১৪। নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ১৮৬

৫১৫। ৫১৪ ধারামত আজ্ঞার উপর আপীল হইবার ও ঐ আজ্ঞা সংশোধনের কথা ... ১৮৬

ধারা ... পৃষ্ঠা

৫১৬। কোন কোন নিবন্ধপত্রক্রমে অদেয় অর্থদণ্ড আদায় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা ... ১৮৭

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

দ্রব্য লইয়া কার্য্য হইবার বিধি।

৫১৭। যে দ্রব্য সম্পর্কে অপরাধ করা যায় তাহা লইয়া যাহা করিতে হইবে এই বিষয়ের আজ্ঞার কথা ... ১৮৭

৫১৮। জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের প্রতি দ্রব্য অর্পণ-সূচক আজ্ঞা হইবার কথা ... ১৮৭

৫১৯। অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট যে টাকা পাওয়া যায় তাহা নির্দ্দোষ ক্রেতাকে দিবার কথা ... ১৮৮

৫২০। ৫১৭, ৫১৮ বা ৫১৯ ধারামতে আজ্ঞা স্থগিত করিবার কথা ... ১৮৮

৫২১। অপবাদ সম্পর্কীয় ও অন্য বিষয় বিনষ্ট করিবার কথা ... ১৮৮

৫২২। স্থাবর দ্রব্যের অধিকার ফিরিয়া দিবার ক্ষমতার কথা ... ১৮৮

৫২৩। ৫১ ধারামতে প্রাপ্ত বা চোরা দ্রব্য পুলীস কর্ত্তৃক ধৃত হইলে কার্য্য-প্রণালীর কথা ... ১৮৯

দ্রব্যের স্বামী অজ্ঞাত হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা ... ১৮৯

৫২৪। ছয় মাসের মধ্যে দাওয়াদার উপস্থিত না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ১৮৯

৫২৫। আশুক্ষয়শীল দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবার কথা ... ১৮৯

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

ফৌজদারী মোকদ্দমা হস্তান্তর করণ বিষয়ক বিধি।

৫২৬। হাইকোর্টের মোকদ্দমা হস্তান্তর

কৌন্স

ধারা		পৃষ্ঠা
	করিবার কি স্বয়ং বিচার করিবার ক্ষমতার কথা ...	১৯০
	এই ধারামতে প্রার্থনা হইলে রাজকীয় অভিযোক্তাকে নোটিস দিবার কথা ··	১৯১
৫২৬ ক।	৫২৬ ধারামত প্রার্থনা হইলে দিনান্তর নিরূপণের কথা ...	১৯১
৫২৭।	মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের ফৌজদারী মোকদ্দমা ও আপীল হস্তান্তর করিবার ক্ষমতার কথা ...	১৯১
৫২৮।	মোকদ্দমা জেলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের উঠাইয়া লইবার কি অর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা ...	১৯২
	জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বিশেষ প্রকারের সকল মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা	১৯২

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

অনিয়মিত আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

ধারা		পৃষ্ঠা
৫২৯।	অনিয়মিত ক্রিয়া হেতুক আনুষ্ঠানিক কার্য্য ব্যর্থ না হইলে তাহার কথা ...	১৯২
৫৩০।	অনিয়মিত যে কার্য্য দ্বারা আনুষ্ঠানিক কার্য্য অসিদ্ধ হয় তাহার কথা	১৯৩
৫৩১।	অনুপযুক্ত স্থানে আনুষ্ঠানিক কার্য্য হইবার কথা ...	১৯৩
৫৩২।	অনিয়মিতরূপে কোন ব্যক্তিকে সমর্পণ করা গেলে তাহা যেস্থলে সিদ্ধ করা যাইতে পারে, তাহার কথা ...	১৯৪
৫৩৩।	১৬৪ বা ৩৩৪ ধারার বিধান না পালন করিবার কথা ...	১৯৪
৫৩৪।	৩৪৪ ধারার ২ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ত্রুটি হইবার কথা ...	১৯৪
৫৩৫।	অভিযোগপত্র প্রস্তুত না হইবার ফলের কথা ...	১৯৪
৫৩৬।	এসেসরদের বিচার্য্য মোকদ্দমা জুরির দ্বারা বিচার হইবার কথা ...	১৯৫
	জুরির বিচার্য্য মোকদ্দমা এসেসরদের দ্বারা বিচার হইবার কথা ...	১৯৫
৫৩৭।	অভিযোগপত্রে কিম্বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ভ্রম কি প্রমাদপ্রযুক্ত নিষ্পত্তি কি দণ্ডাজ্ঞা অন্যথা হইবার কথা ...	১৯৫
৫৩৮।	আনুষ্ঠানিক কার্য্য রীতির দোষ থাকাতে ক্রোক বে-আইনী না হইবার ও ক্রোককারী ব্যক্তি অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান না হইবার কথা ...	১৯৫

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

বিবিধ বিধি।

ধারা		পৃষ্ঠা
৫৩৯।	যে যে কোর্টের ও যে যে ব্যক্তিদের সম্মুখে আফিডেবিট করা যাইতে পারিবে, তাঁহাদের কথা ...	১৯৬
৫৪০।	গুরুতর সাক্ষীকে সমন করিবার কিম্বা উপস্থিত ব্যক্তির পরীক্ষা লইবার ক্ষমতার কথা ...	১৯৬
৫৪১।	কারাদণ্ডের স্থান নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতার কথা ...	১৯৬
৫৪১ক।	দেওয়ানী জেলে বদ্ধ অভিযুক্ত বা নির্ণীতাপরাধে ব্যক্তিদিগকে ফৌজদারী জেলে পাঠাইবার ও তাহাদের দেওয়ানী জেলে ফিরিয়া আসিবার কথা	১৯৬
৫৪২।	কারাবদ্ধ ব্যক্তির পরীক্ষার জন্য তাহাকে আনাইতে আজ্ঞা করিতে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা	১৯৭

ধারা	পৃষ্ঠা
৫৪৩। দোভাষীর যথার্থই অর্থ করিতে হইবার কথা	১৯৭
৫৪৪। বাদীদের ও সাক্ষীদের খরচের কথা	১৯৭
৫৪৫। অর্থদণ্ডের টাকার একাংশ খরচ বা ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিতে আদালতের ক্ষমতার কথা	১৯৮
৫৪৬। পরিবর্ত্তিত মোকদ্দমায় সেই টাকা ধরিবার কথা	১৯৮
৫৪৭। যে টাকা দিবার আজ্ঞা হয় তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় হইতে পারিবার কথা	১৯৮
৫৪৮। নথীর নকল দিবার কথা	১৯৮
৫৪৯। কোর্টমার্শাল দ্বারা যাহাদের বিচার হইবে এরূপ ব্যক্তিদিগকে সৈন্যসংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিবার কথা	১৯৮
তদ্রূপ ব্যক্তিদিগকে ধৃত করিবার কথা	১৯৯
৫৫০। পোলীসের উচ্চপদস্থ কর্ম্মকারকদের ক্ষমতার কথা	১৯৯
৫৫১। অপহৃত স্ত্রীকে ফিরাইয়া দেওনের ক্ষমতার কথা	১৯৯
৫৫২। রাজধানী নগরে যে ব্যক্তিকে অকারণে প্রহরীর জিম্মায় দেওয়া যায় তাহার হানিপূরণের কথা	১৯৯
৫৫৩। অধীন আদালতের কাগজপত্র পরিদর্শন করিবার বিধি সনন্দপ্রাপ্ত হাইকোর্টের প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা	২০০
অন্যান্য কার্য্যের নিমিত্ত অন্যান্য হাইকোর্টের বিধি করিবার ক্ষমতার কথা	২০০
৫৫৪। পাঠের কথা	২০০
৫৫৫। যেস্থলে জজ বা মাজিষ্ট্রেট আপনি স্বার্থযুক্ত থাকেন, তাহার কথা	২০১
৫৫৬। আদালতের ভাষা স্থির করিতে পারিবার কথা	২০১
৫৫৭। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল সাহেবের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতানুসারে সময়ে সময়ে কার্য্য হইবার কথা	২০১
৫৫৯। নীলামকার্য্যে লিপ্ত কার্য্যকারকদের সম্পত্তি ক্রয় না করিবার বা না ডাকিবার কথা	২০১
৫৬০। তুচ্ছ ও দুঃখদায়ক মাত্র অভিযোগের কথা	২০১
৫৬১। স্বামী কর্ত্তৃক বলাৎকার করণাপরাধ সম্বন্ধে বিশেষ বিধান	২০২
প্রথম তফসীল	২০৩
দ্বিতীয় তফসীল	৩০৩
তৃতীয় তফসীল।—মফঃস্বল মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতার কথা	২৮৩
চতুর্থ তফসীল।—মফঃস্বলের মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি যে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে	২৮৫
পঞ্চম তফসীল।—পাঠ বিষয়ক	২৮৭

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন ১৮৮২ সালের ৬ মার্চ্চ তারিখে মহিমবর শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব অনুমোদন করিয়াছেন।

ফৌজদারী কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক

১৮৮২ সালের ১০ আইন।

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন।

ফৌজদারী মোকদ্দমা কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধনার্থ আইন।

হেতুবাদ।

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করা বিহিত, এই হেতু নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

প্রথম খণ্ড।

উপক্রমণিকা।

প্রথম অধ্যায়।

সংক্ষেপ নামের কথা, আরম্ভের কথা।

১ ধারা। এই আইন "ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে এবং ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসাবধি প্রবল হইবে।

---

* ১৮৮৬ সালের ৭ নং রেগুলেশন অনুসারে এই আইন কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া শান রাজ্য ব্যতীত সমস্ত উপর বর্ম্মায় প্রচলিত হইয়াছে।

১৮৮৬ সালের ৩নং রেগুলেশনের ২ ধারার দ্বারা সংশোধিত ১৮৭২ সালের ৩নং রেগুলেশনের ৩ ধারা অনুসারে ইহা সাঁওতাল পরগণায় প্রচলিত হইল।

১৮৮৪ সালের ১নং রেগুলেশনের ৩ ধারা দ্বারা সংশোধিত ১৮৭৬ সালের ৩নং রেগুলেশনের ১৩ ধারা অনুসারে ইহা আণ্ডামান ও নিকোবর দ্বীপে সংশোধিত হইয়া প্রচলিত হইয়াছে।

১৮৮৪ সালের ৩নং রেগুলেশন দ্বারা প্রসারিত ১৮৮০ সালের ২নং রেগুলেশন অনুসারে এই আইন নাগা পাহাড় ডিব্রুগড় প্রান্তদেশ এবং উত্তর কাচার পাহাড় গারো পাহাড় জিলা, খাসি বা জান্তিয়া পাহাড় জিলা এবং মিকড়ি পাহাড় দেশে রদ হইল।

অন্যান্য আইনের উল্লেখ ১৮৮৩ সালের ৩৬ আইনের দ্বারা সংশোধিত রূপে পঠিত হইবে।

যত দূর ব্যাপ্ত হইবে তাহার কথা।

এই আইন ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইবে, কিন্তু বিপরীত ভাবের বিশেষ বিধান না থাকিলে, এই আইনের কোন কথায় এক্ষণে যে বিশেষ কি স্থানীয় আইন প্রচলিত আছে, তাহার কিংবা অন্য প্রচলিত আইনের বলে যে বিশেষ বিচারাধিপত্য কি ক্ষমতা প্রদত্ত কিংবা যে বিশেষ প্রকারের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না, কিংবা ইহার কোন কথা—

(ক) কলিকাতা মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরের পোলীসের কমিশনার সাহেবের প্রতি কিংবা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি; কি

(খ) [সৈন্যাবাস সম্বন্ধীয় ১৮৮৯ সালের ১৩ আইন দ্বারা রদ হইল]।

(গ) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গ্রামপতিদের প্রতি; কি

(ঘ) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গ্রাম্য পোলীস কর্ম্মচারীদের প্রতি বর্ত্তিবে না।

(ঙ) [১৮৮৯ সালের ৫ আইন দ্বারা রদ হইল]।

যে যে বিধান রহিত হইল, তাহার কথা।

২ ধারা। এই আইনের প্রথম তফসীলে যে যে আইনের উল্লেখ হইয়াছে, সেই তফসীলের তৃতীয় ঘরে যত দূর নির্দ্দিষ্ট হইল, ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবস অবধি সেই সেই আইন ততদূর রহিত করা যাইবে, কিন্তু তৎকালে যে বিচারাধিপত্য কি যে প্রকারের কার্য্যপ্রণালী না থাকে, কি না অবলম্বিত হয়, এই রাহিত্য বলে তাহা পুনর্জ্জীবিত হইবে না, কিংবা তৎকালে যে কারাদণ্ড বৈধ থাকে, এই রাহিত্যক্রমে তাহা অবৈধ হইবে না।

রহিত করা আইনক্রমে বিজ্ঞাপনাদির কথা।

এতৎক্রমে রহিত করা, কি এতদ্দ্বারা রহিত করা আইনক্রমে রহিত করা কোন আইন ক্রমে যে সকল বিজ্ঞাপন প্রকাশিত, ঘোষণাপত্র প্রচারিত, ক্ষমতা প্রদত্ত, পাঠ নিরূপিত স্থানীয় সীমা নির্দ্দিষ্ট, দণ্ডাজ্ঞা দত্ত ও আজ্ঞা ও বিধি ও নিয়োগ কৃত হইয়া ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রচলিত থাকে, তৎসমুদয় এই আইনের তত্তৎ বিষয়ক ধারাক্রমে প্রকাশিত, প্রচারিত, প্রদত্ত, নিরূপিত, নির্দ্দিষ্ট, দত্ত ও কৃত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ও অন্য রহিত করা আইনের উল্লেখ হইলে, তাহার কথা।

৩ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে প্রণীত কোন আইনে, ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৬১ সালের ২৫ আইনের কিংবা ১৮৭২ সালের ১০ আইনের কি তাহার কোন অধ্যায়ের কি ধারার কিংবা এই আইনক্রমে রহিত করা অন্য আইনের উল্লেখ হইয়া থাকিলে, এই আইনের কিংবা তত্তৎ বিষয়ক এই আইনের অধ্যায়ের কি ধারার উল্লেখ হইয়াছে, যথাসাধ্য এমত জ্ঞান করিতে হইবে।

পূর্ব্ব আইনে উল্লেখ হইবার কথা।

এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে প্রণীত কোন আইনে "মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা কি পূর্ণ ক্ষমতামতে কর্ম্মচারী কার্য্যকারক" ও "অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট" ও "অধঃস্থ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট" এই এই কথা থাকিলে, তদ্দ্বারা যথাক্রমে এই আইনের নির্দিষ্ট "প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট" ও "দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট" ও "তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট" বুঝিতে হইবে। "জিলার খণ্ডের মাজিষ্ট্রেট" শব্দে "মহকুমার মাজিষ্ট্রেট" বুঝাইবে, "জিলার মাজিষ্ট্রেট" শব্দে "জিলার মাজিষ্ট্রেট" এবং "পোলীসের মাজিষ্ট্রেট" শব্দে "প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট" বুঝাইবে।

অর্থ করণের কথা।

৪ ধারা। এই ধারায় এই আইনগত নিম্নলিখিত কথার ও শব্দের যে অর্থ করা যাইতেছে, বিষয়ের কিংবা পূর্ব্বাপর কথার দ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না হইলে, সেই কথার ও শব্দের সেই অর্থ ধরিতে হইবে।

"নালিশ।"

(ক) জ্ঞাত কি অজ্ঞাত কোন ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছেন, এই আইনমতে আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত করিবার উদ্দেশে কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট বাচনিক বা লিখিত এরূপ বর্ণনা করা গেলে, "নালিশ" শব্দে রিপোর্ট বুঝাইবে। কিন্তু কোন পোলীস কর্ম্মচারীর রিপোর্ট ইহার অন্তর্গত নয়।

এই প্রকরণমতে লিখিত প্রার্থনাপত্র না দিয়া অর্থাৎ আদালতের রসুম ও লেখকের পারিশ্রমিক ইত্যাদি দিতে অপারগ হইয়া কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট এরূপ মৌখিক বর্ণনা করিলেও নালিস বলিয়া গণ্য হইবে; কিন্তু মৌখিক নালিস সচরাচর গ্রাহ্য হয় না, এইজন্য কাট্রিজ কাগজে লিখিয়া আদালতের রসুমের ষ্ট্যাম্প লাগাইয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

নালিসসূত্রে অথবা অন্য প্রকারে মোকদ্দমা উপস্থিত করার বিষয়ে ১৯৬,২০০ ও ২০৪ ধারা দেখ।

"অনুসন্ধান।"

(খ) এই আইনমতে প্রমাণ সংগ্রহ করিবার জন্যে পোলীসের দ্বারা কিম্বা এতৎপক্ষে মাজিষ্ট্রেটের নিকট ক্ষমতাপ্রাপ্ত (মাজিষ্ট্রেট বা পোলীশ কর্ম্মচারী ছাড়া) কোন ব্যক্তির দ্বারা যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবার অনুমতি আছে, "অনুসন্ধান" শব্দে তাহাও বাচ্য।

মাজিষ্ট্রেট বা পোলীস-কর্ম্মচারী ছাড়া কিন্তু মাজিষ্ট্রেটের নিকট ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা অনুসন্ধানসম্বন্ধে ২০২ ধারা দেখ।

"তদন্ত

(গ) এই আইনমতে মাজিষ্ট্রেট বা আদালত কর্ত্তৃক তদন্ত লইবার যে কার্য্য করা যায়, "তদন্ত" শব্দে তাহাও বাচ্য।

"বিচারঘটিত কার্য্য।"

(ঘ) যে কার্য্যের অনুষ্ঠানকালে আইনমতে সাক্ষ্য দেওয়া যায় বা লওয়া যাইতে পারে, "বিচারঘটিত কার্য্য" শব্দে সেই কার্য্য বুঝাইবে।

"লেখা" ও "লিখিত।"

(ঙ) "লেখা" ও লিখিত" শব্দে ছাপা ও লিথোগ্রাফ ও ফটোগ্রাফ করা ও খোদিত ও অন্য যে কোন প্রকারে শব্দ বা অঙ্ক কাগজের বা কোন দ্রব্যের উপর ব্যক্ত করা যাইতে পারে, তাহাও বুঝাইবে।

"উপবিভাগ।"

(চ) "উপবিভাগ" শব্দে এই আইনমতে কৃত জিলার উপবিভাগ বুঝাইবে।

"প্রদেশ।"

(ছ) যে দেশ যৎকালে কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন থাকে, "প্রদেশ" শব্দে তাহা বুঝাইবে।

"রাজধানী।"

(জ) কলিকাতার, মান্দ্রাজের কি বোম্বাইয়ের হাইকোর্টের দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ গ্রাহ্য করিবার সাধারণ ক্ষমতা যে সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়, "রাজধানী" শব্দে সেই সীমান্তর্গত স্থান বুঝাইবে।

"হাইকোর্ট।"

(ঝ) ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের নামে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের সহিত অন্য ব্যক্তিদের নামে অভিযোগ হইলে, যে কার্য্যানুষ্ঠান হয়, তৎসম্পর্কে "হাইকোর্ট" শব্দে কলিকাতা ও মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের হাইকোর্ট ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের হাইকোর্ট ও পঞ্জাবের চীফকোর্ট ও রেঙ্গুণের রেকর্ডার বুঝাইবে।

অন্য স্থলে "হাইকোর্ট" শব্দে কোন স্থানীয় চক্রের মধ্যে ফৌজদারী মোকদ্দমার আপীল গ্রাহ্য কিম্বা সেই মোকদ্দমার পুনর্দৃষ্টি করণার্থ উচ্চতম আদালত বুঝাইবে,

কিম্বা প্রচলিত আইনক্রমে তদ্রূপ কোন আদালত সংস্থাপন করা না গেলে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব সময়ে সময়ে এতদর্থে যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, "হাইকোর্ট" শব্দে তাহাকেও বুঝাইবে।

"চীফজষ্টিস।"

(ঞ) "চীফজষ্টিস" শব্দে পঞ্জাব চীফকোর্টের পদজ্যেষ্ঠ জজ সাহেবও এবং রেঙ্গুণের রেকর্ডার বাচ্য।

"আড্‌ভোকেট জেনেরল।"

(ট) "আড্‌ভোকেট জেনেরল" এই শব্দে গবর্ণমেণ্ট আড্‌ভোকেট, অথবা যেখানে আড্‌ভোকেট জেনেরল কি গবর্ণমেণ্ট আড্‌ভোকেট নাই, তৎকার্য্যপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, তাঁহাকেও বুঝাইবে।

"ক্লার্ক অফ দি ক্রাউন।"

(ঠ) এই আইনের দ্বারা ক্লার্ক অফ দি ক্রাউনের কর্ত্তব্য বলিয়া যে কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, চীফজষ্টিস সাহেব সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে যে কার্য্যকারককে বিশেষমতে নিযুক্ত করেন, "ক্লার্ক অফ দি ক্রাউন' শব্দে তাঁহাকেও বুঝাইবে।

"রাজকীয় অভিযোক্তা।"

(ড) "রাজকীয় অভিযোক্তা" শব্দে ৪৯২ ধারামতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে, ও রাজকীয় অভিযোক্তার আদেশক্রমে কার্য্যকারী কোন ব্যক্তিকে, ও কোন হাইকোর্টে আদৌ ফৌজদারী বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্যকালে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পক্ষে যে ব্যক্তি অভিযোগ চালান, সেই ব্যক্তিকেও বুঝাইবে।

এই প্রকরণের সহিত ৪৯২ ধারা পাঠ্য।

পোলীসচালানী মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেটের আদালতে ইন্‌স্পেক্টর, কোর্ট সবইন্‌স্পেক্টর বা কোর্ট হেড কনষ্টেবল, অনুসন্ধানকারী পোলীস অফিসার আবশ্যকমতে মোকদ্দমার অবস্থা মাজিষ্ট্রেটকে জানান এবং কোন কোন স্থানে প্রশ্নোত্তর প্রভৃতি দ্বারা মোকদ্দমা চালান, কিন্তু রাজকীয় অভিযোক্তার কার্য্যে অধিকার-সম্বন্ধে কোন বিধান নাই। দায়রার মোকদ্দমায় আসিষ্ট্যান্ট ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট প্রয়োজনানুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া রাজকীয় অভিযোক্তা হইতে পারেন।

"উকীল।"

(ঢ) কোন আদালতের কার্য্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে উকীল শব্দ ব্যবহৃত হইলে, প্রচলিত আইনক্রমে উক্ত আদালতে কর্ম্ম করিতে ক্ষমতাপন্ন উকীল বুঝায় এবং (১) তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন হাইকোর্টের আড্‌ভোকেট ও উকীল ও এটর্ণি ও (২) আদালতের অনুমতিক্রমে তৎ কার্য্যানুষ্ঠানে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত মোক্তার বা অন্য কোন ব্যক্তিও উক্ত শব্দে বাচ্য।

"পোলীস থানা" ও "পোলীস থানার অধ্যক্ষ।"

(ণ) যে স্থানে এই আইনের কার্য্যপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণমতে বা বিশেষমতে, পোলীস থানা বলিয়া প্রকাশ করেন "পোলীস থানা" শব্দে সেই স্থান বুঝাইবে, ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে স্থানীয় চক্র নির্দ্দেশ করেন তাহাও বুঝাইবে, এবং পোলীস থানার অধ্যক্ষ থানা ঘরে অনুপস্থিত থাকিলে, কিম্বা পীড়াবশতঃ আপন কর্ম্ম করিতে অশক্ত হইলে তৎপরবর্ত্তী নিম্নপদের যে কর্ম্মচারী কনষ্টেবল উর্দ্ধতম পদস্থ হইয়া থানা ঘরে উপস্থিত থাকেন, পোলীস থানার অধ্যক্ষ শব্দে তাঁহাকেও বুঝাইবে, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলে, অন্য যে পোলীস কর্ম্মচারী তদ্রূপে উপস্থিত থাকেন, তাহাকেও বুঝাইবে।

ফাঁড়ি, থানা শব্দের মধ্যে গণ্য, তথায় ভারপ্রাপ্ত হেড কনষ্টেবল দ্বারা মোকদ্দমা রুজু হয়, এবং প্রত্যেক মোকদ্দমা আদালতে প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে সেই ফাঁড়ি তাহার অধীন থানায় প্রেরিত হইয়া থানার নম্বর পড়ে।

থানার কিম্বা ফাঁড়ির সবইন্‌স্পেক্টর কিম্বা হেড কনষ্টেবল অনুপস্থিত বা পীড়িত হইয়া থাকিলে সাধারণ কনষ্টেবল কিম্বা লেখক-কনষ্টেবল নালিস গ্রহণ করিতে পারেন না। নালিসের মর্ম্ম রোজনামচা ভুক্ত করিয়া বাদীর সঙ্গে পথ দেখাইবার জন্য একজন কনষ্টেবল দিয়া সবইন্‌স্পেক্টর অথবা হেড কনষ্টেবলের নিকট মফঃস্বলে পাঠাইতে হইবে। (বি. পি. মা.।)

"অপরাধ।"

(ত) যৎকালে যে কোন আইন প্রচলিত থাকে, তৎক্রমে যে কোন কার্য্য বা ত্রুটী দণ্ডনীয় হয়, তাহাই "অপরাধ" শব্দে বাচ্য।

"ধর্ত্তব্য অপরাধ ও ধর্ত্তব্য মোকদ্দমা।"

(ঘ) এই আইনের দ্বিতীয় তফসীল অনুসারে কিম্বা যৎকালে যে কোন আইন প্রচলিত থাকে, তদনুসারে পোলীসের কর্ম্মকারক রাজধানী নগরের ভিতরেই হউক, আর বাহিরেই হউক, যে অপরাধের নিমিত্ত ও যে মোকদ্দমায় ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারেন, "ধর্ত্তব্য অপরাধ ও ধর্ত্তব্য মোকদ্দমা" শব্দে সেই অপরাধ ও মোকদ্দমা বুঝাইবে।

"অধর্ত্তব্য অপরাধ ও অধর্ত্তব্য মোকদ্দমা।"

যে অপরাধ হইলে ও যে মোকদ্দমায় পোলীসের কর্ম্মকারক ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে না পারেন, "অধর্ত্তব্য অপরাধ ও অধর্ত্তব্য মোকদ্দমা" শব্দে সেই অপরাধ ও মোকদ্দমা বুঝাইবে।

"জামিন লইবার উপযুক্ত অপরাধ।"

"জামিন লইবার অনুপযুক্ত অপরাধ।"

(ঙ) দ্বিতীয় তফসীলমতে কিম্বা যৎকালে অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে, তদনুসারে কোন অপরাধের নিমিত্ত হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে, "জামিন লইবার উপযুক্ত অপরাধ" শব্দে সেই অপরাধ বুঝাইবে। "জামিন লইবার অনুপযুক্ত অপরাধ" শব্দে অন্যান্য অপরাধ বুঝাইবে।

"ওয়ারেণ্টের মোকদ্দমা।"

(ধ) মৃত্যু কি দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ছয় মাসের অধিক কালের কারাবাস যে অপরাধের দণ্ড "ওয়ারেণ্টের মোকদ্দমা" শব্দে সেই অপরাধ সংক্রান্ত মোকদ্দমা বুঝাইবে।

"সমনের মোকদ্দমা।"

(ন) যে অপরাধের উক্তরূপ দণ্ড হয় না, "সমনের মোকদ্দমা" শব্দে সেই অপরাধ সংক্রান্ত মোকদ্দমা বুঝাইবে।

"ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা।"

(প) "ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা" শব্দে ইহাদিগকে বুঝাইবে ;—

(১) শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর যে কোন প্রজা গ্রেটব্রিটন ও আয়র্লণ্ড সংযুক্ত রাজ্যে কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় কি অষ্ট্রেলীয় উপনিবেশে কি অধিকৃত দেশে কি নবজিলণ্ড উপনিবেশে কি উত্তমাশা অন্তরীপ কি নেটাল উপনিবেশে জন্মগ্রহণ করেন, কি প্রজাধিকার প্রাপ্ত হন, কি চিরবাসী হন, তিনি ; ও

(২) তাঁহার ঔরস পুত্র কন্যা কি পৌত্র পৌত্রী কি দৌহিত্র দৌহিত্রী।

"অধ্যায়।" "তফসীল।"

(ক) "অধ্যায়" শব্দে এই আইনের অধ্যায় বুঝাইবে ও "তফসীল" শব্দে এতৎ সংযুক্ত তফসীল বুঝাইবে।

"স্থান।"

(খ) "স্থান" শব্দে বাটী ও ইমারত ও তাঁবু ও নৌকা বুঝাইবে।

যে যে কথায় কৃত কার্য্যের উল্লেখ আছে, তাহার কথা।

যে যে কথায় কৃত কার্য্যের উল্লেখ আছে, তৎসমুদায় অবৈধ ক্রটির প্রতিও বর্ত্তিবে।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধিতে কোন শব্দের যে অর্থ আছে,

সেই অর্থ থাকিবার কথা।

এই আইনে যে যে শব্দ ও পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনে তাহার অর্থ করা হইয়া থাকিলে ও ইহাতে ইতিপূর্ব্বে না হইয়া থাকিলে ঐ দণ্ডবিধির আইনে সেই সেই শব্দের ও পদের যে যে অর্থ আছে, সেই সেই অর্থে ব্যবহার হইয়াছে জ্ঞান করিতে হইবে।

দণ্ডবিধিমতে অপরাধের বিচারের কথা এবং অন্য আইনমতে অন্য অপরাধের বিচারের কথা।

৫ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমতে সমুদায় অপরাধের তদন্ত ও বিচার ইহার পর প্রদত্ত বিধান অনুসারে হইবে; এবং অন্য আইনমত অপরাধের তদন্ত ও বিচার ঐ বিধান অনুসারেই হইবে, কিন্তু সেই অপরাধের তদন্ত বা বিচারের প্রণালী বা স্থান নিয়ামক কোন ব্যবস্থা থাকিলে, তাহা মানিতে হইবে।

দ্বিতীয় খণ্ড।

ফৌজদারী আদালতের ও কার্য্যালয়ের সংস্থাপনের ও ক্ষমতার বিধি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ফৌজদারী আদালতের ও কার্য্যালয় সংস্থাপনের বিধি।

ক।—ফৌজদারী আদালতের নানা শ্রেণী বিষয়ক বিধি।

ফৌজদারী আদালতের নানা শ্রেণীর কথা।

৬ ধারা। ব্রিটিশ ভারতবর্ষে হাইকোর্ট ভিন্ন এবং এই আইন ব্যতীত অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে, তৎক্রমে সংস্থাপিত আদালত ভিন্ন পাঁচ শ্রেণীর ফৌজদারী আদালত থাকিবে, যথা,—

১। সেশন আদালত।
২। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালত।
৩। প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আদালত।
৪। দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আদালত।
৫। তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আদালত।

খ।—দেশসম্বন্ধীয় বিভাগের বিধি।

সেশন খণ্ডের কথা।

৭ ধারা। রাজধানী ব্যতিরিক্ত প্রত্যেক প্রদেশ একটি সেশন খণ্ড হইবে, কিম্বা নানা সেশন খণ্ডের সমষ্টি হইবে।

জিলার কথা।

এই আইনের অভিপ্রায়ানুসারে প্রত্যেক সেশন খণ্ড একটি জিলা কি ঐ নানা জিলার সমষ্টি হইবে।

খণ্ড ও জিলার পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে ঐ ঐ খণ্ডের ও জিলার সীমা কিংবা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক, সংখ্যাপরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

যাবৎ পরিবর্ত্তন না হয়, বর্ত্তমান সেশন খণ্ড ও জিলা থাকিবার কথা।

এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে যে সেশন খণ্ড ও জিলা থাকে, পূর্ব্বোক্তমতে পরিবর্ত্তন করা না গেলে, যতকাল পরিবর্ত্তন করা না যায়, ততকাল তৎসমুদয় সেশন খণ্ড ও জিলা থাকিবে।

রাজধানীগুলি জিলা বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

এই আইনের অভিপ্রায়ানুসারে প্রত্যেক রাজধানী এক একটী জিলা বলিয়া গণ্য হইবে।

জিলা উপবিভাগে বিভক্ত করিবার কথা।

৮ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজধানীর বহিঃস্থ কোন জিলা উপবিভাগে বিভক্ত কিংবা উক্ত জিলার কোন অংশ উপবিভাগে পরিণত করিতে পারিবেন ও সেই সেই উপবিভাগের সীমা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

এক্ষণকার উপবিভাগ থাকিবার কথা।

জিলার বর্ত্তমান যে সকল উপবিভাগ সচরাচর মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাধীন রাখা গিয়া থাকে, তৎসমুদায় এই আইনক্রমে কৃত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

১৮৮০ সালের ৩ আইনের ৩ ধারা মতে ক্যাণ্টনমেণ্ট অর্থাৎ সৈনাবাসের মাজিষ্ট্রেট উপবিভাগীয় মজিষ্ট্রেট বলিয়া গণ্য।

গ।—রাজধানীর বহিঃস্থ আদালতের ও কার্য্যালয়ের বিধি।

সেশন আদালতের কথা।

৯ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক সেশন খণ্ডে, এক একটী সেশন আদালত সংস্থাপন করিবেন, এবং তদ্রূপ আদালতে এক এক জন জজ নিযুক্ত করিবেন।

তদ্রূপ এক কি একাধিক আদালতে বিচারাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এডিশ্যনাল সেশন জজ ও জইণ্ট সেশন জজ ও আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে সকল সেশন আদালত থাকে, তৎসমুদয় এই আইনমতে সংস্থাপিত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

জিলার মাজিষ্ট্রেটের কথা।

১০ ধারা। রাজধানীর বহিঃস্থ প্রত্যেক জিলার স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এক এক জন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিবেন, তিনি জিলার মাজিষ্ট্রেট নামে খ্যাত হইবেন।

জিলার মাজিষ্ট্রেটের পদশূন্য হইলে যে ব্যক্তি কিয়ৎকালের নিমিত্ত সেই পদে থাকেন, তাঁহার কথা।

১১ ধারা। জেলার মাজিষ্ট্রেটের পদশূন্য হওয়া প্রযুক্ত যে কর্ম্মকারক কিয়ৎকালের নিমিত্ত ঐ জিলার ফৌজদারী ব্যাপার সম্বন্ধীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করণের প্রধান পদ প্রাপ্ত হন, তিনি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা পাইবার অপেক্ষায় এই আইনক্রমে জিলার মাজিষ্ট্রেটের যে সকল ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইল, সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন ও সেই সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেটদের কথা ও তাঁহাদের বিচারাধীন স্থানে সীমার কথা।

১২ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য যত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা বিহিত বোধ করেন, তাঁহাদিগকে রাজধানীর বহিঃস্থ জেলার প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট স্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারিবেন; এবং উক্ত মাজিষ্ট্রেটেরা যে যে স্থানীয় চক্র মধ্যে এই আইনক্রমে প্রাপ্ত সমুদয় বা কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে জেলার মাজিষ্ট্রেট সময়ে সময়ে তাহা নির্ণয় করিয়া দিতে পারিবেন।

তদ্রূপে নির্ণয় করিয়া না দিলে তাঁহারা উক্ত জেলার সর্ব্বস্থলে উক্ত বিচারাধিপত্য ও ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেটের প্রতি উপবিভাগের অধ্যক্ষতাভার দিবার ক্ষমতার কথা।

১৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেটকে জেলার কোন উপবিভাগের অধ্যক্ষতাভার দিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনমতে ঐ অধ্যক্ষতাভার হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারিবেন।

জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি ক্ষমতার্পণের কথা।

সেই মাজিষ্ট্রেট মহকুমার মাজিষ্ট্রেট নামে খ্যাত হইবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আপনার এই ধারামত ক্ষমতা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন।

বিশেষ মাজিষ্ট্রেটদের কথা।

১৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজধানীর বহিঃস্থ কোন স্থানীয় চক্রে বিশেষ মোকদ্দমা সম্পর্কে কিম্বা বিশেষ এক প্রকারের কিম্বা বিশেষ বিশেষ নানা প্রকারের মোকদ্দমা সম্পর্কে

কি সাধারণতঃ সকল মোকদ্দমা সম্পর্কে কোন ব্যক্তির প্রতি এই আইনক্রমে দত্ত কি দেয় প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের সকল কি অন্যতর ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

সেই সেই মাজিষ্ট্রেট বিশেষ মাজিষ্ট্রেট নামে খ্যাত হইবেন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যদ্রূপ নিয়ম বিহিত বোধ করেন, তদ্রূপ নিয়মে স্বীয় কর্তৃত্বাধীন কোন কর্ম্মচারীর প্রতি এই ধারার প্রথম পদক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

আসিষ্টাণ্ট ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিম্ন শ্রেণীস্থ কোন পোলীস কর্ম্মচারীর প্রতি এই ধারামতে কোন ক্ষমতা দেওয়া যাইবে না, এবং শান্তি রক্ষার্থ ও অপরাধ নিবারণার্থ ও অপরাধীদিগকে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনিবার জন্য তাহাদের অপরাধ আবিষ্কার পূর্ব্বক তাহাদিগকে ধৃত করণার্থ ও আটক করিয়া রাখিবার নিমিত্ত এবং প্রচলিত আইনক্রমে ঐ কর্ম্মচারীর যে কর্ম্ম করিতে হয়, সেই কর্ম্ম সম্পাদনার্থ আবশ্যক না হইলে, ঐরূপ কোন ক্ষমতা দেওয়া যাইবে না।

মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের কথা।

১৫ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন দুই কি তদধিক জন মাজিষ্ট্রেটকে রাজধানীর বহিঃস্থ কোন স্থানে বিচার কার্য্যে বেঞ্চস্বরূপ বসিতে আদেশ করিতে পারিবেন ও সেই বেঞ্চের প্রতি এই আইনক্রমে দত্ত কি দেয় প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন, ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে সীমার মধ্যগত স্থানে তাঁহাদের দ্বারা যে যে মোকদ্দমার বা যে প্রকারের মোকদ্দমার বিচার হওয়া উচিত জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে সেই সীমার মধ্যে ঐ ক্ষমতাক্রমে সেই সেই মোকদ্দমার বিচার করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

বিশেষ আদেশ না থাকিলে বেঞ্চ যে ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন, তাহার কথা।

এই ধারামত আজ্ঞায় অন্যরূপ বিধান না থাকিলে, যে মাজিষ্ট্রেটেরা অধিবিষ্ট হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের অন্যতর ব্যক্তি উচ্চতম যে শ্রেণীভুক্ত হন, ঐ বেঞ্চ এই আইনক্রমে প্রদত্ত সেই শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন এবং এই আইনের অভিপ্রায়ানুসারে যতদূর সম্ভব সেই শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট বলিয়া গণ্য হইবেন।

বেঞ্চের কার্য্যপদ্ধতি দর্শাইবার বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

১৬ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কিম্বা জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে কোন জেলার মধ্যে মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের কার্য্যপদ্ধতির বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। সেই বিধি এই আইনসঙ্গত হইবে, তন্মধ্যে এই এই বিষয়ে বিধান থাকিবে।

(ক) যে প্রকারে মোকদ্দমার বিচার হইবে।

(খ) অধিবেশনের সময় ও স্থান।

(গ) বিচারকার্য্য চালাইবার জন্যে কে কে অধিবিষ্ট হইবেন।

(ঘ) অধিবিষ্ট মাজিষ্ট্রেটদের মতের অনৈক্য হইলে যেরূপে তাঁহাদের বিবাদ নিষ্পত্তি করা যাইবে।

মাজিষ্ট্রেটদের ও বেঞ্চদের জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন থাকিবার কথা।

১৭ ধারা। ১২ ও ১৩ ও ১৪ ধারামতে নিযুক্ত সমুদয় মাজিষ্ট্রেট ও ১৫ ধারামতে সংস্থাপিত সমুদয় বেঞ্চ জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন হইবেন, ও তিনি উক্ত মাজিষ্ট্রেটদের ও বেঞ্চদের মধ্যে কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দিবার সম্বন্ধে সময়ে সময়ে এই আইনের সঙ্গত বিধি করিতে পারিবেন, এবং

মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের অধীন থাকিবার কথা।

মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন জেলার উপবিভাগের মধ্যে যত মাজিষ্ট্রেট ও বেঞ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া তৎক্রমে কার্য্য করেন, তাঁহারা সেই মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের অধীন হইবেন। কিন্তু এই বিষয়ে জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সাধারণ কর্ত্তৃত্ব থাকিবে।

আসিষ্টাণ্ট সেশন জজদের সেশন জজের অধীন থাকিবার কথা।

যে সেশন জজের আদালতে তাঁহারা বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করেন, আসিষ্টাণ্ট সেশন জজেরা তাঁহার অধীন হইবেন ও তিনি উক্ত আসিষ্টাণ্ট সেশন জজদের মধ্যে কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দিবার সম্বন্ধে সময়ে সময়ে এই আইনের সঙ্গত বিধি করিতে পারিবেন।

জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা ১২ ও ১৩ ও ১৪ ও ১৫ ধারামতে নিযুক্ত কি সংস্থাপিত মাজিষ্ট্রেট কি বেঞ্চ ইহার পর স্পষ্টতঃ যতদূর ও যদ্রূপ বিধান হইয়াছে, তদ্ভিন্ন স্থলে সেশন জজ সাহেবের অধীন হইবেন না।

খ। প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেটের আদালত বিষয়ক বিধি।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিবার কথা।

১৮ ধারা। প্রত্যেক রাজধানীর মাজিষ্ট্রেট হইবার নিমিত্ত যত ব্যক্তির প্রয়োজন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিবেন। তাঁহারা ইহার পর প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট নামে অভিহিত হইবেন, এবং প্রত্যেক রাজধানীতে তন্মধ্যে একজন প্রধান মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইবেন।

নিম্নলিখিত মতে প্রাপ্ত ক্ষমতাক্রমে প্রধান মাজিষ্ট্রেট যে বিধি প্রণয়ন করেন পূর্ব্বোক্ত দুই কি তদধিক ব্যক্তি সেই বিধি মানিয়া বেঞ্চস্বরূপ একত্র বসিতে পারিবেন।

তাঁহাদের বিচারাধীন স্থানের সীমার কথা।

১৯ ধারা। প্রত্যেক প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট রাজধানীর সীমার অন্তর্গত সকল স্থানে, এবং বন্দর ও বন্দরীয় মাশুল বিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে, তদনুসারে ঐ ঐ নগরের বন্দরের ও নৌকাগম্য কোন নদীর কিম্বা বন্দরে পঁহুছিবার জলপথের যে সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকে, সেই সীমার মধ্যে বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করিবেন।

বোম্বাইয়ের পেটি সেশন আদালতের কথা।

২০ ধারা। ১৮৭৭ সালের এপ্রিল মাসের ১লা তারিখের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রচলিত

কোন আইনমতে পেটি সেশন আদালতের যে যে বিচারাধিপত্য ছিল, বোম্বাই নগরে প্রত্যেক প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট সেই সমুদায় বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করিবেন।

কিন্তু বোম্বাই মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে, তৎক্রমে আপীল কেবল প্রধান মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইবে।

প্রধান মাজিষ্ট্রেটের কথা।

২১ ধারা। এই আইনমতে কিম্বা এই আইন প্রচলিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বলবৎ যে কোন আইন কি বিধিমতে কোন সীনিয়র বা প্রধান মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা যে সকল ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবার আদেশ থাকে, প্রধান মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিচারাধীন স্থানের মধ্যে সেই সকল ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবেন, এবং নিম্নলিখিত বিষয়ের যে বিধি এই আইনের বিধানসঙ্গত হয়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সময়ে সময়ে এমত বিধি করিতে পারিবেন, যথা—

(ক) নগরের অন্তর্গত মাজিষ্ট্রেটদের নানা আদালতে কার্য্য নির্ব্বাহ ও বিলি করিবার ও রীতি নির্দ্দেশ করিবার বিধি।

(খ) মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চ যে যে সময়ে ও স্থানে অধিবিষ্ট হইবেন, তাহার বিধি।

(গ) যাঁহাদিগকে লইয়া ঐ বেঞ্চ হইবে তদ্বিষয়ের বিধি।

(ঘ) অধিবিষ্ট মাজিষ্ট্রেটদের মতের অনৈক্য হইলে তাহা যেরূপে নিষ্পত্তি করা যাইবে, তাহার বিধি।

(ঙ) শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদিগের বিষয়ের বিধি।

মফস্বলের শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা।

২২ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব রাজধানী ভিন্ন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সমুদয় কি কোন স্থান সম্পর্কে,

এবং প্রত্যেক স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোক্ত রাজধানী ভিন্ন স্বীয় শাসনাধীন দেশ সম্পর্কে,

রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশকরণ পূর্ব্বক যে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদিগকে জ্ঞাপনপত্রলিখিত স্থানমধ্যে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসের কর্ম্ম করিবার যোগ্য জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

২২ ধারা।—৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৫ ধারা দ্রষ্টব্য।

রাজধানীর শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা।

২৩ ধারা। কলিকাতা রাজধানীসম্পর্কে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট,

এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাইনগর সম্পর্কে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট,

রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করণ পূর্ব্বক, ভিন্নাধিকার দেশের প্রজা ভিন্ন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যবাসী যে কোন ব্যক্তিদিগকে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসের কর্ম্ম করিবার যোগ্য জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে ঐ জ্ঞাপনপত্রের লিখিত নগরের মধ্যে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা।

২৪ ধারা। যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন হাইকোর্টের প্রচারিত কোন কমিশ্যনপ্রাপ্ত হইয়া এইক্ষণে উক্ত রাজধানী ভিন্ন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের কোন স্থানের মধ্যে ও জন্যে তথলে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসের কর্ম্ম করিতেছেন, তিনি ২২ ধারামতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল সাহেব কর্ত্তৃক ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সমস্ত দেশের শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন, এমত জ্ঞান করিতে হইবে।

যে প্রত্যেক ব্যক্তি তদ্রূপ কোন কমিশ্যনপ্রাপ্ত হইয়া এইক্ষণে উক্ত কোন নগরের সীমার মধ্যে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসের কর্ম্ম করেন, তিনি ২৩ ধারামতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন, এমত জ্ঞান করিতে হইবে।

পদোপলক্ষে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা।

২৫ ধারা। স্ব স্ব পদের বলে শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব ও শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল সাহেবের মন্ত্রিসভার নিয়মিত সভ্যগণ ও হাইকোর্টের সমুদায় জজ ও রেঙ্গুণের রেকর্ডার সাহেব ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত সমস্ত স্থানের শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস হইয়া থাকেন এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটেরা যে রাজধানী নগরের মাজিষ্ট্রেট হন, সেই নগরের মধ্যে তথাকার শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসও হইয়া থাকেন। সেশনের জজ ও জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করিতেছেন, সেই স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন দেশের সমস্ত স্থানের শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস হইয়া থাকেন।

২৫ ধারা।—৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৫ ধারা দ্রষ্টব্য।

চ। স্থগিত ও অবসৃত হইবার বিধি।

জজদের ও মাজিষ্ট্রেটদের স্থগিত ও অবসৃত হইবার কথা।

২৬ ধারা। রাজকীয় সনন্দক্রমে সংস্থাপিত হাইকোর্ট ভিন্ন ফৌজদারী আদালতের সকল জজ ও সকল মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কর্ম্ম হইতে স্থগিত কি অবসৃত হইতে পারিবেন।

কিন্তু এইক্ষণে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল সাহেব, কেবল যে জজ ও মাজিষ্ট্রেট দিগকে কর্ম্ম করিতে স্থগিত কি অবসৃত করিতে পারেন, অন্য কোন কর্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে স্থগিত কি অবসৃত করিবেন না।

শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের স্থগিত ও অবসৃত হইবার কথা।

২৭ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল সাহেব শান্তিরক্ষার্থ যে কোন জষ্টিসকে নিযুক্ত করেন, তাহাকে তিনি স্থগিত রাখিতে কি পদচ্যুত করিতে এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট শান্তিরক্ষার্থ যে কোন জষ্টিসকে নিযুক্ত করেন, তাঁহাকে সেই গবর্ণমেণ্ট স্থগিত রাখিতে কি পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

আদালতের ক্ষমতাবিষয়ক বিধি।

ক।—প্রত্যেক আদালতের বিচার্য্য অপরাধের বর্ণনা।

দণ্ডবিধিমত অপরাধের কথা।

২৮ ধারা। এই আইনের অন্যান্য বিধানের নিয়মাধীনে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন মতে কোন অপরাধ হাইকোর্টের কি সেশন আদালতের কি অন্য যে আদালতের বিচার্য্য বলিয়া দ্বিতীয় তফসীলের অষ্টমঘরে দেখা যায়, সেই আদালত উক্ত অপরাধের বিচার করিতে পারিবেন।

২৮ ধারা। এই আইনের অন্যান্য বিধান সম্বন্ধে ৩০, ৩৪, ১৯১, ১৯২, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ৩৮০, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৯, ৪৫২, ৪৬৭, ৪৭৭, ৪৮০ ধারাদি দ্রষ্টব্য।

অন্য আইনমত অপরাধের কথা।

২৯ ধারা। অন্য আইনমত অপরাধ হইলে, যদি ঐ আইনে কোন আদালতের উল্লেখ থাকে, তবে উক্ত আদালত ঐ অপরাধের বিচার করিবেন।

যদি কোন আদালতের উল্লেখ না থাকে, তবে হাইকোর্ট কি এই আইনমতে সংস্থাপিত কোন আদালত তাহার বিচার করিবেন।

কিন্তু (ক) যে অপরাধের সাত বৎসরের অধিককাল পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে, প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট সেই অপরাধের বিচার করিবেন না।

(খ) যে অপরাধে তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে, দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট সেই অপরাধের বিচার করিবেন না, এবং

(গ) যে অপরাধে এক বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে, তৃতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট সেই অপরাধের বিচার করিবেন না।

প্রাণদণ্ডের অপরাধ ভিন্ন অপরাধের কথা।

৩০ ধারা। পঞ্জাবের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশে এবং অযোধ্যার ও মধ্যপ্রদেশের ও ব্রিটিশ ব্রহ্মদেশের ও কুর্গের ও আসামের প্রধান কমিশ্যনর সাহেবদের শাসিত দেশে এবং অন্য অন্য প্রদেশের যে যে স্থানে ডেপুটীকমিশ্যনরেরা কি আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনরেরা থাকেন, সেই সেই স্থানে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ২৯ ধারায় ভাবান্তরের কথা থাকিলেও জেলায় মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে মাজিষ্ট্রেটের স্বরূপ প্রাণদণ্ডের অপরাধ ভিন্ন সমুদয় অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

৩০ ধারা। ৩৪, ৩৮০, ৪০৮ ধারা দ্রষ্টব্য।

খ।—নানা শ্রেণীর আদালত যে যে দণ্ডাজ্ঞা দিতে পারিবেন তদ্বিষয়ক বিধি।

হাইকোর্ট ও সেশনের জজ সাহেব যে যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৩১ ধারা। হাইকোর্ট আইনমত যে কোন দণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

সেশন জজ কি আডিশুনল সেশন জজ কি জয়েণ্ট সেশন জজ সাহেব আইনমত যে কোন দণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারিবেন, কিন্তু ঐরূপ কোন জজ প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলে তাহা হাইকোর্টের অনুমোদনসাপেক্ষ থাকিবে।

আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ প্রাণদণ্ড ও সাত বৎসরের অধিক মিয়াদের দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ও সাত বৎসরের অধিক কালের কারাদণ্ড ভিন্ন আইনমত যে কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ চারি বৎসরের অধিক কালের কারাদণ্ডের আজ্ঞা এবং কোন দ্বীপান্তর-প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা করিলে তাহা সেশন জজ সাহেবের অনুমোদন সাপেক্ষ থাকিবে।

মাজিষ্ট্রেটেরা যে যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৩২ ধারা। মাজিষ্ট্রেটদের আদালত নিম্নলিখিত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যথা

(ক) প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটদের ও প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের আদালত।	আইনমতে নির্জ্জন কারাদণ্ড সমেত দুই বৎসরের অনধিক কালের কারাদণ্ড; এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কশাঘাত দণ্ড।
(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের আদালত।	আইনমত নির্জ্জন কারাদণ্ড সমেত ছয় মাসের অনধিক কালের কারাদণ্ড; দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড; কশাঘাত দণ্ড।
(গ) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের আদালত।	এক মাসের অনধিক কালের কারাদণ্ড; পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড।

কোন মাজিষ্ট্রেটের আদালত আইনমত যে যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারেন, তন্মধ্যে একাধিক যে কোন দণ্ড একত্র করিয়া সংযুক্ত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতা না পাইলে তাঁহার আদালত কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন না।

৩২ ধারা। নির্জ্জন কারাদণ্ড সম্বন্ধে দঃ বিঃ ৭৩,৭৪ ধারা দেখ।

অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়াতে মাজিষ্ট্রেটদের কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৩৩ ধারা। অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়াতে আইনমতে যতকালের কারাদণ্ড হইতে পারে, মাজিষ্ট্রেটের আদালতে ঐরূপ ত্রুটি ঘটিলে ততকালের কারাদণ্ড দিতে পারিবেন, কিন্তু ততকালের কারাদণ্ড যেন এই আইনমত মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার অতিরিক্ত না হন।

কোন কোন স্থল সম্বন্ধে উপবিধি।

কিন্তু মাজিষ্ট্রেটদের দ্বারা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে, যদি মূলদণ্ডের একাংশ বলিয়া কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইয়া থাকে, তবে অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়াতে যে কারাদণ্ড হয়, তদ্ভিন্ন তিনি ঐ অপরাধের দণ্ডস্বরূপে যতকালের নিমিত্ত কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, অর্থদণ্ড না দেওয়া প্রযুক্ত তাহার] চতুর্থাংশের অধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা দিবেন না।

৩২ ধারামতে মাজিষ্ট্রেট অত্যধিক যত কালের মূল কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারেন এই ধারামত কারাদণ্ড তদতিরিক্ত হইতে পারিবে।

কোন কোন জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবদের উচ্চতর ক্ষমতার কথা।

৩৪ ধারা। ৩০ ধারামতে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদালত প্রাণদণ্ড কিম্বা ৭ সাত বৎসরের অধিক কালের দ্বীপান্তর-প্রেরণ-দণ্ড কিম্বা সাত বৎসরের অধিক কালের কারাদণ্ডের আজ্ঞা ছাড়া আইনসম্মত যে কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন; কিন্তু চারি বৎসরের অধিক কালের কারাদণ্ডের আজ্ঞা এবং কোন দ্বীপান্তর-প্রেরণ-দণ্ডের আজ্ঞা সেশন জজ সাহেবের অনুমোদনসাপেক্ষ থাকিবে।

একই বিচারে অনেক অপরাধের প্রমাণ হইলে তাহার দণ্ডাজ্ঞার কথা।

৩৫ ধারা। একই মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির দুই কি তদধিক স্বতন্ত্র অপরাধের প্রমাণ হইলে তাহার যে যে অপরাধের প্রমাণ হয়, ঐ আদালত সেই সেই অপরাধের যে যে দণ্ড করিতে সক্ষম হন, সেই সেই দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কারাদণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে আদালত যে ক্রমের আদেশ করেন, সেই ক্রমে এক দণ্ড ভোগ হইলে পর অন্য দণ্ডের আরম্ভ হইবে।

ঐ আদালত একই অপরাধের নিমিত্তে যত দূর দণ্ড করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, ঐ সমুদয় অপরাধের দণ্ডসমষ্টি তদতিরিক্ত বলিয়া অপরাধীকে উপরিস্থ আদালতে বিচার হইবার নিমিত্তে প্রেরণ করা আবশ্যক হইবে না।

অত্যধিক যতকাল দণ্ড হইবে, তাহার কথা।

কিন্তু (ক) কোন স্থলে সেই ব্যক্তির চৌদ্দ বৎসরের অধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইবে না।

(খ) আরো ৩৪ ধারামতে কর্ম্মকারী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা সেই মোকদ্দমার বিচার হইলে, তিনি স্বীয় নিয়মিত ক্ষমতাক্রমে যৎপরিমাণে দণ্ড করিতে পারেন; পূর্ব্বোক্ত দণ্ড সমুদয় তাহার দ্বিগুণের অধিক না হয়।

একই বিচারে অনেক অপরাধের প্রমাণ হইলে, এই ধারামত সংযুক্ত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ়করণের কি আপীলের সময়ে একই আজ্ঞা বলিয়া গণ্য হইবে।

গ।—নিয়মিত ও অতিরিক্ত ক্ষমতা বিষয়ক বিধি।

মাজিষ্ট্রেটদের নিয়মিত ক্ষমতার কথা।

৩৬ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট ও মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ও প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর

মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি নিম্নে যথাক্রমে যে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়া তৃতীয় তফসীলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা সেই সেই ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ক্ষমতাকে তাঁহাদের "নিয়মিত ক্ষমতা" বলে।

মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি অতিরিক্ত ক্ষমতা দিবার কথা।

৩৭ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটকে যে ক্ষমতা দিতে পারেন বলিয়া চতুর্থ তফসীলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, মহকুমার মাজিষ্ট্রেটকে কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেটকে তাঁহার নিয়মিত ক্ষমতার অতিরিক্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কি স্থলবিশেষে, জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে ক্ষমতা দিতে পারেন, তাহার নিয়মের কথা।

৩৮ ধারা। ৩৭ ধারামতে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পিত হইল, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে।

ঘ।—ক্ষমতার প্রদান, স্থিতি ও বিলোপ বিষয়ক বিধি।

ক্ষমতা প্রদান করিবার নিয়মের কথা।

৩৯ ধারা। এই আইনমতে ক্ষমতা প্রদান করিতে হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞাক্রমে বিশেষ ব্যক্তিদের নাম করিয়া বা পদোপলক্ষে তাঁহাদিগকে কিম্বা সকল শ্রেণীর কর্ম্মকারকদের পদসংক্রান্ত খ্যাতি ধরিয়া সেই কর্ম্মকারকদিগকে ঐ ঐ ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

উক্তরূপ প্রত্যেক আজ্ঞা যে তারিখে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জ্ঞাত করা যায়, সেই তারিখ অবধি ফলবৎ হইবে।

কর্ম্মকারকেরা স্থানান্তরে প্রেরিত হইলে তাঁহাদের ক্ষমতা প্রবল থাকিবার কথা।

৪০ ধারা। কোন ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মসংক্রান্ত কোন পদ পাইয়া কোন স্থানীয় চক্রের মধ্যে এই আইনক্রমে কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে যদি একই স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন তদ্রূপ স্থানীয় চক্রে তত্তুল্য প্রকারের সমান কি উচ্চতর পদে নিযুক্ত হন, তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে কি না করিয়া থাকিলে তিনি যে স্থানীয় চক্রে প্রেরিত হইয়াছেন, সেই স্থানীয় চক্রে সেই ক্ষমতা ক্রমে কার্য্য করিতে থাকিবেন।

ক্ষমতা রহিত হইতে পারিবার কথা।

৪১ ধারা। এই আইনক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বা তদধীন কোন কার্য্যকারক কোন ব্যক্তির প্রতি যে কোন ক্ষমতা প্রদান করেন, উক্ত গবর্ণমেণ্ট তাহা রহিত করিতে পারিবেন।

———

ফৌ-কা

তৃতীয় খণ্ড।

সাধারণ বিধান।

চতুর্থ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদিগকে ও পোলিসকে ও ধৃতকরণ কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য ও সংবাদ দিবার বিধি।

কোন কোন স্থলে সকল লোককে মাজিষ্ট্রেটের ও পোলীসের সাহায্য করিতে হইবার কথা।

৪২ ধারা। (ক) মাজিষ্ট্রেট বা পোলীসের কর্ম্মকারক যাহাকে ধরিতে সক্ষম হন, এমত কোন ব্যক্তিকে ধরিবার জন্যে,

(খ) কিম্বা শান্তিভঙ্গ নিবারণার্থে, কি রেলওয়ে কি খাল কি টেলিগ্রাফ কি রাজকীয় সম্পত্তির হানির চেষ্টা নিবারণার্থে, কিম্বা

(গ) দাঙ্গা কি হাঙ্গামা দমন করণার্থে, মাজিষ্ট্রেট কি পোলীসের কর্ম্মকারক যে কোন ব্যক্তির যুক্তিমত সাহায্য চাহেন, রাজধানীর ভিতরেই হউক কি বাহিরেই হউক, তাঁহার সাহায্য করিতেই হইবে।

পোলীস কর্ম্মচারী ভিন্ন ওয়ারেণ্ট সাধনকারী ব্যক্তিকে সাহায্য করিবার কথা।

৪৩ ধারা। পোলীস কর্ম্মচারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির নামে ওয়ারেণ্ট লিখিয়া দেওয়া গেলে যে ব্যক্তির নামে লিখিয়া দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি যদি নিকটে থাকিয়া ওয়ারেণ্ট সাধন করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে অন্য কোন ব্যক্তি ঐ ওয়ারেণ্ট সাধন কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিবেন,

কোন কোন অপরাধের সন্ধান সকল লোকের দিতে হইবার কথা।

৪৪ ধারা। কোন ব্যক্তি রাজধানীর ভিতরেই হউক কি বাহিরেই হউক ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২১, ১২১ক, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৪ক, ১২৫, ১২৬, ১৩০, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯ ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ও ৪৬০ ধারামতে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করণের বা অন্য কোন ব্যক্তির করিবার কল্পনার কথা জানিতে পাইলে, যে মাজিষ্ট্রেট কি পোলীসের যে কর্ম্মকারক নিকটে থাকেন, তাঁহাকে অগৌণে জানাইবেন। যদি না জানাইবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ থাকে, তবে সেই কারণের প্রমাণ করিবার ভার তাঁহার প্রতি বর্ত্তিবে।

যে কার্য্য ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে কোন স্থানে কৃত হইলে দণ্ডবিধি আইনের নিম্ন- লিখিত ধারা অনুসারে অর্থাৎ ১২১, ১২১ক, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৪ক, ১২৫, ১২৬, ১৩০ ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯ ও ৪৬০ ধারা অনুসারে

দণ্ডনীয় হইত, সেই কার্য্য ভারতবর্ষের বাহিরে কোন স্থলে কৃত হইলে, এই ধারা অনুসারে দোষ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে।

গ্রামের মণ্ডল ও ভূম্যধিকারী প্রভৃতির কোন কোন বিষয়ের রিপোর্ট করিতে হইবার কথা।

৪৫ ধারা। প্রত্যেক গ্রামের মণ্ডল কি গ্রামের চৌকিদার কি গ্রাম্য পোলীষ কর্ম্মচারী কি ভূমির অধিকারী কি দখলীকার ও সেই অধিকারীর কি দখলীকারের গোমস্তা, এবং গবর্ণমেণ্টের কি কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের পক্ষে যে প্রত্যেক আমলা ভূমির রাজস্ব কি খাজানা আদায় করিবার কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন তিনি নিম্নলিখিত কোন বিষয়ের কোন সন্ধান জানিতে পাইলে যে মাজিষ্ট্রেট কিম্বা যে পোলীষ থানার অধ্যক্ষ নিকটে থাকেন, তাঁহাকে অগৌণে তাহার সেই সন্ধান জানাইতে হইবে।

(ক) তিনি যে গ্রামের মণ্ডল কি চৌকিদার কি পোলীষ কর্ম্মচারী হন, কিম্বা যে গ্রামের মধ্যে ভূমির অধিকারী কি দখলীকার হন, কিম্বা গোমস্তা থাকেন, কিম্বা যে গ্রামের রাজস্ব কি খাজানা আদায় করেন, সেই গ্রামের মধ্যে চোরা দ্রব্য গ্রাহক কি বিক্রেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ কোন ব্যক্তির নিয়ত বা কিয়ৎকালীন বাস করিবার কথা।

(খ) যে ব্যক্তিকে ঠগ কি দস্যু কি পলায়িত কয়েদী কি ঘোষিত অপরাধী বলিয়া তাহার জানা আছে, কিম্বা যাহার বিষয়ে যুক্তিমতে তাহার এমত সংশয় থাকে, সেই ব্যক্তির নিত্য সেই গ্রামের সীমার অন্তর্গত কোন স্থানে আসিবার বা তাহার মধ্য দিয়া যাইবার কথা।

(গ) যে অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না, উক্ত গ্রামে কি তাহার নিকটে সেই অপরাধ করণের কি করণাভিপ্রায়ের কথা।

(ঘ) সেই গ্রামস্থ কোন ব্যক্তির অকস্মাৎ বা অপঘাত মৃত্যুর কিম্বা সন্দেহজনক অবস্থায় মৃত্যুর কথা।

(ঙ) যে কার্য্য ভারতবর্ষ মধ্যে সাধিত হইলে দণ্ডবিধি আইনের নিম্নলিখিত ধারা অনুসারে অর্থাৎ ৩০২, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯ ৪৬০ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় হইত, সেই কার্য্য উক্ত গ্রামের সন্নিকটে ভারতবর্ষের বাহিরে কার্য্য করিলে কি করিবার বাঞ্ছা করিলে তাহা দোষ বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় (১) "গ্রাম্য" শব্দে গ্রামের অন্তর্গত ভূমি ও গণ্য।

(২) নামজারী করা দোষী অর্থে যে ব্যক্তি কোন আদালত কিম্বা সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল দ্বারা ভারতবর্ষের কোন অংশে স্থাপিত বা রক্ষিত কোন আদালতের দ্বারা যে কার্য্য ভারতবর্ষে সাধিত হইলে দণ্ডবিধি আইনের নিম্নলিখিত ধারানুসারে অর্থাৎ ৩০২, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬০ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় হইত, তৎসম্বন্ধে দোষী বলিয়া প্রচারিত ব্যক্তিকে বুঝায়।

(চ) জেলার মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্ববর্ত্তী অনুমতি অনুসারে কোন সাধারণ কি বিশেষ আদেশ দ্বারা যে বন্দোবস্ত রক্ষা, দোষ নিবারণ ও শরীর ও সম্পত্তির নিরাপত্তা সম্বন্ধে সমাচার প্রদান করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন, তাহার কোনরূপ সম্ভবতঃ ব্যত্যয়কারী কোন বিষয়।

৪৫ ক ধারা। যে গ্রামে কোন আইন অনুসারে কোন গ্রামের মণ্ডল নিযুক্ত নাই, সেই গ্রামে জেলার মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই সম্বন্ধে যে যে নিয়ম করিবেন, তাহা মান্য করিয়া মধ্যে মধ্যে এই শেষোক্ত ধারার অর্থে এক বা বহু ব্যক্তিকে গ্রামের মণ্ডল নিযুক্ত করিতে পারেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

ধৃতকরণ, পলায়ন ও পুনঃধৃতকরণ বিষয়ক বিধি।

ক।—সাধারণতঃ ধৃত করণ বিষয়ক বিধি।

যেরূপে ধৃত করিতে হইবে, তাহার কথা।

৪৬ ধারা। ধৃতকরণ সময়ে পোলীষের কর্ম্মকারক কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি ধৃত করেন তিনি যাহাকে ধরিবেন, তাহার গাত্র স্পর্শ করিবেন কিম্বা তাহাকে আটক করিয়া রাখিবেন কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি কথা কি কর্ম্মদ্বারা আটক থাকিবার সম্মতি দেখায়, তবে তাহাকে স্পর্শাদি করিবার প্রয়োজন নাই।

ধরিবার উদ্যোগের বাধা দিবার কথা।

তাহাকে ধরিবার উদ্যোগ হইলে যদি সেই ব্যক্তি বলক্রমে বাধা দেয় কিম্বা ধৃত হওয়া এড়াইতে চেষ্টা করে, তবে পোলীষের ঐ কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার জন্যে যাহা আবশ্যক তাহাই করিবেন।

যে অপরাধে প্রাণদণ্ড বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয় না, সেই অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি হইলে এই ধারার কোন কথায় তাহার প্রাণহানি করিবার অধিকার জন্মে না।

৪৬ ধারা। এই আইনের ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০ ধারা; এবং দঃ বিঃ ৯৯। ১৮৬। ১৮৯।২২৪। ২২৫। ৩৩২। ৩৩৩। ৩৫৩ ধারা দেখ। বিশেষতঃ ১৮৮৬ সালের ১০ আইনের দ্বারা সংশোধিত দণ্ডবিধির ২২৫ ক ও ২২৫ খ ধারা দেখ।

এই ধারার শেষ পদটী নূতন।

কোন লোককে গ্রেপ্তার করার সময় পোলীসের সরকারী পোসাক পরা উচিত।

যাহাকে ধরিবার চেষ্টা হয়, সে কোন স্থানে প্রবেশ করিলে সেই স্থান অন্বেষণ করিবার কথা।

৪৭ ধারা। যাহাকে ধৃত করিতে হইবে, সেই ব্যক্তি কোন স্থানে প্রবেশ করিয়াছে কি আছে, ধৃত করিবার ওয়ারেণ্টক্রমে কার্য্যকারী কোন ব্যক্তির কিম্বা ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন পোলীসের কার্য্যকারকের [illegible] করিবার হেতু থাকিলে, তিনি ঐ স্থান-

বাসীর কি রক্ষকের অনুমতি চাহিলে, তাঁহার কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বোক্তরূপে কার্য্যকারী ঐ অন্য ব্যক্তিকে কি পোলীসের সেই কর্ম্মকারককে অবাধে প্রবেশ করিতে দেন ও সেই স্থানে অন্বেষণ করিতে সর্ব্বপ্রকারে যুক্তিমত সাহায্য করেন।

৪৭ ধারা। এই আইনের ৫৪। ৫৮। ৬৬। ৬৭। ৭৭। ৭৮। এবং দণ্ডবিধি আইনের ১৫৬। ১৮৭। ২১২। ২১৬। ২২৫ ধারা দেখ।

প্রবেশ করিতে না পাইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৮ ধারা। যদি ৪৭ ধারামতে উক্ত স্থানে প্রবেশ করিতে না পারা যায়, ওয়ারেণ্টক্রমে কার্য্যকারী ব্যক্তি যে কোন স্থলে এবং যে ব্যক্তিকে ধৃত করিতে হইবে, তাহাকে পলাইবার সুযোগ না দিয়া যে স্থলে ওয়ারেণ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেই স্থলে পোলীষের কর্ম্মকারক সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া অন্বেষণ করিতে পারিবেন ও আপনার ক্ষমতা ও অভিপ্রায় জ্ঞাত করিয়া উপযুক্তমতে প্রবেশ করিবার অনুমতি চাহিলে পর, যদি অন্য কোন প্রকারে প্রবেশ করিতে না পারেন, তবে তথায় প্রবেশ করিবার জন্যে যে ব্যক্তিকে ধরিতে হইবে, সেই ব্যক্তির কি অন্য যাহার হউক ঘরের কি স্থানের সদর কি খিড়কী দ্বার কি জানালা ভাঙ্গিয়া বা খুলিয়া প্রবেশ করিতে পারিবেন।

অন্তঃপুরের দ্বারাদি ভাঙ্গিয়া খুলিবার কথা।

কিন্তু যদি উক্ত স্থানে যে ব্যক্তিকে ধৃত করিতে হইবে, তদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকের অধিকৃত অন্তঃপুর হয় ও সেই স্ত্রীলোক যদি স্বজাতীয় আচারমতে প্রকাশ্য স্থানে না যায়, উক্ত ব্যক্তি কি পোলীষের কর্ম্মকারক তাহাকে স্থানান্তরে যাইবার অনুমতি জানাইয়া, ও সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার স্থানান্তরে যাইবার যুক্তিমতে সাহায্য করিয়া ঐ অন্তঃপুরের দ্বারাদি ভাঙ্গিয়া তথায় প্রবেশ করিতে পারিবেন।

মুক্তির উদ্দেশে দ্বার ও জানালা ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবার কথা।

৪৯ ধারা। ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন পোলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি আইনমতে ধৃত করিবার নিমিত্ত কোন গৃহে বা স্থানে প্রবেশ করিয়া তথায় আবদ্ধ হইলে আপনাকে কি অন্য ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত সেই গৃহের সদর কি খিড়কীদ্বার কি জানালা ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবেন।

অনাবশ্যক মতে বদ্ধ না করিবার কথা।

৫০ ধারা। ধৃত ব্যক্তির পলায়ন নিবারণের জন্য যত দূর আবশ্যক হয়, তাহাকে তদধিক কষ্ট দিয়া আটক করিয়া রাখিতে হইবে না।

৫০ ধারা। কোন পোলীস কর্ম্মচারী কোন গ্রেপ্তারী আসামীকে অনর্থক শারীরিক কষ্ট দিলে পোলীসের আইন অর্থাৎ ১৮৬১ সালের ৫ আইনের ২৯ ধারা মতে তাঁহার তিন মাসের বেতনের অনধিক জরিমানা, অথবা তিন মাসের অনধিক কয়েদ, অথবা উভয় দণ্ড হইতে পারে।

ওয়ারেণ্ট জারিতে পোলীস কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিলে ওয়ারেণ্ট লিখিত মাজিষ্ট্রেটের আদেশানুসারে হয় চালান দিতে, না হয় জামিন কিম্বা মোচলেকা লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য (৮১ ধারা)।

ধৃত ব্যক্তির গা তল্লাশের কথা।

৫১ ধারা। যে ওয়ারেণ্টে হাজির জামিন লইবার বিধান না থাকে, পোলীসের কোন কর্ম্মকারক এমত ওয়ারেণ্টক্রমে কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিলে কিম্বা ওয়ারেণ্টে হাজির জামিন লইবার বিধান থাকিলে ও ধৃত ব্যক্তি তাহা দিতে না পারিলে,

এবং কোন ব্যক্তিকে ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করা গেলে কিম্বা ওয়ারেণ্টক্রমে সামান্য কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ধৃত করা গেলে ও আইনমতে তাহার হাজির জামিন লইতে না পারা গেলে কিম্বা সে দিতে না পারিলে,

যে কর্ম্মকারক তাহাকে ধৃত করিলেন কিম্বা তাহাকে কোন সামান্য ব্যক্তি ধৃত করিলে উক্ত সামান্য ব্যক্তি সেই ধৃত ব্যক্তিকে পোলীসের যে কার্য্যকারকের হস্তে সমর্পণ করেন, তাঁহার কর্ত্তব্য এই যে ঐ ব্যক্তির গা তল্লাশী করিয়া তাহার প্রয়োজনীয় পরিধেয় বস্ত্রাদি ভিন্ন তাহার নিকট অন্য যত দ্রব্য পান, তাহা লইয়া নিবিঘ্নে রাখেন।

৫১ ধারা। আসামীর গা তল্লাশীতে প্রাপ্ত মাল রিপোর্টের সহিত কোর্ট সবইনস্পেক্টরের নিকট পাঠাইলে তিনি তদ্বিষয়ে মাজিষ্ট্রেটের হুকুম লইয়া আসামীকে কিম্বা তাহার কোন আত্মীয়কে ফেরত দেন অথবা আসামীর কারাদণ্ড হইলে জেলে পাঠান। (৫২৩ ধারা এবং বি. পি. মা)।

যে প্রকারে স্ত্রীলোকের গা তল্লাশী করিতে হইবে, তাহার কথা।

৫২ ধারা। কোন স্ত্রীলোকের গা তল্লাশী করা আবশ্যক হইলে, লজ্জাশীলতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া অন্য একজন স্ত্রীলোকের দ্বারা ঐ কার্য্য করিতে হইবে।

সাংঘাতিক অস্ত্র লইবার ক্ষমতার কথা।

৫৩ ধারা। যে কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি এই আইনমতে কাহাকে ধৃত করেন, ধৃত ব্যক্তির সঙ্গে কোন সাংঘাতিক অস্ত্র থাকিলে তিনি তাহা লইতে পারিবেন এবং তদ্রূপে যে যে অস্ত্র লন, এই আইনের আদেশমতে ধৃত ব্যক্তিকে যে আদালতের কি কার্য্যকারকের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে সেই আদালতের কি কার্য্যকারকের নিকট সেই সেই অস্ত্র সমর্পণ করিবেন।

খ।—ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবার বিধি।

যে স্থলে পোলীষ ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারেন, তাহার কথা।

৫৪ ধারা। পোলীষের কর্ম্মকারক পশ্চাল্লিখিত কোন স্থলে মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা এবং ওয়ারেণ্ট না পাইয়াও এই এই ব্যক্তিকে ধরিতে পারিবেন, অর্থাৎ

প্রথম।—যে কোন ব্যক্তি ধর্ত্তব্য কোন অপরাধে লিপ্ত হইয়াছে বা যুক্তিসিদ্ধ মতে যাহার নামে তদ্রূপ কোন অপরাধে লিপ্ত থাকার নালিশ করা যায়, কিম্বা যাহার প্রতি যুক্তিমতে তদ্রূপ অপরাধে লিপ্ত থাকার বিশ্বাসযোগ্য সন্ধান পাওয়া যায় বা যুক্তিমত সংশয় হয় তাহাকে।

দ্বিতীয়।—গৃহ ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিবার কোন যন্ত্র আইনসিদ্ধ কারণ বিনা কোন ব্যক্তির

নিকট থাকিলে তাহাকে, আইনসিদ্ধ কারণ থাকিবার (প্রমাণের) ভার ঐ ব্যক্তির উপর বর্ত্তিবে।

তৃতীয়।—এই আইনানুসারে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে অপরাধী বলিয়া যাহার নাম ঘোষণা হয় তাহাকে;

চতুর্থ।—চোরা দ্রব্য বলিয়া যুক্তিমতে যে দ্রব্যের বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে, কোন ব্যক্তির নিকটে এমত দ্রব্য পাওয়া গেলে এবং ঐ দ্রব্য সম্বন্ধে সে কোন অপরাধ করিয়াছে, এরূপ যুক্তিসিদ্ধ সন্দেহ থাকিলে তাহাকে,

পঞ্চম।—কোন ব্যক্তি পোলীষের কর্ম্মকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করণ সময়ে তাহার বাধা জন্মাইলে কিম্বা আইনমত হেফাজত হইতে পলাইলে কি পলাইবার উদ্যোগ করিলে তাহাকে,

ষষ্ঠ।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টন হইতে কিম্বা যুদ্ধ জাহাজ হইতে পলাতক বলিয়া যে ব্যক্তির বিষয়ে যুক্তিমত সংশয় থাকে তাহাকে।

সপ্তম।—ভারতবর্ষে যে কার্য্য করিলে দোষ বলিয়া দণ্ডনীয় হইয়া থাকে, ও যাহার জন্য একষ্ট্রাডিশন সম্বন্ধীয় আইন ১৮৮১ সালের "পলাতক আসামীর আইন" অনুসারে কি অন্য কোন প্রকারে ধৃত বা হাজতে রক্ষিত হয়, সেই কার্য্য ভারতবর্ষের বাহিরে কোন স্থানে কৃত হইলে তাহাতে যে ব্যক্তি লিপ্ত থাকে কিম্বা যাহার বিরুদ্ধে যুক্তিমত অভিযোগ আনা হইয়াছে, অথবা বিশ্বাসযোগ্য সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, কিম্বা তাহাতে লিপ্ত আছে, এই সম্বন্ধে যুক্তিমত সংশয় উপস্থিত হইয়াছে তাহাকে;

এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীষের প্রতি বর্ত্তে।

ভ্রমণকারী ব্যক্তি ও রীতিমত দস্যু প্রভৃতিকে ধৃত করিবার কথা।

৫৫ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ ঐরূপে এই এই ব্যক্তিদিগকে ধরিতে কি ধরাইতে পারিবেন।

(ক) যদি উক্ত থানার সীমার মধ্যে কোন ব্যক্তিকে এরূপ অবস্থায় আত্মগোপন করিবার যত্ন করিতে দেখা যায়, যাহাতে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, সে ধর্ত্তব্য অপরাধ করিবার অভিপ্রায়েই তদ্রূপ যত্ন করিতেছে; কিম্বা

(খ) উক্ত থানার সীমার মধ্যে যে ব্যক্তির দিনপাতে স্পষ্ট সঙ্গতি না থাকে কিম্বা যে ব্যক্তি হৃদ্বোধমতে আপনার আপনার বৃত্তান্ত জানাইতে না পারে; কিম্বা

(গ) যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধ রীতিমত দস্যু কি দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশকারী কি চোর হয়, কিম্বা চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া গ্রহণ করা যে ব্যক্তির অভ্যাস আছে, কিম্বা যে ব্যক্তি নিয়ত বলপূর্ব্বক অপহরণ করে কিম্বা অপহরণ করণার্থ নিয়ত হানির ভয় দেখায় বা দেখাইবার চেষ্টা করে বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাইনগরের পোলীষের প্রতি বর্ত্তে।

পোলীষের কর্ম্মকারক ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবার নিমিত্ত আপন অধীন কর্ম্মকারককে প্রেরণ করিলে ইতিকর্ত্তব্যতার কথা।

৫৬ ধারা। আইনমতে যে ব্যক্তিকে ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করা যাইতে পারে, পোলীস থানার অধ্যক্ষ আপনার অনুপস্থিতিতে সেই ব্যক্তিকে ওয়ারেণ্ট বিনা ধরিবার জন্যে আপনার অধীন কোন কর্ম্মকারককে আজ্ঞা করিলে, তাঁহাকে আজ্ঞাপত্র দিবেন। যে অপরাধের নিমিত্ত যে ব্যক্তিকে ধরিতে হইবেক, আজ্ঞাপত্রে এই এই কথা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীষের প্রতি বর্ত্তে।

৫৬ ধারা। এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তে। (১৮৮৬ সালের ১০ আইনের ৩ ধারা)।

নাম ধাম জানাইতে অস্বীকার করিলে তাহার কথা।

৫৭ ধারা। যে অপরাধ অধর্ত্তব্য কোন ব্যক্তি এমত অপরাধ পোলীস কর্ম্মকারকের সম্মুখে করিলে কি করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইলে ও সেই ব্যক্তি পোলীস কর্ম্মকারকের আদেশমতে আপনার নাম ও বাসস্থান যাহা জানায়, তাহা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, পোলিসের ঐ কর্ম্মকারক সেই ব্যক্তির নাম ও বাসস্থান নিশ্চিতমতে জানিবার নিমিত্ত তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন ও চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহার প্রকৃত নাম ও বাসস্থান নিশ্চয়মতে জানা না গেলে, তাহাকে নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন। নাম ও বাসস্থান জানা গেলে যদি সে আদেশ হইলেই কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেয়, তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে।

অপরাধীকে ধরিবার জন্য অন্য এলাকায় যাইবার কথা।

৫৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন হইয়া কোন ব্যক্তিকে ওয়ারেণ্ট বিনা ধরিবার নিমিত্ত পোলীসের কর্ম্মকারক সেই ব্যক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব্রিটিশ ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে যাইতে পারিবেন।

সামান্য ব্যক্তিদের দ্বারা ধৃত হওয়ার কথা।

৫৯ ধারা। ধর্ত্তব্য যে অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না, কোন সামান্য ব্যক্তি আপনার দৃষ্টিগোচরে কোন ব্যক্তিকে তদ্রূপ অপরাধ করিতে দেখিলে, তাহাকে কিম্বা অপরাধী বলিয়া যাহার নাম ঘোষণা হইয়াছে তাহাকে ধরিতে পারিবেন;

ধৃত ব্যক্তিকে লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

এবং অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া তদ্রূপ ধৃত ব্যক্তিকে পোলীসের কর্ম্মকারকের হাতে সমর্পণ করিবেন। পোলীসের কর্ম্মকারক না থাকিলে তাহাকে নিকটস্থ পোলীসথানায় লইয়া যাইবেন।

ঐ ব্যক্তি ৫৪ ধারামত বিধানের মধ্যে আইসে, এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, পোলীস কর্ম্মকারক তাহাকে পুনর্ব্বার ধরিবেন।

ঐ ব্যক্তি অধর্ত্তব্য অপরাধ করিয়াছে এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, এবং পোলীস কর্ম্মকারকের আদেশমতে সে নাম ও ধাম জানাইতে অস্বীকার করিলে, কিম্বা

যে নাম ও ধাম জানায় উক্ত কর্ম্মকারক তাহা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে ৫৭ ধারার বিধানমতে তাহাকে লইয়া কার্য্য করিতে পারিবেন। সে কোন অপরাধ করে নাই, এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, তাঁহাকে অগৌণে মুক্ত করিতে হইবে।

ধৃত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকটে উপস্থিত করিবার কথা।

৬০ ধারা। পোলীসের কর্ম্মকারক ওয়ারেণ্ট বিনা কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিলে ঐ মোকদ্দমায় যে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা থাকে, অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া এবং জামিন বিষয়ে এই আইনের বিধান মানিয়া তাঁহার নিকটে কিম্বা পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকটে ঐ ধৃত ব্যক্তিকে লইয়া যাইবেন, কি পাঠাইবেন।

ধৃত ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার অধিক আটক করিয়া না রাখিবার কথা।

৬১ ধারা। মোকদ্দমার তাবদ্ব্যাপার বিবেচনায় ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত ব্যক্তিকে যুক্তিমতে যত কাল আটক করিয়া রাখা উচিত, পোলীসের কোন কর্ম্মকারক তাহাকে তদধিক কাল আটক করিয়া রাখিবেন না, এবং ১৬৭ ধারামতে কোন মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ আজ্ঞা না থাকিলে তাহাকে চব্বিশ ঘণ্টার অধিক কাল রাখিবেন না, তাহাকে যে স্থানে গ্রেপ্তার করা গেল, সেই স্থান হইতে মাজিষ্ট্রেটের আদালতে পঁহুছিতে যত সময় লাগে, ঐ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেই সময় ধরিতে হইবে না।

ধৃত করণ বিষয়ে পোলীসের রিপোর্ট করিবার কথা।

৬২ ধারা। পোলীস থানার কোন অধ্যক্ষের ক্ষমতাধীন স্থানে কোন ব্যক্তিকে ওয়ারেণ্ট বিনা ধরা গেলে ও তাহার হাজির জামিন দিবার অনুমতি হইলে, কি না হইলেও ঐ কর্ম্মকারক জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিকটে কিম্বা তাঁহার আদেশমতে মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের নিকটে ঐ কথার রিপোর্ট করিবেন।

ধৃত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

৬৩ ধারা। পোলীসের কর্ম্মকারক কর্ত্তৃক যে ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে, নিজে মুচলেকা কি জামিন না দিলে কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ আজ্ঞা না হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে না।

মাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টিগোচরে যে অপরাধ করা যায়, তাহার কথা।

৬৪ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টিগোচরে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে কোন অপরাধ করা গেলে, তিনি আপনি অপরাধীকে ধরিতে কিম্বা কোন ব্যক্তির প্রতি অপরাধীকে ধরিবার আজ্ঞা দিতে এবং জামিন সম্বন্ধে এই আইনের বিধান মানিয়া তাহাকে প্রহরীর জিম্মায় সমর্পণ করিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা বা সাক্ষাতে ধরিবার কথা।

৬৫ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট যৎকালে যে অবস্থায় যে ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারেণ্ট দিতে ক্ষমতাপন্ন হন, কোন সময়ে তিনি আপনার সাক্ষাতে আপন বিচারাধীন স্থানের মধ্যে সেই ব্যক্তিকে ধরিতে বা ধরিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

পলাইলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া পুনর্ব্বার ধরিতে পারিবার কথা।

৬৬ ধারা। আইনমত হেফাজত হইতে কোন ব্যক্তি পলাইলে, কি তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া গেলে, যে ব্যক্তির হেফাজত হইতে সে পলায়, কি তাঁহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া ব্রিটিষ ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে তাহাকে পুনর্ব্বার ধরিতে পারিবেন।

৬৬ ধারা মত ধৃত করণের প্রতি ৪৭, ৪৮ ও ৪৯ ধারার বিধান বর্ত্তিবার কথা।

৬৭ ধারা। যে ব্যক্তি ৬৬ ধারামতে ধৃত করেন, তিনি ওয়ারেণ্টক্রমে কার্য্য না করিলেও ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন পোলীস কর্ম্মচারী না হইলেও ঐ ধৃত করণ কার্য্যের প্রতি ৪৭ ও ৪৮ ও ৪৯ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

ক।—সমনের বিধি।

সমনের পাঠের কথা।

৬৮ ধারা। এই আইনমতে কোন আদালত যে সমন দেন, তাহা দুই কেতা করিয়া লিখিয়া দেওয়া যাইবে ও তাহাতে উক্ত আদালতের আধিপত্যকারী কর্তৃপক্ষের কিম্বা হাইকোর্ট সময়ে সময়ে বিধিক্রমে যদ্রূপ আদেশ করেন, তদ্রূপ অন্য কার্য্যকারকের স্বাক্ষর ও মোহর থাকিবে।

সমন যে জারী করিবে, তাহার কথা।

পোলীসের কর্ম্মকারক দ্বারা সমন জারী হইবে, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে এই আইনের সঙ্গত যে বিধি প্রণয়ন করেন, সেই বিধির নিয়মাধীনে, যে আদালত সমন দেন, সেই আদালতের কর্ম্মচারী দ্বারা সমন জারী করা যাইবে।

এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তিবে।

সমন কিরূপে জারী করা যাইবে, তাহার কথা।

৬৯ ধারা। যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া যায়, সাধ্য হইলে ঐ সমনের এক কেতা নিজ তাঁহাকে দিয়া কি দিতে চাহিয়া তাহার উপর জারী করা যাইবে।

সমনের রসীদে স্বাক্ষর করিবার কথা।

যে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তদ্রূপে সমন জারী করা যায়, জারীকারক কর্ম্মচারী আদেশ করিলে, তিনি তাহার রসীদ অন্য কেতার পৃষ্ঠে স্বাক্ষর করিয়া দিবেন।

সমন যাহার নামে দেওয়া যায়, তাঁহাকে না পাওয়া গেলে জারী করিবার কথা।

৭০ ধারা। যাহার নামে সমন দেওয়া যায়, যথাযোগ্য যত্ন করিয়াও তাঁহাকে পাওয়া না গেলে, তাঁহার পরিবারের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত যে পুরুষ কিম্বা রাজধানী নগর হইলে যে

চাকর তাঁহার সঙ্গে বাস করে, তাহার নিকটে ঐ সমনের এক কেতা রাখিয়া দিয়া তাহা জারী করা যাইতে পারিবে; এবং তদ্রূপে যে ব্যক্তির নিকটে ঐ সমন রাখিয়া দেওয়া যায়, জারীকারক কর্ম্মচারী আদেশ করিলে, সেই ব্যক্তি অন্য কেতার পৃষ্ঠে উহার রসীদ স্বাক্ষর করিয়া দিবেন।

রসীদ না পাওয়া গেলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৭১ ধারা। যথাযোগ্য যত্ন করিয়া ও ৬৯ ও ৭০ ধারার উল্লিখিত স্বাক্ষর পাওয়া না গেলে, যাঁহার নামে সমন দেওয়া যায়, তিনি সচরাচর যে গৃহে বা বাটিতে বাস করেন, সেই গৃহের বা বাটীর কোন প্রকাশ্য স্থানে জারীকারক কর্ম্মচারী সমনের এক কেতা লাগাইয়া দিবেন; এবং তাহা করিলে ঐ সমন যথাযোগ্যরূপে জারী করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

গবর্ণমেণ্টের কি রেলওয়ে কোম্পানীর কর্ম্মকারকের
উপর সমন জারী করিবার কথা।

৭২ ধারা। যে ব্যক্তিকে সমন করা যায়, তিনি যদি গবর্ণমেণ্টের কিম্বা কোন রেলওয়ে কোম্পানির চলিত কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন, তবে যে কার্য্যালয়ে কর্ম্ম করেন, ঐ সমন প্রচারক আদালত সামান্যতঃ সেই কার্য্যালয়ের প্রধান কর্ম্মকারকের নিকট ঐ সমনের দুই কেতা পাঠাইবেন। তাহা হইলে যাঁহার নামে সমন হইয়াছে, ঐ প্রধান কর্ম্মকারক তাঁহার উপর তাহা ৬৯ ধারার বিহিত প্রকারে জারী করাইবেন এবং ঐ ধারার আদেশমত পৃষ্ঠলিপি সহিত তাহা আদালতে ফিরাইয়া দিবেন।

স্থানীয় সীমার বহির্ভূত স্থানে সমন জারী করিবার কথা।

৭৩ ধারা। কোন আদালত যে সমন দেন, তাহা তাঁহার বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত কোন স্থানে জারী করিতে অভিলাষী হইলে, যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি যে স্থানে বাস করে, কিম্বা থাকে আদালত তথায় তাহার উপর জারী করিবার নিমিত্ত সামান্যতঃ ঐ স্থানের মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট ঐ সমনের দোকর লিপি পাঠাইবেন।

তদ্রূপ স্থলেও যে ব্যক্তি সমন জারী করেন, তিনি উপস্থিত না থাকিলে
সমনজারী হইবার প্রমাণের কথা।

৭৪ ধারা। কোন আদালত যে সমন দেন, তাহা সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে জারী করা গেলেও যে ব্যক্তি ঐ সমন জারী করেন, তিনি নালিশ শুনিবার সময়ে উপস্থিত না হইলে, এমত স্থলে ঐ সমন জারী হইয়াছে, এই মর্ম্মের আফিডেবিট কোন মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে করা গিয়াছে বলিয়া দৃষ্ট হইলে, তাহা এবং যে ব্যক্তিকে সমন দেওয়া কি দিতে চাওয়া যায়, কিম্বা যাহার নিকট তাহা রাখিয়া আসা যায়, ৬৯ বা ৭০ ধারার বিধানমত তাহার পৃষ্ঠলিপি সংযুক্ত বলিয়া ঐ সমনের দোকর লিপি প্রমাণ মধ্যে গৃহীত হইতে পারিবে; এবং যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না পাওয়া যায়, তাহাতে যাহা লিখিত থাকে, যথার্থ বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

এই প্রকরণের উল্লিখিত আফিডেবিট ঐ সমন পত্রের দোকর লিপি সংযুক্ত করিয়া আদালতের নিকট ফিরিয়া পাঠান যাইতে পারিবে।

খ—ধৃত করিবার ওয়ারেণ্ট বিষয়ক বিধি।

ধৃত করিবার ওয়ারেণ্ট লিখিবার পাঠের কথা।

৭৫ ধারা। এই আইনমতে কোন আদালত যে ওযারেণ্ট দেন, তাহা লিখিয়া দেওয়া যাইবে ও তাহাতে ঐ আদালতে আধিপত্যকারী কর্ত্তৃপক্ষ কিম্বা মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চ হইলে ঐ বেঞ্চের কোন মেম্বর স্বাক্ষর করিবেন এবং তাহাতে আদালতের মোহর দেওয়া যাইবে।

ওয়ারেণ্ট প্রবল থাকিবার কথা।

তদ্রূপ যে ওযারেণ্ট বাহির হয়, তাহা যে আদালত দেন, সেই আদালত যতদিন রহিত না করেন, কিম্বা তদনুসারে যত দিন কার্য্যসাধন না হয়, ততদিন তাহা প্রবল থাকিবে।

আদালত যে স্থলে হাজির জামিন লইবার আজ্ঞা করিতে পারেন তাহার কথা।

৭৬ ধারা। কোন আদালত কোন ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারেণ্ট দিলে, যে কার্য্যকারককে ওয়ারেণ্ট দেওয়া যায়, ঐ ওয়ারেণ্টের পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহার প্রতি স্বীয় বিবেচনামতে এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, উক্ত ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও তৎপরে আদালতের ভিন্নরূপ আজ্ঞা না পাওয়া পর্য্যন্ত ঐ আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবার উপযুক্ত জামিনসহ নিয়ম পত্র লিখিয়া দিলে, সেই জামিন লইয়া ঐ ব্যক্তিকে হেফাজত হইতে ছাড়িয়া দিবেন।

(ক) যত জন জামিন দিতে হইবে, (খ) তাহারা ও যাহাকে ধরিবার জন্য ওয়ারেণ্ট দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি যত টাকা আইনে বদ্ধ হইবে ও (গ) আদালতের সম্মুখে যে সময়ে উপস্থিত হইতে হইবে, এই সকল কথা ঐ পৃষ্ঠলিপিতে লেখা যাইবে,

নিবন্ধপত্র পাঠাইবার কথা।

এই ধারামতে জামিন লওয়া গেলে, যে কর্ম্মকারককে ওয়ারেণ্ট দেওয়া যায়, তিনি উক্ত আদালতের নিকট ঐ নিবন্ধপত্র পাঠাইয়া দিবেন।

যাহাদের নামে ওয়ারেণ্ট দিতে হইবে, তাহার কথা।

৭৭ ধারা। ওয়ারেণ্ট সচরাচর এক কিংএকাধিক পোলীসের কর্ম্মকারকের নামে লিখিয়া দেওয়া যাইবে এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ওয়ারেণ্ট বাহির করিলে, তাহা সর্ব্বদাই তদ্রূপে দেওয়া যাইবে। কিন্তু ত্বরায় জারী করা আবশ্যক হইলেও তৎকালে পোলীসের কর্ম্মকারককে পাঠান যাইতে না পারিলে অন্য যে আদালত তাহা প্রচার করেন, সেই আদালত অন্য কোন ব্যক্তির কি ব্যক্তিগণের নামে তাহা লিখিয়া দিতে পারিবেন, এবং উক্ত ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ তাহা সাধন করিবেন।

ভূম্যধিকারী প্রভৃতির নামে ওয়ারেণ্ট লিখিয়া দিবার কথা।

৭৮ ধারা। কোন পলাতক বন্দীকে কিম্বা যে অপরাধীর বিষয়ে ঘোষণাপত্র প্রচার হইয়াছে তাহাকে কিম্বা যে অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না কোন ব্যক্তির নামে এমত অপরাধের অভিযোগ হইলে, তাহাকে ধরিবার নানা উদ্যোগ হইলে ও ধরা যাইতে না পারিলে, জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট

আপন জেলার বা মহকুমার অন্তর্গত কোন ভূম্যধিকারীর কি ভূমির ইজারাদারের কি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে তাহাকে ধরিবার ওয়ারেণ্ট লিখিয়া দিতে পারিবেন।

ঐ ভূম্যধিকারী কি ইজারাদার কি কার্য্যাধ্যক্ষ সেই ওয়ারেণ্ট পাইবার রসীদ লিখিয়া দিবেন ও যে ব্যক্তিকে ধরিবার নিমিত্ত তাহা বাহির হয়, সেই ব্যক্তি তাঁহার মহালে কি ইজারায় কি তাঁহার তত্ত্বাধীন ভূমিতে থাকিলে কি আসিলে সেই ওয়ারেণ্ট জারী করিবেন।

ঐ ওয়ারেণ্ট যে ব্যক্তির নামে বাহির হয়, তাহাকে ধরা গেলে ওয়ারেণ্ট সহিত তাহাকে পোলীসের নিকটস্থ কর্ম্মকারকের হস্তে সমর্পণ করা যাইবে। আর ৭৬ ধারামতে হাজির জামিন লওয়া না গেলে পোলীসের সেই কর্ম্মকারক মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ ব্যক্তিকে চালান করিবেন।

১৮ ধারা। ভূম্যধিকারী প্রভৃতি ওয়ারেণ্ট জারী করিতে ত্রুটি করিলে দং বিঃ ১৮৭ ধারামতে দণ্ডনীয় হইবে।

পোলীসের কর্ম্মকারককে যে ওয়ারেণ্ট দেওয়া যায়, তাহার কথা।

৭৯ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের নামে ওয়ারেণ্ট [illegible] দেওয়া গেলে কিম্বা পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহাকে দেওয়া গেলে সেই কর্ম্মকারক ঐ ওয়ারেণ্টের পৃষ্ঠে পোলীসের অন্য কর্ম্মকারকের নাম লিখিয়া দিলে তাঁহার দ্বারা ঐ ওয়ারেণ্ট জারী করা যাইতে পারিবে।

ওয়ারেণ্টের মর্ম্ম জ্ঞাত করিবার কথা।

৮০ ধারা। পোলীসের যে কর্ম্মকারক কি অন্য যে ব্যক্তি ধৃত করিবার ওয়ারেণ্ট জারী করেন, যাহাকে ধরিতে হইবে, তাহার নিকটে তিনি ঐ ওয়ারেণ্টের মর্ম্ম জানাইবেন ও সে ঐ ওয়ারেণ্ট দেখাইতে বলিলে দেখাইবেন।

ধৃত ব্যক্তিকে অবিলম্বে আদালতের সম্মুখে আনিবার কথা।

৮১ ধারা। পোলীসের যে কর্ম্মকারক কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি ওয়ারেণ্ট জারী করেন আইনের আদেশমতে ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে আদালতের সম্মুখে তাঁহার উপস্থিত করাইতে হইবে, জামিন সম্বন্ধে ৭৬ ধারার বিধান মানিয়া অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া তিনি তাহাকে সেই আদালতের সম্মুখে আনিবেন।

ওয়ারেণ্ট যেস্থানে জারী হইতে পারিবে, তাহার কথা।

৮২ ধারা। ধৃত করিবার ওয়ারেণ্ট ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে যে কোন স্থানে জারী করা যাইতে পারিবে।

বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে জারী করণার্থে মাজিষ্ট্রেটের নিকট ওয়ারেণ্ট পাঠাইবার কথা।

৮৩ ধারা। যে আদালত ওয়ারেণ্ট দেন, সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে তাহা জারী করিতে হইলে, উক্ত আদালত ঐ ওয়ারেণ্ট পোলীসের কোন কর্ম্মকারককে না দিয়া যে মাজিষ্ট্রেটের কি পোলীসের কমিশ্যনার সাহেবের বিচারাধীন স্থানে তাহা জারী করিতে হইবে, তাঁহার নিকটে ডাকযোগে কি অন্যরূপে তাহা পাঠাইয়া দিবেন।

যে মাজিষ্ট্রেট কি কমিশ্যনার সাহেবের নিকট উক্ত ওয়ারেণ্ট তদ্রূপে পাঠান যায়, তিনি

তাহার পৃষ্ঠে আপন নাম লিখিয়া দিয়া সাধ্য হইলে আপন বিচারাধীন স্থানের মধ্যে তাহা জারী করাইবেন।

এলাকার বহির্ভূত স্থানে জারী করণার্থে পোলীসের কর্ম্মকারককে ওয়ারেণ্ট দিবার কথা।

৮৪ ধারা। যে আদালত ওয়ারেণ্ট দেন, সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে জারী করিবার নিমিত্ত পোলীসের কোন কর্ম্মকারককে তাহা দেওয়া গেলে, যাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে জারী করিতে হইবে, উক্ত কর্ম্মকারক সামান্যতঃ সেই মাজিষ্ট্রেটের নিকট কিম্বা থানার অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকের অনূন পদস্থ পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের নিকট তাহা লইয়া যাইবেন।

ঐ মাজিষ্ট্রেট কিম্বা পোলীসের ঐ কর্ম্মকারক ওয়ারেণ্টের পৃষ্ঠে আপন নাম লিখিবেন, তাহা হইলে পোলীসের যে কর্ম্মকারককে ঐ ওয়ারেণ্ট দেওয়া যায়, তাঁহার পক্ষে ঐ পৃষ্ঠলিপিই সেই সীমার মধ্যে ঐ ওয়ারেণ্ট জারী করিবার প্রভূত ক্ষমতা হইবে ও আদিষ্ট হইলে ঐ ওয়ারেণ্ট জারী করণকার্য্যে তৎস্থানের পোলীস ঐ কর্ম্মকারকের সহকারিতা করিতে বদ্ধ হইবেন।

ওয়ারেণ্ট যে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পোলীসের যে কর্ম্মকারকের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে জারী করিতে হইবে, তাহার পৃষ্ঠলিপি করাইতে হইলে বিলম্ব সম্ভাবনা হেতুক ঐ ওয়ারেণ্ট জারী করিতে পারা যাইবে না, এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, পোলীসের যে কর্ম্মকারককে ওয়ারেণ্ট দেওয়া যায়, তিনি উক্ত প্রকারের পৃষ্ঠলিপি ব্যতীত যে আদালত ওয়ারেণ্ট দিলেন সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত কোন স্থানে তাহা জারী করিতে পারিবেন।

এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তে।

যাহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হয়, তাহাকে ধরা গেলে পর যাহা করিতে হইবে, তাহার কথা।

৮৫ ধারা। ধরিবার ওয়ারেণ্ট যে জেলায় বাহির হয়, সেই জেলার বহির্ভূত স্থানে জারী করা গেলে, যে আদালত ওয়ারেণ্ট দিলেন, সেই আদালত ধরিবার স্থানের বিশ মাইলের মধ্যে না থাকিলে কিম্বা যাহার বিচারাধীন স্থানে ধৃত করা গেল, সেই মাজিষ্ট্রেট কি পোলীসের কমিস্যনার সাহেব অপেক্ষা নিকটে না থাকিলে কিম্বা ৭৬ ধারামত হাজির জামিন না লওয়া গেলে, উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি কমিশ্যনার সাহেবের নিকট ধৃত ব্যক্তিকে আনিতে হইবে।

ধৃত ব্যক্তিকে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট আনা যায়, তাঁহার কর্ত্তব্যের কথা।

৮৬ ধারা। যে আদালত ওয়ারেণ্ট দেন, ঐ ধৃত ব্যক্তি সেই আদালতের লক্ষিত বোধ হইলে পূর্ব্বোক্ত মাজিষ্ট্রেট কি কমিশ্যনার সাহেব তাহাকে পেয়াদার জিম্মায় দিয়া উক্ত আদালতে পাঠাইবার আদেশ করিবেন। কিন্তু ঐ অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে ও ধৃত ব্যক্তি উক্ত মাজিষ্ট্রেট বা কমিশ্যনার সাহেবের সন্তোষমতে জামিন

দিতে চাহিলে ও প্রস্তুত থাকিলে, কিম্বা ৭৬ ধারামতে ওয়ারেন্টের পৃষ্ঠে আদেশ লেখা গেলে ও ঐ ব্যক্তি উক্ত আদেশমতে প্রতিভূ দিতে চাহিলে ও প্রস্তুত থাকিলে, উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি কমিশ্যনার সাহেব জামিন বা স্থলবিশেষে প্রতিভূ লইয়া সেই জামিনী বা প্রতিভূপত্র যে আদালত ওয়ারেণ্ট দিয়াছেন, সেই আদালতে পাঠাইয়া দিবেন।

পোলীসের কোন কর্ম্মকারক ৭৬ ধারামতে যে প্রতিভূ লইতে পারেন, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার কোন বাধা হইল বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না।

গ।—ঘোষণাপত্র ও ক্রোক করণ বিষয়ক বিধি।

পলাতক ব্যক্তির নিমিত্ত ঘোষণার কথা।

৮৭ ধারা। সাক্ষ্য লইয়াই হউক বা না লইয়াই হউক, যে ব্যক্তির নামে কোন আদালত ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়াছেন, তাঁহার উপর ওয়ারেণ্ট জারী না হয়, এই নিমিত্ত সে পলায়ন করিয়াছে, কি গোপনে আছে, উক্ত আদালত এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে ঘোষণাপত্র প্রচার করিবেন। তন্মধ্যে সেই ব্যক্তির প্রতি নির্দ্দিষ্ট স্থানে ও ঘোষণা পত্র প্রচারের তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের অন্যূন নিরূপিত কোন দিনে উপস্থিত হইবার আদেশ থাকিবে।

ঐ ঘোষণাপত্র নিম্নলিখিত মতে প্রচার করা যাইবে।

(ক) উক্ত ব্যক্তি সচরাচর যে নগরে কি গ্রামে বাস করিয়া থাকে, ঐ ঘোষণাপত্র সেই নগরের কি গ্রামের কোন প্রকাশ্য স্থানে প্রকাশ্যরূপে পাঠ করা যাইবে,

(খ) সে ব্যক্তি সচরাচর যে গৃহে বা বসতবাটীতে থাকে তাহার, কিম্বা ঐ নগরের, কি গ্রামের কোন প্রকাশ্য স্থানে ঐ পত্র লাগাইয়া দেওয়া যাইবে ও

(গ) সেই ঘোষণাপত্রের প্রতিলিপি আদালত ঘরের কোন প্রকাশ্য স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে নিয়মিতরূপে ঘোষণা করা গিয়াছে, ঘোষণাপত্র প্রচারকারী আদালতের এই মর্ম্মের উক্তি এই ধারার আদেশ পালন হইবার ও নির্দ্দিষ্ট দিনে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

পলাতক ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা।

৮৮ ধারা। আদালত ৮৭ ধারামত ঘোষণাপত্র প্রচার করিবার পর উক্ত ঘোষিত ব্যক্তির স্থাবর কি অস্থাবর কি উভয় প্রকারের কোন সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

যে জিলায় উক্ত আজ্ঞা করা যায়, সেই জিলার মধ্যে উক্ত ব্যক্তির যে সম্পত্তি থাকে, ঐ আজ্ঞাক্রমে সেই সম্পত্তি ক্রোক করিবার অনুমতি হইবে, এবং ঐ জিলার বহির্ভূত যে জিলায় ঐ সম্পত্তি থাকে, সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ আজ্ঞাপত্রে পৃষ্ঠলিপি লিখিয়া দিলে তাঁহার জিলার মধ্যে উক্ত ব্যক্তির যে সম্পত্তি থাকে, ঐ আজ্ঞাক্রমে সেই সম্পত্তিও ক্রোক করিবার অনুমতি হইবে।

যদি ঋণ বা অন্য অবস্থার সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা হয়, তবে আদালত যেমন উচিত বোধ করেন,

(ক) দখল করণ দ্বারা, কিম্বা

(খ) গ্রাহক নিযুক্ত করণ দ্বারা, কিম্বা

(গ) ঘোষিত ব্যক্তিকে বা তাঁহার পক্ষে কোন ব্যক্তিকে উক্ত সম্পত্তি সমর্পণ নিষেধ সূচক লিখিত আজ্ঞা দ্বারা, কিম্বা

(ঘ) উপরিলিখিত সমুদায় বা কোন দুইটি উপায় দ্বারা,

এই ধারামতে ক্রোক করা যাইবে।

যদি স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা হয়, তাহা গবর্ণমেণ্টের মালগুজারী ভূমি হইলে, যে জিলায় ভূমি থাকে, সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের দ্বারা এই ধারামতে ক্রোক করা যাইবে, অন্য স্থলে আদালত যেমন উচিত বোধ করেন,

(ঙ) দখল করণ দ্বারা, কিম্বা

(চ) গ্রাহক নিযুক্ত করণ দ্বারা, কিম্বা

(ছ) ঘোষিত ব্যক্তিকে কিম্বা তাঁহার পক্ষীয় কোন ব্যক্তিকে খাজানা দেওয়া বা সম্পত্তি সমর্পণ করা সম্বন্ধে নিষেধসূচক লিখিত আজ্ঞা দ্বারা, কিম্বা

(জ) এই এই উপায়ের মধ্যে সমুদায় কি কোন দুইটি দ্বারা, ঐ সম্পত্তি ক্রোক করা যাইবে।

এই ধারামতে যে গ্রাহক নিযুক্ত হন, তাঁহার ক্ষমতা, কর্ত্তব্য ও দায় দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩৬ অধ্যায়মতে নিযুক্ত গ্রাহকের ক্ষমতাদির তুল্য হইবে।

যে ব্যক্তির নামে ঘোষণাপত্র হয়, সেই ব্যক্তি ঘোষণাপত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত না হইলে, ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাধীন থাকিবে; কিন্তু ক্রোক করিবার তারিখ অবধি ৬ মাস না গেলে বিক্রয় করা যাইবে না। পরন্তু ঐ সম্পত্তি স্বভাবতঃ আশু ক্ষয়শীল হইলে কিম্বা বিক্রয় করা গেলে স্বামীর লাভ হইবার সম্ভাবনা, আদালতের এমত বিবেচনা হইলে যখন উচিত বোধ করেন তখনই বিক্রয় করাইতে পারিবেন।

৮৮ ধারা। এই ধারা পলাতক সাক্ষীর প্রতিও খাটে, (৯ উ. রি. ৭০)।

৮৯ ধারা। ৮৮ ধারার শেষ পদমতে যে ব্যক্তির সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাধীনে আইসে, সেই ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি ক্রোক হইবার পর দুই বৎসরের মধ্যে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উপস্থিত হইলে কিম্বা যে আদালতের আজ্ঞাক্রমে সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছিল, ধৃত হইয়া সেই আদালতের সম্মুখে আনীত হইলে, ওয়ারেণ্টজারী এড়াইবার জন্যে সে পলায়ন করে নাই ও গোপনে থাকে নাই এবং ঘোষণাপত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত হইতে পারে ঘোষণাপত্র প্রচারের এরূপ নোটিস পায় নাই, সেই আদালতের হৃদ্বোধমতে এই কথার প্রমাণ করিলে, ঐ সম্পত্তি কিম্বা যদি পূর্ব্বে বিক্রয় হইয়া থাকে, তবে বিক্রয়োৎপন্ন নিট টাকা কিম্বা সম্পত্তির অংশমাত্র বিক্রয় হইয়া থাকিলে, বিক্রয়োৎপন্ন নিট টাকা ও অবশিষ্ট সম্পত্তি ক্রোকজনিত সমুদয় খরচ তাহা হইতে পরিশোধ করিয়া লইবার পর তাহাকে দেওয়া যাইবে।

ঘ।—পরওয়ানা সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি।

সমনের পরিবর্ত্তে কি তদতিরিক্ত ওয়ারেণ্ট দিবার কথা।

৯০ ধারা। কোন আদালত জুরর বা আসেসর ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত এই আইনক্রমে সমন দিবার ক্ষমতাপন্ন হইলে, নিম্নলিখিত স্থলে হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত ওয়ারেণ্ট দিতে পারিবেন।

(ক) যদি সমন দিবার পূর্ব্বে কিম্বা সমন দিবার পর, কিন্তু উক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে, আদালত এরূপ, বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে, সে পলায়ন করিয়াছে, কিম্বা সমন মান্য করিবে না, কিম্বা

(খ) যদি উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ে সে উপস্থিত না হয় এবং ইহা প্রমাণ করা যায় যে, সমন যে সময় নিয়মিতরূপে জারী করা হয়, তাহাতে সে উপস্থিত হইতে পারিত ও তাহার উপস্থিত না হইবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ দর্শান না যায়।

উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র লইবার ক্ষমতার কথা।

৯১ ধারা। কোন আদালতের আধিপত্যকারী কর্ত্তৃপক্ষ যে ব্যক্তিকে উপস্থিত করিবার কি ধরিবার নিমিত্ত সমন কি ওয়ারেণ্ট দিতে ক্ষমতাপন্ন হন, সেই ব্যক্তি উক্ত আদালতে উপস্থিত থাকিলে উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে জামিনসহ কি জামিন বিনা উক্ত আদালতে উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইলে, ধৃত করণের কথা।

৯২ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনমত নিবন্ধপত্রক্রমে কোন আদালতে উপস্থিত হইতে বদ্ধ হইয়া তৎক্রমে উপস্থিত না হইলে, উক্ত আদালতে আধিপত্যকারী কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া আপনার সম্মুখে উপস্থিত করিবার আদেশ দিয়া ওয়ারেণ্ট বাহির করিতে পারিবেন।

এই অধ্যায়ের বিধানগুলি সাধারণতঃ সমনের প্রতি ও ধরিবার ওয়ারেণ্টের প্রতি বর্ত্তিবার কথা।

৯৩ ধারা। এই অধ্যায়ে সমন ও ওয়ারেণ্ট ও সমনের ও ওয়ারেণ্টের বাহির করণ ও জারীকরণ ও সাধন সম্বন্ধে যে যে বিধান আছে, তৎসমুদয়, যত দূর সম্ভব, এই আইনমত প্রত্যেক সমনের ও প্রত্যেক ধৃত করিবার ওয়ারেণ্টের প্রতি বর্ত্তিবে।

সপ্তম অধ্যায়।

দলীল ও অন্য অস্থাবর সম্পত্তি বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার এবং অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তির সন্ধান দিবার পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

ক।—উপস্থিত করাইবার সমন বিষয়ক বিধি।

দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করাইবার সমনের কথা।

৯৪ ধারা। কোন আদালত কিম্বা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের সীমার বহিঃস্থ কোন স্থানে পোলীস থানার অধ্যক্ষ তদ্দ্বারা কি তৎসম্মুখে এই আইনমত অনুসন্ধান কি তদন্ত, কি বিচার, কি অন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবার নিমিত্ত, কোন দলিল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করা আবশ্যক কি বাঞ্ছনীয় বোধ করিলে ঐ দলিল কি দ্রব্য যে ব্যক্তির অধিকারে কি ক্ষমতায় থাকা বিশ্বাস হয়, ঐ আদালত তাহার নামে সমন দিয়া কিম্বা ঐ কর্ম্মকারক লিখিত আজ্ঞা দিয়া তাহাকে ঐ সমনের বা আজ্ঞার লিখিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইয়া বা না হইয়া ঐ দলিল কি দ্রব্য উপস্থিত করিতে আজ্ঞা করিবেন।

এই ধারা মতে যে ব্যক্তির প্রতি কেবল দলিল বা অন্য দ্রব্য উপস্থিত করিবার আজ্ঞা হয়, তিনি তাহা উপস্থিত করিবার নিমিত্ত স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া ঐ দলীল বা দ্রব্য উপস্থিত করাইলেই আদেশ পালন করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

এই ধারার কোন কথাক্রমে ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ১২৩ ও ১২৪ ধারার কোন ব্যতিক্রম হইল বলিয়া কিম্বা ডাক কি টেলিগ্রাফ বিভাগের হস্তে যে পত্র কি পোষ্টকার্ড কি তাড়িতবার্ত্তা কি অন্য দলীল থাকে, তৎপ্রতি এই ধারার কোন কথা বর্ত্তিল বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না।

সাক্ষ্য বিষয়ক (১৮৭২ সালের ১ আইন) ১৩৯ ধারা।

পত্র ও তাড়িতবার্ত্তা সম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৯৫ ধারা। ডাক কি টেলিগ্রাফ বিভাগের হস্তে যে দলীল থাকে, জেলার মাজিষ্ট্রেট কি প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি হাইকোর্ট কি শেসন আদালতের মতে এই আইন-মত কোন অনুসন্ধান কিম্বা তদন্ত কি বিচার কি অন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান নিমিত্ত তাহার প্রয়োজন হইলে, উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি আদালত উক্ত দলীল ঐ মাজিষ্ট্রেট কি আদালতের আদেশমত ব্যক্তিকে দিবার জন্য উক্ত বিভাগের প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ কোন কার্য্যের জন্যে তদ্রূপ কোন দলীলের প্রয়োজন আছে, অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা কোন পোলীসের কমিশনর কিম্বা পোলীসের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের এরূপ মত হইলে, তিনি ডাক বা স্থলবিশেষে টেলিগ্রাফ বিভাগের প্রতি উক্ত জেলার মাজিষ্ট্রেট কি প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি আদালতের আজ্ঞা পাইবার অপেক্ষায় ঐ দলীলের সন্ধান লইয়া তাহা আটক করিয়া রাখিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

খ—তলাসী পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

তলাসী পরওয়ানা যে স্থলে বাহির হইতে পারে, তাহার কথা।

৯৬ ধারা। যে ব্যক্তির প্রতি ৯৬ ধারামতে সমন কি আজ্ঞাপত্র কি ৯৫ ধারার প্রথম প্রকরণমতে আদেশ দেওয়া গিয়াছে, কি দেওয়া যাইতে পারিত, সে ঐ সমন প্রভৃতির আদেশমতে দলীল কি অন্য দ্রব্য আনিয়া দেখাইবে না, কি দেখাইত না, কোন আদালতের এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে,

কিম্বা উক্ত দলীল কি অন্য দ্রব্য কাহার অধিকারে আছে, ঐ আদালতের জানা না থাকিলে,

কিম্বা সাধারণ মতে অন্বেষণ করিলে কিম্বা দেখিলে এই আইনমত তদন্তের কি বিচারের কি অন্য কার্য্যানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, ঐ আদালত এরূপ বিবেচনা করিলে,

তলাশী পরওয়ানা দিতে পারিবেন, এবং যে ব্যক্তির প্রতি ঐ পরওয়ানামতে কর্ম্ম করিবার ভার অর্পিত হয়, তিনি তদনুসারে ও পশ্চাল্লিখিত বিধান অনুসারে অন্বেষণ করিতে বা দেখিয়া লইতে পারিবেন।

যে দলীল ডাকঘরের কি টেলিগ্রাফের কর্ত্তৃপক্ষের জিম্মায় থাকে, জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট এই ধারার কোন কথার বলে সেই দলীলের তলাশী পরওয়ানা দিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন না।

৯৬ ধারা। ১০১ ও ৫২০ ধারা দেখ।

পরওয়ানার স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিবার কথা।

৯৭ ধারা। যে স্থান কিম্বা তাহার যে অংশ ভিন্ন অন্য স্থানে খুঁজিয়া কি দেখিয়া লইতে হইবে না, আদালত বিহিত বোধ করিলে সেই পরওয়ানায় সেই স্থানটী নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিবেন, তাহা হইলে যে কর্ম্মকারকের প্রতি ঐ পরওয়ানামতে কার্য্য করিবার ভার অর্পিত হয়, তিনি তদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট স্থান কি তদংশ ভিন্ন অন্য স্থানে খুঁজিবেন কি দেখিবেন না।

যে গৃহাদিতে চোরা দ্রব্য কি কৃত্রিম দলীলাদি থাকার অনুমান হয়,
তাহাতে অন্বেষণ করিবার কথা।

৯৮ ধারা। কোন স্থানে চোরা দ্রব্য রাখিবার কি বিক্রয় করিবার স্থান,

কিম্বা জাল করা দলীল, কিম্বা কৃত্রিম মোহর, কিম্বা কৃত্রিম ষ্ট্যাম্প বা মুদ্রা, কিম্বা মুদ্রা বা ষ্ট্যাম্প কৃত্রিম করিবার কি জাল করিবার যন্ত্র, কি সরঞ্জাম রাখিবার, কি বিক্রয় কি প্রস্তুত করিবার স্থানস্বরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে,

কিম্বা কোন জাল করা দলীল কি কৃত্রিম মোহর কিম্বা কৃত্রিম ষ্ট্যাম্প কি কৃত্রিম মুদ্রা কিম্বা মুদ্রা কি ষ্ট্যাম্প কৃত্রিম করিবার কি জাল করিবার যন্ত্র কি সরঞ্জাম, কোন স্থানে রাখা গিয়া কি গচ্ছিত হইয়া থাকে,

জিলার মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট সন্ধান পাইয়া ও যে অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক বোধ করেন, তাহা লইয়া ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে,

তিনি পোলীসের কনষ্টবলের উচ্চ শ্রেণীর কোন কর্ম্মকারককে পরওয়ানা দিয়া,

(ক) তাঁহাকে প্রয়োজনমত সহকারী লোক লইয়া উক্ত কোন স্থানে প্রবেশ করিবার এবং

(খ) পরওয়ানার নির্দ্দিষ্টমতে তন্মধ্যে অন্বেষণ করিবার ও

(গ) যে দ্রব্য কি দলীল কি মোহর কি ষ্ট্যাম্প কি মুদ্রা পাওয়া যায়, যুক্তিসিদ্ধমতে তাহা চোরা কি অন্যায়মতে প্রাপ্ত কি জাল কি কৃত্রিম কি কূট জ্ঞান করিলে তাহা এবং পূর্ব্বোক্ত যন্ত্র ও সরঞ্জাম স্বীয় অধিকারে লইবার, ও

(ঘ) ঐ দ্রব্য কি দলীল কি মোহর কি ষ্ট্যাম্প কি মুদ্রা কি যন্ত্রাদি কি সরঞ্জাম কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে চালান করিবার কিম্বা অপরাধীকে যতকাল কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনা না যায়, ততকাল ঐ স্থানে ঐ দ্রব্যাদির উপর চৌকী রাখিবার কিম্বা তাহা লইয়া কোন নির্ব্বিঘ্ন স্থানে রাখিবার, এবং

(ঙ) ঐ দ্রব্য চোরা কি অন্য প্রকারে অন্যায়মতে পাওয়া গিয়াছে, কিম্বা উক্ত দলীল কি মোহর কি ষ্ট্যাম্প কি মুদ্রা কি যন্ত্র কি সরঞ্জাম জাল করা কি কূট করা কি কৃত্রিম, কিম্বা মুদ্রা কি ষ্ট্যাম্প কৃত্রিম করিবার কি জাল করিবার জন্যে ঐ যন্ত্রের কি দ্রব্যের ব্যবহার হইয়াছে বা ব্যবহার করিবার কল্পনা আছে, যে ব্যক্তি ইহা জানে কিম্বা যাহার এমত জানিবার যুক্তি সঙ্গত কারণ থাকে ও যাহাকে উক্ত কোন দ্রব্য কি দলীল কি মোহর কি ষ্ট্যাম্প কি মুদ্রা কি যন্ত্র কি সরঞ্জাম গচ্ছিত করিয়া রাখিবার কি বিক্রয় করিবার কি গড়াইবার কি রাখিবার সহজ্ঞানী বলিয়া বোধ হয়, এমত যে যে ব্যক্তিকে সেই স্থানে পান সেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধরিয়া রাখিবার ও মাজিষ্ট্রেটের নিকট চালান করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

৯৮ ধারা। এই আইনের ১০১ ধারা, এবং দণ্ডবিধি ৩৭৮। ৩৮৩। ৩৯০। ৪০৩। ৪০৪। ৪১০। ৪১৭ ৪৬৩। ৪৬৪। ২৯। ১২। ১১। ৪৪। ২৮। ২৮০ ধারা দেখ।

এলাকার বাহিরে তলাশক্রমে কোন দ্রব্য পাওয়া গেলে
তাহা লইয়া কার্য্য করিবার কথা।

৯৯ ধারা। যে আদালত তলাশী পরওয়ানা দেন, সেই আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে তাহা জারী করিবার সময়ে, যে যে দ্রব্যের অন্বেষণ হয়, তন্মধ্যে কোন দ্রব্য পাওয়া গেলে ঐ সকল দ্রব্য ও পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে প্রস্তুত ঐ সকল দ্রব্যের ফর্দ্দ ওয়ারেণ্টদাতা আদালতের নিকটে অগোণে লইয়া যাইতে হইবে, কিন্তু উক্ত আদালত অপেক্ষা ঐ স্থান যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন তিনি নিকটে থাকিলে, ঐ দ্রব্য ও ফর্দ্দ তাঁহার কাছে অগোণে লইয়া যাইতে হইবে, ও বিপরীত আজ্ঞা করিবার বিশিষ্ট কারণ না থাকিলে তিনি উক্ত আদালতের নিকটে ঐ দ্রব্যাদি লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিবেন।

গ।—অন্যায়মতে বদ্ধ ব্যক্তিদিগকে প্রকাশ করণের বিধি।

অন্যায়মতে বদ্ধ ব্যক্তিদিগকে তলাশ করিবার কথা।

১০০ ধারা। যদি কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে, যাহাতে অপরাধ হয়, এমত অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, তবে তিনি তলাশী পরওয়ানা দিতে পারিবেন এবং যাহার নামে ঐ পরওয়ানা দেওয়া যায়, তিনি ঐ বদ্ধ ব্যক্তিকে অন্বেষণ করিতে পারিবেন এবং ঐ পরওয়ানা অনুসারে অন্বেষণ করা যাইবে, ও ঐ ব্যক্তিকে পাওয়া গেলে অগৌণে কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে লইয়া যাইতে হইবে এবং তিনি অবস্থা বিবেচনায় যেরূপ আজ্ঞা করা উচিত বোধ করেন, করিবেন।

ঘ।—তলাশসংক্রান্ত সাধারণ বিধি।

তলাশী পরওয়ানা যাহার নামে দিতে হইবে, তৎপ্রভৃতির কথা।

১০১ ধারা। ৯৬ ও ৯৮ ও ১০০ ধারামতে যে তলাশী পরওয়ানা দেওয়া যায়, তৎপ্রতি যতদূর সম্ভব ৪৩ ও ৭৫ ও ৭৭ ও ৭৯ ও ৮২ ও ৮৩ ও ৮৪ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

বদ্ধ স্থান যে ব্যক্তির জিম্মায় থাকে, তাহার তলাশ করিবার
অনুমতি দিতে হইবার কথা।

১০২ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে স্থান তলাশ করিবার কি দেখিয়া লইবার যোগ্য তাহা বদ্ধ থাকিলে, যে কার্য্যকারক কি অন্য যে ব্যক্তি ঐ পরওয়ানামতে কার্য্য করিবেন, তাঁহার দাওয়া হইলে, ও ওয়ারেণ্ট দেখান গেলে ঐ স্থানবাসী ব্যক্তি কিম্বা তাহা যে ব্যক্তির জিম্মায় থাকে, তিনি ঐ কার্য্যকারককে কি অন্য ব্যক্তিকে অবাধে সেই স্থানে প্রবেশ করিতে দিবেন, ও তথায় তলাশ করিবার যুক্তিমত সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করাইয়া দিবেন।

যদি সেই স্থানে তদ্রূপে প্রবেশ করিতে না পাওয়া যায়, যে কার্য্যকারক কি অন্য ব্যক্তি ওয়ারেণ্ট অর্থাৎ পরওয়ানা জারী করিতেছেন, তিনি ৪৮ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

সাক্ষীদের সম্মুখে তলাশ করিতে হইবার কথা।

১০৩ ধারা। যে কার্য্যকারক কিম্বা অন্য ব্যক্তি তলাশ করিবেন, তিনি এই অধ্যায়মতে তলাশ করিবার পূর্ব্বে ঐ স্থানবাসী দুই কি ততোধিক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত হইয়া ঐ তলাশী কার্য্যের সাক্ষী হইবার নিমিত্তে আহ্বান করিবেন।

তাঁহাদের সম্মুখে তলাশ করা যাইবে এবং তলাশ কালে যে সকল দ্রব্য ধৃত হয় ও যে স্থানে যে দ্রব্য পাওয়া যায়, ঐ কার্য্যকারক বা অন্য ব্যক্তি তাহার ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবেন এবং ঐ সাক্ষীরা তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, কিন্তু যাহারা এই ধারামত তলাশের সাক্ষী থাকেন

আদালত তাঁহাদের নামে বিশেষমতে সমন না দিলে, আদালতে তাঁহাদের সাক্ষিস্বরূপ উপস্থিত হইবার প্রয়োজন নাই।

যে স্থানের তলাশ হয়, সেই স্থানবাসীর উপস্থিত হইতে পারিবার কথা।

যে স্থানের তলাশ হয়, তথায় তলাশ করিবার সময়ে সেই স্থানবাসীর কিম্বা তৎপক্ষে কোন ব্যক্তি সর্ব্বস্থলেই উপস্থিত থাকিবার অনুমতি হইবে এবং এই ধারামতে যে ফর্দ্দ প্রস্তুত করা যায়, উক্ত সাক্ষিদের স্বাক্ষরিত সেই ফর্দ্দের নকল ঐ স্থানবাসীর বা ব্যক্তির প্রার্থনামতে তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

১০৩ ধারা। চোরা মাল ইত্যাদির নিমিত্ত ওয়ারেণ্ট ব্যতীত এই আইনের ১৬৫ ধারা মতে পোলীসের থানা (গৃহ) তল্লাস করার ক্ষমতা আছে। রাত্রে থানাতল্লাশ করা বে-আইনি নহে, এবং তাহা সময়ে সময়ে অপরিহার্য্য, কিন্তু মাল প্রাপ্তির কোন ব্যাঘাত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলে রাত্রে থানাতল্লাশ না করিয়া পর দিবস দিবাভাগে করাই ভাল। (বি, পি, মা,)

ঙ।—বিবিধ বিধি।

দলীলাদি উপস্থিত করা গেলে, তাহা আটক করিয়া রাখিবার ক্ষমতার কথা।

১০৪ ধারা। কোন আদালতের সম্মুখে এই আইনমতে কোন দলীল কি অন্য দ্রব্য আনিয়া দেখান গেলে, ঐ আদালত বিহিত বোধ করিলে, তাহা আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাতে অন্বেষণ হইবার আজ্ঞার কথা।

১০৫ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট যে স্থানে অন্বেষণ করিবার পরওয়ানা দিতে ক্ষমতাপন্ন হন, এমত কোন স্থানে আপনার সাক্ষাতে অন্বেষণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

চতুর্থ খণ্ড।

অপরাধ নিবারণ বিষয়ক বিধি।

অষ্টম অধ্যায়।

শান্তিভঙ্গ না করিবার ও সদাচরণের জামিন বিষয়ক বিধি।

ক।—অপরাধ নির্ণয় হইলে শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিনের বিধি।

অপরাধ নির্ণয় হইলে শান্তিভঙ্গ না করিবার মুচলেকার কথা।

১০৬ ধারা। হাঙ্গামা কি আক্রমণকরণ কি অন্য প্রকারে শান্তি ভঞ্জন কিম্বা তাহাতে সহায়তাকরণ কিম্বা তাহা করিবার স্পষ্ট অভিপ্রায়ে অস্ত্রধারী লোক সংগ্রহ কি বে আইনী অন্য কার্য্য করণাপরাধে যে ব্যক্তির নামে অভিযোগ হয় কিম্বা কোন ব্যক্তির কি সম্পত্তির হানি করিতে অপরাধজনকরূপে এইরূপ ভয় দেখাইয়াছে বলিয়া যে ব্যক্তির নামে অভিযোগ হয়, হাইকোর্টের কি সেশন আদালতের কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালতের কি জেলার মাজিষ্ট্রেটের কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে সেই ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে,

ও উক্ত আদালত সেই ব্যক্তির স্থানে শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া লওয়া আবশ্যক বোধ করিলে,

ঐ আদালত উক্ত ব্যক্তির উপর দণ্ডাজ্ঞা করিবার সময়ে, তাহার সঙ্গতি অনুসারে অর্থ দণ্ডের নিয়মে তিন বৎসরের অনধিক যত কাল উচিত বোধ করেন, ততকালের নিমিত্ত তাহাকে শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিনসহ কি জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

আপীলে বা প্রকারান্তরে ঐ অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ হইলে, ঐরূপে যে নিবন্ধপত্র লিখিত হয়, তাহা ব্যর্থ হইবে।

খ।—অন্যস্থলে শান্তিভঙ্গ না করিবার ও সদাচরণের জামিন বিষয়ক বিধি।

অন্যস্থলে শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিবার কথা।

১০৭ ধারা। কোন ব্যক্তির দ্বারা শান্তিভঙ্গ হইবার কিম্বা যাহাতে শান্তিভঙ্গ হইতে

পরে স্বীয় এলাকার মধ্যে এমত কোন অন্যায় কার্য্য করা যাইবার সম্ভাবনা, কিম্বা উক্ত এলাকার মধ্যে এমত কোন ব্যক্তি আছে যৎকর্তৃক ঐ এলাকার বাহিরে শান্তিভঙ্গ হইবার কিম্বা পূর্ব্বোক্তরূপ অন্যায়কার্য্য হইবার সম্ভাবনা, কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জেলার মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট এই মর্ম্মের সংবাদ পাইলেই উক্ত মাজিষ্ট্রেট এক বৎসরের অনধিক যতকাল উচিত বোধ করেন, ততকালের নিমিত্ত শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিনসহ কি জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার জন্য পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে সেই ব্যক্তির প্রতি আদেশ দিতে পারিবেন।

১০৭ ধারামতে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে,
মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১০৮ ধারা। যে কোন মাজিষ্ট্রেট ১০৭ ধারামতে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন নহেন, তিনি কিম্বা সেশন আদালত কিম্বা হাইকোর্ট যদি এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক শান্তিভঙ্গ হইবার অথবা যাহাতে শান্তিভঙ্গ হইতে পারে এমন কোন অন্যায় কার্য্য করা যাইবার সম্ভাবনা ও উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া হাজতে না রাখিলে অন্য কোন রূপে শান্তিভঙ্গ নিবারণ করা যায় না, তবে তাহাকে ধরিয়া হাজতে না রাখা গিয়া থাকিলে কিম্বা সে আদালতের সম্মুখে না থাকিলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি আদালত তাহাকে ধরিবার ওয়ারেণ্ট দিতে এবং ১০৭ ধারামত কার্য্য করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইতে পারিবেন।

যে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে এই ধারাক্রমে কোন ব্যক্তিকে পাঠান যায়, তিনি যাবৎ পশ্চান্নির্দ্দিষ্ট অনুসন্ধান শেষ না হয় উক্ত ব্যক্তিকে স্বীয় বিবেচনামতে হাজতে রাখিতে পারিবেন।

ভ্রমণকারী ও সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিদের স্থানে সদাচরণের জামিন লইবার কথা।

১০৯ ধারা। যখন কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট সংবাদ পান যে,

(ক) তাঁহার এলাকার মধ্যে কোন ব্যক্তি আত্মগোপন করিবার যত্ন করিতেছে ও কোন অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে যে তদ্রূপ যত্ন করিতেছে ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে, কিম্বা

(খ) যাহার দিনপাতের কোন প্রকার উপায় নাই কিম্বা যে আপনার সন্তোষজনক বিবরণ জানাইতে পারে না, উক্ত এলাকার মধ্যে তদ্রূপ কোন ব্যক্তি আছে।

উক্ত মাজিষ্ট্রেট পশ্চাল্লিখিত প্রকারে ছয় মাসের অনধিক যতকাল ধার্য্য করা উচিত বোধ করেন, ততকালের নিমিত্ত সদাচরণের জামিনসহ নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না, ইহার কারণ দর্শাইবার জন্য সেই ব্যক্তির প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন।

১০৯ ধারা। ৫৫।৫৬।৫৭ (খ) ধারা দেখ।

পাকা বদমাইসদের স্থানে সদাচরণের জামিন লইবার কথা।

১১০ ধারা। যখন কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বা জেলার মাজিষ্ট্রেট বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে এতদর্থে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট সংবাদ পান যে, তাঁহার এলাকার মধ্যে কোন ব্যক্তি রীতিমত দস্যু কি দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশকারী, কি চোর কি চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া রীতিমত গ্রহণকারী, কিম্বা সে নিয়ত বলপূর্ব্বক অপহরণ করে, বা অপহরণ করণার্থ নিয়ত লোকদিগকে হানির ভয় দেখায় বা দেখাইবার চেষ্টা করে,

উক্ত মাজিষ্ট্রেট, পশ্চাল্লিখিত প্রকারে, তিন বৎসরের অনধিক যতকাল ধার্য্য করা উচিত বোধ করেন, ততকালের নিমিত্ত সদাচরণের জামিনসহ নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না, ইহার কারণ দর্শাইবার জন্যে সেই ব্যক্তির প্রতি আদেশ দিতে পারিবেন।

১১০ ধারা। কোন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা কোন কাজ কর্ম্ম না করিয়া, এবং প্রকাশ্য জীবনোপায় বিহীন হইয়া, ভিক্ষা করিয়া বেড়াইলে ১৮৭৪ সালের ৯ আইনের ২৩ ধারামতে দণ্ডনীয় হয়।

ইউরোপীয় বেটুয়াদের সম্বন্ধীয় উপবিধির কথা।

১১১ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের প্রতি ইউরোপীয় বেটুয়াদের বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনমতে কার্য্য হইতে পারিলে, তাহাদের প্রতি ১০৯ ও ১১০ ধারার বিধান খাটে না।

যে আজ্ঞা করিতে হইবে, তাহার কথা।

১১২ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট ১০৭ কি ১০৯ কি ১১০ ধারামতে কার্য্য করিয়া কোন ব্যক্তিকে সেই ধারাক্রমে কারণ দর্শাইবার আদেশ করা আবশ্যক জ্ঞান করিলে, তিনি লিখিয়া আজ্ঞা দিবেন। তাহাতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহার মর্ম্ম, যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে হইবে, তাহার টাকার পরিমাণ, যতকাল তাহা বলবৎ থাকিবে সেই কাল, ও জামিন দিবার আদেশ হইলে জামিনের সংখ্যা, প্রকৃতি ও শ্রেণী এই এই কথা লেখা থাকিবে।

আসামীর অবস্থানুসারে জামিনের টাকার পরিমাণ হওয়া উচিত। (১ ক ল রি. ৯৫, ই. ল. রি. ১ ক, ৩৮৪)

যে ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকেন, তৎসম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১১৩ ধারা। যে ব্যক্তির সম্বন্ধে তদ্রূপ আজ্ঞা করা যায়, সেই ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকিলে উক্ত আজ্ঞা তাহাকে পড়িয়া শুনান যাইবে, কিম্বা তাহার ইচ্ছাক্রমে ঐ আজ্ঞার মর্ম্ম তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে।

১১৩ ধারা। আসামী আদালতে উপস্থিত থাকিলে, ১১৪ ধারামতে সমন কি ওয়ারেণ্ট জারী করিতে হয় না।

তদ্রূপে কোন ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে, সমন কি ওয়ারেণ্ট দিবার কথা।

১১৪ ধারা। উক্ত ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত না থাকিলে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে উপস্থিত

হইবার আদেশ করিয়া সমন দিবেন, কিম্বা ব্যক্তি হাজতে থাকিলে, যে কার্য্যকারকের জিম্মায় থাকে, সেই কার্য্যকারকের প্রতি ওয়ারেন্ট দিয়া তাহাকে আদালতের সম্মুখে আনিতে আজ্ঞা করিবেন।

কিন্তু শান্তিভঙ্গ হইবে এমত আশঙ্কা থাকার কারণ আছে, ও তৎকালেই উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া না রাখা গেলে তাহার নিবারণ হইতে পারিবে না, ঐ মাজিষ্ট্রেট পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের রিপোর্ট কি অন্য সম্বাদ ক্রমে ইহা জানিতে পারিলে, যে সময়ে হউক ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারেন্ট দিতে পারিবেন। উক্ত রিপোর্টের সংবাদের মর্ম্ম মাজিষ্ট্রেট লিখিয়া রাখিবেন।

১১২ ধারামতে আজ্ঞার নকল সমনের কি ওয়ারেন্টের
সঙ্গে দিতে হইবার কথা।

১১৫ ধারা। ১১২ ধারামতে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহার এক কেতা নকল ১১৪ ধারামত সমন কি ওয়ারেন্টের সঙ্গে দিতে হইবে, এবং যে কার্য্যকারক সমনজারী করেন কি ওয়ারেন্ট সাধন করেন, তিনি যে ব্যক্তির উপর সমনজারী করেন, কিম্বা যাহাকে ওয়ারেন্ট ক্রমে ধরেন, তাহাকে ঐ নকল দিবেন।

স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি দিবার ক্ষমতার কথা।

১১৬ ধারা। শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না, ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত যে ব্যক্তির প্রতি আদেশ হয়, মাজিষ্ট্রেট উপযুক্ত হেতু দেখিলে সেই ব্যক্তির স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার ও উকীল দ্বারা উপস্থিত হইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

সম্বাদের সত্যতা অনুসন্ধানের কথা।

১১৭ ধারা। ১১২ ধারামত আজ্ঞা ১১৩ ধারামতে আদালতে উপস্থিত কোন ব্যক্তিকে শুনান গেলে, কি বুঝাইয়া দেওয়া গেলে, কিম্বা ১৪ ধারামতে সমন কি ওয়ারেন্ট জারীক্রমে কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত কি আনীত হইলে, মাজিষ্ট্রেট যে সম্বাদ অনুসারে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার সত্যতার অনুসন্ধান এবং আর যে প্রমাণ লওয়া আবশ্যক বোধ হয়, তাহা লইতে প্রবৃত্ত হইবেন।

ইহার পর সমনের মোকদ্দমার বিচার করিবার যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিবার আজ্ঞা হইলে উক্ত অনুসন্ধান যতদূর সম্ভব, সেই প্রণালীমতে লইতে হইবে, এবং ইহার পর ওয়ারেন্টের মোকদ্দমার বিচার করিবার যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞা হইলে, উক্ত অনুসন্ধান, যতদূর সম্ভব সেই প্রণালীমতে লইতে হইবে, বিভেদ এই যে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন নাই।

এই ধারার কার্য্য পক্ষে কোন ব্যক্তি যে পাকা বদমাইস, ইহা সাধারণ প্রসিদ্ধির সাক্ষ্য দ্বারা বা প্রকারান্তরে প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

জামিন দিবার আজ্ঞার কথা।

১১৮ ধারা। যদি তদ্রূপ অনুসন্ধান লইয়া প্রমাণ হয় যে শান্তিভঙ্গ না হইবার কিম্বা, স্থল বিশেষে, সদাচরণ রক্ষা হইবার জন্য যে ব্যক্তির সম্পর্কে অনুসন্ধান লওয়া যায়, তাহার জামিনসহ কি জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া আবশ্যক, তবে মাজিষ্ট্রেট তদ্রূপ আজ্ঞা করিবেন।

কিন্তু প্রথমতঃ—১১২ ধারামত আদেশে যাহা নির্দ্দিষ্ট থাকে, তদ্ভিন্ন প্রকারের, কি তাহা অপেক্ষা অধিক টাকার, কি তাহা অপেক্ষা অধিক কালের, জামিন দিতে কোন ব্যক্তির প্রতি আজ্ঞা হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ—যে নিবন্ধপত্র লিখাইয়া লওয়া যায়, মোকদ্দমার অবস্থা বুঝিয়া সেই নিবন্ধপত্রের টাকার পরিমাণ ধার্য্য করিতে হইবে, উহা অত্যধিক হইবে না।

তৃতীয়তঃ—যে ব্যক্তির সম্বন্ধে অনুসন্ধান লওয়া যায়, সেই ব্যক্তি নাবালগ হইলে, কেবল তাঁহার জামিনেরা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবেন।

১১৮ ধারা। ১১২ ধারা দেখ।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

১১৯ ধারা। ১১৭ ধারামত অনুসন্ধান লইয়া যে ব্যক্তির সম্বন্ধে উক্ত অনুসন্ধান লওয়া যায়, সেই ব্যক্তিকে শান্তিভঙ্গ না করিবার কিম্বা স্থলবিশেষে সদাচরণ করিবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা প্রয়োজন এরূপ প্রমাণ না হইলে, মাজিষ্ট্রেট নথীতে এই মর্ম্মের কথা লিখিবেন, এবং কেবল এই অনুসন্ধানের নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া হাজতে রাখা গিয়া থাকিলে, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবেন, অথবা ঐ ব্যক্তি হাজতে না থাকিলে তাহাকে অভিযোগ হইতে মুক্ত করিবেন।

গ।—জামিন দিবার আজ্ঞার পর সর্ব্বত্র কার্য্যানুষ্ঠানের বিধি।

যে সময়ের নিমিত্ত জামিন দিবার আদেশ হয়
তাহার আরম্ভের কথা।

১২০ ধারা। যে ব্যক্তির সম্পর্কে ১০৬ ধারা কি ১১৮ ধারামতে জামিন দিবার আজ্ঞা করা যায়, সেই ব্যক্তি ঐ আজ্ঞা করিবার সময়ে কারাদণ্ডের আজ্ঞা পাইলে কিম্বা কারাদণ্ডাধীন থাকিলে, উক্ত দণ্ডাজ্ঞার মিয়াদ ফুরাইলে উক্ত জামিন দিবার সময়ে আরম্ভ হইবে।

স্থলান্তরে ঐ আজ্ঞার তারিখ অবধি উক্ত সময়ের আরম্ভ হইবে।

নিবন্ধপত্রে যাহা যাহা থাকিবে, তাহার কথা।

১২১ ধারা। উক্ত ব্যক্তির যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে হইবে, তাহাতে শান্তিভঙ্গ না করিবার কিম্বা সদাচরণ করিবার প্রতিজ্ঞা থাকিবে; এবং শেষোক্ত স্থলে যে কোন স্থানে যে অপরাধ হউক না কেন, করা গেলে কি করিবার উদ্যোগ হইলে কি সহায়তা হইলে, ঐ নিবন্ধ ভঙ্গ করা হয়।

জামিন অগ্রাহ্য করিবার কথা।

১২২ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে ব্যক্তিকে জামিন দিবার প্রস্তাব হয়, মাজিষ্ট্রেট তাহাকে অনুপযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন। অনুপযুক্ত বলিবার হেতু মাজিষ্ট্রেট লিপিবদ্ধ করিবেন।

জামিন না দিলে কারাদণ্ডের কথা।

১২৩ ধারা। কোন ব্যক্তি ১০৬ কি ১১৮ ধারামতে জামিন দিতে আদিষ্ট হইয়া উক্ত জামিন দিবার সময়াবস্ত হইবার তারিখে কি তৎপূর্ব্বে জামিন না দিলে, পশ্চাল্লিখিত স্থল ভিন্ন তাহাকে কারাগারে পাঠান যাইবে, কিম্বা সে কারাগারে থাকিলে যাবৎ উক্ত সময় গত না হয় কিম্বা যে আদালত বা মাজিষ্ট্রেট জামিন দিবার আজ্ঞা করেন, সেই আদালতের মাজিষ্ট্রেটের নিকট কিম্বা আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে জেলে থাকে, সেই জেলের অধ্যক্ষতাভার প্রাপ্ত কার্য্যকারকের নিকট ঐ সময় মধ্যে সে জামিন না দেয়, তাবৎ তাহাকে কারাগারে রাখা যাইবে।

কার্য্যানুষ্ঠানের কাগজপত্র কখন হাইকোর্টে কি সেশন আদালতে অর্পণ করিতে হইবে, তাহার কথা।

মাজিষ্ট্রেট উক্ত ব্যক্তিকে এক বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত জামিন দিবার আজ্ঞা করিলে, যদি ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তরূপে জামিন না দেয়, তবে উক্ত মাজিষ্ট্রেট সেশন আদালতের আজ্ঞার অপেক্ষায় এবং উক্ত মাজিষ্ট্রেট প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট হইলে, হাইকোর্টের আজ্ঞার অপেক্ষায় ঐ ব্যক্তিকে কারাগারে রাখিবার ওয়ারেণ্ট দিবেন, এবং তদ্বিষয়ের কাগজপত্র সুবিধামতে ত্বরায় উক্ত আদালতের কি কোর্টের সম্মুখে অর্পিত হইবে।

ঐ আদালত কি কোর্ট তাহা দৃষ্টি করিলে ও অধিক যে সন্ধান কি প্রমাণ আবশ্যক বোধ করেন, তাহা গ্রহণ করিলে পর যদ্রূপ উচিত বোধ করেন, সেই মোকদ্দমায় তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি জামিন না দিলে যত (যদি কোন) কালের নিমিত্ত তাহার কারাদণ্ড হয়, তাহা তিন বৎসরের অধিক হইবে না।

যে প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, তাহার কথা।

শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন না দিলে যে কারাদণ্ড হয়, তাহা সামান্য কারাদণ্ড হইবে।

সদাচরণ করিবার জামিন না দিলে যে কারাদণ্ড হয়, তাহা আদালতের কি মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাক্রমে কঠোর কি সামান্য কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

জামিন না দেওয়া প্রযুক্ত যাহারা কারাবদ্ধ হয়, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে পারিবার কথা।

১২৪ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা তাঁহার পূর্ব্বপদধারী কিম্বা তাঁহার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞামতে এই অধ্যায়মত সদাচরণের জামিন না দেওয়া প্রযুক্ত

যে ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করা যায়, সেই ব্যক্তি মুক্ত হইলে ও সাধারণ লোকেদের কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির কোন আপদ সম্ভাবনা নাই, জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে, ঐ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এই অধ্যায়মত জামিন না দেওয়া প্রযুক্ত কোন ব্যক্তিকে সেশন আদালতের কি হাইকোর্টের আজ্ঞামতে কারাবদ্ধ করা গেলে এবং সেই ব্যক্তির স্থানে তদ্রূপ জামিন না লইয়াও তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে মুক্ত করা যাইতে পারে, জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে, ঐ সেশন আদালতের কিম্বা স্থলবিশেষে হাইকোর্টের আজ্ঞা পাইবার জন্যে অগৌণে সেই বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন; এবং উক্ত আদালত বা কোর্ট উচিত বোধ করিলে ঐ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

শান্তিভঙ্গ না করিবার কোন নিবন্ধপত্র জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অকর্ম্মণ্য করিতে পারিবার কথা।

১২৫ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে কোন সময়ে উপযুক্ত কারণ দেখিলে তাহা লিখিয়া আপন আদালতের উচ্চতর নহে জিলার এরূপ কোন আদালতের আজ্ঞাক্রমে এই অধ্যায়মতে শান্তিভঙ্গ না করিবার যে কোন নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া যায়, তাহা অকর্ম্মণ্য করিতে পারিবেন।

জামিনকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

১২৬ ধারা। কোন ব্যক্তির শান্ত থাকার কি সদাচরণের জামিন কোন সময়েই কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কি জিলার মাজিষ্ট্রেটের কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিকটে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে এই অধ্যায়মতে সম্পাদিত কোন নিবন্ধপত্র রহিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

করিলে যে ব্যক্তির নিমিত্ত ঐ জামিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন, ঐ মাজিষ্ট্রেট আপন বিবেচনামতে তাহার উপস্থিত হইবার কিম্বা তাহাকে আপনার নিকট আনাইবার আজ্ঞা-সূচক সমন কি ওয়ারেণ্ট দিবেন।

সেই ব্যক্তি ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কিম্বা তাহাকে আনা গেলে, ঐ মাজিষ্ট্রেট ঐ নিবন্ধপত্র রহিত করিয়া সেই ব্যক্তিকে নিবন্ধপত্রের অবশিষ্ট কালের নিমিত্ত মূল জামিন সদৃশ অন্য জামিন দিতে আজ্ঞা করিবেন। তদ্রূপ প্রত্যেক আজ্ঞা ১২১ ও ১২২ ও ১২৩ ও ১২৪ ধারার কার্য্যপক্ষে ১০৬ ধারামত কিম্বা স্থল বিশেষে ৩১৮ ধারামত আজ্ঞা বলিয়া গণ্য হইবে।

নবম অধ্যায়।

বেআইনমত জনতাবিষয়ক বিধি।

মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পোলীসের কর্ম্মকারকের আজ্ঞামতে জনতাভঙ্গ হইবার কথা।

১২৭ ধারা। বেআইনীমত জনতা হইলে কিম্বা পাঁচ কি তদধিক ব্যক্তি যোট হওয়াতে সাধারণের শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা পোলীস থানার অধ্যক্ষ সেই জনতা ভঙ্গ করিয়া পৃথক্ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। তদনুসারে ঐ জনতার লোকেদের পৃথক্ হইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য।

এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাইনগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তে।

১২৭ ধারা। দঃ বিঃ ১৪১। ১৪২। ১৪৩। ১৪৪। ধারা ও পোলীস বিষয়ক ১৮৬১ সালের ৫ আইনের ১৫।১৭ ধারা দেখ।

জনতা ভঙ্গ করিবার জন্যে সামান্য বল প্রয়োগের কথা।

১২৮ ধারা। উক্ত প্রকারের জনতা তদ্রূপ আজ্ঞা পাইলে যদি ভঙ্গ হইয়া না যায় কিম্বা তদ্রূপ আজ্ঞা না পাইলেও এরূপ কার্য্য করে যে ভঙ্গ হইয়া যাইবে না এ প্রকার সঙ্কল্প দেখায়, তবে কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা থানার অধ্যক্ষ রাজধানীর মধ্যেই হউক আর বাহিরেই হউক বলপূর্ব্বক ঐ জনতা ভঙ্গ করিয়া পৃথক্ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। তদর্থে এবং আবশ্যক হইলে, জনতা ভঙ্গ করিবার কি তাহাদিগকে আইনমতে দণ্ড দিবার নিমিত্ত জনতার অন্তর্গত লোকদিগকে ধরিয়া রাখিবার জন্যে তিনি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্যদলের দলের অধ্যক্ষ কি সৈনিক কিম্বা ভারতবর্ষীয় বলণ্টিয়র বিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইনমতে নাম লিখান বলণ্টিয়র ভিন্ন কোন পুরুষকে সাহায্য করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

১২৮। এই আইনের ৪২ ধারা দেখ।

সৈন্যদল ব্যবহারের কথা।

১২৯ ধারা। তদ্রূপ জনতাভঙ্গ করিয়া তদন্তর্গত লোকদিগকে অন্য প্রকারে পৃথক্ করা যাইতে না পারিলে ও সাধারণের নিরাপদের জন্যে ঐ জনতা ভঙ্গ করা আবশ্যক হইলে, অতি উচ্চ শ্রেণীর যে মাজিষ্ট্রেট উপস্থিত থাকেন, তিনি সৈন্যদলের দ্বারা ঐ জনতা ভঙ্গ করাইতে পারিবেন।

জনতা ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা হইলে সেনাপতির কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

১৩০ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট সৈন্যদল দ্বারা জনতা ভঙ্গ করিতে স্থির করিলে, তিনি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্যদলের সনন্দপ্রাপ্ত বা সনন্দ অপ্রাপ্ত কোন অধ্যক্ষকে কিম্বা ভারতবর্ষীয় বলণ্টিয়র বিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইনমতে নাম লিখান বলণ্টিয়র দলের কোন

অধ্যক্ষকে সেই জনতা সৈন্যদল দ্বারা ভঙ্গ করিয়া দিতে আদেশ করিতে পারিবেন, কিম্বা তদন্তর্গত যে সকল ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেট ধরিয়া আটক করিয়া রাখিতে আজ্ঞা দেন, কিম্বা জনতা ভঙ্গ করিবার জন্য কি তাহাদিগকে আইন মত দণ্ড দিবার জন্য যাহাদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখা আবশ্যক হয়, তাহাদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখিতে আদেশ করিতে পারিবেন।

সেনাপতির কর্ত্তব্য যে আপনার বিবেচনামতে যদ্রূপ করা উচিত, তদ্রূপে উক্ত প্রত্যেক আদেশ পালন করেন; কিন্তু জনতা ভঙ্গ করিবার এবং উক্ত ব্যক্তিদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখিবার জন্যে যত অল্প বলপ্রয়োগ ও ব্যক্তির কি সম্পত্তির যত অল্প হানি করা সঙ্গত হয়, তদধিক করিবেন না।

জনতা ভঙ্গ করণার্থে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সনন্দপ্রাপ্ত
সেনাপতির কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

১৩১ ধারা। উক্তরূপ কোন জনতা দ্বারা স্পষ্টই সাধারণের নিরাপদের বিঘ্নাশঙ্কা হইলেও কোন মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে লিখনপঠনাদি হইতে না পারিলে, শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্যদলের সনন্দপ্রাপ্ত কোন সেনাপতি সাহেব সৈন্যদলের বল দ্বারা তদ্রূপ কোন জনতা ভঙ্গ করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা জনতা ভঙ্গ করিবার জন্য অথবা তাহাদিগকে আইনমত দণ্ড দিবার জন্য তদন্তর্গত যে কোন ব্যক্তিদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন। কিন্তু এই ধারামতে কর্ম্ম করিবার সময়ে তিনি কোন মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে লিখনপঠনাদি করিতে পারিলে করিবেন, এবং উক্ত কর্ম্মাদি করিতে থাকিবেন কি না এ বিষয়ে তদবধি ঐ মাজিষ্ট্রেটের আদেশ পালন করিবেন।

এই অধ্যায়মতে কর্ম্ম হইলে অভিযোগ না হইবার কথা।

১৩২ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট কি সেনাপতি কি পোলীসের কর্ম্মকারক কি সিপাহী কি বলণ্টিয়র এই অধ্যায়মতে যে কর্ম্ম করেন, তদ্ধেতুক মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের অনুমতি বিনা তাঁহাদের নামে কোন ফৌজদারী আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না, এবং

(ক) কোন মাজিষ্ট্রেট কি পোলিসের কর্ম্মকারক এই অধ্যায়মতে সরলমনে কার্য করিলে, ও

(খ) কোন কর্ম্মকারক ১৩১ ধারামতে সরলমনে কার্য্য করিলে, ও

(গ) কোন ব্যক্তি ১২৮ কি ১৩০ ধারামত আদেশ পালন করিতে গিয়া সরলমনে কোন কার্য্য করিলে, ও

(ঘ) কোন অধস্তন কর্ম্মচারী কি সামান্য সৈনিক কি বলণ্টিয়র সৈন্যসংক্রান্ত আইন অনুসারে যে আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য, সেই আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া কোন কার্য্য করিলে,

তাহাতে যে তাঁহার কোন অপরাধ করা হইল, এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

১৩২। "সরল মনের" অর্থ দঃ বিঃ ৫২ ধারা দেখ।

দশম অধ্যায়।

সাধারণের অনিষ্টজনক বিষয়ের বিধি।

অনিষ্টজনক বিষয় স্থানান্তর করিতে নিয়মাধীন আজ্ঞা করিবার কথা।

১৩৩ ধারা। সাধারণে যাহা আইনমতে ব্যবহার করিতে পারে, এমন কোন পথ, কি নদী, কি খাল হইতে কিম্বা সাধারণের কোন স্থান হইতে অবৈধ বাধা কি অনিষ্টজনক কোন বিষয় স্থানান্তর করা, কিম্বা কোন ব্যবসায় কি কর্ম্ম কিম্বা কোন মাল কি বাণিজ্যদ্রব্য রাখা সাধারণের স্বাস্থ্যের কি শারীরিক স্বচ্ছন্দতার বিঘ্নজনক হওয়া প্রযুক্ত রহিত কি স্থানান্তর কি নিষেধ করা,

কিম্বা কোন গৃহনির্ম্মাণ কিম্বা কোন দ্রব্য লইয়া যেরূপ কার্য্য করা যায়, তদ্দ্বারা গৃহাদির দাহ কি শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠা সম্ভাবনাপ্রযুক্ত তাহা নিবারণ কি বন্ধ করা উচিত,

কিম্বা কোন গৃহাদির জীর্ণাবস্থাপ্রযুক্ত পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা ও তাহাতে নিকটে যাহারা বাস করে বা কর্ম্ম করে, তাহাদের বা নিকট গমনশীল লোকদের হানি হইবার সম্ভাবনাপ্রযুক্ত তাহা স্থানান্তর বা মেরামত বা সংরক্ষণ করা আবশ্যক।

কিম্বা পূর্ব্বোক্ত পথের কি সাধারণ স্থানের নিকটস্থ পুষ্করিণী কি কূপ কি গর্ত্ত দ্বারা সাধারণের সঙ্কট নিবারণার্থে তাহা উপযুক্তমতে ঘেরিয়া রাখা উচিত, জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা তৎপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট রিপোর্ট কি অন্য সম্বাদ পাইয়া ও যদ্রূপ (যদি কোন) সাক্ষ্য লওয়া উচিত বোধ করেন, তদ্রূপ সাক্ষ্য লওয়া এমত বোধ করিলে,

যে ব্যক্তির দ্বারা ঐ বাধা কি অনিষ্টজনক বিষয় হয়, কিম্বা যে ব্যক্তি ঐ ব্যবসায় কি কর্ম্ম করে কিম্বা ঐ মাল কি বাণিজ্য দ্রব্য রাখে, কিম্বা ঐ ঘর কি দ্রব্য কি পুষ্করিণী কি কূপ কি গর্ত্ত যে ব্যক্তির হয়, কি যাহার অধিকারে কি কর্ত্তৃত্বে থাকে, তাহার নামে তিনি নিয়মাধীন আজ্ঞা লিখিয়া সেই আজ্ঞাতে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহাকে সেই সময়ের মধ্যে

ঐ বাধা কি অনিষ্টজনক বিষয় স্থানান্তর করিতে,

কিম্বা স্থলবিশেষে ঐ ব্যবসায় কি কর্ম্ম রহিত কি স্থানান্তর করিতে,

কিম্বা ঐ মাল কি বাণিজ্য দ্রব্য স্থানান্তর করিতে,

কিম্বা ঐ গৃহাদি নির্ম্মাণ নিবারণ কি বন্ধ করিতে,

কি তাহা স্থানান্তর কি মেরামত কি সংরক্ষণ করিতে,

কি দ্রব্যের নিয়মান্তর করিতে,

কি ঐ পুষ্করিণী কি কূপ কি গর্ত্ত ঘেরিয়া দিতে,

অথবা ঐ আজ্ঞার নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে আপনার কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্য মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঐ আজ্ঞা পশ্চাল্লিখিত প্রকারে রহিত কি পরিবর্ত্তিত করিবার প্রার্থনা করিতে হইবার আদেশ দিতে পারিবেন।

ফৌ·কা

এই ধারামতে কোন মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক নিয়মিতরূপে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহা কোন দেওয়ানী আদালত অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না।

ব্যাখ্যা।—"সাধারণ স্থান" এই শব্দে রাজকীয় সম্পত্তি কিম্বা ছাউনী করিবার জমী বা স্বাস্থ্যের কিম্বা আমোদের জন্যে যে ভূমি খালি রাখা যায়, এমত ভূমিও বুঝাইবে।

১৩৩ ধারা। দণ্ড বিধি ২৬৮ ধারা দেখ।

আজ্ঞা কি তাহার জ্ঞাপনপত্র দিবার কথা।

১৩৪ ধারা। উল্লিখিত আজ্ঞাপত্র যে ব্যক্তির নামে লেখা যায়, যে প্রকারে এই আইনে সমন জারী করিবার বিধান আছে, সেই প্রকারে তাহাকেই দেওয়া যাইতে পারিলে দেওয়া যাইবে।

উক্ত আজ্ঞা তদ্রূপে জারী করা অসাধ্য দেখা গেলে, ঘোষণা করিয়া সেই আজ্ঞা নোটিস দেওয়া যাইবে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞাক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে ঘোষণাপত্র প্রচার করা যাইবে, ও সেই ব্যক্তির ঐ আজ্ঞার কথা জানিতে পারিবার যাহাতে সুবিধা হয়, এমত কোন এক কি অধিক স্থানে ঐ ঘোষণাপত্রের নকল লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিয়াছেন যে, এই ধারামতে ঢোল শোহরৎ দ্বারা ঘোষণাপত্র জারী করিতে হইবে। (কলিকাতা গেজেট ১৮৮৩ প্রথমভাগ, ২৪৫ পৃষ্ঠা)

যাহাকে আজ্ঞা করা যায়, তাহার সেই আজ্ঞা মানিবার কিম্বা কারণ দর্শাইবার কি পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হইবার দাওয়ার কথা।

১৩৫ ধারা। যে ব্যক্তির নামে ঐ আজ্ঞা দেওয়া যায়,

(ক) ঐ আজ্ঞার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার সেই আজ্ঞামত কার্য্য করিতে হইবে,

(খ) অথবা ঐ আজ্ঞামতে উপস্থিত হইয়া তদ্বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইতে হইবে অথবা সেই আজ্ঞা যুক্তিমত ও উপযুক্ত কি না এই কথার বিচার করণার্থে জুরি অর্থাৎ (পঞ্চায়ৎ) নিযুক্ত হইবার আজ্ঞা হয়, ঐ ব্যক্তি উক্ত মাজিষ্ট্রেটের নিকটে এই মর্ম্মের প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ না করিবার ফলের কথা।

১৩৬ ধারা। উক্ত ব্যক্তি ১৩৫ ধারার আদেশমত ঐ কার্য্য না করিলে, কিম্বা উপস্থিত হইয়া কারণ না দর্শাইলে, অথবা পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হইবার প্রার্থনা না করিলে, ভারতবর্ষের দণ্ড বিধি আইনের ১৮৮ ধারায় তদ্বিষয়ের যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে, ঐ ব্যক্তি সেই দণ্ডের যোগ্য হইবে, এবং ঐ আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে।

এই ধারামতে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ১৮৮ ধারানুসারে নালিশ করার পূর্ব্বে আদালতের অনুমতি লওয়া চাই। ১৯৫ ধারা দেখ।

কারণ দর্শাইতে উপস্থিত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৩৭ ধারা। ঐ ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া ঐ আজ্ঞার বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইলে মাজিষ্ট্রেট তদ্বিষয়ের সাক্ষ্য লইবেন।

ঐ আজ্ঞা যুক্তিমত ও উপযুক্ত নহে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এরূপ হৃদ্বোধ জন্মিলে, তদ্বিষয়ের আর কোন কার্য্যানুষ্ঠান করা যাইবে না।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তদ্রূপ হৃদ্বোধ না জন্মিলে ঐ আজ্ঞা চূড়ান্ত করা যাইবে।

১৩৭ ধারা। যদি এরূপ আপত্তি হয় যে বিবাদীয় স্থান কি পথ সাধারণের নহে, তবে সর্ব্বাগ্রে এই বিষয়ের তদন্ত করা মাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য। (ই. ল বি. ৫ ব, ৮৭৫ পৃ, ১৮৭৫ সাল)।

পঞ্চায়তের দাওয়া করা গেলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৩৮ ধারা। মাজিষ্ট্রেট ১৩৫ ধারামতে পঞ্চায়ত নিয়োগের প্রার্থনা পাইলে,

(ক) অগৌণে পঞ্চায়ত নিযুক্ত করিবেন। সেই পঞ্চায়তে পাঁচের অনূন বিষমসংখ্যক ব্যক্তি থাকিবে। মাজিষ্ট্রেট ঐ পঞ্চায়তের প্রধান ব্যক্তিকে ও অবশিষ্ট লোকের অর্দ্ধাংশ মনোনীত করিবেন, অন্য অর্দ্ধাংশ প্রার্থক মনোনীত করিবেন।

(খ) যে স্থানে ও যে সময়ে উচিত বোধ করেন, মাজিষ্ট্রেট উক্ত প্রধান ব্যক্তিকে, ও পঞ্চায়তের মেম্বরদিগকে সেই স্থানে ও সেই সময়ে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সমন করিবেন, ও

(গ) যে সময় মধ্যে তাহাদের মত প্রকাশ করিতে হইবে, সেই সময় ধার্য্য করিবেন।

১৩৮ ধারা। পঞ্চায়ত রীতিমতে মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হওয়া চাই। পঞ্চায়তের কোন সভ্য পীড়িত হইলে মাজিষ্ট্রেটের বিনানুমতিতে প্রধান ব্যক্তি পীড়িত ব্যক্তির স্থলে একজন নূতন লোক নিযুক্ত করিতে পারেন না। (১০ ক ল. রি ১৯৩)

পঞ্চায়ৎ মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা যুক্তিযুক্ত নির্ণয় করিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১৩৯ ধারা। পঞ্চায়ত কিম্বা তাহার অধিকাংশ মেম্বর যদি মাজিষ্ট্রেটের প্রথম আজ্ঞা যুক্তিসিদ্ধ ও উপযুক্ত বিবেচনা করেন, কিম্বা তাহা পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত বোধ করিলে যদি মাজিষ্ট্রেট সেই মত গ্রাহ্য করেন, তবে মাজিষ্ট্রেট কোনরূপ পরিবর্ত্তন করা গেলে তাহা মানিয়া ঐ আজ্ঞা চূড়ান্ত করিবেন।

স্থলান্তরে আর কোন কার্য্যানুষ্ঠান করা যাইবে না।

আজ্ঞা চূড়ান্ত করা গেলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৪০ ধারা। ১৩৬ কি ১৩৭ কি ১৩৯ ধারামতে কোন আজ্ঞা চূড়ান্ত করা গেলে যাহার বিরুদ্ধে আজ্ঞা করা গিয়াছিল, মাজিষ্ট্রেট সেই ব্যক্তিকে ইহার নোটিস দিবেন এবং নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহাকে ঐ আজ্ঞামত কার্য্য করিতে আদেশ দিবেন ও তাহাকে জানাইবেন যে আজ্ঞা অমান্য করা গেলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারার বিধানমতে তাহার দণ্ড হইতে পারিবে।

আজ্ঞা অমান্য করা গেলে ফলের কথা।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত কার্য্য না করা গেল মাজিষ্ট্রেট ঐ কার্য্য করাইতে পারিবেন ও তাঁহার আজ্ঞাক্রমে যে ঘর কি মাল কি অন্য সম্পত্তি স্থানান্তর করা যায়, তাহা বিক্রয় করিয়া কিম্বা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির অস্থাবর যে সম্পত্তি তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে কি বাহিরে থাকে, তাহা ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া ঐ কার্য্য করিবার খরচের টাকা আদায়

করিতে পারিবেন। ঐ সম্পত্তি তাঁহার বিচারাধীন স্থানের বাহিরে থাকিলে, যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানে ঐ দ্রব্য ক্রোক করা যাইবে, তিনি ঐ আজ্ঞাপত্রের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলে তাহা ক্রোক ও নীলাম হইবে, ঐ আজ্ঞাপত্রে এই মর্ম্মের অনুমতি থাকিবে।

এই ধারামতে সরল মনে যে কোন ক্রিয়া করা যায়, তৎসম্বন্ধে কোন মোকদ্দমা হইতে পারিবে না।

পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত না করা গেলে, কি তাহারা মত প্রকাশ না করিলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৪১ ধারা। প্রার্থক যদি তাচ্ছীল্য করিয়া কি প্রকারান্তরে পঞ্চায়তের নিযুক্ত হওয়া নিবারণ করে, কিম্বা যে পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হন, তাঁহারা যদি কোন কারণে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে আর যে সময় দেন, তন্মধ্যে আপনাদের মীমাংসা না দেন, তবে মাজিষ্ট্রেট যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন, করিতে পারিবেন। সেই আজ্ঞা ১৪০ ধারার বিধানমতে প্রবল করা যাইবে।

অনুসন্ধান কার্য্য চলনকালে, আজ্ঞার কথা।

১৪২ ধারা। সাধারণ লোকদের আসন্ন সঙ্কট ও গুরুতর হানি নিবারণের জন্যে অগৌণে কোন কার্য্য করা আবশ্যক, যে মাজিষ্ট্রেট ১৩৩ ধারামতে আজ্ঞা করেন, তাঁহার এইরূপ বিবেচনা হইলে, পঞ্চায়ত নিযুক্ত করিতে হইলে বা নিযুক্ত করা গেলে বা না গেলেও ঐ সঙ্কট কি হানি না হইবার জন্যে কি তন্নিবারণার্থে নিষেধসূচক যদ্রূপ আজ্ঞা করা আবশ্যক হয়, যে ব্যক্তিকে আজ্ঞা দেওয়া গেল, তাহাকে মাজিষ্ট্রেট নিষেধসূচক তদ্রূপ আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

সেই আজ্ঞাক্রমে যে সকল কর্ম্ম করা আবশ্যক, যদি উক্ত ব্যক্তি তৎকালেই তাহা না করে, তবে ঐ সঙ্কট না হইবার নিমিত্তে কিম্বা ঐ হানি নিবারণার্থে যে কার্য্য আবশ্যক হয় মাজিষ্ট্রেট আপনি তাহা করিবেন, কি করাইবেন।

এই ধারাক্রমে মাজিষ্ট্রেট সরলমনে যে কোন কার্য্য করেন, তৎসম্বন্ধে কোন মোকদ্দমা হইতে পারিবে না।

সাধারণের অনিষ্টজনক কার্য্য বারম্বার না হইবার ও না চলিবার বারণ করিতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা।

১৪৩ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধিতে কিম্বা কোন বিশেষ কি স্থানীয় আইনে সাধারণের অনিষ্টজনক বলিয়া যে বিষয় নির্দ্দিষ্ট থাকে, কোন ব্যক্তি অনিষ্টজনক সেই কার্য্য পুনশ্চ না করে বা করিতে না থাকে, জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট হইতে বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট তাহাকে এমত নিষেধ করিতে পারিবেন।

১৪৩ ধারা। এই ধারানুযায়ী আজ্ঞা অমান্য করিলে দণ্ড বিধি ২৯১ ধারামতে দণ্ড হইতে পারে। ৪৩৫ ধারা দ্রষ্টব্য।

একাদশ অধ্যায়।

আবশ্যক স্থলে কিয়ৎকালীন আজ্ঞাবিষয়ক বিধি।

অনিষ্টজনক বিষয়ঘটিত আবশ্যক স্থলে একবারে চূড়ান্ত আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

১৪৪ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেটের কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের কি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট হইতে এই ধারাক্রমে কর্ম্ম করিতে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের মতে যে স্থলে আপদের অগৌণে নিবারণ বা ত্বরায় প্রতিবিধান করা প্রয়োজন। উক্ত মাজিষ্ট্রেট যদি বিবেচনা করেন যে তিনি আজ্ঞা করিলে বৈধমতে কর্ম্মকারী কোন ব্যক্তির বাধা কি ক্লেশ বা অপকার বা তাহা হইবার আশঙ্কা বা মনুষ্যের প্রাণের বা স্বাস্থ্যের বা নিরাপদের বিঘ্ন বা দাঙ্গা বা হাঙ্গামা নিবারণ হইবার সম্ভাবনা কিম্বা নিবারণের প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে, তাহা হইলে তিনি তদ্বিষয়ের প্রয়োজনীয় বৃত্তান্তগুলি বর্ণনা করিয়া লিখিতে আজ্ঞা দিবেন ও তাহা ১৩৪ ধারার বিধানমতে জারী করাইয়া কোন ব্যক্তিকে কোন কর্ম্ম না করিতে অথবা তাহার অধিকারগত কি কর্তৃত্বাধীন কোন দ্রব্যাদি কোন নিয়মমতে রাখিতে আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

অত্যাবশ্যক স্থলে ও যে স্থলের ভাবগতিক বিবেচনায় যাহার বিরুদ্ধে আজ্ঞা করা যায় তাঁহাকে নোটিস দিবার অবকাশ না হয়, এমন স্থলে কেবল এক পক্ষের কথা শুনিয়া আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে।

এই ধারামতে বিশেষ ব্যক্তির নামে আজ্ঞা লিখিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে, কিম্বা সাধারণ লোককে কোন বিশেষ স্থানে নিয়ত গমনাগমন করিলে তাহাদের নামে সাধারণ আজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারিবে।

কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা তাঁহার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেট বা তাঁহার পূর্ব্বে সেই পদধারী এই ধারামতে যে আজ্ঞা করেন, তিনি তাহা রহিত কি পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

লোকে প্রাণের, স্বাস্থ্যের বা স্বচ্ছন্দতার হানি হইবার আশঙ্কা কিম্বা দাঙ্গা কি হাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা হওয়াতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া প্রকারান্তরের আজ্ঞা না দিলে, এই ধারামতে যে কোন আজ্ঞা করা যায়, তাহা আজ্ঞার তারিখ অবধি দুই মাসের অধিককাল বলবৎ থাকিবে না।

দ্বাদশ অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তিসম্বন্ধীয় বিবাদবিষয়ক বিধি।

ভূম্যাদিবিষয়ক কোন বিবাদে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৪৫ ধারা। জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট আপন বিচারাধীন স্থানের অন্তর্গত কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থাবর সম্পত্তি কিম্বা তাহার সীমা লইয়া বিবাদ হইতেছে তৎপ্রযুক্ত শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা পোলীসের রিপোর্ট কি অন্য সংবাদ পাইয়া ইহা স্ববোধমতে জানিলে, আপন স্ববোধমতে তদ্রূপ জ্ঞান থাকার হেতুর রুবকারী লিখিয়া ঐ বিবাদে যাহারা লিপ্ত থাকে, সেই সকল ব্যক্তিকে আপনার আদালতে নিরূপিত সময়ের মধ্যে স্বয়ং কি উকিলের দ্বারা উপস্থিত হইয়া ঐ বিবাদীয় ভূম্যাদির প্রকৃত দখল বিষয়ে আপন আপন দাওয়ার বৃত্তান্ত লিখিয়া অর্পণ করিতে আজ্ঞা করিবেন।

দখলে থাকিবার অনুসন্ধানের কথা।

উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট দখল করিবার স্বত্ব বিষয়ে কোন ব্যক্তির দাওয়ার দোষগুণের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া উভয়ের অর্পিত বৃত্তান্ত পড়িয়া দেখিবেন, উভয় পক্ষের কথা শুনিবেন, তাঁহারা যে সাক্ষ্য উপস্থিত করেন, তাহা গ্রহণ করিবেন, ঐ সাক্ষ্যের বলবত্তা বিবেচনা করিবেন, আর সাক্ষ্য লওয়া আবশ্যক বোধ হইলে তাহা লইবেন ও তদনন্তর বিবাদীয় বিষয় কোন পক্ষের দখলে আছে কি না ও থাকিলে কাহার দখলে আছে, এই কথার নিষ্পত্তি করিবেন।

যে পক্ষের দখলে থাকে, যাবৎ আইনমতে বেদখল না হয়,
তাহার দখলে থাকিবার কথা।

বিবাদীয় সম্পত্তি এক পক্ষের দখলে আছে, ঐ ম্যাজিষ্ট্রেট এরূপ নিষ্পত্তি করিলে আইনের নিয়মিত ধারামতে সেই ব্যক্তিকে যতকাল বেদখল না করা যায়, ততকাল ঐ বিষয় তাহার দখলে থাকিবে ও ততকাল তাহার দখলের কোন ব্যাঘাত না হয় এমত আজ্ঞা করিবেন।

যে কোন পক্ষের প্রতি উক্তরূপে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা হয়, এই ধারার কোন কথায় তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বিবাদ নাই বা ছিল না ইহা দেখাইবার বাধা হইবে না; এবং এরূপ স্থলে ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত আজ্ঞা রহিত করিয়া তৎসংক্রান্ত অন্যান্য সমুদয় কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত করিবেন।

বিবাদীয় বিষয় ক্রোক করিবার ক্ষমতার কথা।

১৪৬ ধারা। বিবাদীয় বিষয় তৎকালে উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কাহারও দখলে নাই

ঐ মাজিষ্ট্রেট ইহা নির্দ্ধার্য্য করিলে কিম্বা কাহার দখলে আছে, সেই কথা স্ববোধমতে নিশ্চয় করিতে না পারিলে, ঐ ব্যক্তিদের অধিকার কিম্বা ঐ বিষয় কাহার দখলে থাকা উচিত, এই কথা যতকাল উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি না করা যায় ততকাল তিনি ঐ বিষয় ক্রোক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

১৪৬ ধারা।—১৪৫ ধারানুসারে কার্য্য করিয়া প্রমাণাদি লইয়া যদি মাজিষ্ট্রেট সিদ্ধান্ত করেন যে কোন পক্ষই দখলীকার নহে, অথবা কোন্ পক্ষ দখলীকার আছে, ইহা সিদ্ধান্ত করিতে না পারেন, তবে তিনি এই ধারামতে বিবাদীয় জমি ক্রোক করিতে পারেন। (১ ক ল বি ৮৬, ১ ক ল রি ২১৭)।

স্বাচ্ছন্দ্য ভোগস্বত্ব প্রভৃতি বিষয়ের বিবাদের কথা।

১৪৭ ধারা। কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে কি উপরে কোন কার্য্য করিবার কি তাহা বারণ করিবার স্বত্ব লইয়া স্বীয় বিচারাধীন স্থানে বিবাদ আছে ও তাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা, ঐরূপ কোন মাজিষ্ট্রেট স্ববোধমতে এই কথা জানিলে ইহার অনুসন্ধান লইতে পারিবেন ও যে ব্যক্তি সেই কার্য্য আপত্তি করে অথবা তাহা করিবার দাওয়া করে, সে সেই কার্য্য নিবারণ করিতে কি স্থলবিশেষে তাহা করিতে স্বত্ববান উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতের এইরূপ নিষ্পত্তি যতকাল না হয়, ততকাল ঐ স্বত্ব কাহারও আছে বলিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বোধ হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেট উক্ত কার্য্য করিতে অনুমতি দিতে কিম্বা স্থলবিশেষে তাহা না করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু যদি তদ্রূপ কার্য্য করিবার অধিকারমতে বার মাসই কার্য্য হইতে পারে, তবে সেই অনুসন্ধানের অনুষ্ঠান হইবার তারিখের পূর্ব্বে তিন মাসের মধ্যে ঐ অধিকারক্রমে কার্য্য না হইয়া থাকিলে অথবা যদি বৎসরের কালবিশেষে অধিকারমতে কার্য্য হইয়া থাকে, তবে নালিশ হইবার পূর্ব্বে সেই কালে ঐ অধিকারক্রমে কার্য্য না হইলে মাজিষ্ট্রেট এই ধারামত কোন কার্য্য করিবার অনুমতিসূচক কোন আজ্ঞা করিবেন না।

স্থানীয় তদন্ত লইবার কথা।

১৪৮ ধারা। এই অধ্যায়ের কার্য্যপক্ষে স্থানীয় তদন্ত লওয়া আবশ্যক হইলে কোন জিলার কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট আপনার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটকে ঐ তদন্ত লইবার জন্যে পাঠাইতে পারিবেন ও তাঁহার কার্য্যপদ্ধতি দর্শাইবার জন্যে যৎকালীন প্রচলিত যে আইনমতে যে উপদেশ সঙ্গত হয়, তাঁহাকে সেই উপদেশ লিখিয়া দিতে পারিবেন ও সেই তদন্ত লইবার সমস্ত খরচ কিম্বা তাহার কোন অংশ কাহার দিতে হইবে, ইহার নির্ণয় করিতে পারিবেন।

যে ব্যক্তিকে ঐরূপ পাঠান যায়, তাঁহার রিপোর্ট মোকদ্দমায় সাক্ষ্যস্বরূপ পঠিত হইতে পারিবে।

খরচা বিষয়ে আজ্ঞার কথা।

এই অধ্যায়মত কার্য্যানুষ্ঠানের কোন পক্ষ সাক্ষীর বা উকীলের ফী বা ঐ উভয় বলিয়া কোন খরচ করিলে, যে মাজিষ্ট্রেট ১৪৫, ১৪৬ বা ১৪৭ ধারামতে নিষ্পত্তি করেন, তিনি কে

ঐ খরচ দিবে, উক্ত কার্য্যানুষ্ঠানের ঐ পক্ষ বা অন্য কোন পক্ষ এবং সমস্ত বা কি অংশ বা পরিমাণ দিবে, এই বিষয়ে আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ঐরূপে যে খরচ দিবার আজ্ঞা হয়, তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় করা যাইতে পরিবে।

১৪৮ ধারা। যদি এই ধারানুসারে স্থানীয় তদন্ত হয় তবে উহা মোকদ্দমার একটী অংশ বলিয়া গণ্য হইবে। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে এরূপ তদন্ত হয়, সে স্থানীয় তদন্তকারী মাজিষ্ট্রেটের রিপোর্টের নকল আনিতে অধিকারী এবং আবশ্যক হইলে সেই রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রমাণ দিবার সুবিধা পাইতে অধিকারী। (২১ উ. রি২৫)।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পোলীসের নিবারণাত্মক কার্য্যবিষয়ক বিধি।

ধর্ত্তব্য অপরাধ পোলীসের নিবারণ করিতে হইবার কথা।

১৪৯ ধারা। পোলীসের প্রত্যেক জন কর্ম্মকারক ধর্ত্তব্য অপরাধ নিবারণ করণার্থে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন এবং যথাসাধ্য তাহা নিবারণ করিবেন।

১৪৯ ধারা। কালেক্টর হইতে ইনস্পেক্টর জেনারল পর্য্যন্ত যে কোন পোলীস কর্ম্মকারক আপন আপন থানার, জেলার, কি প্রদেশের সীমার ভিতরে কি বাহিরে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে যে কোন স্থানে ধর্ত্তব্য অপরাধ নিবারণের জন্যে এই ধারামতে কার্য্য করিতে পারেন, এবং অন্য কোন উপায়ে নিবারণ করিতে না পারিলে দঃ বিঃ ৫১১ ধারামতে গ্রেপ্তার করিতে পারেন।

ঐ অপরাধ করিবার কল্পনার সংবাদ পাইলে তাহার কথা।

১৫০ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারক ধর্ত্তব্য কোন অপরাধ করিবার কল্পনার কথা অবগত হইলে, তিনি পোলীসের যে কর্ম্মকারকের অধীন থাকেন তাঁহাকে ও অন্য যে কর্ম্মকারকের তদ্রূপ অপরাধ নিবারণ কিম্বা তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য তাঁহাকে সেই কথা জ্ঞাত করিবেন।

ঐ অপরাধ নিবারণার্থে ধৃত করিবার কথা।

১৫১ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারক ধর্ত্তব্য অপরাধের কল্পনার কথা অবগত হইলে, যদি সেই কল্পনাকারী ব্যক্তিকে ধৃত না করিলে ঐ অপরাধ নিবারণ হইতে পারে না বলিয়া তাঁহার বোধ হয়, তবে ঐ কর্ম্মকারক মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা ও ওয়ারেণ্ট বিনা ঐ কল্পনাকারী ব্যক্তিকে ধৃত করিতে পারিবেন।

রাজকীয় সম্পত্তির হানি নিবারণের কথা।

১৫২ ধারা। পোলীসের কর্ম্মকারকের দৃষ্টিগোচরে রাজকীয় কোন স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তির কোন হানি করিবার উদ্যোগ করা গেলে, ঐ কর্ম্মকারক তাহা নিবারণার্থে কিম্বা

রাজকীয় কোন ভূমির চিহ্ন কি বয়া কি নৌকাদির পথ দর্শাইবার অন্য চিহ্ন স্থানান্তর করা কি তাহার হানি করা নিবারণার্থে স্বীয় ক্ষমতাক্রমে প্রতিবন্ধক হইতে পারিবেন।

১৫২ ধারা। এই সকল অপরাধ দণ্ড বিধি ৪৩৩, ৪৩৪ ধারামতে দণ্ডনীয়। পোলীস কর্ম্মকারক নিবারণ করিতেছে, তথাপি তাঁহার সাক্ষাতে কোন ব্যক্তি এই ধারায় লিখিত সম্পত্তির হানি কি স্থানান্তর করিবার উদ্যোগ করিলে তিনি এই আইনের ৫৪ ধারার ৫ম প্রকরণমতে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ।

বাটখারা ও মাপিবার যন্ত্রাদি দৃষ্টি করিবার কথা।

১৫৩ ধারা। কোন স্থানে অপ্রকৃত কোন বাটখারা কি মাপিবার গজ, কাঠা, পালি ইত্যাদি আছে, পোলীস থানার অধ্যক্ষের ইহা জানিবার কারণ থাকিলে, তিনি বিনা পরওয়ানায় আপন থানার এলাকার অন্তর্গত ঐ স্থানে ব্যবহৃত কি রক্ষিত সেই বাটখারা কি মাপিবার গজ, কাঠা, পালি প্রভৃতি দৃষ্টি করিবার কিম্বা অন্বেষণ করিবার জন্যে ঐ স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

সেই স্থানে অপ্রকৃত কোন বাটখারা কি মাপিবার গজ, কাঠা, পালি প্রভৃতি পাইলে তিনি তাহা লইয়া যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধিপত্যে থাকে, তাঁহাকে অগোণে আপনার ঐ দ্রব্য ধরিবার সম্বাদ দিবেন।

১৫৩ ধারা। কেবল অধ্যক্ষ এই ধারামতে কার্য্য করিতে পারেন।

পঞ্চম খণ্ড।

পোলীসের সংবাদ দিবার ও তাঁহাদের অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতার বিধি।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ধর্ত্তব্য মোকদ্দমার সংবাদ দিবার কথা।

১৫৪ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকট ধর্ত্তব্য অপরাধ হইবার যে সংবাদ বাচনিক দেওয়া যায়, তাহা তৎকর্ত্তৃক বা তাঁহার আদেশমতে লিখিয়া লওয়া যাইবে ও সংবাদদাতাকে পড়িয়া শুনান যাইবে, ও ঐ সংবাদ লিখিয়াই দেওয়া হউক বা পূর্ব্বোক্তমতে লিখিয়াই লওয়া হউক, যে ব্যক্তি সংবাদ দেন তিনি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। পোলীসের ঐ কর্ম্মকারকের নিকট একখানি বহী থাকিবে, তন্মধ্যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট করেন, সেই পাঠে ঐ সংবাদের মর্ম্ম লেখা যাইবে।

অধর্ত্তব্য মোকদ্দমার সংবাদ দিবার কথা।

১৫৫ ধারা। যে অপরাধ পোলীসের ধর্ত্তব্য নয়, পোলীস থানার অধ্যক্ষের ক্ষমতাধীন স্থানের মধ্যে এমত অপরাধ করা গিয়াছে বলিয়া তাঁহার নিকট সংবাদ দেওয়া গেলে তিনি পূর্ব্বোক্তমতে যে বহী রাখা যায়, তাহাতে সংবাদের মর্ম্ম লিখিবেন ও সংবাদদাতাকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট যাইতে বলিবেন।

অধর্ত্তব্য মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইবার কথা।

অধর্ত্তব্য মোকদ্দমায় পোলীসের কর্ম্মকারক উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিবার কি তাহা বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা না পাইয়া ঐ মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইবেন না।

পোলীস থানার অধ্যক্ষ ধর্ত্তব্য মোকদ্দমায় অনুসন্ধান লইবার যে যে ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন, তদ্রূপ আজ্ঞা পাইলে ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবার ক্ষমতা ভিন্ন পোলীসের কর্ম্মকারকের অনুসন্ধান লইবার সেই সেই ক্ষমতা থাকিবে।

১৫৫ ধারা।—প্রত্যেক থানায় ও ফাঁড়িতে ৩৩ নম্বর ফরমে এই ধারামতে অধর্ত্তব্য মোকদ্দমার এক বহি আছে।

ধর্ত্তব্য মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইবার কথা।

১৫৬ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা না পাইয়াও পোলীসের ধর্ত্তব্য যে কোন মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইতে পারিবেন যৎসম্পর্কে উক্ত থানার এলাকার উপর বিচারাধিপত্যপ্রাপ্ত কোন আদালত ১৫ অধ্যায়ের তদন্তের কি বিচারের স্থানবিষয়ক বিধানমতে তদন্ত হইতে কি বিচার করিতে পারিবেন।

তাঁহার উক্ত প্রকারের কার্য্যানুষ্ঠানের কোন সময়ে উক্ত কর্ম্মকারক এই ধারামতে ঐ মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিতে পারেন না বলিয়া সেই কার্য্যের বিষয়ে আপত্তি করা যাইতে পারিবে না।

ধর্ত্তব্য অপরাধ সংঘটনের সন্দেহ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৫৭ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ ১৫৬ ধারামতে যে অপরাধের অনুসন্ধান লইতে পারেন, কোন সংবাদ পাইয়া কি প্রকারান্তরে তাঁহার এমত অপরাধ সংঘটনের সন্দেহ হইলে, তিনি পোলীস রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ অপরাধের সম্বাদ অবিলম্বে পাঠাইয়া সেই বিষয়ের বৃত্তান্তের ও পূর্ব্বাপর ঘটনার অনুসন্ধান লইবার নিমিত্ত এবং অপরাধীর সন্ধান লইবার ও তাহাকে ধরিবার জন্য যাহা আবশ্যক হয় তাহা করিবার নিমিত্ত আপনি সরেজমীনে যাইবেন কিম্বা আপনার অধীন কোন কর্ম্মকারককে পাঠাইবেন।

স্থানীয় অনুসন্ধান না লইবার স্থলের কথা।

পরন্তু (ক) কোন ব্যক্তির নামে অপরাধ করিবার সম্বাদ দেওয়া গেলে যদি গুরুতর ভাবের অপরাধ না হইয়া থাকে, তবে অনুসন্ধান লইবার জন্যে পোলীস থানার অধ্যক্ষের স্বয়ং সেই স্থানে যাইবার কিম্বা অধীন কর্ম্মকারককে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই।

পোলীস থানার অধ্যক্ষ অনুসন্ধান লইবার বিশিষ্ট হেতু না দেখিলে তাহার কথা।

(খ) অনুসন্ধান লইবার বিশিষ্ট হেতু নাই পোলীস থানার অধ্যক্ষ এমত বোধ করিলে তিনি অনুসন্ধান লইবেন না।

(ক) ও (খ) প্রকরণের উল্লিখিত এইরূপ প্রত্যেক স্থলে পোলীস থানার অধ্যক্ষ এই ধারার প্রথম পদের আদেশগুলি সম্পূর্ণরূপে পালন না করিবার হেতু আপনার ঐ রিপোর্টে লিখিবেন।

১৫৭ ধারামত রিপোর্ট কিরূপে পাঠাইতে হইবে, তাহার কথা।

১৫৮ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণ কি বিশেষ আজ্ঞা করিয়া এই কার্য্যের নিমিত্ত পোলীসের উচ্চপদস্থ যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে আদেশ করিলে, ১৫৭ ধারামতে যে প্রত্যেক রিপোর্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান যায়, তাহারই দ্বারা পাঠাইতে হইবে।

উক্ত উচ্চপদস্থ কর্ম্মকারক পোলীস থানার অধ্যক্ষকে যে আদেশ করা উপযুক্ত জ্ঞান করেন, তাহা করিয়া ঐ রিপোর্টের উপর সেই আদেশ লিখিয়া অবিলম্বে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন।

তদন্ত বা প্রথমস্থলীয় অনুসন্ধানের ক্ষমতার কথা।

১৫৯ ধারা। উক্ত মাজিষ্ট্রেট তদ্রূপ সম্বাদ পাইলে আপনার উচিত বোধ হইলে অগোণে তাহার তদন্ত বা প্রথম স্থলীয় অনুসন্ধান লইবার জন্যে কিম্বা ঐ বিষয় লইয়া অন্য যে কর্ম্ম করা উচিত এবং আইনের নির্দ্দিষ্টমতে তাহা করিবার জন্য আপনি যাইতে পারিবেন, কিম্বা আপনার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটকে পাঠাইতে পারিবেন।

সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করাইতে পোলীসের কর্ম্মকারকের ক্ষমতার কথা।

১৬০ ধারা। পোলীসের যে কর্ম্মকারক এই অধ্যায়মতে অনুসন্ধান লন, তিনি যে ব্যাপারের অনুসন্ধান লইতেছেন, আপন এলাকার কিম্বা তাহার লাগাও অন্য এলাকার সীমার মধ্যবর্ত্তী কোন ব্যক্তি সেই ব্যাপারের পূর্ব্বাপর ঘটনা অবগত আছে, প্রাপ্ত সংবাদক্রমে কি প্রকারান্তরে এমত বোধ করিলে, তিনি অনুজ্ঞাপত্র লিখিয়া সেই ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, ও সেই ব্যক্তির সেই আজ্ঞামতে উপস্থিত হইতে হইবে।

পোলীসের দ্বারা সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণের কথা।

১৬১ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারক যে মোকদ্দমার এই অধ্যায়মতে অনুসন্ধান লইতেছেন, কোন ব্যক্তি সেই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত ও পূর্ব্বাপর ঘটনা জ্ঞাত আছে এমত অনুমান হইলে তিনি সেই ব্যক্তির বাচনিক সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন, ও সেইরূপে যাহার সাক্ষ্য লওয়া যায়, তাহার উক্তি লিখিয়া লইতে পারিবেন।

যে প্রশ্নের উত্তর দিলে সেই ব্যক্তির নামে ফৌজদারী অভিযোগ হইতে পারে কি তাহার অর্থদণ্ড কি সম্পত্তিদণ্ড হইতে পারে তদ্ভিন্ন উক্ত কার্য্যকারক, সেই ব্যাপার বিষয়ে যত প্রশ্ন করেন, তাহার সেই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতেই হইবে।

পোলীসের নিকটে যে উক্তি করা যায়, তাহাতে স্বাক্ষর করিতে হইবে না ও তাহা সাক্ষ্যস্বরূপ প্রাপ্ত হইবে না।

১৬২ ধারা। এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান কালে কোন ব্যক্তি মৃত্যুকালীন উক্তি ছাড়া যে উক্তি করে, যদি তাহা লিখিয়া লওয়া যায় তাহাতে সেই উক্তিকারকের স্বাক্ষর করিতে হইবে না কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য স্বরূপ তাহার ব্যবহার হইবে না।

এই ধারার কোন কথাক্রমে ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ২৭ ধারার বিধানের কোন বিঘ্ন হইল এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

প্রবৃত্তি না দিবার কথা।

১৬৩ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পোলীসের কোন কর্ম্মকারক কি ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য ব্যক্তি আপনি বা অপর কাহার দ্বারা ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ২৪ ধারার উল্লিখিত কোন প্রবৃত্তি দিবেন না, কি ভয় দেখাইবেন না, কি অঙ্গীকার করিবেন না।

কিন্তু এই অধ্যায়মত অনুসন্ধানকালে অভিযুক্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া কোন কথা প্রকাশ করিতে চাহিলে পোলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি তাহাকে সতর্ক করিয়া কিম্বা অন্য কোন প্রকারে সেই কথা প্রকাশ করিতে বারণ করিবেন না।

১৬৩ ধারা। সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯ ধারা দ্রষ্টব্য।

সত্য কথা বলিলে আসামীদিগকে খালাস করাইয়া দিবে পোলীস এই আশ্বাস দেখাইয়া আসামীদিগকে স্বীকার করাইলে, স্বীকারবাক্য গ্রাহ্য হয় নাই। (ধর্ম্মদত্ত ওঝা, ৮ উ. রি ১৩)।

উক্তি ও স্বীকারবাক্য লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতার কথা

১৬৪ ধারা। এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান কালে কিম্বা তদন্ত বা বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে কোন মাজিষ্ট্রেট পোলীসের কর্ম্মকারক না হইলে কোন উক্তি বা স্বীকার বাক্য লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার যে যে প্রকারের বিধান পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট হইল ঐ উক্তি মোকদ্দমার অবস্থা ধরিয়া তন্মধ্যে যাহা তাঁহার মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বোধ হয়, সেই প্রকারে লিপিবদ্ধ করা যাইবে। তদ্রূপ স্বীকার বাক্য ৩৬৪ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে লিপিবদ্ধ ও স্বাক্ষরিত হইবে ও যে মাজিষ্ট্রেট ঐ মোকদ্দমার তদন্ত লইবেন কি বিচার করিবেন, তাঁহার নিকট পাঠান যাইবে।

স্বেচ্ছাক্রমে স্বীকার করা গেল, মাজিষ্ট্রেট তদন্ত লইয়া এমত জানিবার কারণ না পাইলে তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন না, ও তিনি কোন স্বীকারবাক্য লিপিবদ্ধ করিলে ঐ লিপি নিম্নভাগে এই মর্ম্মের কথা লিখিবেন।—

"এই স্বীকার বাক্য স্বেচ্ছাক্রমে করা গিয়াছে আমার এই বিশ্বাস। ইহা আমার সাক্ষাতে ও শ্রুতিগোচরে গৃহীত হইয়াছে ও যে ব্যক্তি স্বীকার করে, তাহাকে ইহা পড়াইয়া শুনান যায় এবং সে উহা ঠিক বলিয়া গ্রাহ্য করে এবং সেই ব্যক্তি যে উক্তি করে ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ ও প্রকৃত বিবরণ আছে।

(স্বাক্ষর) শ্রীঅমুক

মাজিষ্ট্রেট।"

১৬৪ ধারা। এই ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেট সাক্ষীর জবানবন্দী এবং আসামীর একরার লিপিবদ্ধ করিতে পারেন। (মালকা. ই ল. রি ২ ম, ৬৪৩।

"কোন মাজিষ্ট্রেট"—স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট, অন্যের নহে। (ই ল রি. ১ ক, ২০৭।)

পোলীস কর্ম্মকারকের দ্বারা তল্লাশের কথা।

১৬৫ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ কিম্বা পোলীসের যে কর্ম্মকারক অনুসন্ধান লইতেছেন, তিনি যে অপরাধের অনুসন্ধান লইতে ক্ষমতাপন্ন হন, তাহার অনুসন্ধানার্থে কোন দলীল বা অন্য দ্রব্য উপস্থিত করা আবশ্যক বোধ করিলে এবং ৯৪ ধারামতে যে ব্যক্তির নামে সমন বা আজ্ঞাপত্র দেওয়া গিয়াছে বা দেওয়া যাইতে পারে, সেই ব্যক্তি সমনের বা আজ্ঞাপত্রের আদেশমতে ঐ দলীল বা অন্য দ্রব্য উপস্থিত করিবে না এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, কিম্বা ঐ দলীল বা অন্য দ্রব্য কোন ব্যক্তির অধিকারে আছে বলিয়া জানা না থাকিলে, তিনি যে থানার অধ্যক্ষতাভার প্রাপ্ত হন, কি যে থানায় নিযুক্ত থাকেন, ঐ থানার এলাকার অন্তর্গত কোন স্থলে সেই দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে কি করাইতে পারিবেন।

উক্ত কর্ম্মকারক পা বলে আপনি ঐ দ্রব্য অন্বেষণের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

আপনি তাহা করিতে না পারিলে ও তৎকালে সেই অন্বেষণ করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে তিনি আপনার অধীন কোন কর্ম্মকারকের প্রতি দ্রব্য অন্বেষণ

করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ও সেই কর্ম্মকারককে আজ্ঞাপত্র দিয়া যে স্থানে যে দলীল বা অন্য দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে হইবে ইহা নির্দ্দেশ করিয়া লিখিবেন, ঐ অধীন কর্ম্মকারক তাহা হইলে ঐ স্থানে ঐ দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে পারিবেন।

এই আইনে তল্লাশী পরওয়ানা সম্বন্ধে যে যে বিধান আছে, তাহা এই ধারামত অন্বেষণের কার্য্যের প্রতি যতদূর সম্ভব বর্ত্তিবে।

১৬৫ ধারা। যেখানে থানাতল্লাসী অনিবার্য্য সেখানে রাত্রে করিলে অবৈধ হয় না, ভিন্ন থানার কি জেলার এলাকায় থানাতল্লাসী করিতে হইলে তথাকার সাহায্য লইয়া করিতে হইবে। (বে, পো, মে,)।

যে স্থলে পোলীস থানার এক অধ্যক্ষ অন্য অধ্যক্ষকে তল্লাশী পরওয়ানা দিবার আদেশ করিতে পারিবেন, তাহার কথা।

১৬৬ ধারা। কোন পোলীস থানার অধ্যক্ষ যে স্থলে আপন থানার এলাকার মধ্যে অন্বেষণ করাইতে ক্ষমতাপন্ন হন, সেই স্থলে আপন কি অন্য জেলার অন্য পোলীস থানার অধ্যক্ষকে কোন স্থানে কোন দ্রব্যের অন্বেষণ করাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

উক্ত কর্ম্মকারক তদ্রূপ আজ্ঞা পাইলে ১৬৫ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিবেন ও ঐ দ্রব্য পাইলে যে কার্য্যকারকের আদেশমতে তল্লাশ করিলেন তাহার নিকট পাঠাইবেন।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অনুসন্ধান সমাপ্ত হইতে না পারিলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৬৭ ধারা। ৬১ ধারার নির্দ্দিষ্ট চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই অধ্যায়মত অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত হইতে পারিবে না, দৃষ্ট হইলে এবং অভিযোগ সমূলক জ্ঞান করিবার হেতু থাকিলে, পোলীস থানার অধ্যক্ষ নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পশ্চাল্লিখিত বিধানমত মোকদ্দমা সংক্রান্ত রোজনামার লিখিত কথার নকল অবিলম্বে পাঠাইবেন এবং তৎকালেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ঐ মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন।

যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এই ধারামতে পাঠান যায়, তাঁহার উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক তিনি সময়ে সময়ে যেরূপ হেফাজতে উচিত বোধ করেন, সেইরূপে হেফাজতে মোটে পনর দিনের অনধিক কাল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখিবার অনুমতি দিতে পারিবেন। যদি তাঁহার বিচার করিবার কি বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা না থাকে এবং তিনি আর আটক করিয়া রাখা অনাবশ্যক বিবেচনা করেন, তবে তিনি উক্তরূপ ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কোন মাজিষ্ট্রেট এই ধারামতে পোলীসের হেফাজতে আটক করিয়া রাখিবার অনুমতি দিলে যে যে কারণে সেই অনুমতি দেন তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

জেলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট সেই আজ্ঞা করিলে তিনি যে মাজিষ্ট্রেটের অব্যবহিত অধীন তাঁহার নিকট সেই আজ্ঞা করিবার হেতুপত্র সহিত সেই আজ্ঞার প্রতিলিপি প্রেরণ করিবেন।

অধীনস্থ পোলীস কর্ম্মকারককর্তৃক অনুসন্ধানের রিপোর্টের কথা।

১৬৮ ধারা। পোলীসের অধঃস্থ কোন কর্ম্মকারক এই অধ্যায়মতে অনুসন্ধান লইলে পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকট ঐ অনুসন্ধানের ফল বিষয় রিপোর্ট দিবেন।

প্রমাণের ন্যূনতা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার কথা।

১৬৯ ধারা। যে প্রমাণ কি যদ্রূপ সংশয় থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠান যাইতে পারে এমত উপযুক্ত প্রমাণ নাই কি সংশয় করিবার যুক্তিমত হেতু নাই পোলীস থানার অধ্যক্ষ এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান লইয়া এরূপ বোধ করিলে, যদি উক্ত ব্যক্তি হাজতে থাকে তাহার নিকট জামিনসহ কি জামিন বিনা যদ্রূপ আদেশ করেন তদ্রূপ এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন যে যদি ও যখন আদেশ হয়, পোলীসের রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধ গ্রাহ্য করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবার বা তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে।

উপযুক্ত প্রমাণ থাকিলে মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবার কথা।

১৭০ ধারা। এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান লইয়া পোলীস থানার অধ্যক্ষের যদি এরূপ বোধ হয় যে, পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত প্রমাণ কি যুক্তিমত হেতু আছে, পোলীস থানার অধ্যক্ষ ঐ ব্যক্তিকে প্রহরীর জিম্মায় দিয়া পোলীসের রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধ গ্রাহ্য করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবার কিম্বা তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন, অথবা যে অপরাধের অভিযোগ হয়, তাহার নিমিত্ত জামিন লওয়া যাইতে পারিলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি জামিন দিতে সক্ষম হইলে নিরূপিত দিনে সেই মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার ও যতকাল প্রকারান্তরের আজ্ঞা না হয় ততকাল দিন দিন উপস্থিত থাকিবার জামিন তাহার নিকট হইতে লইবেন।

যখন পোলীস থানার অধ্যক্ষ এই ধারামতে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠান কিম্বা তাহার স্থানে উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জামিন লন, তিনি যে অস্ত্র কি অন্য দ্রব্য উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা আবশ্যক বোধ করেন তাহাও তৎকালে পাঠাইবেন, এবং বাদী থাকিলে সে ও যাহারা সেই ব্যাপারের পূর্ব্বাপর ঘটনা জানে বলিয়া বোধ হয়, তাহাদের মধ্যে যত ব্যক্তির উপস্থিত হওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন, তাহারা ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ বিষয়ে নালীশ চালাইবে কি, স্থলবিশেষে সাক্ষ্য দিবে, তাহাদের স্থানে এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া লইবেন।

নিবন্ধপত্রে জেলার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের আদালতের উল্লেখ থাকিলে ঐ মাজিষ্ট্রেট অন্য যে আদালতের দ্বারা তদন্ত লইবার কি বিচার হইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা প্রেরণ করেন উল্লিখিত আদালতের মধ্যে সেই আদালতও গণ্য হইবে, কিন্তু ঐ বাদীকে কি ব্যক্তিদিগকে তদ্রূপ প্রেরণের নোটিস দিতে হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির স্থানে হাজির জামিন লওয়া গেলে তাহাকে যে দিনে উপস্থিত হইতে

হইবে সেই দিন কিম্বা প্রহরীর জিম্মায় তাহাকে চালান করিতে হইলেই মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে তাহার যে দিনে পঁহুছিবার সম্ভাবনা সেই দিন এই ধারামতে নিরূপিত দিন হইবে।

ঐ নিবন্ধপত্র যে কর্ম্মকারকের সম্মুখে লেখা যায়, তিনি তৎসম্পাদনকারী এক জনকে তাহার নকল দিবেন, ও পরে মাজিষ্ট্রেটের নিকট আপন রিপোর্টের সঙ্গে মূল পত্র পাঠাইবেন।

বাদীর কি সাক্ষীদের পোলীসের কর্ম্মকারকের সঙ্গে না যাইতে হইবার কথা।

১৭১ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে বাদীর কি সাক্ষীদের যাইবার সময়ে পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের সঙ্গে যাইতে আদেশ হইবে না।

বাদীদিগকে ও সাক্ষীদিগকে আটক করিয়া না রাখিবার কথা।

কিম্বা কোন বাদীকে কি সাক্ষীকে অনাবশ্যক আটক করিয়া রাখা কি ক্লেশ দেওয়া যাইবে না ও নিজ প্রতিজ্ঞামত নিবন্ধ ভিন্ন তাহাদের উপস্থিত হইবার জন্য জামিন দিতে আদেশ হইবে না।

বাদী বা সাক্ষী স্বীকার না করিলে প্রহরীর
জিম্মায় প্রেরিত হইবার কথা।

কিন্তু কোন বাদী কি সাক্ষী উপস্থিত হইতে কিম্বা ১৭০ ধারার নির্দ্দিষ্ট নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে স্বীকার না করিলে পোলীস থানার অধ্যক্ষ তাহাকে প্রহরীর জিম্মায় দিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইতে পারিবেন। তাহা হইলে সে যতকাল ঐ নিবন্ধপত্র লিখিয়া না দেয়, কিম্বা সেই মোকদ্দমার শ্রবণকার্য্য যতকাল সমাপ্ত না হয়, মাজিষ্ট্রেট ততকাল ঐ বাদীকে কি সাক্ষীকে আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

অনুসন্ধানকার্য্যের রোজনামচার কথা।

১৭২ ধারা। পোলীসের যে কর্ম্মকারক এই অধ্যায়মতে অনুসন্ধান লন, তিনি তৎসম্পর্কে দিন দিন যে কর্ম্ম করেন, তাহার বৃত্তান্ত রোজনামচায় লিখিবেন অর্থাৎ অপরাধের সম্বাদ যে সময়ে তাঁহার নিকটে পঁহুছে ও তিনি অনুসন্ধানের কার্য্য যে সময়ে আরম্ভ ও যে সময়ে সমাপ্ত করেন ও যে স্থানে কি যে যে স্থানে যান, ও অনুসন্ধান দ্বারা যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হন, তাহার বিবরণ লিখিবেন।

ফৌজদারী কোন আদালতে মোকদ্দমার তদন্ত লওন কি বিচার করণ সময়ে ঐ আদালত পোলীসের সেই মোকদ্দমা বিষয়ক রোজনামচা আনিয়া আপনার তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার সাহায্যার্থে ঐ রোজনামচার ব্যবহার করিতে পারিবেন, সাক্ষ্যস্বরূপ নহে। অভিযুক্ত ব্যক্তির কিম্বা তাহার পক্ষ মোক্তারদের তাহা আনাইবার অধিকার নাই, এবং আদালত ঐ রোজনামচার ব্যবহার করিয়াছেন এইমাত্র কারণ তাহার কি তাহাদের সেই রোজনামচা দেখিবার অধিকার থাকিবে না। কিন্তু পোলীসের যে কর্ম্মকারক তাহা লিখিলেন তিনি যদি স্মরণশক্তির উপকারার্থে তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন কিম্বা আদালত যদি পোলীসের ঐ কার্য্যকারকের কথা খণ্ডাইবার জন্য তাহার ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে

ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ১৬১ ধারার বা স্থলবিশেষে ১৪৫ ধারার বিধান তৎপ্রতি বর্ত্তিবে।

১৭২ ধারা। ১৬১ ধারার নজীর দেখ। এই ধারার উল্লিখিত "রোজনামচা"কে বিশেষ দৈনিক বলে।

পোলীসের কর্ম্মকারকের রিপোর্টের কথা।

১৭৩ ধারা। অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া এই অধ্যায়মত অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত করিতে হইবে। সমাপ্ত হইলে পোলীস থানার অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত যে কার্য্যকারক ঐ অনুসন্ধান লন তিনি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট পাঠে রিপোর্ট লিখিয়া পোলীসের রিপোর্ট ক্রমে উক্ত অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন। উভয় পক্ষের নাম ও যে সংবাদ পান তাহার ভাব ও যাহারা সেই ব্যাপারের পূর্ব্বাপর ঘটনা জানে বলিয়া বোধ হয় তাহাদের নাম ঐ রিপোর্টে লেখা থাকিবে ও তাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহরীর জিম্মায় পাঠান গিয়াছে, কিম্বা তাহার স্থানে জামিনসহ কি জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লেখাইয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া গিয়াছে, এই কথাও লিখিতে হইবে।

১৫৮ ধারামতে উচ্চপদস্থ পোলীসের কোন কর্ম্মকারক নিযুক্ত হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কোন স্থলে সাধারণ বা বিশেষ আজ্ঞাক্রমে তদ্রূপ আদেশ করেন, সেই সেই স্থলে ঐ রিপোর্ট উক্ত কর্ম্মকারকের হস্ত দিয়া পাঠাইতে হইবে এবং তিনি মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার অপেক্ষায় আরও অনুসন্ধানের নিমিত্ত পোলীস থানার প্রতি আদেশ দিতে পারিবেন।

অপঘাত ও অকস্মাৎ মৃত্যুর অনুসন্ধান করিয়া পোলীসের রিপোর্ট করিবার কথা।

১৭৪ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ,

(ক) কোন ব্যক্তি আত্মহত্যা করিয়াছে, কিম্বা

(খ) কোন ব্যক্তিকে অন্য কেহ মারিয়া ফেলিয়াছে কিম্বা জন্তু দ্বারা বা কলে পড়িয়া বা অপঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, কি

(গ) কোন ব্যক্তির এরূপ অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে যে, অন্য কোন ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছে বলিয়া যুক্তিসিদ্ধ সন্দেহ হয়, এই সংবাদ পাইলে,

তৎক্ষণাৎ অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন অতি নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটকে সেই কথা জ্ঞাত করিবেন, এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণীত বিধিক্রমে অথবা জিলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের সামান্য বা বিশেষ আজ্ঞাক্রমে প্রকারান্তরের আদেশ প্রাপ্ত না হইলে ঐ মৃত ব্যক্তির দেহ যে স্থানে থাকে সেই স্থানে গিয়া প্রতিবাসী দুই কি তদধিক সম্ভ্রান্ত লোকের গোচরে অনুসন্ধান লইয়া ঐ মৃত্যুর দৃষ্ট কারণের রিপোর্ট করিবেন ও শরীরে যে ক্ষত কি অস্থিভঙ্গ কি আঘাত কি অন্য হানির চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহার বর্ণনা ও যে প্রকারে কিম্বা যে অস্ত্র কি যন্ত্র দ্বারা সেই চিহ্ন হইয়া থাকিবে তাহাও লিখিবেন।

পোলীসের ঐ কর্ম্মকারক ও অন্য ব্যক্তিরা কিম্বা তাঁহাদের যতজন ঐ রিপোর্টের কথায় সম্মত হন তাঁহারা তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ও সেই রিপোর্ট অবিলম্বে জিলার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান যাইবে।

মৃত্যুর কারণ বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে কিম্বা অন্য কোন কারণে পোলীসের কর্ম্মকারক যাহুনীয় বিবেচনা করিলে, কাল ও স্থানের দুরত্ব বিবেচনায় ঐ শব পথে পচিয়া যাইয়া পরীক্ষা নিষ্ফল হইবার আশঙ্কা বিনা নিকটস্থ সিবিল চিকিৎসক সাহেবের নিকটে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য যে চিকিৎসককে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত করেন, তাঁহার নিকটে পাঠান যাইতে পারিলে পোলীসের কর্ম্মকারক এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণীত বিধির নিয়মাধীনে ঐ দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য প্রেরণ করিবেন।

মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে গ্রামের মণ্ডল এই ধারামতে অনুসন্ধান লইয়া অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে রিপোর্ট করিতে পারিবেন।

এই এই মাজিষ্ট্রেটেরা অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন হন, যথা—

কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ও এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কি জিলার মাজিষ্ট্রেটের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট।

ব্যক্তিদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা।

১৭৫ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ উক্ত অনুসন্ধান কার্য্যের জন্যে আজ্ঞাপত্র লিখিয়া পূর্ব্বোক্তমতে দুই কি তদধিক ব্যক্তিকে এবং যাহারা ঐ ব্যাপারের বৃত্তান্ত জানে বলিয়া বোধ হয়, এমত অন্য ব্যক্তিকে সমন করিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তিকে তদ্রূপে সমন করা গেলে, তাহাকে উপস্থিত হইতে হইবে, এবং যে প্রশ্নের উত্তর দিলে তাহার নামে ফৌজদারী অভিযোগ হইতে পারে, কিম্বা তাহার অর্থ কি সম্পত্তি দণ্ড হইতে পারে, তদ্ভিন্ন তাহার সকল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতেই হইবে।

ধর্ত্তব্য যে অপরাধের প্রতি ১৭০ ধারা খাটে, বৃত্তান্ত দৃষ্টে যদি তদ্রূপ অপরাধ প্রকাশ না হয়, তবে পোলীসের কর্ম্মকারক সেই ব্যক্তিদিগকে মাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিবেন না।

১৭৫ ধারা। হাজির হইবার সমন অমান্য করিলে, কিম্বা প্রশ্নের উত্তর না দিলে দণ্ডবিধি ১৭৪ কি ১৭৯ ধারামতে দণ্ড হয়। মিথ্যা উত্তর দিলে দণ্ডবিধি ১৯৩ ধারামতে দণ্ড হয়।

মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা মৃত্যুর কারণের তদন্ত লইবার কথা।

১৭৬ ধারা। পোলীসের হেফাজতে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে পোলীসের কর্ম্মকারকের অনুসন্ধান লওয়ার পরিবর্ত্তে কিম্বা তাহার পরেও অতি নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেট অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন হইলে, উক্ত মৃত্যুর কারণের তদন্ত লইবেন, এবং ১৭৪ ধারার (ক), (খ) ও (গ) প্রকরণের লিখিত অন্য কোন স্থলে উক্তরূপ ক্ষমতাপন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট ঐরূপ তদন্ত লইতে পারিবেন এবং লইলে কোন অপরাধের তদন্ত লইতে হইলে, তাঁহার যে যে ক্ষমতা থাকিত, সেই সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য চালাইবেন। মাজিষ্ট্রেট তদ্রূপ তদন্ত লইলে তৎসম্পর্কে যে সাক্ষ্য লন, ব্যাপারের ভাবগতিক বিবেচনায় পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট অন্যতর প্রকারে সেই সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবেন।

প্রোথিত দেহ উঠাইতে পারিবার কথা।

কোন ব্যক্তির মৃতদেহ প্রোথিত করা গেলে পর, উক্ত মাজিষ্ট্রেট মৃত্যুর কারণ জানিবার জন্য সেই দেহ পরীক্ষা করা আবশ্যক বিবেচনা করিলে, মাজিষ্ট্রেট ঐ দেহ উঠাইয়া পরীক্ষা করাইতে পারিবেন।

ষষ্ঠ খণ্ড।

মোকদ্দমা চালাইবার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক বিধি।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

তদন্ত ও বিচারকার্য্যে ফৌজদারী আদালতের বিচারাধিপত্যের বিধি।

ক।—তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার স্থানবিষয়ক বিধি।

সাধারণতঃ তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার স্থানের কথা।

১৭৭ ধারা। অপরাধ যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে করা যায়, সাধারণতঃ সেই আদালত দ্বারা তাহার তদন্ত লওয়া যাইবে ও তাহার বিচার হইবে।

ভিন্ন সেশন খণ্ডে মোকদ্দমার বিচার হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

১৭৮ ধারা। ১৭৭ ধারার প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও কোন মোকদ্দমা কিম্বা বিশেষ প্রকারের কোন মোকদ্দমা যে কোন জিলার বিচারার্থে সমর্পণ করা যাউক, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেশনের কোন খণ্ডে তাহার বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু একপ স্থলে আবশ্যক যে উক্ত আজ্ঞা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের ১০৪ অধ্যায়ের আইনের ১৫ ধারামতে কিম্বা এই আইনের ৫২৬ ধারামতে পূর্ব্ব প্রদত্ত কোন আজ্ঞার বিরুদ্ধ না হয়।

যে জেলায় ক্রিয়া করা যায়, কি যে জেলায় ক্রিয়ার ফল প্রকাশ হয়, ইহার একতর জেলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হইতে পারিবার কথা।

১৭৯ ধারা। কোন কার্য্যকরণ প্রযুক্ত ও তাহার যে ফল হইল তৎপ্রযুক্ত কোন অপরাধ হইয়াছে বলিয়া কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইলে যে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে উক্ত কার্য্য করা যায় বা তাহার ফল প্রকাশ হয়, ইহার অন্যতর আদালত দ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইবে ও বিচার হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) ক আদালতের বিচারাধীন স্থানে আনন্দের আঘাত হইলে গ আদালতের বিচারাধীন স্থানে তাহার মৃত্যু হয়। আনন্দের অপরাধঘটিত হত্যাকরণ অপরাধের তদন্ত ও বিচার ক কিম্বা গ আদালতে হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ ক আদালতের বিচারাধীন স্থানে আহত হইয়া দশ দিন খ আদালতের বিচারাধীন স্থানে ও আর দশ দিন গ আদালতের বিচারাধীন স্থানে থাকেন, ও আপনার সাংসারিক কর্ম্ম চালাইতে পারেন না। আনন্দকে গুরুতর পীড়া দেওনাপরাধে তদন্ত ও বিচার ক খ বা গ আদালতে হইতে পারিবে।

(গ) কোন ব্যক্তি ক আদালতের বিচারাধীন স্থানে আনন্দের হানি করিবার ভয় দর্শাইলে, খ আদালতের বিচারাধীন স্থানে সেই ব্যক্তিকে তাঁহার সম্পত্তি দিবার প্রবৃত্তি হইল। আনন্দকে ভয় দর্শাইয়া তাঁহার দ্রব্য গ্রহণাপরাধের তদন্ত ও বিচার ক কিম্বা খ আদালতে হইতে পারিবে।

অন্য অপরাধের সহিত সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত কোন ক্রিয়া অপরাধ হইলে বিচার করিবার স্থানের কথা।

১৮০ ধারা। অপরাধসূচক অন্য ক্রিয়ার সহিত অথবা কর্ত্তা অপরাধ করিতে সক্ষম হইলে, যাহা অপরাধ হইত, এরূপ অন্য ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত কোন ক্রিয়া অপরাধ হইলে, যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে তদুভয়ের একতর ক্রিয়া করা যায়, সেই আদালত দ্বারা শেষোক্ত অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) সহায়তাকরণের অভিযোগ হইলে, যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে সহায়তা করা গেল, সেই আদালতে কিম্বা যে অপরাধের সহায়তা করা যায়, তাহা যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে করা গেল, সেই আদালতে ঐ অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে।

(খ) চোরা দ্রব্য গ্রহণ করিবার কি রাখিবার অভিযোগ হইলে, যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে দ্রব্য চুরি করা গেল, কিম্বা উক্ত দ্রব্যের মধ্যে কোন দ্রব্য কোন সময়ে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে কুটিলভাবে গ্রহণ করা কি রাখা গেল (সেই আদালতে) ঐ অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে।

(গ) মনুষ্য চুরি হইয়াছে জানা গেলে, সেই মনুষ্যকে অন্যায়মতে লুকাইয়া রাখিবার অভিযোগ হইলে, যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে তাহাকে অন্যায়মতে লুকাইয়া রাখা গেল, কিম্বা যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে চুরি করা গেল, ইহার মধ্যে কোন আদালতে সেই অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে।

ঠগ হইবার কি ডাকাইত দলের লোক হইবার কি হেফাজত হইতে পলাইবার ইত্যাদির কথা।

১৮১ ধারা। কোন ব্যক্তির নামে ঠগ হইবার কি ঠগ হইয়া হত্যা করিবার কি ডাকাইতী করিবার কিম্বা হত্যা সহিত ডাকাইতী করিবার কিম্বা ডাকাইতদলের লোক হইবার কিম্বা হেফাজত হইতে পলাইবার অভিযোগ হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে থাকে, সেই আদালত দ্বারা তাহার সেই অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

অপরাধভাবে অবিহিত ব্যবহারের ও অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণের কথা।

অপরাধভাবে দ্রব্য লইয়া অবিহিত ব্যবহার করণের কিম্বা অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণের অভিযোগ হইলে, যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে অপরাধবিরুদ্ধ

দ্রব্যের কোন অংশ অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়, কি অপরাধ করা যায়, সেই আদালত দ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

চুরীকরণের কথা।

যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে কোন দ্রব্য চুরী করা যায়, কিম্বা চোরের অধিকারে থাকে, কিম্বা তাহা চোরা জানিয়াও কি বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়াও কোন ব্যক্তি লয় কি রাখে, সেই আদালত দ্বারা উক্ত দ্রব্য চুরিকরণের অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

অপরাধ যে স্থানে করা গেল, তাহা নিশ্চয় না হইলে, কিম্বা কেবল একস্থানে না করা গেলে, কিম্বা অপরাধ নিয়ত করা গেলে, কিম্বা অনেক কার্য্য লইয়া অপরাধ হইলে, তদন্ত ও বিচার করিবার স্থানের কথা।

১৮২ ধারা। অনেক স্থানের মধ্যে কোন স্থানে অপরাধ করা গেলে ইহা নিশ্চয় না হইলে,

কিম্বা অপরাধের এক অংশ এক স্থানে, অন্য অংশ অন্য স্থানে করা গেলে,

কিম্বা অপরাধ ক্রমিক হইলে ও দুই কি তদধিক স্থানে করা গিয়া থাকিলে,

কিম্বা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কৃত নানা অপরাধ লইয়া অপরাধ হইলে, যে আদালতের উক্তরূপ কোন স্থানের উপর বিচারাধিপত্য আছে, সেই আদালত দ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

যথাক্রমে পথে অপরাধ করিলে, তাহার কথা।

১৮৩ ধারা। স্থলপথে কি জলপথে যাত্রাক্রমে কোন অপরাধ করা গেলে, যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্য দিয়া অপরাধী যায় কিম্বা যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে কি যে দ্রব্যের সম্বন্ধে ঐ অপরাধ করা যায়, সেই ব্যক্তি কি সেই দ্রব্য উক্ত যাত্রাক্রমে যায়, সেই আদালত দ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ ও ডাকঘর ও অস্ত্রবিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে অপরাধের কথা।

১৮৪ ধারা। রেলওয়ে কি টেলিগ্রাফ কি ডাকঘর কি অস্ত্র ও বারুদাদিবিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে, তাহার বিধানের বিরুদ্ধে যে সকল অপরাধ করা যায়, তাহা রাজধানী নগরের মধ্যে করা গিয়াছে বলিয়া উক্ত হউক কি না হউক, তথায় তাহার অনুসন্ধান লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে। কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে অপরাধীকে ও মোকদ্দমার আবশ্যক সমস্ত সাক্ষীদিগকে উক্ত নগর মধ্যে পাওয়া যায়।

১৮৪ ধারা। ভারতবর্ষীয় বাষ্পীয় যান সম্বন্ধে ১৮৭৯ সালের ৪ আইন; তাড়িত বার্ত্তাবহ সম্বন্ধে ১৮৭৬ সালের ১ আইন, ডাকঘর সম্বন্ধে ১৮৬৬ সালের ১৪ আইন; এবং অস্ত্রসম্বন্ধে ১৮৭৮ সালের ১১ আইন দেখ।

কোন্ জেলায় তদন্ত লওয়া যাইবে বা বিচার হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ হইলে হাইকোর্টের দ্বারা ইহা নির্ণয় হইবার কথা।

১৮৫ ধারা। এই অধ্যায়ের অন্তর্গত পূর্ব্ববর্ত্তী বিধানক্রমে কোন্ আদালতদ্বারা অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইবে, কি বিচার হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ হইলে যে হাইকোর্টের ফৌজদারী আপীলী বিচারাধিপত্যের সীমান্তর্গত স্থানে অপরাধী প্রকৃত পক্ষে থাকে, কোন্ আদালত দ্বারা উক্ত অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইবে, কি বিচার হইবে, হাইকোর্ট তাহা নির্ণয় করিবেন।

ব্রিটিশ ব্রহ্মদেশে, অপরাধী ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা হইলে, রেঙ্গুনের রেকার্ডার সাহেব ও অন্যান্য স্থলে জুডিশ্যাল কমিশ্যনর সাহেব এই ধারার কার্য্যপক্ষে হাইকোর্ট বলিয়া গণ্য হইবেন।

বিচারাধীন স্থানের বাহিরে অপরাধ করা গেলে, সমন কি ওয়ারেণ্ট দিবার ক্ষমতার কথা ও ধরিলে পর মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৮৬ ধারা। যখন কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে এতৎপক্ষে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে, তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যস্থ কোন ব্যক্তি ঐ স্থানের বাহিরে (ব্রিটিষ ভারতবর্ষের ভিতরেই হউক আর বাহিরেই হউক) কোন অপরাধ করিয়াছে ও ১৭৭ ধারা অবধি ১৮৪ ধারা পর্য্যন্ত কোন ধারার বিধানক্রমে কি অন্য যে আইন তৎকালে প্রচলিত থাকে, তৎক্রমে ঐ স্থানের মধ্যে সেই অপরাধের তদন্ত লওয়া কি বিচার করা যাইতে পারে না, কিন্তু প্রচলিত কোন আইনবলে ব্রিটিষ ভারতবর্ষ মধ্যে তাহার বিচার হইতে পারে, তবে স্বীয় বিচারাধীন স্থান মধ্যে ঐ অপরাধ করা গেলে তিনি যেমন তদন্ত লইতে পারিতেন, তদ্রূপ তদন্ত লইতে ও ইতিপূর্ব্বে যেরূপ বিধান করা গিয়াছে, তৎক্রমে তাহাকে বলপূর্ব্বক আপন সম্মুখে উপস্থিত করাইতে পারিবেন, এবং উক্ত অপরাধের তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার ক্ষমতা যে মাজিষ্ট্রেটের থাকে, তাহার নিকটে তাহাকে পাঠাইতে পারিবেন অথবা উক্ত অপরাধ জামিন লইবার যোগ্য হইলে, উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তাহার উপস্থিত হইবার নিমিত্ত, জামিন সহিত বা জামিন ব্যতীত নিবন্ধপত্র লইতে পারিবেন।

উক্তরূপ ক্ষমতাপন্ন একাধিক মাজিষ্ট্রেট থাকিলে এবং কাহার নিকটে কি সম্মুখে উক্ত ব্যক্তিকে পাঠাইতে কি উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আবদ্ধ করিতে হইবে, এই ধারাক্রমে কার্য্যকারী ম্যাজিষ্ট্রেট এ বিষয়ে কিছু স্থির করিতে না পারিলে, হাইকোর্টের আজ্ঞা জন্য মোকদ্দমার রিপোর্ট করিবেন।

১৮৬ ধারা। ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে কৃত অপরাধ সম্বন্ধে ১৮৭৯ সালের ২১ আইনের ১১ অবধি ১৭ ধারা দেখ।

অধীন মাজিষ্ট্রেটের ওয়ারেণ্ট হইলে কর্ত্তব্যের কথা।

১৮৭ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জেলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট

১৮৬ ধারামতে যে ওয়ারেণ্ট দেন, তৎক্রমে কোন ব্যক্তিকে ধৃত করা গেলে, ঐ মাজিষ্ট্রেট যাঁহার অধীন হন, ঐ ধৃত ব্যক্তিকে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইবেন। কিন্তু যে মাজিষ্ট্রেটের ঐ অপরাধের তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে, তিনি ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারেণ্ট দিলে পোলীসের যে কর্ম্মকারক ঐ ওয়ারেণ্ট জারী করেন, তাঁহার নিকটে ধৃত ব্যক্তিকে সমর্পণ করা যাইবে, কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেট ওয়ারেণ্ট দিলেন, তাঁহার নিকটে তাহাকে পাঠান যাইবে।

যে অপরাধে অপরাধী বলিয়া ধৃত ব্যক্তির নামে নালিশ হয়, কি তাহার প্রতি সংশয় থাকে, যদি ১৮৬ ধারামতে কর্ম্মকারী মাজিষ্ট্রেটের আদালত ছাড়া সেই জিলার অন্য কোন ফৌজদারী আদালতের দ্বারা তাহার তদন্ত ও বিচার হইতে পারে, তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট উক্ত আদালতে ঐ ব্যক্তিকে পাঠাইবেন।

ব্রিটিষ প্রজারা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে অপরাধ করিলে
তাহাদের দায়ের কথা।

১৮৮ ধারা। যদি কোন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ ভারতবর্ষীয় কোন রাজার কি রাজ্যের অধিকারে অপরাধ করে, কিম্বা

যদি শ্রীশ্রীমতীর ভারতবর্ষীয় কোন দেশীয় প্রজা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন স্থানে অপরাধ করে;

তবে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত যে কোন স্থানে তাহাকে পাওয়া যায়, সেই স্থানেই অপরাধ করার ন্যায় ব্রিটিষ ভারতবর্ষের তাহার সেই অপরাধ হেতুক বিচারাধি হইতে পারিবে।

অভিযোগের তদন্ত লওয়া উচিত এই বিষয়ে পলিটিকাল
এজেণ্টের সার্টিফিকেট দিবার কথা।

পরন্তু যে দেশে সেই অপরাধ করা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ হয়, সেই দেশের পলিটিকাল এজেণ্ট সাহেব থাকিলে তিনি ব্রিটিষ ভারতবর্ষে সেই অভিযোগের তদন্ত লওয়া উচিত বলিয়া আপন অভিমতের সার্টিফিকেট না দিলে, ব্রিটিষ ভারতবর্ষে উক্ত কোন অপরাধ বিষয়ক অভিযোগের তদন্ত লওয়া যাইবে না।

আরও এই ধারামতে কোন ব্যক্তির পক্ষে কোন কার্য্যানুষ্ঠান হইলে পর, ব্রিটিষ ভারতবর্ষে সেই অপরাধ করা গেলে যদি সেই অপরাধের নিমিত্ত পশ্চাৎ সেই ব্যক্তির বিপক্ষে আর কার্য্যানুষ্ঠান হইতে না পারে, তবে এই ধারামতে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন স্থানে সেই অপরাধের উপলক্ষে তাহার বিপক্ষে ভিন্ন দেশের বিচারাধিপত্য বিষয়ক ও অপরাধীদিগকে স্ব স্ব দেশে প্রেরণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনমতে আর কার্য্যানুষ্ঠান হইতে পারিবে না।

সাক্ষ্যের ও দলীলের প্রতিলিপি প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিতে
আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

১৮৯ ধারা। ১৮৮ ধারায় যে প্রকারের অপরাধের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার তদন্ত লওয়া

যাইতেছে কি বিচার হইতেছে, এমত সময়ে যে স্থানে অপরাধ করা গিয়াছে বলিয়া কথিত হয়, তথায় পলিটিকাল এজেন্ট সাহেবের কিম্বা বিচারপতির সম্মুখে যে জবানবন্দি লওয়া কি দলীল উপস্থিত করা গেল, তদন্তকারী কি বিচারকারী আদালত যে কোন মোকদ্দমায় সেই জবানবন্দি কি দলীলের লিখিত বিষয়ের সাক্ষ্য লইবার জন্যে কমিশান দিতে পারিতেন সেই মোকদ্দমায় সেই আদালত ঐ জবানবন্দি ও দলীলের প্রতিলিপি প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিবেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিহিত বোধ করিলে এমন আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

"পলিটিকাল এজেণ্ট" শব্দের অর্থ।

১৯০ ধারা। ১৮৮ ও ১৮৯ ধারার "পলিটিক্যাল এজেণ্ট" শব্দে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে বুঝাইবে ও তাঁহারা ঐ শব্দে গণ্য হইবেন ;—

(ক) ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত কোন দেশে প্রধান যে কর্ত্তৃপক্ষ ব্রিটিষ ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের স্থলাভিষিক্তস্বরূপ হন তিনি।

(খ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেব কিম্বা মান্দ্রাজ কি বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর সাহেব ভিন্ন দেশের বিচারাধিপত্য বিষয়ক এবং অপরাধীদিগকে স্ব স্ব দেশে প্রেরণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনমতে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের একাংশ ভিন্ন কোন দেশের পলিটিক্যাল এজেণ্টের সকল কি কোন ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করণার্থে ব্রিটিস ভারতবর্ষস্থ যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন তিনি।

খ।—কার্য্যারম্ভের আবশ্যক নিয়ম বিষয়ক বিধি।

মাজিষ্ট্রেটেরা যে অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন, তাহার কথা।

১৯১ ধারা। পশ্চালিখিত বিধানের স্থল ভিন্ন কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ও জিলার মাজিষ্ট্রেট ও মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ও এতৎপক্ষে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট

(ক) কোন অপরাধাত্মক ঘটনার অভিযোগ প্রাপ্ত হইলে, কিম্বা

(খ) উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে পোলীসের রিপোর্ট পাইলে, কিম্বা

(গ) পোলীস কর্ম্মকারক ভিন্ন অন্য ব্যক্তির নিকট সংবাদ পাইলে, অথবা উক্ত অপরাধ যে করা গিয়াছে, এতদ্বিষয়ে তাঁহার স্বীয় জ্ঞান কি সন্দেহ থাকিলে, ঐ অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

কোন মাজিষ্ট্রেট যে অপরাধের বিচার বা তাহা বিচারার্থে সমর্পণ করিতে পারেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সামান্য কি বিশেষ আজ্ঞাক্রমে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব (ক) ও (গ) প্রকরণমতে সেই অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা সেই মাজিষ্ট্রেটকে দিতে পারিবেন।

কোন মাজিষ্ট্রেট যে অপরাধের বিচার বা তাহা বিচারার্থে সমর্পণ করিতে পারেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট (গ) প্রকরণমতে সেই অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর সেই মাজিষ্ট্রেটকে দিতে পারিবেন।

(গ) প্রকরণমতে কোন অপরাধ গ্রাহ্য করিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা কোন মাজিষ্ট্রেট

(কএকজন) লোকের নামে অভিযোগ হইলে তন্মধ্যে কোন একজন, এইরূপ দাওয়া করিতে পারিবেন যে, উক্ত মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক ঐ মোকদ্দমার বিচার না হইয়া উহা অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরিত হয়, অথবা শেসন আদালতে সমর্পিত হয়।

কোন ব্যক্তি ধর্ত্তব্য মোকদ্দমার নালীশ পোলীসে না করিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকটে করিল। তিনি তাহা লইতে অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তিনি ঐরূপ নালীশ লইয়া বাদীকে পরীক্ষা করিবেন। এবং যদি পোলীসের অনুসন্ধান আবশ্যক বিবেচনা করেন, তবে বাদীর দরখাস্ত পোলীসে পাঠাইবেন ও অনাবশ্যক বিবেচনা করিলে প্রতিবাদীর নামে সমন দিতে বাধ্য। (আমীর মহম্মদ ১৪ উ রি. ৩৬, আমীর আলী ই. ল. রি ১৩ ক ৬৩৪)।

মাজিষ্ট্রেটদের মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার কথা।

১৯২ ধারা। কোন জেলার মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট যে মোকদ্দমা গ্রাহ্য করেন, তাহার তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার নিমিত্ত তিনি তাঁহার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবেন।

কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিয়া থাকিলে জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে এই আইনমতে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবার বা তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন ঐ জেলার অন্য কোন বিশেষ মাজিষ্ট্রেটের নিকট তদন্ত বা বিচার হইবার নিমিত্ত উহা প্রেরণ করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন, এবং ঐ মাজিষ্ট্রেট তদনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি (করিতে) পারিবেন।

১৯২ ধারা। ২০০। ৪৮৭। ৫২৮। ৫৫৫ ধারা দেখ

যদি কোন মোকদ্দমায় কোন মাজিষ্ট্রেটের কোনরূপ শারীরিক কিম্বা আর্থিক স্বার্থ থাকে, তবে তিনি সে মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন না, তাহা হস্তান্তর করিতে হইবে। (বাজী বং মেঃ তা সিংহ ৪ বে. ল. রি. ১৫; হীরালাল দাস। ৮ বে ল রি ৪ ২২ ফু, ভোলানাথ সেন ই ল রি ২ ক ২৩)।

সেশন আদালত যে অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন, তাহার কথা।

১৯৩ ধারা। এই আইনে কিম্বা যৎকালে অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে, তাহাতে প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে তদর্থে নিয়মমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তি সমর্পিত না হইলে, কোন সেশন আদালত প্রথমস্থলীয় বিচারাধিপত্য বিশিষ্ট আদালতস্বরূপ কোন অপরাধ গ্রাহ্য করিবেন না।

আডিশ্যনাল ও জাইণ্ট সেশন জজ দ্বারা ও

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সামান্য কি বিশেষ আজ্ঞা দ্বারা তাহাদিগকে যে সকল মোকদ্দমার বিচার করিতে আদেশ দেন, কিম্বা সেই খণ্ডের সেশন জজ সাহেব যে সকল মোকদ্দমা তাঁহাদিগের নিকট বিচারার্থে অর্পণ করেন, আডিশ্যনাল সেশন জজ কি জাইণ্ট সেশন জজ কেবল সেই সকল মোকদ্দমার বিচার করিবেন।

আসিষ্টাণ্ট সেশন জজদের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইবার কথা।

খণ্ডের সেশন জজ সামান্য কি বিশেষ আজ্ঞা দ্বারা আসিষ্টাণ্ট সেশন জজদের হস্তে যে সকল মোকদ্দমা অর্পণ করেন, তাঁহারা কেবল সেই সকল মোকদ্দমার বিচার করিবেন।

১৯৩ ধারা। ২০৬। ৪০৯। ৪৭৭। ৪৭৮। ৪৮০। ৫৩২ ধারা দেখ।

হাইকোর্ট যে অপরাধ গ্রাহ্য করিবেন, তাহার কথা।

১৯৪ ধারা। পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে কোন অপরাধ হাইকোর্টে সমর্পণ করা গেলে হাইকোর্ট তাহা গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ আধ্যায়মতে যে পেটেণ্টপত্র প্রদত্ত হয়, এই ধারার কোন কথায় তাহার বিধানের কোন বিঘ্ন যে হইবে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

১৯৪ ধারা। ৪৪৩। ৪৪৭ ধারা দেখ।

রাজকীয় কার্য্যকারকদের আইনসিদ্ধ ক্ষমতা অবজ্ঞাকরণ হেতুক অভিযোগের কথা।

১৯৫ ধারা। (ক) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৭২ অবধি ১৮৮ পর্য্যন্ত ধারামতে যে অপরাধের দণ্ড হইতে পারে, সেই অপরাধ রাজকীয় যে কার্য্যকারকের সম্বন্ধে হইয়া থাকে, তাঁহার কিম্বা তিনি যাঁহার অধীন সেই রাজকীয় কার্য্যকারকের অনুমতি কি অভিযোগ না হইলে,

সাধারণের ন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে কোন অপরাধহেতু অভিযোগের কথা।

(খ) উক্ত আইনের ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬ ১৯৯, ২০০, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, কি ২২৮ ধারামতে যে যে অপরাধ দণ্ডনীয়, তাহা কোন আদালতের আনুষ্ঠানিক কার্য্যে বা তৎসম্বন্ধে করা গেলে ঐ আদালতে কিম্বা সেই আদালত অন্য যে আদালতের অধীন থাকেন, তদীয় অনুমতি কি অভিযোগ না হইলে,

দলীল প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত করা গেলে তৎসম্পর্কীয় অপরাধের অভিযোগের কথা।

(গ) উক্ত আইনের ৪৬৩ ধারার যে কোন অপরাধের বর্ণনা আছে কিম্বা ৪৭১, ৪৭৫, কি ৪৭৬ ধারামতে যে যে অপরাধের দণ্ড হইতে পারে, কোন আদালতের আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্যে প্রমাণস্বরূপ যে দলীল উপস্থিত করা যায়, তৎসম্বন্ধে কোন পক্ষ সেই অপরাধ করিলে, ঐ আদালত কিম্বা ঐ আদালত অন্য যে আদালতের অধীন থাকেন, তদীয় অনুমতি কি অভিযোগ না হইলে কোন আদালত অভিযোগ গ্রাহ্য করিবেন না।

যে প্রকারে অনুমতি পাওয়া আবশ্যক তাহার কথা।

এই ধারার যে অনুমতির উল্লেখ হইয়াছে, তাহা সাধারণ কথায় ব্যক্ত হইতে পারিবে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম লিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে আদালতে কি অন্য স্থানে যে সূত্রে অপরাধ করা যায়, যথাসাধ্য তাহার নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

এই ধারার উল্লিখিত কোন অপরাধ সম্পর্কে অনুমতি প্রদত্ত হইলে, বৃত্তান্ত দৃষ্টে অন্যতর অপরাধ কৃত হইয়াছে বলিয়া যদি প্রকাশ হয়, তবে যে আদালত মোকদ্দমা গ্রাহ্য করেন, উল্লিখিত অন্য অপরাধ ধরিয়া অভিযোগপত্র প্রস্তুত করণার্থে সেই আদালতে ক্ষমতা থাকিবে।

এই ধারামতে যে অনুমতি দেওয়া যায় বা অস্বীকার করা যায়, অনুমতিদাতৃ যু

অঙ্গীকারকারী কর্তৃপক্ষ যে কর্তৃপক্ষের অধীন সেই কর্তৃপক্ষ তাহা রহিত করিতে পারিবেন। সেই অনুমতি দিবার তারিখ অবধি ছয় মাসের অধিককাল বলবৎ থাকিবে না।

ছোট আদালত ভিন্ন প্রত্যেক আদালত হইতে সামান্যতঃ যে আদালতে আপীল হয় এই ধারার কার্য্যোপলক্ষে প্রথমোক্ত আদালত সেই আদালতের অধীন বলিয়া গণ্য হইবে।

রাজধানী নগরের ছোট আদালত হাইকোর্টের অধীন বলিয়া গণ্য হইবে, এবং প্রত্যেক ছোট আদালত যে সেশন খণ্ডের মধ্যে থাকে, সেই খণ্ডের সেশন আদালতের অধীন বলিয়া গণ্য হইবে।

১৯৫ ধারা। ২৩০ ও ৪৭৬। এবং দেওয়ানী কার্য্যবিধি (১৮৮২ সালের ১৪) আইনের ৬৪৩ ধারা দেখ।

রাজবিরুদ্ধ অপরাধের অভিযোগের কথা।

১৯৬ ধারা। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ১২৭ ধারা ভিন্ন ৬ অধ্যায়মতে দণ্ডনীয় কিম্বা উক্ত আইনের ২৯৪ ক ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধের নালিশ হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা কিম্বা দত্ত ক্ষমতাক্রমে কিম্বা এতৎপক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের আজ্ঞা কিম্বা তাঁহার দত্ত ক্ষমতাক্রমে ঐ নালিশ উপস্থিত করা না গেলে, কোন আদালতে তদ্রূপ অপরাধের অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

বিচারকর্তাদের ও রাজকীয় কার্য্যকারকদের নামে অভিযোগের কথা।

১৯৭ ধারা। বিচারকর্তাস্বরূপ কোন বিচারকর্তার নামে কিম্বা রাজকীয় অন্য যে কার্য্যকারক ভারতবর্ষীয় কি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি বিনা অবসৃত হইতে না পারেন এমত কার্য্যকারকস্বরূপ তাঁহার নামে কোন অপরাধের অভিযোগ হইলে, যে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অবসৃত করিবার আজ্ঞা দিতে পারেন, সেই গবর্ণমেণ্ট কিম্বা উক্ত গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের অনুমতি ভিন্ন অথবা ঐ বিচারকর্তা কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারক যে আদালতের কিম্বা অন্য কর্তৃপক্ষের অধীন থাকেন, উক্ত গবর্ণমেণ্ট তাঁহার তদ্রূপ অভিযোগ করিবার অনুমতি করিবার ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া না থাকিলে তাঁহার অনুমতি ভিন্ন ঐ অভিযোগ কোন আদালতে গ্রাহ্য হইবে না।

অভিযোগ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা।

যে ব্যক্তি কর্তৃক ও যে প্রকারে উক্ত বিচারকর্তা কি রাজকীয় কার্য্যকারক সম্বন্ধীয় অভিযোগ চালাইতে হইবে, উক্ত গবর্ণমেণ্ট তাহা স্থির করিতে পারিবেন, এবং যে আদালতের সম্মুখে বিচার হইবে, তাহাও নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

চুক্তিভঙ্গ ও অপবাদ ও বিবাহসম্পর্কীয় অপরাধের অভিযোগের কথা।*

১৯৮ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৯ কি ২১ অধ্যায়ের মধ্যে কি ৪৯৩ অবধি ৪৯৬ পর্য্যন্ত ধারার মধ্যে যে যে অপরাধ পড়ে, ঐ অপরাধক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা নালিশ না হইলে কোন আদালতে সেই অপরাধ গ্রাহ্য হইবে না।

১৯৮ ধারা। এই ধারামতে বিবাহ সংক্রান্ত কোন অপরাধ সম্বন্ধে রীতিমত নালিস উপস্থিত হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট অপর অপরাধী ব্যক্তিদিগের বিরুদ্ধে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারেন। ৭ ক. ল. রি. ৫২৩।

পরদারসংক্রান্ত কিম্বা বিবাহিতা স্ত্রীলোককে ফুসলাইয়া লওন বিষয়ক অভিযোগের কথা।

১৯৯ ধারা। স্ত্রীলোকের স্বামী কি তাহার অনুপস্থানে যে সময়ে অপরাধ হয়, সেই সময়ে তাঁহার পক্ষে ঐ স্ত্রীলোকের যিনি রক্ষক থাকেন, তিনি নালিশ না করিলে, কোন আদালতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৭ কি ৪৯৮ ধারামত অপরাধ গ্রাহ্য হইবে না।

ষোড়শ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করিবার বিধি।

বাদীর পরীক্ষা লইবার কথা।

২০০ ধারা। নালিশ হইলে যে মাজিষ্ট্রেট কোন অপরাধ গ্রাহ্য করেন, তিনি শপথ করাইয়া বাদীর পরীক্ষা লইবেন, ও সেই পরীক্ষার মর্ম্ম লিখিয়া রাখা যাইবে ও তাহাতে বাদী এবং মাজিষ্ট্রেট স্বাক্ষর করিবেন।

কিন্তু (ক) লিখিয়া নালিশ করা গেলে, ১৯২ ধারামতে মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেটের যে বাদীর পরীক্ষা লইতে হইবে, এই ধারার কোন কথায় এরূপ জ্ঞান হইবে না।

(খ) উক্ত মাজিষ্ট্রেট প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট হইলে মাজিষ্ট্রেট প্রত্যেক স্থলে যেমন উচিত বোধ করেন, তেমন শপথ করাইয়া কি না করাইয়া ঐ পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং তাহা লিখিয়া লইবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু মাজিষ্ট্রেট বিহিত বোধ করিলে নালিশের বিষয় সম্মুখে উপস্থিত করাইবার পূর্ব্বে তাহা লিখিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

(গ) ১৯২ ধারামতে মোকদ্দমা হস্তান্তর করা গেলে, যে মাজিষ্ট্রেট তাহা হস্তান্তর করেন, তিনি বাদীর পরীক্ষা লইয়া থাকিলে, যে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে ঐ মোকদ্দমা হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায়, তিনি বাদিকে পুনর্ব্বার পরীক্ষা করিতে বাধ্য হইবেন না।

২০০ ধারা। ৪ (ক)। ১৯১। ১৯২। ৫২৮ (ঙ) (চ) ধারা দেখ।

মাজিষ্ট্রেট নালিশ শুনিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২০১ ধারা। লিখিয়া নালিশ করা গিয়া থাকিলে এবং মাজিষ্ট্রেট ঐ নালিশ গ্রাহ্য করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে উপযুক্ত আদালতে দিবার নিমিত্ত সেই মর্ম্মের পৃষ্ঠলিপি সহিত নালিশ ফিরাইয়া দিবেন।

পরওয়ানা দিতে বিলম্ব করণের কথা।

২০২ ধারা। প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটকে এতদর্থে সময়ে সময়ে ক্ষমতা দেন, তিনি বা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট যে নালিশ গ্রাহ্য করিতে পারেন, সেই নালিশের সত্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে বাদীর পরীক্ষা লইবার পর নালিশের সত্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস

করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, যাহার নামে নালিশ হইলে, তাহাকে উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা দিতে বিলম্ব করিয়া নালিসের সত্যাসত্যতা নির্ণয় করিবার জন্য আপনি নালিশের তদন্ত লইতে পারিবেন কিম্বা প্রথমে আপনার অধীন কোন কর্ম্মচারীর কিম্বা পোলীসের কর্ম্মকারকের দ্বারা কিম্বা মাজিষ্ট্রেট বা পোলীস কর্ম্মকারক ভিন্ন অন্য যে ব্যক্তি দ্বারা বিহিত বোধ করেন, সেই ব্যক্তিদ্বারা ঐ নালিশের স্থানীয় অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেট কিম্বা পোলীসের কর্ম্মকারক ভিন্ন যদি অন্য ব্যক্তির দ্বারা ঐ অনুসন্ধান লওয়া যায়, তবে এই আইনক্রমে থানার অধ্যক্ষের প্রতি যে সকল ক্ষমতা অর্পণ করা গেল, ঐ ব্যক্তি সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন, কেবল তাঁহার ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবার ক্ষমতা থাকিবে না।

এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তে।

২০২ ধারা। রীতিমত তদন্ত কি বিচার আরম্ভ হইলে, অর্থাৎ আসামীকে ওয়ারেণ্ট ধৃত করিয়া আনিলে কিম্বা বাদীর সাক্ষীর জবানবন্দী হইলে, এই ধারার লিখিত তদন্ত কি অনুসন্ধান হইতে পারে না। ই ল রি. ৯ মা ২৮২, ২১ উ বি ৪৪।)

নালিশ ডিসমিস করিবার কথা।

২০৩ ধারা। যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করা বা উঠাইয়া দেওয়া যায়, তিনি বাদীর পরীক্ষা করিলে এবং ২০২ ধারামতে অনুসন্ধান লওয়া গেলে তাহার ফল বিবেচনা করিয়া সেই বিষয়ের আর কোন কার্য্যানুষ্ঠান করিবার বিশিষ্ট কারণ নাই বিবেচনা করিলে ঐ নালিশ ডিসমিস করিতে পারিবেন।

২০৩ ধারা। এই ধারামতে ডিসমিসের বিরুদ্ধে আপীল নাই। এই ধারানুযায়ী ডিস্‌মিস্ নির্দ্দোষ করণ নহে। (৪০৩ ধারার ব্যাখ্যা।) কিন্তু এই ধারানুযায়ী ডিস্‌মিসের বিরুদ্ধে পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করিতে হইলে, জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকটে কিম্বা সেশন আদালতে অথবা হাইকোর্টে করিতে হয়। (৪৩৫।৪৩৭ ধারা।)

সপ্তদশ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে কার্য্যারম্ভ করিবার বিধি।

পরওয়ানা দিবার কথা।

২০৪ ধারা। যে মাজিষ্ট্রেট কোন অপরাধ গ্রাহ্য করেন, তাঁহার মতে কার্য্যানুষ্ঠান করিবার বিশিষ্ট কারণ থাকিলে দ্বিতীয় তফসীলের চতুর্থ ঘর দেখিয়া, যদি প্রথমে সেই মোকদ্দমায় সমন দেওয়া উচিত বোধ হয়, তবে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সমন দিবেন। উক্ত ঘর দেখিয়া প্রথমে যদি ওয়ারেণ্ট দেওয়া উচিত বোধ হয়, তবে তিনি আপনার কিম্বা সেই বিষয়ের বিচার করিতে সক্ষম, অন্য মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আনাইবার বা উপস্থিত করাইবার জন্যে ওয়ারেণ্ট দিতে অথবা উচিত বোধ করিলে, সমন দিতে পারিবেন।

এই ধারার কোন কথাক্রমে ৯০ ধারার বিধানের কোন ব্যতিক্রম হইবে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

২০৪ ধারা। সমন জারী না করিয়া ভ্রমবশতঃ ওয়ারেণ্ট জারী করিলে মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য রদ হইবে না। ১ উ রি ১৬।

অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত না হইবার অনুমতি দিতে
মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা।

২০৫ ধারা। যখন কোন মাজিষ্ট্রেট সমন দেন, উপযুক্ত কারণ জানিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া আপনার পক্ষের উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

কিন্তু কার্য্যানুষ্ঠানের কোন সময়ে তদন্তকারী বা বিচারকারী মাজিষ্ট্রেট আপন বিবেচনামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, এবং আবশ্যক হইলে পূর্ব্বপ্রদত্ত বিধানমতে তাহাকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইতে পারিবেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সেশন আদালতের কি হাইকোর্টের বিচার্য্য মোকদ্দমার তদন্ত বিষয়ক বিধি।

বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।

২০৬ ধারা। কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা এতৎপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট সেশন আদালতের কিম্বা হাইকোর্টের বিচার্য্য কোন অপরাধ হেতুক কোন ব্যক্তিকে ঐ আদালতে কি কোর্টে সমর্পণ করিতে পারিবেন।

কিন্তু এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, সেশন আদালতের বিচার্য্য কোন ব্যক্তিকে বিচারার্থে হাইকোর্টে সমর্পণ করা যাইবে না।

২০৬ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা সম্বন্ধে ৪৪৭ ধারা দেখ।

সমর্পণার্থে প্রথমে তদন্ত লইবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২০৭ ধারা। সেশন আদালতের কি হাইকোর্টের বিচার্য্য মোকদ্দমায় কি মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনায় হাইকোর্টের কি সেশন আদালতে যে মোকদ্দমার বিচার হওয়া উচিত, সেই মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে যে তদন্ত লওয়া যায়, তদ্বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রণালীমতে কার্য্য করিতে হইবে।

উপস্থিত সাক্ষ্য গ্রহণের কথা।

২০৮ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে অথবা তাহাকে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে

উপস্থিত করা গেলে, মাজিষ্ট্রেট কেহ বাদী থাকিলে তাহার বক্তব্য শ্রবণ করিবেন ও অভিযোগের পক্ষে কি অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায় বা যাহা মাজিষ্ট্রেট তলব করেন, তাহা পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে গ্রহণ করিবেন।

আরও সাক্ষ্য উপস্থিত করাইবার পরওয়ানার কথা।

কোন সাক্ষীকে কি কোন দলীল কি অন্য বস্তু উপস্থিত করাইবার নিমিত্তে বাদী কিম্বা যে কার্য্যকারক অভিযোগ চালান, তিনি কি অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পরওয়ানা দিবার প্রার্থনা করিলে, মাজিষ্ট্রেট ঐ পরওয়ানা দিবেন, কিন্তু তদ্রূপ পরওয়ানা দেওয়া অনাবশ্যক জ্ঞান করিলে যুক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া, পরওয়ানা দিবেন না।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট যে আপনার যুক্তি লিপিবদ্ধ করিবেন, এই ধারার কোন কথায় এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

২০৮ ধারা। ৩৪০। ৩৪৪। ৩৪৬। ৩৫৭। ৩৫৯। ৩৬০। ৪৯৫। ৫৪০ ধারা দেখ।

যে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

২০৯ ধারা। ২০৮ ধারার প্রথম ও দ্বিতীয় পদের উল্লিখিত সাক্ষ্য লইয়া এবং সাক্ষ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে কোন ব্যাপার দেখা যায়, তাহাকে তাহার ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ করিবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার বিশিষ্ট হেতু নাই, মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু আপনার সম্মুখে কিম্বা অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে সেই ব্যক্তির বিচার হওয়া উচিত, তাঁহার এরূপ বোধ হইলে তিনি তদনুযায়ী কার্য্য করিবেন।

অভিযোগ অমূলক বিবেচনা করিলে, হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা চলনের এতৎপূর্ব্ব কোন অবস্থায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন না, এই ধারার কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

২০৮।৪০৩।৪৩৬।৪৩৭ ধারা দেখ।

কখন অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার কথা।

২১০ ধারা। তদ্রূপ সাক্ষ্য লওয়া গেলে পর এবং তদ্রূপ পরীক্ষা যদি করা যায় তাহা করা গেলে পর, যদি মাজিষ্ট্রেট স্থির করেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থ সমর্পণ করিবার বিশিষ্ট হেতু আছে, তবে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইল তাহা নির্দ্দেশ করিয়া আপনার স্বাক্ষরযুক্ত অভিযোগ পত্র প্রস্তুত করিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগ বুঝাইয়া দিবার ও অভিযোগপত্রের প্রতিলিপি দিবার কথা।

অভিযোগপত্র প্রস্তুত হইলে পর, অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকটে পাঠ করা যাইবে ও তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে ও সে চাহিলে তাহার প্রতিলিপি বিনা খরচায় তাহাকে দেওয়া যাইবে।

২১০ ধারা। ২১২।২২১ হইতে ২৪০ ৩৪৭।৩৫০। ধারা এবং পঞ্চম তপসীলের ২৮ নং পাঠ দেখ।

বিচারকালে প্রতিবাদীর স্বপক্ষ সাক্ষীদের নাম নির্ঘণ্টের কথা।

২১১ ধারা। বিচারকালে অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবার জন্য কাহাকে সমন করাইতে চাহিলে যাহাদিগকে সমন করাইতে চাহে, তৎকালেই তাহাদিগের নাম বাচনিক জানাইতে কি লিখিয়া দিতে তাহার প্রতি আজ্ঞা হইবে।

অন্য নাম নির্ঘণ্টের কথা।

মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে তৎপশ্চাৎ কোন কালেও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সাক্ষীদের নামে আর এক ফর্দ্দ দিবার অনুমতি দিতে পারেন, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে হাইকোর্টের সম্মুখে অর্পণ করা গেলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারকালে সাক্ষ্য দিবার জন্য অন্য ব্যক্তিদের নামে সমন দেওয়াতে বাঞ্ছা করিলে, বিচার হইবার পূর্ব্বে ক্লার্ক অফ দি ক্রৌন সাহেবকে তাহাদের নামের নির্ঘণ্ট দিবার কোন বাধা আছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে এমত বোধ হইবে না।

মাজিষ্ট্রেটের তদ্রূপ সাক্ষীদিগকে পরীক্ষা করিবার ক্ষমতার কথা

২১২ ধারা। ২১১ ধারামতে মাজিষ্ট্রেটকে যে সাক্ষীদের নামের ফর্দ্দ দেওয়া যায়, স্বীয় বিবেচনামতে তিনি তন্মধ্যে কোন সাক্ষীকে সমন দিয়া পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

বিচারার্থ সমর্পণ করিবার আজ্ঞার কথা।

২১৩ ধারা। ২১১ ধারামতে ফর্দ্দ দিবার আদেশ অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি হইলেও সে তাহা না দিলে অথবা সে তদ্রূপ ফর্দ্দ দিলেও, মাজিষ্ট্রেট যাহাদের পরীক্ষা লইতে চাহেন, তন্মধ্যে এমন সাক্ষী যদি থাকে, তাহাদিগকে ২১২ ধারামতে সমন করিয়া পরীক্ষা করা গেলে, মাজিষ্ট্রেট হাইকোর্টে, কি স্থলবিশেষে সেশন আদালতে বিচারার্থে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট না হইলে ঐ আজ্ঞাতে তদ্রূপ সমর্পণ করিবার হেতু সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার সহিত রাজধানী নগরের বাহিরে
একত্র অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা।

২১৪ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা না হইলে যদি তাহার নামে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে এই অভিযোগ হয় যে, যে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা একই ব্যাপারমূলক তদ্রূপ অভিযোগ হাইকোর্টে বিচারার্থে সমর্পিত হইবে কিম্বা হাইকোর্টে যাহার বিচার হইবে, তাহার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া যে অপরাধ করিয়াছে ও সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার বিশিষ্ট হেতু আছে, মাজিষ্ট্রেট যদি এরূপ বোধ করেন, তবে তিনি সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাইকোর্টে বিচার হইবার নিমিত্তে সমর্পণ করিবেন, সেশন আদালতে নয়।

২১৪ ধারা। ৪৪৭। ৪৪৯। ৪৫২ ধারা দেখ।

২১৩ কি ২১৪ ধারামতে বিচারার্থে সমর্পণ অসিদ্ধ করিবার কথা।

২১৫ ধারা। উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেট ২১৩ কি ২১৪ ধারামতে একবার বিচারার্থে

সমর্পণ করিলে কেবল হাইকোর্ট তাহা অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, তাহাও কেবল আইনঘটিত বিষয় ধরিয়া করিতে পারিবেন।

২১৫ ধারা। ৫৩১। ৫৩২ ধারা দেখ।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে হইলে প্রতিবাদীর
সাক্ষীদিগকে সমন দিবার কথা।

২১৬ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি ২১১ ধারামতে সাক্ষীদের নামের নির্ঘণ্টপত্র দিলে ও তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করা গেলে, ঐ ফর্দ্দের লিখিত যে সাক্ষীদিগকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করান নাই, যে আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারার্থে সমর্পিত হইয়াছে, মাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে সেই আদালতে উপস্থিত হইবার সমন দিবেন।

কিন্তু উক্ত ব্যক্তিকে হাইকোর্টে সমর্পণ করা গেলে, মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে ক্লার্ক অফ দি ক্রাউনের জন্য উক্ত সাক্ষীদিগকে সমন করিবার কার্য্য রাখিয়া দিতে পারিবেন এবং তদনুসারে উক্ত সাক্ষীদিগকে সমন করা যাইতে পারিবে।

অনাবশ্যক সাক্ষীর খরচা আমানৎ না হইলে তাহাকে সমন
করিতে অস্বীকার করিবার কথা।

পরন্তু কেবল কষ্ট দিবার কি বিলম্ব করিবার কিম্বা ন্যায় বিচারের উদ্দেশ্য নিষ্ফল করিবার জন্য সাক্ষীদের নাম নির্ঘণ্টে কোন ব্যক্তির নাম লেখা গিয়াছে, মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে সেই সাক্ষীর সাক্ষ্য যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি এমত জ্ঞান জন্মাইবার উপযুক্ত হেতু দর্শাইতে আজ্ঞা করিবেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হৃদ্বোধ না জন্মাইলে তিনি ঐ সাক্ষীদিগকে সমন করিতে অস্বীকার করিবার হেতু লিখিয়া অস্বীকার করিতে পারিবেন কিম্বা ঐ সাক্ষীকে উপস্থিত করাইবার নিমিত্তে যত খরচা আবশ্যক জ্ঞান করেন, তিনি ঐ সাক্ষীকে সমন করিবার পূর্ব্বে তত টাকা আমানত করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

বাদীদের ও সাক্ষীদের নিবন্ধপত্রের কথা।

২১৭ ধারা। সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে যে বাদিগণের ও অভিযোগের ও প্রতিবাদীর সপক্ষ যে সাক্ষীদের উপস্থিত হওয়া আবশ্যক তাহারা মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত থাকিলে, সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে মোকদ্দমা চালাইবার কিম্বা স্থল-বিশেষে সাক্ষ্য দিবার জন্য ডাকা গেলেই তাহারা উপস্থিত হইবে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সাক্ষাতে এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবে।

উপস্থিত হইতে কি নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে স্বীকার না করিলে
হেফাজতে রাখিবার কথা।

কোন বাদী (কি) সাক্ষী সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে উপস্থিত হইতে, কিম্বা পূর্ব্ব আজ্ঞামত নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে অস্বীকার করিলে, যতকাল ঐ পত্র লিখিয়া না দেয় কিম্বা সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে তাহার যত কাল উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন না হয়, মাজিষ্ট্রেট তাহাকে ততকাল হেফাজতে রাখিতে পারিবেন। ঐরূপ প্রয়োজন হইলে

মাজিষ্ট্রেট তাহাকে প্রহরীর জিম্মায় সেশন আদালতে কি স্থলবিশেষে হাইকোর্টে পাঠাইবেন।

২১৭ ধারা।" আদালতে অনুপস্থিত সাক্ষীর মোচলেকা হয় না। মোচলেকার পরে সেশন আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য বাদী সাক্ষী এবং বিবাদীর সাক্ষীদিগের নামে সমন জারী করেন।

মোকদ্দমা সমর্পণ হইলে, জ্ঞাত করিবার কথা।

২১৮ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করা গেলে মাজিষ্ট্রেট গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক যে কার্য্যকারক এতৎপক্ষে নিযুক্ত হন, তাঁহার নামে আজ্ঞাপত্র দিয়া ঐ সমর্পণ হইবার কথা জানাইয়া অভিযোগপত্রের পাঠানুসারে অপরাধজ্ঞাপকপত্র দিবেন। কিন্তু যদি মাজিষ্ট্রেটের প্রত্যয় জন্মে যে উক্ত কার্য্যকারক সমর্পণ হইবার ও অভিযোগপত্রের পাঠ অবগত আছেন, তবে তাঁহার নামে আজ্ঞাপত্রাদি দিবেন না।

অভিযোগপত্র প্রভৃতি হাইকোর্টে বা সেশন আদালতে পাঠাইবার কথা।

এবং যে অভিযোগপত্র ও তদন্তের কাগজপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র কি অন্য দ্রব্য প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা আবশ্যক হয় তাহা ঐ মাজিষ্ট্রেট সেশন আদালতে কিম্বা (হাইকোর্টে সমর্পণ হইয়া থাকিলে) ক্লার্ক অফ দি ক্রাউন সাহেবের বা এতৎপক্ষে হাইকোর্টের নিযুক্ত অন্য কর্ম্মকারকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

ইংরাজী অনুবাদ হাইকোর্টে পাঠাইতে হইবার কথা।

যখন হাইকোর্টে বিচারার্থে সমর্পণ করা যায়, নথীর অংশবিশেষ যদি ইংরাজী ভাষায় লিখিত না হয়, তবে নথীর সঙ্গে ঐ অংশের ইংরাজী অনুবাদ পাঠাইতে হইবে।

অতিরিক্ত সাক্ষীদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা।

২১৯ ধারা। সমর্পণ হইবার পর ও বিচারকার্য্যের আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট অতিরিক্ত সাক্ষীদিগকে সমন করিয়া তাহাদের পরীক্ষা লইতে পারিবেন, ও পূর্ব্ববিহিত প্রকারে তাহাদিগকে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

হইতে পারিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে ঐ পরীক্ষা লওয়া যাইবে ও মাজিষ্ট্রেট প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট না হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি চাহে, তাহাকে বিনা খরচে ঐ সাক্ষীদের জবানবন্দির নকল দেওয়া যাইবে।

২১৯ ধারা। ৪৪৮ ধারা, এবং সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৩৩ ধারা দেখ।

বিচারের অপেক্ষায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজতে রাখিবার কথা।

২২০ ধারা। বিচারের অপেক্ষায় ও বিচারকালে মাজিষ্ট্রেট হাজির জামিন সম্বন্ধে এই আইনের বিধান প্রবল মানিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ওয়ারেণ্ট দ্বারা হেফাজতে সমর্পণ করিবেন।

২২০ ধারা। ৪৯৬।৪৯৭।৪৯৮ ধারা দেখ।

উনবিংশ অধ্যায়।

অভিযোগের বিধি।

অভিযোগ লিখিবার পাঠের বিধি।

অভিযোগপত্রে অপরাধ নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা।

২২১ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয়, এই আইনমত অভিযোগপত্রে তাহা ব্যক্ত থাকিবে।

অপরাধের বিশেষ নামই বিশিষ্ট বর্ণনা হইবার কথা।

যে আইনে কোন কর্ম্ম অপরাধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই আইনে ঐ অপরাধের বিশেষ নাম থাকিলে, অভিযোগপত্রে কেবল সেই নাম উল্লেখ করিয়া অপরাধ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিবে।

অপরাধের নাম নিরূপণ না হইলে যেরূপ বর্ণনা হইবে, তাহার কথা।

যে আইনে কোন কর্ম্ম অপরাধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই আইনে ঐ অপরাধের বিশেষ নাম না থাকিলে প্রতিবাদীর নামে যে বিষয়ের অভিযোগ হয়, তাহা যেন সে জানিতে পায়, এই নিমিত্ত ঐ অপরাধ নির্দ্দেশ করণের যত কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, তাহা উল্লেখ করিতে হইবে।

যে আইনের এবং আইনের যে ধারার বিরুদ্ধে অপরাধ করা গিয়াছে বলা যায়, অভি-যোগ পত্রে সেই আইনের সেই ধারার উল্লেখ করিতে হইবে।

অভিযোগপত্রে যে অনুমান হইবে তাহার কথা।

কোন স্থলে অপরাধের অভিযোগ হইলে আইন সংক্রান্ত যে যে নিয়ম না থাকিলে আইনমতে ঐ অভিযোগের অপরাধ হয় না, সেই স্থলে ঐ ঐ নিয়ম যে পূর্ণ হইলে ঐ অভিযোগই ইহার বর্ণনার তুল্য।

অভিযোগপত্র যে ভাষায় লেখা যাইবে, তাহার কথা।

রাজধানী নগর সমূহে অভিযোগপত্র ইংরাজী ভাষায় লিখিত হইবে, অন্যত্র অভিযোগ পত্র ইংরাজী ভাষায় কিম্বা আদালতের ভাষায় লেখা যাইবে।

পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হইলে অভিযোগপত্রে তাহা লিখিবার কথা।

পূর্ব্বে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন অপরাধ নির্ণয় হইয়া থাকে এবং আদালত যে দণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতাপন্ন হন, তাহার বৃদ্ধি কি হ্রাস করণাভিপ্রায়ে যদি পূর্ব্বনির্ণীত অপরাধ প্রমাণ করিবার কল্পনা থাকে, তবে পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হইবার কথা ও যে তারিখে ও স্থানে অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে, তাহা অভিযোগপত্রে লিখিতে হইবে। প্রথমে যদি না লেখা গিয়া থাকে তবে দণ্ডের আজ্ঞা হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে তাহা আদালত অভিযোগ-পত্রে সংযোগ করিয়া দিতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের নামে বলরামকে বধ করণাভিযোগ হয়। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৯৯ ও ৩০০ ধারায় উক্ত অপরাধের যে অর্থ নির্ণয় হইয়াছে সেই অর্থের মধ্যে আনন্দের কর্ম্ম আইসে ও দণ্ডবিধির আইনের সাধারণ বর্জ্জিত কথার মধ্যে আইসে না, ও ৩০০ ধারার যে পাঁচটি বর্জ্জিত কথা আছে তাহার কোন কথার মধ্যে আইসে না কিম্বা প্রথম বর্জ্জিত কথার মধ্যে যদিও আইসে তথাপি ঐ বর্জ্জিত কথার তিন উপবিধির মধ্যে অন্যতর উপবিধি ঐ অভিযোগের প্রতি খাটে, উক্ত অভিযোগই ঐ সকল কথার বর্ণনার তুল্য।

(খ) আনন্দ গুলি ছুড়িবার যন্ত্রদ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক বলরামের গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছে বলিয়া ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩২৬ ধারামতে তাহার নামে অভিযোগ হয়। এই স্থলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩৩৫ ধারায় ঐ অপরাধের বিধান হয় নাই ও সাধারণ বর্জ্জিত কথা ঐ অপরাধের প্রতি বর্ত্তে না, উক্ত অভিযোগই এমত বর্ণনার তুল্য।

(গ) আনন্দের নামে বধ বা প্রবঞ্চনা বা চৌর্য্য বা অপহরণ বা পরদারগমন বা অপরাধভাবে ভয় দর্শাওন বা দ্রব্যের স্বামিত্বের চিহ্ন মিথ্যারূপে ব্যবহার করণ অপরাধের অভিযোগ হয়। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনে ঐ ঐ অপরাধের যে যে অর্থ নির্ণয় হইয়াছে অভিযোগ পত্রে তাহার উল্লেখ না হইয়া আনন্দ বধ করিয়াছে বা প্রবঞ্চনা বা চৌর্য্য বা অপহরণ বা পরদারগমন করিয়াছে বা অপরাধঘটিত ভয় দর্শাইয়াছে বা দ্রব্যের স্বামিত্বের চিহ্ন মিথ্যারূপে ব্যবহার করিয়াছে কেবল এই এই বর্ণনা থাকিতে পারে, কিন্তু উক্ত প্রত্যেক স্থলে যে ধারামতে অপরাধের দণ্ড হইতে পারে অভিযোগপত্রে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে।

(ঘ) রাজকীয় কার্য্যকারক আইনসিদ্ধ ক্ষমতামতে কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলে, আনন্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক বিক্রয়ের বাধা দিয়াছে বলিয়া ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৮৪ ধারাক্রমে আনন্দের নামে অভিযোগ হয়। তদ্রূপ কথা অভিযোগপত্রে লিখিতে হইবে।

২২১ ধারা। ১০৭।২১০।২২৬।২৪২।২৫৪।২৬২।২৬৩।৫৩৫।৫৩৭ ধারা দেখ।

অভিযোগপত্রে পূর্ব্ব শাস্তি বর্ণিত না থাকায়, এবং আসামী তাহা রক্ষা পাইবার কোন উপায় অবলম্বন করিবার সুবিধা না পাওয়ায়, অতিরিক্ত শাস্তি আপীলে অতিরিক্ত রদ হইয়াছিল। (২১ উ. রি. ৪০।)

আসামী পূর্ব্ব শাস্তি অস্বীকার করিলে, আসামী পূর্ব্বে যে মোকদ্দমায় শাস্তি পাইয়াছিল সেই মোকদ্দমার বাদী কিম্বা কোন সাক্ষী কিম্বা জেলের বরকন্দাজ যে আসামীকে চেনে এরূপ কোন লোক দ্বারা প্রমাণ করা উচিত।

সময়ের ও স্থানের ও ব্যক্তির বিশেষ কথা।

২২২ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে কিরূপ অভিযোগ হইল, এই কথা তাহার যুক্তিসিদ্ধ রূপ বিশিষ্টমতে জানিবার জন্য কথিত অপরাধ হইবার সময়ের ও স্থানের ও কোন ব্যক্তির বিপক্ষে হইলে যে ব্যক্তির বিপক্ষে বা কোন দ্রব্য সম্বন্ধে হইলে যে দ্রব্য

সম্বন্ধে অপরাধ হইয়াছে তাহার নামাদির বৃত্তান্ত যতদূর লেখা প্রয়োজন অভিযোগপত্রে তাহা লিখিতে হইবে।

২২২ ধারা। অভিযোগ পত্রে সময় এবং স্থানের উল্লেখ না থাকায় আসমী খালাস পাইয়াছিল। (২৫ উ. রি. ৪৮।)

অপরাধ কি প্রকারের করা গিয়াছিল, এই কথা যেস্থলে ব্যক্ত করিতে হইবে, তাহার কথা।

২২৩ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে অভিযোগ হয়, যদি মোকদ্দমার ভাব বিবেচনায় ২২১ ও ২২২ ধারা উল্লিখিত বৃত্তান্তদ্বারা সেই ব্যক্তি সেই কথা বিশিষ্টমতে জানিতে না পারে, তবে কথিত অপরাধ যে প্রকারে করা গিয়াছিল, ইহার বিশেষ যে কথা লিখিলে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় সফল হয় তাহাও অভিযোগপত্রে লিখিতে হইবে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের নামে অমুক সময় ও স্থানে অমুক দ্রব্য চুরি করিবার অভিযোগ হয়। যে প্রকারে চুরি হইয়াছিল, অভিযোগপত্রে এই কথা লিখিবার আবশ্যকতা নাই।

(খ) অমুক সময়ে ও স্থানে বলরামকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে বলিয়া, আনন্দের নামে অভিযোগ হইলে, আনন্দ যে প্রকারে বলরামকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে অভিযোগপত্রে সেই কথা লিখিতে হইবে।

(গ) আনন্দের নামে অমুক সময়ে ও স্থানে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনাপরাধের অভিযোগ হইলে আনন্দের সাক্ষ্যের যে অংশ মিথ্যা বলিয়া কথিত হইল, অভিযোগপত্রে সেই অংশ লিখিতে হইবে।

(ঘ) বলরাম নামক রাজকীয় কার্য্যকারক রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন এমত সময়ে আনন্দ অমুক সময়ে ও স্থানে তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল বলিয়া, আনন্দের নামে অভিযোগ হইলে, বলরামের কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণ সময়ে আনন্দ কি প্রকারে তাঁহার বাধা দিয়াছিল, অভিযোগপত্রে এই কথা লিখিতে হইবে।

(ঙ) আনন্দ অমুক সময়ে ও স্থানে বলরামকে বধ করিয়াছে বলিয়া, তাঁহার নামে অভিযোগ হইলে, আনন্দ কি প্রকারে বলরামকে বধ করিয়াছিল, অভিযোগপত্রে এই কথা লিখিবার আবশ্যকতা নাই।

(চ) বলরামের দণ্ড না হয় এই উদ্দেশে আনন্দ আইনের কোন আদেশ অমান্য করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হয়। যে কার্য্য দ্বারা আজ্ঞার অবমাননা হইয়াছে ও যে আইন লঙ্ঘন হইয়াছে অভিযোগপত্রে সেই কথা লিখিতে হইবে।

যে আইনক্রমে অপরাধের দণ্ড হয়, সেই আইনমত অর্থে অভিযোগপত্রের শব্দের অর্থ গ্রহীত হইবার কথা।

২২৪ ধারা। প্রত্যেক অভিযোগপত্রে কোন অপরাধ বর্ণনা করিতে যে যে শব্দের ব্যবহার হয়, ঐ অপরাধ যে আইনমতে দণ্ডনীয় সেই আইনে সেই সেই শব্দের যে যে অর্থ আছে অভিযোগপত্রে সেই সেই অর্থে ব্যবহার হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ভ্রমের ফলের কথা।

২২৫ ধারা। অপরাধ যে প্রকারে লেখা যায় কিম্বা অভিযোগপত্রে যে বৃত্তান্ত লিখিবার আদেশ হইল তাহা লিখিতে কোন ভ্রম হইলে, এবং অপরাধ লিখিতে কিম্বা ঐ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিতে ত্রুটি হইলে, যদি সেই ভ্রম কি ত্রুটি দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির বস্তুতঃ ভ্রম না হইয়া থাকে, তবে মোকদ্দমার বিচার করণের কোন কালে ঐ ভ্রম কি ত্রুটি গুরুতর বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের নিকট কৃত্রিম মুদ্রা ছিল ও আনন্দ যে সময়ে তাহা পাইয়াছিল, সেই সময়ে তাহা কৃত্রিম জানিত বলিয়া ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৪২ ধারামতে তাহার নামে অভিযোগ হইল। কিন্তু অভিযোগপত্রে "প্রতারণাভাবে" কথা লেখা যায় নাই। সেই শব্দ না লেখাতে আনন্দের বস্তুতঃ ভ্রম হইয়াছে ইহা দৃষ্ট না হইলে, ঐ ভ্রম গুরুতর বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না।

(খ) আনন্দের নামে বলরামকে বঞ্চনা করিবার অভিযোগ হয়, কিন্তু কি প্রকারে তাহাকে বঞ্চনা করিয়াছিল, এই কথা অভিযোগপত্রে লেখা যায় নাই, কিম্বা অশুদ্ধরূপে লেখা গিয়াছে। আনন্দ প্রতিবাদ করিয়া সাক্ষীদিগকে ডাকিল ও আপনার মনোগত সেই ব্যাপারের বৃত্তান্ত জানাইল। আদালত ইহা দেখিয়া, সেই বঞ্চনা কার্য্য যে প্রকারে করা গিয়াছিল, এই কথা না লেখা গুরুতর নয় বলিয়া অনুমান করিতে পারিবেন।

(গ) আনন্দের নামে বলরামকে বঞ্চনা করিবার অভিযোগ হয়, কিন্তু কি প্রকারে তাহাকে বঞ্চনা করা গিয়াছিল এই কথা ঐ অভিযোগপত্রে লেখা যায় নাই। আনন্দের ও বলরামের মধ্যে অনেক ব্যাপার চলিত; অতএব কোন ব্যাপার ধরিয়া ঐ অভিযোগ হইল আনন্দ ইহা নিরূপণ করিতে না পারিয়া প্রতিবাদ করে নাই। এস্থলে বঞ্চনা কি প্রকারে করা গিয়াছিল, এই কথা না লেখাই গুরুতর ভ্রম, আদালত উক্ত বৃত্তান্ত দৃষ্টে এই অনুমান করিতে পারিবেন।

(ঘ) আনন্দ ১৮৮২ সালের জানুয়ারী মাসের ২১শে তারিখে খোদাবক্সকে বধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হয়। হত ব্যক্তির প্রকৃত নাম হায়দারবক্স ও ১৮৮২ সালের জানুয়ারী মাসের ২০শে তারিখে তাহাকে বধ করা যায়। কিন্তু আনন্দের নামে সেই একটী বধাপরাধ ভিন্ন অন্য বধাপরাধের অভিযোগ হয় নাই ও কেবল হায়দারবক্সের বধের বিষয়ে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তদন্ত লওয়া গেলে আনন্দ উপস্থিত হইয়া তাহা শুনিল। এই বৃত্তান্ত দৃষ্টে আনন্দের ভ্রম হয় নাই ও অভিযোগপত্রে যে ভুল ছিল তাহা গুরুতর নয়, আদালত এই অনুমান করিতে পারিবেন।

(ঙ) আনন্দ ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের ২০শে তারিখে হায়দারবক্সকে বধ করে ও খোদাবক্স তাহাকে ধরিতে গেলে ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের ২১শে তারিখে তাহাকেও বধ করে, আনন্দের নামে এই অভিযোগ হইল। হায়দারবক্সকে বধ করিবার অভিযোগে খোদাবক্সকে বধ করিবার নিমিত্ত তাহার বিচার হয়। তাহার স্বপক্ষে যে

সাক্ষীরা উপস্থিত ছিল তাহারাও হায়দারবক্সের বধের মোকদ্দমার সাক্ষী। ইহাতে আনন্দের ভ্রম হইয়াছে ও গুরুতর ভুল হইয়াছে, আদালত ইহা বোধ করিতে পারিবেন।

অভিযোগপত্র বিনা বা অসম্পূর্ণ অভিযোগপত্র সহিত
সমর্পণ করা গেলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২২৬ ধারা। অভিযোগপত্র বিনা বা অসম্পূর্ণ বা ভ্রান্তিজনক অভিযোগপত্র সহিত বিচারার্থে কোন ব্যক্তিকে সমর্পণ করা গেলে, আদালত বা হাইকোর্ট হইলে ক্লার্ক অফ দি ক্রাউন এই আইনে অভিযোগপত্র লিখিবার পাঠের বিষয়ে যে যে বিধি আছে, সেই সেই বিধিতে মনোযোগ করিয়া অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিতে বা স্থলবিশেষে তাহা পরিবর্দ্ধিত বা প্রকারান্তরে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

অভিযোগপত্র পরিবর্ত্তন করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

২২৭ ধারা। কোন আদালতের নিষ্পত্তি প্রচার করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে, কিম্বা সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে মোকদ্দমার বিচার হইলে, জুরির মীমাংসা জানাইবার কিম্বা আসেসরদের মত ব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে, ঐ আদালত কোন অভিযোগপত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

পরিবর্ত্তক কথা অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট পাঠ করা যাইবে ও তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে।

যে যে স্থলে পরিবর্ত্তন হইলেই বিচারের কার্য্য চলিতে পারে, তাহার কথা।

২২৮ ধারা। ২২৬ বা ২২৭ ধারামতে অভিযোগপত্র যেরূপে প্রস্তুত বা পরিবর্ত্তন করা যায় তাহাতে মোকদ্দমার কার্য্য অগৌণে চলিলেও অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিবাদ করিবার বা অভিযোক্তার মোকদ্দমা চালাইবার কোন ব্যাঘাতের সম্ভবনা নাই, যদি আদালতের এমত বিবেচনা হয়, তবে ঐ আদালত আপন বিবেচনামতে ঐ অভিযোগপত্র প্রস্তুত বা পরিবর্ত্তিত হইলে পর সেই নূতন বা পরিবর্ত্তিত অভিযোগপত্র প্রথম অভিযোগপত্রের ন্যায় জ্ঞান করিয়া মোকদ্দমার বিচার করিতে থাকিবেন।

যেস্থলে নূতন বিচারের আজ্ঞা কিম্বা বিচার স্থগিত
হইতে পারিবে, তাহার কথা।

২২৯ ধারা। যদি নূতন বা পরিবর্ত্তিত অভিযোগপত্র এরূপ হয় যে তাহাতে মোকদ্দমার কার্য্য অগৌণে চলিলে পূর্ব্বোক্তমত অভিযুক্ত ব্যক্তির বা অভিযোক্তার কার্য্যের ব্যাঘাতের সম্ভাবনা আদালত এমত বিবেচনা করিলে, নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা যতকাল আবশ্যক ততকাল বিচার কার্য্য স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

পরিবর্ত্তিত অভিযোগপত্রের লিখিত অপরাধ হেতুক অনুমতি পাইবার
প্রয়োজন হইলে মোকদ্দমার কার্য্য স্থগিত রাখিবার কথা।

২৩০ ধারা। নূতন বা পরিবর্ত্তিত অভিযোগপত্রে যে অপরাধ ব্যক্ত হয়, তদ্ধেতুক প্রথমে অনুমতি পাওয়া আবশ্যক হইলে, যতকাল ঐ অনুমতি পাওয়া না যায় ততকাল মোকদ্দমার

কার্য্য চলিবে না, কিন্তু পরিবর্ত্তিত অভিযোগ যে বৃত্তান্ত মূলক হয় সেই বৃত্তান্তমতে অভিযোগ করিবার অনুমতি পূর্ব্বে পাওয়া গেলে মোকদ্দমা চলিতে পারিবে।

২৩০ ধারা। ১৩২। ১৯৫। ১৯৭। ৪৩৭ ধারা দেখ।

অভিযোগপত্র পরিবর্ত্তিত হইলে সাক্ষীদিগকে পুনশ্চ ডাকিতে পারিবার কথা।

২৩১ ধারা। বিচারারম্ভ হইবার পর অভিযোগপত্রের পরিবর্ত্তন হইলে, পূর্ব্বে যে সাক্ষীর সাক্ষ্য লওয়া গিয়াছিল, অভিযোক্তা এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহাকে পুনশ্চ ডাকাইয়া বা সমন করিয়া সেই পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার অনুমতি পাইবেন।

গুরুতর ভ্রম হইলে, তাহার ফলের কথা।

২৩২ ধারা। কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে বস্তুতঃ অভিযোগপত্র না থাকাতে বা অভিযোগপত্রে ভ্রম থাকাতে তাহার প্রতিবাদ করণে ভ্রম হইয়াছে, আপীল আদালতের কিম্বা সংশোধন করিবার ক্ষমতানুসারে কিম্বা ২৭ অধ্যায়মত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করতঃ হাইকোর্টের এই মত হইলে, ঐ ঐ আদালত সেই অভিযোগপত্র যদ্রূপে প্রস্তুত করা উচিত বোধ করেন, তদ্রূপে প্রস্তুত করিয়া তদনুসারে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা করিবেন।

মোকদ্দমার বৃত্তান্ত দৃষ্টে যে বৃত্তান্তের প্রমাণ হইল, তদুপলক্ষে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে কোন প্রকৃত অভিযোগ উপস্থিত করা যাইতে পারে না, ঐ আদালতের এই মত হইলে আদালত ঐ অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিবেন।

উদাহরণ।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৯৬ ধারামতে আনন্দের অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে, কিন্তু সে দুষ্টভাবে সত্য কি প্রকৃত বলিয়া যে প্রমাণ ব্যবহার করিয়াছে, কি করিতে চেষ্টা করিয়াছে, সেই প্রমাণটী সে মিথ্যা কি কৃত্রিম জানিতে ইহা অভিযোগপত্রে লেখা যায় নাই। আনন্দ সেই কথা জানিত, কিন্তু অভিযোগপত্রে তাঁহার সেই জ্ঞানের কথা লেখা না যাওয়াতে তাঁহার প্রতিবাদ করণের ভ্রম হইয়াছে, আদালত এই অনুভব করিলে সংশোধিত অভিযোগপত্রানুসারে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা করিবেন, কিন্তু আনুষ্ঠানিক কার্য্যদ্বারা আনন্দের সেই কথা জ্ঞাত না থাকা অনুমান হইলে, আদালত ঐ অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিবেন।

২৩২ ধারা। ৫৩৫ ধারা দেখ।

অভিযোগ সংযোগ করিবার কথা।

ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে ভিন্ন ভিন্ন অভিযোগ হইবার কথা।

২৩৩ ধারা। কোন ব্যক্তির নামে যে যে স্বতন্ত্র অপরাধের নালিশ হয়, তাহার ভিন্ন ভিন্ন অভিযোগ থাকিবে এবং ২৩৪ ও ২৩৫ ও ২৩৬ ও ২৩৯ ধারার উল্লিখিত স্থল ভিন্ন উক্ত প্রত্যেক অভিযোগের স্বতন্ত্র বিচার করিতে হইবে।

উদাহরণ।

আনন্দ এক সময়ে চুরি করিয়াছে ও অন্য সময় গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছে বলিয়া

তাহার নামে নালিশ হয়। তাহার নামে চুরি করণের ও গুরুতর পীড়া জন্মাওনের স্বতন্ত্র অভিযোগ করিতে ও তাহার স্বতন্ত্র বিচার করিতে হইবে।

এক বৎসরের মধ্যে একই প্রকারের অপরাধ তিনবার করিবার অভিযোগ একত্র হইতে পারিবার কথা।

২৩৪ ধারা। কোন ব্যক্তি এক বৎসরের মধ্যে প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত একই প্রকারের একাধিক অপরাধ করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইলে, তিনবারের অনধিক সেই অপরাধের অভিযোগ ও বিচার একই সময়ে হইতে পারিবে।

যে যে অপরাধে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের কিম্বা কোন বিশেষ বা স্থানীয় আইনের একই ধারামতে একই পরিমাণের দণ্ড হইতে পারে, সেই সেই অপরাধ একই প্রকারের অপরাধ।

১। দুই কি তদধিক অপরাধের বিচারের কথা।

২৩৫ ধারা। ১ প্রকরণ।—কয়েক ক্রিয়া পরস্পর সংযুক্ত হইয়া একই ব্যাপার হইলে ও একই ব্যক্তির দ্বারা সেই ক্রিয়া ঘটিত দুই কি তদধিক অপরাধ করা গেলে, সেই ব্যক্তির নামে এককালে উক্ত প্রত্যেক অপরাধের অভিযোগ ও বিচার হইতে পারিবে।

২। একই অপরাধ দুই সংখ্যার মধ্যে আসিলে, তাহার কথা।

২ প্রকরণ। যৎকালের প্রচলিত যে আইনমতে অপরাধের অর্থ নির্ণয় ও দণ্ড হয় এমন কোন আইনের নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র দুই অর্থের মধ্যে একই ক্রিয়া আইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধের অভিযোগ হইয়া একই বিচারকালে বিচার হইতে পারিবে।

৩। নানা ক্রিয়ার দ্বারা এক অপরাধ হইলে কিন্তু সমবেত হইয়া অন্য অপরাধ হইলে, তাহার কথা।

৩ প্রকরণ। অনেক ক্রিয়ার মধ্যে এক কি কয়েক ক্রিয়া স্বতই অপরাধ হইলে ও সেই ক্রিয়া সমষ্টিতে পৃথক্ এক অপরাধ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে উক্ত ক্রিয়া সমষ্টিতে যে অপরাধ হয়, সেই অপরাধের কিম্বা উক্ত এক কি কয়েক ক্রিয়ার যে যে কোন অপরাধ হয়, সেই অপরাধে অভিযোগ হইয়া একই বিচারকালে বিচার হইতে পারিবে।

এই ধারার কোন কথাক্রমে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৭১ ধারার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

উদাহরণ।

প্রথম প্রকরণের।—

(ক) বলরাম আইনমত হেফাজতে ছিল, আনন্দ তাহাকে জোর করিয়া ছাড়াইয়া দিল এবং বলরামচন্দ্র নামক যে কনষ্টবলের হেফাজতে ছিল, তাহার গুরুতর পীড়া জন্মাইল। এমন স্থলে আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২২৫ ও ৩৩৩ ধারামতে অপরাধের অভিযোগ হইয়া বিচার হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ পরদার গমন করিবার উদ্দেশে দিনমানে পরগৃহে প্রবেশ করিয়া সেই

গৃহে প্রবিষ্ট হইলে বলরামের স্ত্রীতে উপগত হয়। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৫৪ ও ৪৯৭ ধারামতে অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেই সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(গ) আনন্দ পরদার গমন করিবার উদ্দেশে চন্দ্রের স্ত্রী বামাকে ফুসলাইয়া লইয়া তাহাতে উপগত হয়। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৮ ও ৪৯৭ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেই সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(ঘ) আনন্দের নিকট অনেক কৃত্রিম মোহর আছে। আনন্দ সেগুলি কৃত্রিম বলিয়া জানে ও ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৬৬ ধারামতে দণ্ডনীয় ভিন্ন ভিন্ন জাল কার্য্যের নিমিত্ত তাহা ব্যবহার করিতে তাহার ইচ্ছা আছে। এই স্থলে আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৭৩ ধারামতে তাহার নিকট থাকা এক এক মোহরের নিমিত্ত তাহার নামে পৃথক্ পৃথক্ অভিযোগও পৃথক পৃথক অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(ঙ) বলরামের নামে মোকদ্দমা করিবার যথার্থ ও ন্যায্য কারণ নাই জানিয়া আনন্দ তাহার হানি করিবার অভিপ্রায়ে তাহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করে। আরো বলরামের নামে মোকদ্দমা করিবার যথার্থ ও ন্যায্য কারণ নাই জানিয়া বলরাম কোন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া আনন্দ তাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করে। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ধারামতে আনন্দের নামে পৃথকরূপে দুই অপরাধের অভিযোগ ও দুই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(চ) বলরামের নামে মোকদ্দমা করিবার যথার্থ ও ন্যায্য কারণ নাই জানিয়া আনন্দ বলরামের হানি করিবার অভিপ্রায়ে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করে। বিচারকালে আনন্দ বলরামের প্রাণদণ্ডযোগ্য অপরাধ প্রমাণ করিবার মানসে বলরামের বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ও ১৯৪ ধারামতে পৃথক্ পৃথক্ অপরাধের অভিযোগ ও সেই সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(ছ) আনন্দ অন্য ছয় জনকে সঙ্গে লইয়া দাঙ্গাহাঙ্গামাকরণ ও গুরুতর পীড়া জন্মাওন অপরাধ এবং রাজকীয় কার্য্যকারক ঐ হাঙ্গামা নিবৃত্তি করিবার উদ্যোগ করিলে তাঁহার প্রতি আক্রমণ করণাপরাধ করিল। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৪৭ ও ৩২৫ ও ১৫২ ধারামত অপরাধের পৃথক্ অভিযোগ ও তাহার সেই সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(জ) আনন্দ একই সময়ে বলরামকে ও চন্দ্রকে ও দিননাথকে ভীত করিবার নিমিত্ত তাহাদের শারীরিক হানির ভয় দর্শাইল। উক্ত তিন ব্যক্তির বিপক্ষে যে তিনটি অপরাধ হইল, ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৫০৬ ধারামতে তাহার নামে তদন্তর্গত প্রত্যেক অপরাধের অভিযোগ ও প্রত্যেক অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(ক) অবধি (জ) পর্য্যন্ত উদাহরণে যে স্বতন্ত্র অভিযোগের উল্লেখ হইল, তাহার এক কালে বিচার হইতে পারিবে।

২ প্রকরণের।—

(ঝ) আনন্দ অন্যায়মতে বলরামকে বেত্রাঘাত করে। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৫২ ও ৩২৩ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেই সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(ঞ) কয়েক বস্তা শস্য চুরি হইয়া আনন্দকে ও বলরামকে লুকাইয়া রাখিবার নিমিত্ত দেওয়া যায়। তাহারও সেই শস্য চোরা দ্রব্য জানিয়া মরাইর সকল চাউলের নীচে লুকাইয়া রাখিবার কার্য্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক পরস্পর সাহায্য করিল। আনন্দের ও বলরামের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪১১ ও ৪১৪ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহাদের সেই সেই অপরাধের নির্ণয় হইতে পারে।

(ট) অন্নদা তাহার সন্তান ফেলাইয়া যায় ও জানে যে তাহাতে ঐ সন্তানের মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। ঐরূপে ফেলাইয়া যাওয়াতে ঐ সন্তানের মৃত্যু হয়। অন্নদার নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩১৭ ও ৩০৪ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেই সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(ঠ) বলরাম নামক রাজকীয় কার্য্যকারকের ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির ১৬৭ ধারামত অপরাধ নির্ণয় হয়, এই নিমিত্ত আনন্দ দুষ্টভাবে প্রমাণ স্বরূপ জাল করা দলীল উপস্থিত করিল। ঐ আইনের ৪৭১ ধারার সহিত ৪৬৬ ধারা পাঠ করিয়া আনন্দের নামে ৪৭১ ও ১৯৬ ধারামত অপরাধের পৃথক্ পৃথক্ অভিযোগ ও তাহার পৃথক্ পৃথক্ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

৩ প্রকরণে।—

(ড) আনন্দ বলরামের দ্রব্য অপহরণ করে ও সেই কার্য্য করণে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার পীড়া জন্মায়। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩২৩ ও ৩৯২ ও ৩৯৪ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ সেই সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

২৩৫ ধারা। দণ্ডবিধির ৭১ ধারা দেখ।

দঃ বিঃ ৫১১।৩৬৩ ধারার অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তি দঃ বিঃ ৩৪৬ ধারামতে দণ্ডিত হইতে পারে না, কারণ শেষোক্ত অপরাধ প্রথমোক্ত অপরাধে মগ্ন আছে। (৬ এ ২৯১)।

কি অপরাধ হইয়াছে, এই বিষয়ের সন্দেহ স্থলের কথা।

২৩৬ ধারা। একই ক্রিয়ার কিম্বা ক্রিয়াসংযোগের ভাবদৃষ্টে যে যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করা যাইতে পারে, তাহাতে অনেক অপরাধের মধ্যে কোন অপরাধটি হইল, এই বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে তাহার সমুদয় কি অন্যতর অপরাধ করিবার অভিযোগ হইতে পারিবে ও সেই সেই অভিযোগের মধ্যে একই সময়ে তাহার কোন সংখ্যার বিচার হইতে পারিবে কিম্বা উক্ত সকল অপরাধের মধ্যে অন্যতর অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

যে ক্রিয়া চৌর্য্য হইতে পারে বা চোরা দ্রব্য গ্রহণ বা অপরাধ ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণ বা বঞ্চনা অপরাধও হইতে পারে, আনন্দের নামে এমত ক্রিয়ার অভিযোগ হয়। তাহার নামে চৌর্য্য ও চোরা দ্রব্য গ্রহণ ও অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা বঞ্চনা করণ অপরাধের অভিযোগ হইতে পারিবে অথবা চৌর্য্য কি চোরা দ্রব্য গ্রহণ কি অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণ কিম্বা বঞ্চনা করণ ইহার মধ্যে কোন এক অপরাধ করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইতে পারিবে।

২৩৬ ধারা। দঃ বিঃ ৭২ ধারা দেখ।

কোন ব্যক্তির নামে এক অপরাধের অভিযোগ হইলে, তাহার অন্য অপরাধ যে স্থলে নির্ণয় হইতে পারিবে, তাহার কথা।

২৩৭ ধারা। ২৩৬ ধারার লিখিত স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে এক অপরাধের অভিযোগ হইলে এবং ঐ ধারার বিধানমতে অন্য যে অপরাধের অভিযোগ হইতে পারিত সে ঐ অন্য অপরাধ করিয়াছে, প্রমাণ দ্বারা ইহা দৃষ্ট হইলে, তাহার যে অপরাধের প্রমাণ হয়, তাহার নামে সেই অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

আনন্দের নামে চৌর্য্যের অভিযোগ হয়, কিন্তু সে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে কিম্বা চোরা দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছে ইহা দৃষ্ট হইলে, তাহার নামে ঐ দুই অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা কিম্বা স্থলবিশেষে চোরাদ্রব্য গ্রহণ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

যে অপরাধের প্রমাণ হয়, তাহা অভিযোগের অপরাধ মধ্যে ধরা গেলে, তাহার কথা।

২৩৮ ধারা। যে কোন ব্যক্তির নামে যে অপরাধ অনেক ক্রিয়ার সমষ্টি সেই অপরাধের অভিযোগ হইয়া অভিযোগের এক অংশের প্রমাণ না হইলেও অন্য যে অংশের প্রমাণ হয়, তাহাই অন্য ক্ষুদ্রতর অপরাধের তুল্য হইলে, তাহার যে ক্ষুদ্রতর অপরাধ প্রমাণ হইল, তাহার নামে সেই অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

কোন ব্যক্তির নামে কোন অপরাধের অভিযোগ হইলে, যদি তিনি এরূপ বৃত্তান্তের প্রমাণ দিতে পারেন, যাহাতে উহা ক্ষুদ্রতর অপরাধে পরিণত হয়, তাহার নামে ঐ ক্ষুদ্রতর অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার ঐ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

১৯৮ বা ১৯৯ ধারার আদেশমত নালিশ করা না গেলে, উক্ত ধারার উল্লিখিত কোন অপরাধ নির্ণয় করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল, এই ধারার কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ মুটিয়া বলিয়া তাহার প্রতি বিশ্বাসপূর্ব্বক কোন দ্রব্য দেওয়া গেলে সে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪০৭ ধারামতে এই অভিযোগ হইল। সেই ব্যক্তি ঐ দ্রব্য লইয়া ৪০৬ ধারামতে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, কিন্তু মুটিয়া বলিয়া ঐ দ্রব্য বিশ্বাসপূর্ব্বক তাহাকে দেওয়া যায় নাই, ইহা দৃষ্ট হইলে ৪০৬ ধারামতে তাহার অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছেন বলিয়া তাহার নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২৫ ধারামতে অভিযোগ হয়। তিনি প্রমাণ করেন যে অকস্মাৎ অত্যন্ত রাগজনক ব্যাপার ঘটাতে তিনি ঐ কার্য্য করেন। দণ্ডবিধি আইনের ৩৩৫ ধারামতে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

দঃ বিঃ ৩০৪। ৩২৫ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তি দঃ বিঃ ৩২৫ ধারামতে দণ্ডিত হইতে পারে। ২৩ উ. রি. ৬১।

যে যে ব্যক্তিদের অভিযোগ একত্র করা যাইতে পারে, তাহাদের কথা।

২৩৯ ধারা। দুই কি তদধিক ব্যক্তির নামে একই অপরাধের কিম্বা একই ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন অপরাধের অভিযোগ হইলে কিম্বা এক ব্যক্তির নামে অপরাধ করণের ও অন্য ব্যক্তির নামে ঐ অপরাধের সহায়তা কি অপরাধ করিবার উদ্যোগ করণের অভিযোগ হইলে, আদালত যেমন উচিত বোধ করেন, তেমনি তাহাদের নামে একত্র বা স্বতন্ত্র অভিযোগ ও বিচার হইতে পারিবে। তদ্রূপ সকল অভিযোগের প্রতি এই অধ্যায়ের পূর্ব্বভাগের বিধান খাটিবে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ ও বলরাম উভয়ের নামে একই বধাপরাধের নালিশ হয়। উভয়ের নামে একই অভিযোগপত্র হইতে পারে ও উভয়ের এককালে বিচার হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ ও বলরাম উভয়ের নামে দস্যুতার নালিশ হয়। সেই দস্যুতাকরণ সময়ে আনন্দ কোন ব্যক্তিকে বধ করে, তাহাতে বলরামের সম্পর্ক ছিল না। এমন স্থলে দস্যুতাকরণের অভিযোগ আনন্দ ও বলরামের একত্র বিচার হইতে এবং বধাপরাধের নিমিত্ত কেবল আনন্দের বিচার হইতে পারিবে।

(গ) আনন্দ ও বলরাম একই চৌর্য্য করিয়াছে বলিয়া দুই জনের নামে নালিশ হয়, ও সেই ব্যাপারের মধ্যে বলরাম অন্য দুই চৌর্য্যাপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে নালিশ হয়। যে নালিশমতে আনন্দ ও বলরাম দুই জনের চৌর্য্যাপরাধ করিবার অভিযোগ হইল, সেই অভিযোগে দুই জনের একত্র বিচার এবং অন্য দুই চৌর্য্যাপরাধে কেবল বলরামের বিচার হইতে পারিবে।

অনেক অভিযোগ হইয়া একের প্রমাণ হইলে, অন্য সকল অভিযোগ উঠাইয়া লইবার কথা।

২৪০ ধারা। একই ব্যক্তির নামে দুই কি তদধিক অভিযোগ হইয়া তন্মধ্যে এক কি

অধিক অভিযোগমতে অপরাধ নির্ণয় হইলে বাদী কিম্বা অন্য যে কর্ম্মকারক অভিযোগের কার্য্য চালান, তিনি আদালতের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক অবশিষ্ট এক কি অধিক অভিযোগ উঠাইয়া লইতে পারিবেন কিম্বা আদালত আপন ইচ্ছামতে ঐ অভিযোগের তদন্ত লওন কি বিচারকার্য্যে নিরস্ত হইতে পারিবেন। তদ্রূপে উঠাইয়া লওয়া গেলে সেই কিম্বা সেই সেই অভিযোগে মুক্ত হইবার ন্যায় ফল হইবে।

কিন্তু যদি অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে যে আদালত তাহা অসিদ্ধ করেন, সেই আদালতের আজ্ঞাধীনে উক্ত আদালত ঐরূপে উঠাইয়া লওয়া এক কি অধিক অভিযোগের তদন্ত লওন বা বিচার কার্য্য চালাইতে পারিবেন।

২৪০ ধারা। ৪৯৪। ৪৯৫ ধারা দেখ।

বিংশ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটেরা সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার করেন, তাহার বিধি।

সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার হয়, তাহার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৪১ ধারা। মাজিষ্ট্রেটেরা সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার করেন, সেই মোকদ্দমায় এই প্রণালীমতে কর্ম্ম করিবেন।

২৪১ ধারা। "সমনের মোকদ্দমার" অর্থ ৪ ধারার (ন) প্রকরণে দেখ।

এক মোকদ্দমায় সমনের এবং ওয়ারেণ্টের অভিযোগ থাকিলে তাহা ওয়ারেণ্টের মোকদ্দমা গণ্য হয়। (ই, ল. রি. ১১ ক. ৯১।)

অভিযোগের মর্ম্ম জানাইবার কথা।

২৪২ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে অথবা তাহাকে আনা গেলে তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে, তৎসংক্রান্ত বিশেষ বৃত্তান্ত তাহাকে জ্ঞাত করা যাইবে ও তাহাকে এই জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে তোমাকে অপরাধী নির্ণয় না করিবার কোন কারণ দেখাইতে পার কি না। কিন্তু রীতিমত অভিযোগপত্র লেখা আবশ্যক হইবে না।

২৪২ ধারা। ২০৫ ধারা দেখ।

অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিলে অপরাধ নির্ণয়ের কথা।

২৪৩ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয়, তাহা করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিলে যতদূর সম্ভব তাহার ব্যবহৃত শব্দে সেই কথা লিপিবদ্ধ করা যাইবে, ও তাহাকে অপরাধী নির্ণয় করা কেন না যাইবে, সে ইহার উপযুক্ত কারণ না দেখাইলে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে অপরাধী নির্ণয় করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ স্বীকার না হইলে যাহা কর্ত্তব্য, তাহার কথা।

২৪৪ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ অভিযোগ সত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে মাজিষ্ট্রেট বাদি থাকিলে তাহার কথা ও অভিযোগের পোষকতায় যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায় তাহাও শুনিবেন, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা ও সে প্রতিবাদের পোষকতায় যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করে, তাহাও শুনিবেন।

মাজিষ্ট্রেট, বাদীর কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনামতে, উচিত বোধ করিলে কোন সাক্ষীকে উপস্থিত করাইবার অথবা কোন দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন।

বিচারের কার্য্যপক্ষে সাক্ষীর উপস্থিত হইবার যে খরচ যুক্তিমতে লাগিতে পারে, মাজিষ্ট্রেট উক্ত প্রার্থনামতে সমন দিবার পূর্ব্বে আদালতে ঐ খরচ আমানৎ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২৪৪ ধারা। ৩৫৫ ধারা দেখ।

মুক্ত করণের কথা।

২৪৫ ধারা। ২৪৪ ধারার উল্লিখিত সাক্ষ্য লইয়া এবং অন্য যে সাক্ষ্য মাজিষ্ট্রেট স্বেচ্ছামতে উপস্থিত করান তাহা লইয়া ও বিহিত বোধ করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লইয়া মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ নির্ণয় করিলে মুক্ত করিবার আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন।

দণ্ডাজ্ঞার কথা।

অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী নির্ণয় হইলে মাজিষ্ট্রেট আইনমতে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন।

২৪৫ ধারা। রায় লেখা এবং প্রকাশ করা সম্বন্ধে ৩৬৬ হইতে ৩৭২ ধারা দেখ।

অপরাধ নির্ণয় নালিশ বা সমনে আবদ্ধ না থাকিবার কথা।

২৪৬ ধারা। নালিশের কি সমনের ভাব যেরূপ হউক না কেন, স্বীকৃত কি প্রমাণীকৃত বৃত্তান্ত দৃষ্টে অভিযুক্ত ব্যক্তি এই অধ্যায়মতে বিচার্য্য যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া জানা যায়, মাজিষ্ট্রেট ২৪৩ কি ২৪৫ ধারামতে তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন।

বাদী উপস্থিত না হইলে, তাহার কথা।

২৪৭ ধারা। নালিশক্রমে সমন দেওয়া গিয়া থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার নিরূপিত দিনে কিম্বা তৎপশ্চাৎ যে দিনে মোকদ্দমার শুনানী হয় সেই দিনে বাদী উপস্থিত না হইলে মাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবেন, কিন্তু তিনি কোন কারণে সেই মোকদ্দমা শুনিবার কার্য্য স্থগিত করিয়া অন্য দিন নিরূপণ করা উপযুক্ত বোধ করিলে তাহা করিতে পারিবেন।

নালিশ উঠাইয়া লইবার কথা।

২৪৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন মোকদ্দমার শেষ আজ্ঞা হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে নালিশ উঠাইয়া লইবার অনুমতি দিবার উপযুক্ত হেতু আছে, এই বিষয়ে বাদী মাজিষ্ট্রেটের প্রবোধ জন্মাইতে পারিলে তিনি ঐ নালিশ উঠাইয়া লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন এবং তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবেন।

২৪৮ ধারা। ৩৪৫ ধারা দেখ।

বাদী না থাকিলে কার্য্যানুষ্ঠান বন্ধ করিবার ক্ষমতার কথা।

২৪৯ ধারা। নালিশ ভিন্ন অন্য প্রকারে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট হেতু লিপিবদ্ধ করতঃ স্বীয় বিবেচনামতে মুক্ত করণের কি অপরাধ নির্ণয়ের নিষ্পত্তি প্রকাশ না করিয়া যে কোন সময়ে কার্য্যানুষ্ঠান বন্ধ করিতে পারিবেন এবং তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

২৫০ ধারা। [১৮৯১ সালের ৪ আইনের দ্বারা রদ হইল।]

একবিংশ অধ্যায়।

যে মোকদ্দমায় ওয়ারেণ্ট বাহির হয়, মাজিষ্ট্রেটদের দ্বারা তাহার বিচার হইবার কথা।

যে মোকদ্দমায় ওয়ারেণ্ট বাহির হয়, তদ্বিষয়ের কার্য্য প্রণালীর কথা।

২৫১ ধারা। যে মোকদ্দমায় ওয়ারেণ্ট বাহির হয়, মাজিষ্ট্রেটরা সেই মোকদ্দমার বিচারকালে এই প্রণালীতে কার্য্য করিবেন।

২৫১ ধারা। ৪ ধারার (ধ) প্রকরণে ওয়ারেণ্টের মোকদ্দমার অর্থ দেখ।

অভিযোগের স্বপক্ষ সাক্ষ্যের কথা।

২৫২ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে কি তাহাকে আনা গেলে মাজিষ্ট্রেট বাদী থাকিলে তাহার কথা শুনিবেন ও অভিযোগের পোষকতায় যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায়, তাহা গ্রহণ করিবেন।

যে যে ব্যক্তি মোকদ্দমার বৃত্তান্ত জানে ও অভিযোগের স্বপক্ষ সাক্ষ্য দিতে পারিবে মাজিষ্ট্রেট বাদীর স্থানে কিম্বা অন্য প্রকারে তাহাদের নাম জানিয়া লইয়া তাহাদের যত জনকে আবশ্যক বোধ করেন, তত জনকে, আপনার সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার জন্যে সমন করিবেন।

২৫২ ধারা। যে প্রকারে সাক্ষ্য লইতে ও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে পঞ্চবিংশ অধ্যায় দেখ।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

২৫৩ ধারা। ২৫২ ধারার উল্লিখিত সমুদায় সাক্ষ্যগ্রহণ হইলে পর এবং মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনায় অভিযুক্ত ব্যক্তির যে পরীক্ষা লওয়া আবশ্যক তাহা লওয়া গেলে পর অভিযুক্ত

ব্যক্তিসম্বন্ধে এমন কিছু প্রমাণ হয় নাই, যাহার বিরুদ্ধে প্রমাণাভাবে তাহার অপরাধ নির্ণয় করিতে হয়, মাজিষ্ট্রেট ইহা বোধ করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন।

মাজিষ্ট্রেট অভিযোগ অমূলক জ্ঞান করিলে, তাহার হেতু লিখিয়া মোকদ্দমা চলনের এতৎপূর্ব্ব কোন সময়ে অপরাধীকে যে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন না, এই ধারার কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান হইবে না।

২৫৩ ধারা। যাহা রফা করা যাইতে পারে না, এমন ওয়ারেণ্টের মোকদ্দমায় কেবল বাদীর অনুপস্থিতির কারণে অপরাধীকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে না। (ই. ল. রি ১০ ক ৬৭; ই. ল রি ১৬ ক, ৪০৮) ২৫৯ ধারা দেখ।

অপরাধের প্রমাণ আছে দেখা গেলে, অভিযোগপত্র লিখিবার কথা।

২৫৪ ধারা উক্ত সাক্ষ্য ও পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে কি অংশতঃ গ্রহণ করা গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তি এই অধ্যায়মতে বিচার্য্য কোন অপরাধ করিয়াছে এরূপ অনুমান করিবার হেতু আছে মাজিষ্ট্রেট ইহা বিবেচনা করিলে এবং আপনি সেই অপরাধের বিচার ও তাহার সমুচিত দণ্ড করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন বোধ করিলে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে অভিযোগপত্র লিখিয়া প্রস্তুত করিবেন।

উত্তরের কথা।

২৫৫ ধারা। পরে ঐ অভিযোগপত্র অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকটে পাঠ করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে, তুমি এই অপরাধে অপরাধী না ইহার প্রতিবাদ করিতে চাহ।

অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী স্বীকার করিলে মাজিষ্ট্রেট সেই কথা লিপিবদ্ধ করিবেন ও স্বীয় বিবেচনামতে তদনুসারে তাহার অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন।

প্রতিবাদের কথা।

২৫৬ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী বলিতে অস্বীকার করিলে, কিম্বা অপরাধী স্বীকার না করিলে অথবা বিচারের দাওয়া করিলে, তাহার প্রতি অভিযোগের প্রতিবাদকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে ও তাহার সপক্ষ সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে আজ্ঞা হইবে ও প্রতিবাদ করিবার যে কোন সময়ে তাহার প্রতি আদালতে কিম্বা আদালতের সীমা সরহদ্দের মধ্যে উপস্থিত অভিযোগের সপক্ষ সাক্ষীদিগকে পুনরায় ডাকিয়া কূটপরীক্ষা করিতে অনুমতি হইবে।

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন লিখিত বর্ণনাপত্র অর্পণ করে, তবে মাজিষ্ট্রেট তাহা নথীর সঙ্গে রাখিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনামতে সাক্ষ্য উপস্থিত করাইবার পরওয়ানার কথা।

২৫৭ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পূর্ব্বে ঐ মোকদ্দমায় যাহার পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে কি হয় নাই এমত কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা বা কূটপরীক্ষার্থ উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত অথবা কোন দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত কোন পরওয়ানা দিবার প্রার্থনা করিলে মাজিষ্ট্রেট ঐ পরওয়ানা দিবেন। কিন্তু উক্ত প্রার্থনাপত্র

কষ্ট দিবার বা বিলম্ব ঘটাইবার বা সুবিচারের উদ্দেশ্য বিফল করিবার নিমিত্ত উপস্থিত করা গিয়াছে বলিয়া তাহা অগ্রাহ্য করা উচিত এরূপ বিবেচনা করিলে, তিনি এই হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া পরওয়ানা দিবেন না।

তদ্রূপ প্রার্থনামতে কোন সাক্ষীকে সমন দিবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট আদেশ করিতে পারিবেন যে উক্ত বিচারের নিমিত্ত আদালতে উপস্থিত থাকিতে তাহার যে যুক্তিমত খরচা পড়ে তাহা আদালতে আমানৎ করা যায়।

২৫৭ ধারা—সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১৩৮।১৩৯ ধারা দেখ।

মুক্ত করণের কথা।

২৫৮ ধারা। এই অধ্যায়মত কোন মোকদ্দমায় অভিযোগপত্র প্রস্তুত করা গেলে মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী নির্ণয় করিলে মুক্তকরণের আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন।

দোষী নির্ণয় করণের কথা।

ঐরূপ মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিলে মাজিষ্ট্রেট আইনমতে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন।

বাদী উপস্থিত না থাকিবার কথা।

২৫৯ ধারা। নালিশক্রমে কার্য্যানুষ্ঠান হইলে মোকদ্দমা শুনিবার কোন নিরূপিত দিনে বাদী উপস্থিত না হইলে ও আইনমতে অপরাধের রফা হইতে পারিলে মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে, পূর্ব্বে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সরাসরী বিচারের কথা।

সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতার কথা।

২৬০ ধারা। এই আইনে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও

(১) জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং

(২) এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট এবং

(৩) প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটদের কোন বেঞ্চ নিম্নলিখিত সমুদায় কি অন্যতর অপরাধের সরাসরী বিচার করিতে পারিবেন।

(ক) যে অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কি ছয় মাসের অধিক কালের কারাদণ্ড না হয় সে অপরাধ।

(খ) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৬৪ ও ২৬৫ ও ২৬৬ ধারামতে ওজন ও পরিমাণ বস্তুবিষয়ক অপরাধ।

(গ) উক্ত আইনের ৩২৩ ধারামতে পীড়া জন্মাওন।

(ঘ) চোরা দ্রব্যের মূল্য ৬০ টাকার অধিক না হইলে উক্ত আইনের ৩৭৯ বা ৩৮০ বা ৩৮১ ধারামতে চৌর্য্য।

(ঙ) চোরা দ্রব্যের মূল্য ৫০ টাকার অধিক না হইলে উক্ত আইনের ৪১১ ধারামতে চোরাদ্রব্য গ্রহণ বা রাখা।

(চ) চোরা দ্রব্যের মূল্য ৫০ টাকার অধিক না হইলে উক্ত আইনের ৪১৪ ধারামতে ঐ দ্রব্য গোপন বা বিক্রয় প্রভৃতি করণের সাহায্য করণ।

(ছ) উক্ত আইনের ৪২৭ ধারামতে অপকার করণ।

(জ) উক্ত আইনের ৪৪৮ ধারামতে গৃহে অনধিকার প্রবেশ করণ।

(ঝ) উক্ত আইনের ৫০৪ ধারামতে শান্তিভঙ্গ করাইবার উদ্দেশে অপমান করণ ও ৫০৬ ধারামতে অপরাধভাবে ভয় দর্শাওন।

(ঞ) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধের সহায়তা করণ।

(ট) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধ করিবার উদ্যোগ অপরাধ হইলে, তদ্রূপ উদ্যোগ।

কিন্তু যে মোকদ্দমায় জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ৩৪ ধারামতে অর্পিত বিশেষ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করেন, সেই মোকদ্দমার সরাসরী বিচার হইবে না।

২৬০ ধারা। ১৫।১৬।২৬১।২৬২।৪০৭।৪১৪।৫৩০ (খ) ধারা দেখ।

ন্যূন ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিবার কথা।

২৬১ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের প্রতি নিম্নলিখিত সকল কি কোন অপরাধের সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(ক) যে সকল অপরাধ ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৭৭ ও ২৭৮ ও ২৭৯ ও ২৮৫ ও ২৮৬ ও ২৮৯ ও ২৯০ ও ২৯২ ও ২৯৩ ও ২৯৪ ও ৩২৩ ও ৩৩৪ ও ৩৩৬ ও ৩৪২ ও ৩৫২ ও ৪২৬ ও ৪৪৭ ধারার বিরুদ্ধে হয়।

(খ) মিউনিসিপাল আইনের বিপক্ষে ও পোলীস আইনের অন্তর্গত নগর পরিপাটীকরণসূচক ধারার বিপক্ষে যে যে অপরাধের নিমিত্ত অর্থদণ্ড কি এক মাসের অনধিক কারাদণ্ড হইতে পারে, সেই সেই অপরাধ।

(গ) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধের সহায়তাকরণ।

(ঘ) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধ করিবার উদ্যোগ অপরাধ হইলে, তদ্রূপ উদ্যোগ।

২৬২ ধারা। ৪০৭।৪১৪। ধারা দেখ।

যে যে মোকদ্দমায় সমন ও ওয়ারেণ্ট দেওয়া যাইতে পারে, সেই সেই মোকদ্দমায় কার্য্যপ্রণালী খাটিবার কথা।

২৬২ ধারা। এই অধ্যায়মতে বিচার হইলে পশ্চাল্লিখিত যে যে মোকদ্দমা বর্জ্জিত হইল, তদ্ভিন্ন সমনের মোকদ্দমায় কার্য্যপ্রণালী চলিবে ও ওয়ারেণ্টের মোকদ্দমায় ওয়ারেণ্টের মোকদ্দমার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী চলিবে।

কারাদণ্ডের মিয়াদের কথা।

এই অধ্যায়মতে অপরাধ নির্ণয় হইলে তিন মাসের অধিক কালের কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইবে না।

২৬২ ধারা। এই ধারায় কারাদণ্ডের যে সীমা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাহা কেবল মূল কারাদণ্ডের জরিমানা না দিলে যে কারাদণ্ড হইবে, তাহার নহে ই. ল. রি ৬ এ ৬১।

দঃ বিঃ ৭৩ অথবা এই আইনের ৩২ ক ধারামতে দত্ত ক্ষমতার সঙ্গে এই ধারার কোন সম্বন্ধ নাই। (ই ল. রি ৬ এ. ৮৩)।

যে মোকদ্দমার আপীল নাই, সেই মোকদ্দমার রিকার্ডের কথা।

২৬৩ ধারা। যে যে মোকদ্দমায় আপীল নাই, সেই সেই মোকদ্দমায় সাক্ষীদের সাক্ষ্য মাজিষ্ট্রেটদের হেস্কের লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই এবং রীতিমত অভিযোগপত্র লিখিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু তিনি কি তাঁহারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে পাঠের আদেশ করেন, সেই পাঠে এই এই কথা লিখিবেন।

(ক) ক্রমিক নম্বর।

(খ) যে তারিখে অপরাধ করা যায় সেই তারিখ।

(গ) যে তারিখে রিপোর্ট কি নালিশ করা যায়, তাহা।

(ঘ) বাদী থাকিলে বাদীর নাম।

(ঙ) অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ও তাহার পিতার নাম ও বাসস্থান।

(চ) যে অপরাধের নালিশ কি প্রমাণ হয় তাহা এবং ২৬০ ধারার (খ), (ঙ) বা (চ) প্রকরণের অন্তর্গত মোকদ্দমা হইলে সে সম্পত্তি সম্বন্ধে অপরাধ করা হইয়াছে, তাহার মূল্য।

(ছ) প্রতিবাদীর উত্তর ও তাহার পরীক্ষা হইয়া থাকিলে তাহা।

(জ) নিষ্পত্তি এবং অপরাধ নির্ণয় হইলে, তাহার হেতুর সংক্ষেপ বর্ণনা।

(ঝ) দণ্ডের আজ্ঞা বা অন্য চূড়ান্ত আজ্ঞা ও

(ঞ) যে তারিখে আনুষ্ঠানিক কার্য্য সমাপ্ত হয় তাহা।

২৬৩ ধারা। ১৫। ৩৪২। ৩৯৪। ৪০৪। ৪০৮। ৪১৪। ৪১৭। ৫৩০ (খ) ধারা দেখ।

এই ধারার লিখিত নিয়ম সকলের প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিয়া মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করা কর্ত্তব্য। (২২ উ. রি. ২৮)।

যে সকল কারণে আসামীর প্রতি দণ্ডবিধান করা হইয়াছিল, তাহা বিশেষ করিয়া না লেখার কারণে আসামীকে খালাস দেওয়া হইয়াছিল। (ই, ল, রি, ৬ কঃ ৫৭৯ ; ই. ল. রি. ৮ কঃ ১৯৫).

ঐ সকল কারণ ভ্রমবশতঃ প্রথমে না লেখা হইলে, পরে লিখিলেও ভ্রম সংশোধন হয়, এবং হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করেন না। (৮ ক. ল রি. ২৭৩)।

যে মোকদ্দমার উপর আপীল হইতে পারে, সেই মোকদ্দমার রিকার্ডের কথা।

২৬৪ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেটের কি বেঞ্চের সরাসরীমতে বিচারিত কোন মোকদ্দমার উপর আপীল থাকিলে, ঐ মাজিষ্ট্রেট কি বেঞ্চ যে সাক্ষ্য দ্বারা অপরাধ নির্ণয় করিলেন, দণ্ডের আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে সেই সাক্ষ্যের মর্ম্ম এবং ২৬৩ ধারার উল্লিখিত বিবরণ সহিত নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করিবেন।

এই ধারার মধ্যে যে যে মোকদ্দমা আইসে, তাহার সেই নিষ্পত্তি ভিন্ন অন্য রিকার্ড থাকিবে না।

রিকার্ড ও নিষ্পত্তি যে ভাষায় লিখিতে হইবে, তাহার কথা।

২৬৫ ধারা। ২৬৩ ধারামতে যে রিকার্ড লেখা যায় ও ২৬৫ ধারামতে যে নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করা যায়, হয় ইংরাজী ভাষায় না হয় আদালতের ভাষায় অথবা বিচারপতি অব্যবহিতরূপে যে আদালতের অধীন সেই আদালতের আদেশ হইলে ঐ বিচারপতির স্বদেশীয় ভাষায় সেই রিকার্ড ও নিষ্পত্তি লিখিতে হইবে।

বেঞ্চের কেরাণী রাখিতে পারিবার কথা।

মাজিষ্ট্রেটদের যে বেঞ্চ সরাসরীমতে অপরাধের বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ বেঞ্চ অব্যবহিতরূপে যে আদালতের অধীন, তাঁহাদিগকে সেই আদালতের নিযুক্ত একজন আমলা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত রিকার্ড কি নিষ্পত্তি লিখাইয়া লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন। রিকার্ড কি নিষ্পত্তি তদ্রূপে লিখিয়া দেওয়া গেলে, ঐ বেঞ্চের যতজন উপস্থিত হইয়া ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য্য চালান, তাঁহারা প্রত্যেক তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

২০৮ ধারা দেখ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

হাইকোর্টের ও সেশন আদালতের সম্মুখে বিচারের বিধি।

ক।—উপক্রমণিকা।

"হাইকোর্ট" শব্দের অর্থের কথা।

২৬৬ ধারা। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়মতে যে সকল হাইকোর্ট স্থাপন হইয়াছে, কি হইবে, ২৭৬ ও ৩০৭ ধারা ছাড়া এই অধ্যায়ে "হাইকোর্ট" শব্দে সেই সকল হাইকোর্ট ও পঞ্জাবের চীফকোর্ট এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারল সাহেব সময়ে সময়ে ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া অন্য যে

সকল আদালত এই অধ্যায়ের অভিপ্রায়ানুযায়ী হাইকোর্ট বলিয়া নির্দেশ করেন, সেই সকল আদালত বুঝাইবে।

২৬৬ ধারা। ৪ ধারার (ম) প্রকরণ দেখ।

হাইকোর্টে জুরির দ্বারা বিচার হইবার কথা।

২৬৭ ধারা। *এই আইনমতে কোন হাইকোর্টে যত মোকদ্দমার বিচার হয়, সকলই জুরির সহযোগে হইবে।*

এবং এই আইনমতে কিম্বা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়ক্রমে যে হাইকোর্ট স্থাপিত হইয়াছে, তাহার পেটেণ্টপত্রমতে যে সকল ফৌজদারী মোকদ্দমা হাইকোর্টের প্রতি অর্পিত হয়, এই আইনে ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও ঐ হাইকোর্ট আদেশ করিলে, জুরির সহযোগে সেই সকল মোকদ্দমার বিচার হইবে।

২৬৭ ধারা। হাইকোর্ট কোন মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া স্বয়ং বিচার করা সম্বন্ধে পশ্চালিখিত ধারা দেখ।

সেশন আদালতের জুরির দ্বারা বা এসেসরদের সহকারিতায় বিচার হইবার কথা।

২৬৮ ধারা। সেশন আদালতে যে বিচার হয়, তাহা জুরির দ্বারা অথবা দুই কি তদধিক জন এসেসরের সহকারিতায় করা যাইবে।

২৮৮ ধারা। জুরি ও এসেসরগণ দঃ বিঃ ২১ ধারার পঞ্চম প্রকরণ মতে রাজকীয় কার্য্যকারক।

সেশন আদালতে জুরির দ্বারা বিচার হয়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এই আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

২৬৯ ধারা। *কোন জেলার সেশন আদালতে সকল অপরাধের কিম্বা বিশেষ কোন* কোন শ্রেণীর অপরাধের বিচার জুরির দ্বারা করিতে হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে আদেশ প্রচার দ্বারা এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন ও সেই আজ্ঞা রহিত কি পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

কোন অপরাধী একই বিচার কালে কতক জুরি দ্বারা বিচার্য্য আর কতক জুরীর দ্বারা বিচার্য্য নহে, এরূপ কতিপয় অপরাধে অভিযুক্ত হইলে তাহার যে সমুদায় অপরাধ জুরি দ্বারা বিচার্য্য, তাহা জুরির দ্বারা বিচারিত হইবে ও সেগুলি জুরির দ্বারা বিচার্য্য নহে তাহার বিচার সেশন আদালত ঐ জুরিগণকে এসেসর করিয়া তাহাদের সহায়তায় সম্পন্ন করিবেন।

২৬৯ ধারা। যে মোকদ্দমার বিচার এসেসর দ্বারা হওয়া উচিত, তাহা জুরি দ্বারা হইলে অকর্ম্মণ্য হইবে না, কিন্তু এসেসর দ্বারা হইলে বৃত্তান্ত সম্বন্ধে আসামী যেরূপ আপীল করিতে পারিত, জুরিদ্বারা হওয়াতে সেইরূপ পারিবে, এবং উহার ঐ অধিকারের কোনরূপ বিঘ্ন বা বাধা হইবে না। (মহিমাচন্দ্র রায়, ই. ল. রি ৩ ক ৭১৫),

সেশন আদালতে রাজকীয় অভিযোক্তা দ্বারা বিচারকার্য্যের অনুষ্ঠান হইবার কথা।

২৭০ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখস্থ প্রত্যেক মোকদ্দমার বিচারকালে রাজকীয় অভিযোক্তা অভিযোগের কার্য্য চালাইবেন।

২৭০ ধারা। ৪৯২। ৪৯৩ ধারা দেখ।

হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট জেলার মাজিষ্ট্রেটের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া অভিযোগের কার্য্য চালাইতে পারেন। (২৩ উ রি. ১৪)।

সাক্ষী মাজিষ্ট্রেট আদালতে যে সাক্ষ্য দিয়াছিল, তাহা কূটপ্রশ্নে ব্যবহার ব্যতিরেকে মুখ্য পরীক্ষায় ব্যবহার হইতে পারে না। (১৩ উ. রি. ১৮)।

খ।—কার্য্যারম্ভের বিধি।

বিচার আরম্ভ করণের কথা।

২৭১ ধারা। আদালত বিচারকার্য্য আরম্ভ করিতে প্রস্তুত হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবে অথবা তাহাকে সম্মুখে আনা যাইবে ও তাহার নিকট অভিযোগপত্র পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে, তুমি এই পত্রলিখিত অপরাধের অপরাধী, না বিচার হইবার দাওয়া রাখ?

অপরাধ স্বীকার করিলে, তাহার কথা।

অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী স্বীকার করিলে সেই কথা লিপিবদ্ধ করা যাইবে ও তদনুসারে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

২৭১ ধারা। ২২৬। ২২৭। ২২৮। ২২৯। ২৩১। ৩১০ ধারা দেখ।

অপরাধ স্বীকার না করিবার কি বিচার হইবার দাওয়ার কথা।

২৭২ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী বলিতে অস্বীকার করিলে কি অপরাধী স্বীকার না করিলে কিম্বা বিচার হইবার দাওয়া করিলে, আদালত পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে জুরি কিম্বা এসেসরদিগকে মনোনীত করিয়া বিচারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।

জুরির কি এসেসরদের পরিবর্ত্ত না হইয়া ক্রমশঃ বহু অপরাধীর বিচার হইতে পারিবার কথা।

কিন্তু পশ্চাল্লিখিত আপত্তি করিবার অধিকার মানিয়া আদালত জুরি কি এসেসরদিগকে পরিবর্ত্তন না করিয়া তাঁহাদের দ্বারা বা তাঁহাদের সহকারিতায় অভিযুক্ত যত জনের বিচার করা বিহিত জ্ঞান করেন, ক্রমশঃ তত জনের বিচার করিতে পারিবেন।

২৭২ ধারা। ৩৪২। ৫৯৪ ধারা দেখ।

আসামী মাজিষ্ট্রেটের আদালতে আপনাকে অপরাধী স্বীকার করিয়া, সেশন আদালতে অস্বীকার করিলে, জজ সাহেব রীতিমত বিচার না করিয়া তাহাকে শাস্তি দিতে পারেন না। (২ এ. ৪৭৮)

অভিযোগের প্রতিপোষণ হইতে না পারিলে যে কথা লেখা যাইবে, তাহার কথা।

২৭৩ ধারা। হাইকোর্টের সম্মুখে বিচার হইলে, অভিযোগের কিম্বা তাহার কোন অংশের প্রতিপোষণ হইবার আইনমত প্রমাণ নাই, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে হাইকোর্টের এরূপ বোধ হইলে, বিচারপতি অভিযোগপত্রের উপর সেই মর্ম্মের কথা লিখিয়া দিতে পারিবেন।

ঐ লিখিত কথার ফলের কথা।

ঐ কথা লেখা গেলে ঐ অভিযোগপত্রের কিম্বা স্থল বিশেষে তাহার ঐ অংশের উপর কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত হইবে।

২৭৩ ধারা। ৪৯০। ৪৯৪ ধারা দেখ।

গ।—জুরি নির্ব্বাচনের বিধি।

কত জন লইয়া জুরি হইবে, তাহার কথা।

২৭৪ ধারা। হাইকোর্টে বিচার হইলে নয় জন ব্যক্তিকে লইয়া জুরি হইবে।

সেশন আদালতে জুরির দ্বারা বিচার হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ কোন জেলার সম্পর্কে কিম্বা ঐ জেলার মধ্যে বিশেষ কোন শ্রেণীর অপরাধ সম্পর্কে কোন আজ্ঞা করিলে, তদনুসারে তিন জনের অন্যূন ও নয় জনের অনধিক বিষম সংখ্যক ব্যক্তিকে লইয়া জুরি করা যাইবে।

২৭৪ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি ইউরোপ অথবা আমেরিকা দেশবাসী না হইলে বাঙ্গালা প্রদেশে ৫ জন জুরি নিযুক্ত করিতে হইবে। (কলিকাতা গেজেট ১৮৭৩ সাল, প্রথম খণ্ড, ৭৪১ পৃঃ)।

সেশন আদালতে ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় লোক ভিন্ন অন্য লোকদের বিচারার্থ জুরির কথা।

২৭৫ ধারা। সেশন আদালতে জুরির দ্বারা ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় ভিন্ন কোন ব্যক্তির বিচার হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি চাহিলে জুরির অধিকাংশ ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় ভিন্ন অন্য ব্যক্তিদিগকে লইয়া হইবে।

২৭৫ ধারা। অপর কোন আসামী জনৈক ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার সহিত একত্রে অভিযুক্ত হইলে জুরিগণের মধ্যে পাঁচজন ইউরোপ অথবা আমেরিকা দেশীয় লোক ভিন্ন অন্য জুরি দ্বারা বিচারিত হইবার জন্য দাবী করিতে পারে না। ৪৫১ ধারা দেখ।

গুলিবাট দ্বারা জুরি মনোনীত হইবার কথা।

২৭৬ ধারা। যে ব্যক্তিদিগকে জুরির কর্ম্ম করিতে সমন করা যায়, হাইকোর্ট সময়ে সময়ে বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে গুলিবাট করিয়া তাঁহাদের মধ্য হইতে জুরি মনোনীত করা যাইবে।

উপবিধি।

বর্ত্তমান রীতি চলিবার কথা।

(১) কিন্তু এইরূপে কোন জুরি মনোনীত করিবার বিষয়ে যে রীতি কোন আদালতে প্রচলিত আছে, যত দিন উক্ত আদালতের নিমিত্ত এই ধারামত বিধি প্রচার না হয়, তত দিন সেই রীতি চলিবে।

যাঁহাদিগকে সমন দেওয়া যায় নাই, তাঁহাদিগকে কখন গ্রহণ করিতে পারা যায়, তাহার কথা।

(২) জুরিতে যত জন লোকের প্রয়োজন, যাঁহাদিগকে সমন করা গিয়াছে, তাঁহাদের

মধ্যে তত জন না থাকিলে, অন্য যে ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকেন, আদালতের অনুমতি লইয়া তাঁহাদের মধ্য হইতে লোক মনোনীত করিয়া, সংখ্যা পূর্ণ করা যাইতে পারিবে।

বিশেষ জুরির সহযোগে বিচার হইবার কথা।

(৩) কোন রাজধানীতে কোন ব্যক্তির বিচার হইলে (ক) যে অপরাধে প্রাণদণ্ড হইতে পারে, তাহার নামে এমত অপরাধের অভিযোগ হইলে কিম্বা।

(খ) অন্য কোন স্থলে হাইকোর্টের এক জন জজ আদেশ করিলে, পশ্চান্নির্দ্দিষ্ট বিশেষ জুরির ফর্দ্দ হইতে জুররদিগকে মনোনীত করা যাইবে।

জুরির নাম ডাকিবার কথা।

২৭৭ ধারা। জুরির এক এক ব্যক্তি মনোনীত হইলে, তাঁহার নাম উচ্চৈঃস্বরে ডাকা যাইবে, ও উপস্থিত হইলেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে, এই ব্যক্তির দ্বারা তোমার বিচার হইবার কোন আপত্তি আছে কি না।

জুরির কোন ব্যক্তির বিষয়ে আপত্তির কথা।

অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অভিযোক্তা জুরির ঐ ব্যক্তির বিষয়ে আপত্তি করিতে পারিবেন, ও তাঁহার সেই আপত্তির কারণ জানাইতে হইবে।

কারণ না জানাইয়া আপত্তি করিবার কথা।

কিন্তু হাইকোর্টে মহারাণীর পক্ষে আট পর্য্যন্ত ব্যক্তির বিষয়ে ও অভিযুক্ত একই কি সকল ব্যক্তির পক্ষে আট পর্য্যন্ত ব্যক্তির বিষয়ে কারণ না জানাইয়া আপত্তি করিবার অনুমতি থাকিবে।

আপত্তির কারণের কথা।

২৭৮ ধারা। পশ্চাল্লিখিত কোন কারণে জুরির কোন ব্যক্তির বিষয়ে যে আপত্তি করা যায়, তাহা আদালতের হৃদ্বোধজনক হইলে গ্রাহ্য হইবে, অর্থাৎ,

(ক) কোন ব্যক্তির পক্ষপাতী হওয়া অনুমান কিম্বা তিনি পক্ষপাতী আছেন বলিয়া যে আপত্তি।

(খ) ব্যক্তি বিশেষের বিষয়ে আপত্তি, যথা, তিনি ভিন্নদেশীয় লোক, কিম্বা প্রচলিত কোন আইনমতে কিম্বা আইনের তুল্য বলবৎ কোন বিধিমতে যে যে গুণ থাকা আবশ্যক তাঁহার এমত কোন গুণের অভাব আছে কিম্বা তাঁহার বয়স ২১ বৎসরের কম বা ৬০ বৎসরের অধিক বলিয়া যে আপত্তি।

(গ) তিনি আচারক্রমে কিম্বা ধর্ম্মসংক্রান্ত মানত করিয়া সাংসারিক সমস্ত বিষয় চিন্তা ত্যাগ করিয়াছেন।

(ঘ) ঐ ব্যক্তি সেই আদালতে কি তাহার অধীন কোন পদে নিযুক্ত আছেন।

(ঙ) তিনি পোলীস সংক্রান্ত কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন, কিম্বা তাঁহার প্রতি পোলীস সংক্রান্ত কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছে।

(চ) যে অপরাধ হেতুক তিনি আদালতের বিবেচনামতে জুরির কর্ম্ম করিতে অযোগ্য হন, তাঁহার এমত কোন অপরাধ পূর্ব্বে নির্ণয় হইয়াছে।

(ছ) সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া যায় কিম্বা দোভাষী যে ভাষায় অর্থ করিয়া দেন তিনি তাহা বুঝিতে পারিবেন না।

(জ) আদালতের বিবেচনামতে অন্য যে গতি প্রযুক্ত ঐ ব্যক্তির জুররের কর্ম্ম করা অনুচিত হয়, এমত কোন গতিক থাকার হেতু।

আপত্তি নিষ্পত্তির কথা।

২৭৯ ধারা। কোন জুরর সম্বন্ধে যে আপত্তি করা যায়, সেই আপত্তি গ্রাহ্য কি না, এই বিষয়ে আদালত নিষ্পত্তি করিবেন, ও আদালতের সেই নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করা যাইবে ও চূড়ান্ত হইবে।

যে জুররের বিরুদ্ধে আপত্তি গ্রাহ্য হয়, তাহার স্থানে অন্য লোক নিয়োগের কথা।

আপত্তি গ্রাহ্য হইলে জুরিকে ডাকিবার সময়মতে অন্য যে ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকেন, ঐ ব্যক্তির পরিবর্ত্তে তাঁহাদের অন্যতর ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যাইবে। ২৭৬ ধারার বিধানমতে তাঁহাকে মনোনীত করা যাইবে। অন্য ব্যক্তি না থাকিলে জুরির ফর্দ্দে যাঁহার নাম লেখা আছে, এমত অন্য যে ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকেন কিম্বা আদালত অন্য যাঁহাকে জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত জ্ঞান করেন, এমন কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যাইবে। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে, সেই ব্যক্তির বিষয়ে ২৭৮ ধারামত কোন আপত্তি না হয়, হইলেও গ্রাহ্য না হয়।

জুরির প্রধান ব্যক্তির কথা।

২৮০ ধারা। জুরির সংখ্যা পূর্ণ হইলে তাঁহারা আপনাদের এক জনকে অধিপতি বলিয়া নিযুক্ত করিবেন।

ঐ অধিপতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই এই, জুরি কোন বিষয়ে বিবেচনা করিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র বসিলে তিনি অধ্যক্ষতা করিবেন ও আদালতে জুরির নিষ্পত্তি জ্ঞান করিবেন এবং জুরিরা কোন জুরর আদালতের নিকট কোন সংবাদ জানিতে চাহিলে তিনিই সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

ঐ জুরির অধিপতি পদে কে নিযুক্ত হইবেন, এতদ্বিষয়ে জজ যে সময় যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন, সেই সময় মধ্যে যদি তাঁহাদের অধিকাংশের এক মত না হয়, তবে আদালত ঐ অধিপতিকে মনোনীত করিবেন।

জুররদিগকে শপথ দিবার কথা।

২৮১ ধারা। জুরির অধিপতি নিযুক্ত হইলে ভারতবর্ষীয় শপথ বিষয়ক ১৮৭৩ সালের আইনমত জুররদিগকে শপথ দেওয়া যাইবে।

জুরর উপস্থিত থাকিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২৮২ ধারা। জুরির দ্বারা কোন মোকদ্দমার বিচারকার্য্য চলিতেছে, এমন সময়ে যদি নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ঐ জুরির কোন ব্যক্তি উপযুক্ত কোন কারণে ঐ বিচারের তাবৎ কাল উপস্থিত থাকিতে না পারেন কিম্বা জুরির অন্যতর ব্যক্তি অনুপস্থিত হইলেও যদি তাঁহাকে উপস্থিত করান যাইতে না পারে, কিম্বা যদি দেখা যায় যে, জুরির কোন ব্যক্তি যে ভাষায় সাক্ষ্য দেওয়া হয়, সেই ভাষা বুঝিতে পারেন না কিম্বা ঐ সাক্ষ্য দোভাষির দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া গেলে যে ভাষায় তাহা বুঝাইয়া দেওয়া যায়, সেই ভাষা বুঝিতে পারেন না, তবে একজন নূতন জুরর গ্রহণ করা যাইবে, কিম্বা ঐ জুরির সমুদয় ব্যক্তিকে বিদায় করা যাইবে ও নূতন জুরী মনোনীত হইবেন।

ঐরূপ প্রত্যেক স্থলে মোকদ্দমার প্রথমাবধি পুনশ্চ বিচার হইবে।

২৮২ ধারা। ৩৩২ ধারা দেখ।

আসামীর পীড়া হইলে জুরিকে বিদায় করিয়া দিবার কথা।

২৮৩ ধারা। আসামী পীড়া প্রযুক্ত আদালতের সম্মুখে থাকিতে না পারিলে জজ সাহেব জুরিকে বিদায় করিয়া দিতে পারিবেন।

ঘ।—আসেসর নির্ব্বাচনের বিধি।

এসেসরদিগকে যেরূপে মনোনীত করা যাইবে, তাহার কথা।

২৮৪ ধারা। এসেসরদের সহকারিতায় বিচার করিতে হইলে এসেসরদের কর্ম্ম করণার্থে যে ব্যক্তিদিগকে সমন করা যায়, জজ সাহেব যেমন উচিত বোধ করেন, তেমনি তাহাদের মধ্য হইতে দুই কিম্বা তদধিক এসেসর মনোনীত করা যাইবে।

২৮৪ ধারা। ২৭২। ৪৫১ ধারা দেখ।

এসেসর উপস্থিত থাকিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২৮৫ ধারা। এসেসরদের সাহায্যে কোন মোকদ্দমার বিচার হইতেছে এমন সময়ে নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে কোন এসেসর উপযুক্ত কোন কারণে বিচারের শেষ না হওন পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিতে না পারিলে, অথবা অনুপস্থিত হইলেও তাহাকে উপস্থিত করা যাইতে না পারিলে, অন্য এক কি অধিক জন এসেসরের সাহায্যে ঐ বিচার কার্য্য চলিবে।

বিচারকরণ সময়ে সকল এসেসরেরই উপস্থিত হইবার বাধা হইলে কিম্বা তাঁহারা আপনারাই অনুপস্থিত হইলে, আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত হইবে ও অন্য এসেসরদিগের সহকারিতায় মোকদ্দমার নূতন বিচার হইবে।

২৮৫ ধারা। ৩৩২ ধারা দেখ।

ঙ।—অভিযোগের ও প্রতিবাদের সমাপ্তি পর্য্যন্ত মোকদ্দমার বিচারের বিধি।

অভিযোগের মোকদ্দমা সূচনার কথা।

২৮৬ ধারা। জুরর ও এসেসরদিগকে মনোনীত করা গেলে যে অপরাধের অভিযোগ

হইয়াছে, অভিযোক্তা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি কিম্বা অন্য আইন হইতে সেই অপরাধের বর্ণনা পাঠ করিয়া এবং যে সাক্ষ্য দ্বারা তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ প্রমাণ করিতে চাহেন সংক্ষেপে তাহা বলিয়া স্বীয় মোকদ্দমার সূচনা করিবেন।

সাক্ষীদের পরীক্ষা লইবার কথা।

তদনন্তর তিনি আপনার সাক্ষীদের পরীক্ষা লইবেন।

২৮৬ ধারা। সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১৬৬ ধারা দেখ।

মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লওয়া গেলে তাহা প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবার কথা।

২৮৭ ধারা। যে মাজিষ্ট্রেট সমর্পণ করেন, তাঁহার দ্বারা বা তাঁহার সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা হইয়া যথাবিধি লিপিবদ্ধ করা গেলে তাহা অভিযোক্তা প্রমাণস্বরূপ দিবেন ও তাহা প্রমাণস্বরূপ পাঠ করা যাইবে।

প্রথমস্থলীয় তদন্ত লইবার সময় যে সাক্ষ্য দেওয়া যায়, তাহা গ্রাহ্য হইবার কথা।

২৮৮ ধারা। যে সাক্ষীকে উপস্থিত ও পরীক্ষা করা যায়, সমর্পণকারী মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তাহার যে সাক্ষ্য লওয়া গিয়াছিল, তাহা যদি নিয়মিতরূপে অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে লওয়া গিয়া থাকে, তবে আধিপত্যকারী জজের বিবেচনামতে তাহা মোকদ্দমার প্রমাণ মধ্যে ধরা যাইতে পারিবে।

অভিযোগের সাক্ষীদের পরীক্ষার পর কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৮৯ ধারা। অভিযোগের সপক্ষ সাক্ষীদের পরীক্ষা ও যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লওয়া যায়, তাহা সমাপ্ত হইলে পর, অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহে কি না তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করা যাইবে।

সে যদি না বলে তবে অভিযোক্তা মোকদ্দমার সার ব্যক্ত করিবেন। তাহা হইলে পর যদি আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ যে করিয়াছে, ইহার সাক্ষ্য নাই এরূপ বিবেচনা করেন, তবে এসেসরদের সহকারিতায় মোকদ্দমার বিচার করিলে আপনার নির্ণয় লিপিবদ্ধ করিতে ও জুরির দ্বারা বিচার হইলে জুরির প্রতি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ জানাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অনেক অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকিলে তন্মধ্যে কেহ সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহি বলে এবং আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ যে করিয়াছে ইহার সাক্ষ্য নাই এরূপ বিবেচনা করেন, তবে এসেসরদের সহকারিতায় মোকদ্দমার বিচার হইলে আপনার নির্ণয় লিপিবদ্ধ করিতে ও জুরির দ্বারা বিচার হইলে জুরির প্রতি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ জানাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অনেক অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকিলে তন্মধ্যে কেহ সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহি বলে, এবং যদি আদালত বিবেচনা করেন যে, সেই ব্যক্তি অপরাধ

যে করিয়াছে ইহার সাক্ষ্য আছে, কিম্বা সে সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহি না বলিলে, যদি অভিযোক্তা মোকদ্দমার সার ব্যক্ত করেন ও আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ যে করিয়াছে ইহার সাক্ষ্য আছে এরূপ বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রতিবাদকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ দিবেন।

প্রতিবাদের কথা।

২৯০ ধারা। অনন্তর অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা তাহার সপক্ষ উকীল যে বৃত্তান্ত কি ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিতে চাহেন ও তাঁহার বিবেচনায় অভিযোগের সাক্ষ্য সম্বন্ধে যে কথা বলা আবশ্যক হয়, তাহা বলিয়া স্বীয় প্রতিবাদ সূচনা করিবেন। তৎপরে তাঁহার সপক্ষ সাক্ষী থাকিলে তাহাদের পরীক্ষা লইতে পারিবেন ও তাহাদের কূট পরীক্ষা ও পুনঃ পরীক্ষা করা গেলে তাহার পর আপনার মোকদ্দমার সার ব্যক্ত করিতে পারিবেন।

২৯০ ধারা। ২৫৬। ৩৪০ ধারা দেখ।

সাক্ষীদের পরীক্ষা লইতে ও তাহাদিগকে সমন করিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকারের কথা।

২৯১ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি পূর্ব্বে যে সাক্ষীর নাম দেয় নাই, এমত সাক্ষী উপস্থিত থাকিলে সে তাহার পরীক্ষা লইতে অনুমতি পাইবে। কিন্তু যে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করেন, তাঁহাকে সাক্ষীদের যে নাম নির্ঘণ্ট দেওয়া যায়, সেই নির্ঘণ্টপত্রে যে সাক্ষীদের নাম লেখা থাকে ২১১ ও ২৩১ ধারার বিধানের স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে সেই সেই ব্যক্তি ছাড়া অন্য ব্যক্তিদিগকে সমন করাইতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকার থাকিবে না।

২৯১ ধারা। কোন্ কোন্ সাক্ষীকে আসামী পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক তাহা নিশ্চয় করা সেশন জজের কর্ত্তব্য। সেশন জজ এরূপ না করিয়া এসেসরের সাহায্যে আসামীর দণ্ডবিধান করার পর সে বলিয়াছিল যে সে কতকগুলি সাক্ষীকে তলব করাইতে ইচ্ছুক ছিল, কিন্তু মাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে সমন করেন নাই, এস্থলে সেশন জজ সাহেবের দণ্ডাজ্ঞা রদ হইয়া আসামীর সাক্ষীদিগকে তলব করাইবার সুযোগ দিতে আজ্ঞা হইয়াছিল। (১২ উ. রি ২২),

আসামীর কোন আবশ্যক সাক্ষী, যাহার নামে সমন হইয়াছে, অনুপস্থিত থাকিলে, সেশন জজ মোকদ্দমা স্থগিত রাখিতে বাধ্য। (১৫ উ. রি. ৩৪),

অভিযোক্তার উত্তর দিবার অধিকারের কথা।

২৯২ ধারা। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ ২৮৯ ধারামতে জিজ্ঞাসিত হইলে, সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহি বলে, তবে অভিযোক্তার প্রত্যুত্তর করিবার অধিকার থাকিবে।

২৯২ ধারা। এই ধারার কথার অর্থানুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ ২৮৯ ধারামতে জিজ্ঞাসিত হইয়া যদি বলে যে সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহি, তবে অভিযোক্তার প্রত্যুত্তর করিবার অধিকার থাকিবে, কিন্তু মর্ম্মানুসারে বাস্তবিক সাক্ষ্য উপস্থিত না করিলে এরূপ অধিকার থাকে না। (ই. ল. রি. ১০ ক. ১৪০ ও ১২৫)।

জুরির কি এসেসরের দ্বারা স্থানাদি দৃষ্ট হইবার কথা।

২৯৩ ধারা। অমুক স্থানে অপরাধ হইয়াছে বলিয়া যে স্থানের উল্লেখ হয় অথবা

মোকদ্দমার অনুসন্ধান পক্ষে গুরুতর ব্যাপার যে স্থানে ঘটিয়াছে, জুরির কি এসেসরদের সেই স্থান দৃষ্টি করা বিহিত আদালত এমত বোধ করিলে সেই মর্ম্মের আজ্ঞা করিবেন। তাহা হইলে আদালতের কোন কার্য্যকারকের জিম্মায় ঐ জুরির কি এসেসরদের সমস্ত ব্যক্তিকে একত্র সেই স্থানে লইয়া যাওয়া যাইবে, ও আদালতের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ঐ স্থান দেখাইয়া দিবেন।

আদালতে ঐ কর্ম্মকারকের কর্ত্তব্য যে অপর কোন ব্যক্তিকে আদালতের অনুমতি না হইলে ঐ জুরির কি এসেসরদের কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে কি পত্রাদি দিতে কি কোন প্রকারে ইঙ্গিতাদি করিতে না দেয় এবং আদালত অনুরূপ আদেশ না দিলে সেই স্থান দৃষ্টি করিলে পর তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ আদালতে পুনরায় আনা যাইবে।

জুরির কোন ব্যক্তির কি এসেসরের পরীক্ষা যে স্থলে লওয়া হইতে পারিবে, তাহার কথা।

২৯৪ ধারা। জুরির কোন ব্যক্তি কিম্বা আসেসর নিজে কোন প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত অবগত থাকিলে জজ সাহেবকে তাঁহার সেই কথা জ্ঞাত করা কর্ত্তব্য। তাহা করিলে অন্য কোন সাক্ষীর ন্যায় তাঁহার পরীক্ষা ও কূট পরীক্ষা ও পুনঃপরীক্ষা লওয়া যাইতে পারিবে।

২৯৪ ধারা। জজ সাহেবকেও এরূপ সাক্ষীর ন্যায় পরীক্ষা করা যাইতে পারে। (১৩ উ. রি. ৬০; ৪ বে. ল. রি. ১৫)।

অধিবেশন করিবার দিনান্তর নিরূপণ হইলে জুরির কি এসেসরদের উপস্থিত হইবার কথা।

২৯৫ ধারা। যদি বিচারকার্য্য স্থগিত হইয়া ঐ কার্য্যানুষ্ঠানের অন্য দিন নিরূপণ করা যায়, তবে সেই অন্য দিনে এবং বিচারকার্য্যের সমাপ্তি না হওন পর্য্যন্ত তৎপশ্চাৎ প্রত্যেক অধিবেশন কালে জুরির বা এসেসরদের উপস্থিত হইতে হইবে।

২৯৫ ধারা। ৩৩২ ধারা দেখ।

জুরিকে বদ্ধ রাখিবার কথা।

২৯৬ ধারা। কোন মোকদ্দমার বিচার করিতে এক দিনের অধিক লাগিলে, হাইকোর্ট সময়ে সময়ে জুরির ব্যক্তিদের একত্র থাকিবার বিধি করিতে পারিবেন, ও জুরির ব্যক্তিদিগকে কোর্টের কোন কর্ম্মকারকের জিম্মায় একত্র রাখিতে হইবে কি না, ও যে প্রকারে রাখা যাইবে, কিম্বা তাঁহারা স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন, এই বিষয়ে আধিপত্যকারী জজ উক্ত বিধি প্রবল মানিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

চ।—জুরির বিচারিত মোকদ্দমায় বিচার সমাপ্তির বিধি।

জুরির প্রতি উপদেশের কথা।

২৯৭ ধারা। জুরির বিচারিত মোকদ্দমায় প্রতিবাদের সপক্ষ কার্য্য সমাপ্ত হইলে এবং অভিযোক্তা প্রত্যুত্তর করিলে সেই প্রত্যুত্তর সমাপ্ত হইলে পর আদালত অভিযোগের

ও প্রতিবাদের সপক্ষ সাক্ষ্যের সার ব্যক্ত করিয়া ও যে আইনমতে জুরির বিচার করিতে হইবে, সেই আইন ব্যক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে উপদেশ দিবেন।

২৯৭ ধারা। জজ সাহেব জুরিগণকে যে উপদেশ দেন, তাহা সমস্ত লেখার কোন প্রয়োজন নাই, কেবল সারাংশ লেখা আবশ্যক। ৩৬৭ ধারা দেখ।

যদি এই ধারার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া জজ সাহেব জুরিগণকে প্রমাণের সারাংশ না বলেন, তবে পুনর্ব্বিচারের আদেশ হইবে। (৯ উ. রি. ৫১)।

জুরিকে উপদেশ দিবার সময়ে আসামীর চরিত্র সম্বন্ধে জজ সাহেবের কিছু বলা কর্ত্তব্য নহে। দণ্ডবিধান কালীন তদ্বিষয়ে তাঁহার বিবেচনা উচিত। (১০ উ. রি ৩৯)।

জজ সাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

২৯৮ ধারা। তদ্রূপ মোকদ্দমায় জজ সাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই এই।—

(ক) তিনি বিচারকালে উত্থিত আইন ঘটিত সমস্ত বিবাদ, বিশেষতঃ যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয়, সেই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক কি না এই বিষয়ের সকল বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন ও যে সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয় তাহা গ্রাহ্য কি না ও উভয় পক্ষদ্বারা কি তাঁহাদের পক্ষে যে প্রশ্ন করা হয়, তাহা উপযুক্ত কি না ইহা নির্ণয় করিবেন এবং যে সাক্ষ্য অগ্রাহ্য অন্যতর পক্ষ তদ্বিষয়ে আপত্তি করিলে বা না করিলেও তিনি স্বীয় বিবেচনামতে তাহা উপস্থিত করিতে বারণ করিবেন।

(খ) বিচারকালে যে দলীল প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করা যায়, তাহার অর্থ ও ভাব নির্ণয় করিবেন।

(গ) বিষয় বিশেষে সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে, এই নিমিত্ত বৃত্তান্তঘটিত যে সকল বিষয়ের প্রমাণ করা আবশ্যক, তাহা নির্ণয় করিবেন।

(ঘ) কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে তাহা আপনার বিবেচ্য না জুরির বিবেচ্য তিনি ইহাও নির্ণয় করিবেন ও সেই বিষয়ে তাঁহার নির্ণয় দ্বারা জুরি বদ্ধ হইবে।

জজ সাহেব যে সময়ে প্রমাণাদির সার ব্যক্ত করেন সেই সময়ে উচিত, বোধ করিলে জুরির নিকট আনুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তঘটিত কোন বিষয়ে কিম্বা আইন ও বৃত্তান্ত এই দুইয়ের মিশ্রিত কোন বিষয়ে আপনার মত জানাইতে পারিবেন।

উদাহরণ।

(ক) কোন ব্যক্তিকে সাক্ষিস্বরূপে ডাকা না গেলেও তিনি কোন উক্তি করিলে এবং কোন ভাবগতিকে তাঁহার উক্তির প্রমাণ গ্রাহ্য হওয়াতে তাঁহার সেই উক্তির প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয়।

এই স্থলে সেই ভাবগতিকের প্রমাণ হইয়াছে কি না এই বিষয়ের নিষ্পত্তি করা জজ সাহেবের কর্ত্তব্য, জুরির কর্ত্তব্য নয়।

(খ) আসল দলীল হারাইয়াছে কি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া ঐ দলীলের গৌণ সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয়।

আসল দলীল হারাইয়াছে কি নষ্ট হইয়াছে কি না ইহা নির্ণয় করা জজসাহেবের কর্ত্তব্য।

২৯৮ ধারা। "বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক কি না"—এই বিষয়ে সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৩ এবং ৫ হইতে ৫৫ ধারা দেখ।

প্রমাণাদির সার ব্যক্ত করার সময়ে প্রত্যেক সামান্য সামান্য বিষয়ের উল্লেখ করা জজ সাহেবের পক্ষে অসম্ভব। প্রধান প্রধান অবস্থাগুলির উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট। (ই. ল. রি. ৭ ক, ৪২)।

জুরির কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

২৯৯ ধারা। জুরির কর্ত্তব্য এই এই।—

(ক) বৃত্তান্তের কোন ভাবটি সত্য ইহা নির্ণয় করিবেন এবং জজ সাহেবের আদেশ মতে তাঁহাদের সেই ভাবানুসারে যে মীমাংসা করা উচিত তাহা করিবেন।

(খ) আইনের কথা ছাড়া পারিভাষিক কথা ও শব্দের অপ্রসিদ্ধ ভাব ধরিয়া যাহার ব্যবহার হয় এমত কথা কোন দলীলে লেখা থাকিলে কি না থাকিলেও যদি তাহার অর্থ নির্ণয় করা আবশ্যক হয়, তবে তাহার অর্থ নির্ণয় করিবেন।

(গ) আইনে যে সকল কথা বৃত্তান্তঘটিত কথা বলিয়া ব্যক্ত হয়, সেই সকল কথা নির্ণয় করিবেন।

(ঘ) সাধারণ ও অনির্দ্দিষ্ট অর্থের কথা বিশেষ কোন স্থলে খাটে কি না ইহা নির্ণয় করিবেন। কিন্তু সেই কথা আইন অনুযায়ী কার্য্যপ্রণালী সম্পর্কীয় কথা হইলে, কিম্বা আইনে সেই কথার অর্থ নির্দ্ধারিত থাকিলে, এমত একতর স্থলে তাহার অর্থ নির্ণয় করা জজ সাহেবের কর্ত্তব্য।

উদাহরণ।

(ক) বলরামকে বধ করিয়াছে বলিয়া আনন্দের বিচার হয়। বধ ও অপরাধ ঘটিত নরহত্যা এই দুই অপরাধের মধ্যে যে বিশেষ থাকে, জুরির নিকট তাহা ব্যক্ত করা এবং বৃত্তান্তের কিরূপ ভাব দৃষ্টে আনন্দকে বধাপরাধী বলিয়া কিম্বা অপরাধঘটিত নরহত্যার অপরাধী বলিয়া নির্ণয় করিতে হইবে ও কিরূপ ভাব দৃষ্টে তাহাকে নির্দ্দোষ করিতে হইবে এই সকল কথা জ্ঞাত করা জজ সাহেবের কর্ত্তব্য।

বৃত্তান্তের কোন্ ভাবটি যথার্থ ইহা নির্ণয় করা এবং জজ সাহেব যে উপদেশ দেন, তাহা ঠিক হউক কি নাই হউক ও জুরি তাহাতে সম্মত হইলেও সেই উপদেশানুসারে মীমাংসা করা জুরির কর্ত্তব্য।

(খ) বিশেষ কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তির যুক্তিমত প্রতীতি ছিল কি না। কোন কর্ম্ম যুক্তিমত কৌশলক্রমে কিম্বা উপযুক্ত যত্নক্রমে করা গিয়াছে কি না।

এই এই প্রশ্ন জুরির বিবেচ্য।

২৯৯ ধারা। দুইটী পরস্পর বিপরীত কথা বলার কারণে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অভিযোগে উক্ত দুইটী কথার মধ্যে কোনটী সত্য আর কোনটি মিথ্যা জুরিদের স্থির করা অনাবশ্যক, অভিযোগপত্রানুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী কি না নির্ণয় করাই যথেষ্ট। (২১ উ. রি. ৭৩ ; ১৩ বে. ল. রি. ৩২৪ নো)।

বিবেচনা করিবার জন্য জুরির বিরলে যাইবার কথা।

৩০০ ধারা। জুরির বিচারিত মোকদ্দমায় জজ সাহেবের উপদেশ সমাপ্ত হইলে কিরূপ মীমাংসা করা কর্ত্তব্য, ইহা বিবেচনা করিবার জন্যে তাঁহারা বিরলে যাইতে পারিবেন।

আদালতের অনুমতি বিনা জুরর ভিন্ন অন্য কেহ সেই জুরির কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা কহিতে কিম্বা তাঁহাকে পত্রাদি দিতে কিম্বা ইঙ্গিতাদি করিতে পারিবে না।

মীমাংসা জানাইবার কথা।

৩০১ ধারা। জুরি মীমাংসা বিবেচনা করিলে পর, তাঁহাদের অধিপতি সেই মীমাংসা কিম্বা অধিকাংশ ব্যক্তির মীমাংসা আদালতে জানাইবেন।

জুরির ঐক্যবাক্য না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩০২ ধারা। জুরির ঐক্যবাক্য না হইলে জজ সাহেব তাঁহাদিগকে আরও বিবেচনা করিবার নিমিত্ত বিরলে যাইবার আদেশ করিতে পারিবেন। পরে জজ সাহেবের বিবেচনায় উপযুক্ত সময় গত হইলে পর জুরি একমত না হইলেও তাঁহারা মীমাংসা প্রকাশ করিতে পারিবেন।

৩০২ ধারা। কেবল জুরিরা একবাক্য না হইলে জজ সাহেব তাঁহাদিগকে আরও বিবেচনা করিবার নিমিত্ত বিরলে যাইবার আদেশ করিতে পারেন, একবাক্য হইলে তাঁহাদের মীমাংসা অবশ্য গ্রাহ্য করিতে হইবে।

একটী জ্ঞানকৃত বধের অভিযোগে জুরি মত প্রকাশ করিলেন যে, আসামী নবদ্বীপ ঘোষকে অবশ্য হত্যা করিয়াছে, এবং মৃত নবদ্বীপ আসামীকে বাগাক্ত করিয়া আত্মদমনে অসমর্থ করে নাই; কিন্তু আসামী জ্ঞানকৃত বধের অপরাধী নহে, কারণ নবদ্বীপকে হত্যা করার তাহার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। জজ জুরিকে পুনর্ব্বিবেচনা করিতে বলেন, জুরি পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া আসামীকে জ্ঞানকৃত বধের অপরাধী বলিলেন: কলিকাতা হাইকোর্ট বলিলেন ঠিক হইয়াছে। (১ উ. রি ৫০)।

প্রত্যেক অভিযোগ ধরিয়া মীমাংসা করিবার কথা।

জুরিকে জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করিতে পারিবার কথা।

৩০৩ ধারা। আদালত প্রকারান্তরের আদেশ না করিলে যে যে অভিযোগ অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হয়, জুরি সেই সেই অভিযোগ ধরিয়া মীমাংসা জানাইবেন ও তাঁহাদের মীমাংসা নিশ্চয়মতে জানিবার নিমিত্ত যে যে প্রশ্ন করা আবশ্যক, জজ সাহেব তাঁহাদের নিকট সেই সেই প্রশ্ন করিতে পারিবেন।

প্রশ্ন ও উত্তর লিখিয়া রাখিবার কথা।

সেই সেই প্রশ্ন ও তাহার উত্তর লিখিয়া রাখিতে হইবে।

৩০৩ ধারা। সেশন জজ জুরিদিগকে তাঁহাদিগের মীমাংসা সম্বন্ধে কূট প্রশ্ন করিতে পারেন না। তাঁহাদিগের মীমাংসা নিশ্চয়মতে জানিবার নিমিত্ত যে যে প্রশ্ন আবশ্যক তাহাই করিতে পারেন। জুরীর মীমাংসার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে জজের অধিকার নাই। (২০ উ. রি ৫০)।

মীমাংসা সংশোধনের কথা।

৩০৪ ধারা। ঘটনা বা ভ্রান্তিক্রমে অন্যায় মীমাংসা জানান গেলে তাহা লিখিত হইবার

পূর্ব্বে কি অব্যবহিত পরে জুরি ঐ মীমাংসা সংশোধন করিতে পারিবেন এবং শেষে যদ্রূপ সংশোধন করা যায় তাহা তদ্রূপই থাকিবে।

৩০৪ ধারা। এই ধারাটী নূতন।

হাইকোর্টে মীমাংসা যে সময়ে প্রবল হইবে, তাহার কথা।

৩০৫ ধারা। হাইকোর্টে বিচারিত মোকদ্দমায় জুরির সকল ব্যক্তি আপনাদের মত সম্পর্কে একবাক্য হইলে, কিম্বা তাঁহাদের ছয় জন পর্য্যন্ত একবাক্য ও জজ সাহেব তাঁহাদের মতে সম্মত হইলে জজ সাহেব উক্ত মতানুসারে নিষ্পত্তি করিবেন।

তদ্রূপ কোন মোকদ্দমায় জুরির সকল ব্যক্তি একবাক্য হইবেন না, তাঁহারা ইহা অবোধমতে জানিলে, কিন্তু ছয় জন একবাক্য হইলে, তাঁহাদের মুখ্য ব্যক্তি জজ সাহেবকে সেই কথা জানাইবেন।

অন্য স্থলে জুরিকে বিদায় দিবার কথা।

সেই অধিকাংশ ব্যক্তিদের মতে জজ সাহেব সম্মত না হইলে, তিনি জুরিকে বিদায় করিয়া দিবেন।

তাঁহাদের ছয় জন পর্য্যন্ত একবাক্য না হইলে, জজ সাহেব যতকাল যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন, ততকাল অপেক্ষা করিয়া জুরিকে বিদায় করিয়া দিবেন।

মীমাংসা সেশন আদালতে যে সময়ে প্রবল হইবে, তাহার কথা।

৩০৬ ধারা। সেশন আদালতে বিচারিত মোকদ্দমায় জুরির কিম্বা তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তির যে মীমাংসা হয়, জজ সাহেব তদ্ভিন্ন মত ধার্য্য করা আবশ্যক জ্ঞান না করিলে তদনুসারে নিষ্পত্তি করিবেন।

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করা যায়, তবে জজ সাহেব তাহার নির্দ্দোষ হওনের আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয়, তবে জজ সাহেব আইনানুসারে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন।

৩০৬ ধারা। জুরি আসামীকে অপরাধী বলিয়া মীমাংসা করিলে, যদিও জজ তাহাতে একমত না হন, তত্রাচ অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া উচিত, নামমাত্র শাস্তি দেওয়া যথেষ্ট নহে। (মা. হা. কো. প্র. ৮। ১১। ৬৬; ওয়াইর ৩০৪; ৩ উ. রি ১৬ ক. ল)।

জুরির মীমাংসার সহিত সেশন জজ সাহেবের মতে অনৈক্য হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩০৭ ধারা। তদ্রূপ কোন মোকদ্দমায় যে যে অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হয়, তৎসমুদয়ের কি তন্মধ্যে কোনটীর সম্বন্ধে জুরির কিম্বা তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তির মতের সহিত সেশন জজ সাহেবের মতের যদি এত অনৈক্য হয় যে ন্যায় বিচারের পক্ষে তিনি হাইকোর্টে মোকদ্দমা অর্পণ করা আবশ্যক জ্ঞান করেন, তাহা হইলে আপন মতের হেতু লিখিয়া ও জুরিদের মীমাংসা নির্দ্দোষ নির্ণয়ের হইলে তাঁহার বিবেচনায় যে অপরাধ করা হইয়াছে, তাহা লিখিয়া ঐ মোকদ্দমা অর্পণ করিবেন।

যখন জজ সাহেব এই ধারামতে মোকদ্দমা অর্পণ করেন, যে যে অভিযোগে অভিযুক্ত

ব্যক্তির বিচার হয়, তন্মধ্যে কোনটীর সম্বন্ধে তিনি নির্দ্দোষ নির্ণয়ের কি অপরাধ নির্ণয়ের নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করিবেন না, কিন্তু তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুনরায় হেফাজতে রাখিবার কি তাহার স্থানে হাজিরজামিন লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

হাইকোর্ট আপীল হইলে যে সকল ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন, তদ্রূপ অর্পিত মোকদ্দমা লইয়া তন্মধ্যে কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন, কিন্তু যে অভিযোগ-পত্র প্রস্তুত করিয়া তৎসম্মুখে উপস্থিত করা যায়, তাহা লইয়া জুরি যদ্রূপে পারিতেন তদ্রূপে অভিযুক্ত ব্যক্তির নির্দ্দোষ নির্ণয় কি অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন। অপরাধ নির্ণয় করিলে সেশন আদালত যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিতেন, সেই দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৩০৭ ধারা। সেশন জজ সাহেব জুরির মীমাংসার সহিত মতান্তর হইলে এই ধারানুসারে মোকদ্দমা হাইকোর্টে পাঠাইতে পারেন। (ই. ল রি ৫ ক, ৮৭১),

ছ।—জুরিকে বিদায় দিবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনর্ব্বিচারের বিধি।

জুরিকে বিদায় করিয়া দিবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনশ্চ বিচার হইবার কথা।

৩০৮ ধারা। জুরিকে বিদায় করিয়া দেওয়া গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বদ্ধ করিয়া রাখা যাইবে কিম্বা স্থল বিশেষে হাজির জামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে ও অন্য জুরির দ্বারা তাহার বিচার হইবে। কিন্তু তাহার পুনশ্চ বিচার হওয়া উচিত নয়, জজ সাহেবের এই বিবেচনা হইলে, তিনি অভিযোগপত্রে সেই মর্ম্মের কথা লিখিবেন ও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করণের তুল্য সেই কথার ফল হইবে।

জ।—এসেসরদিগের সহকারিতায় যে মোকদ্দমার বিচার হয়, তাহার সমাপ্তির বিধি।

এসেসরদের মত দিবার কথা।

৩০৯ ধারা। এসেসরদের সহকারিতায় মোকদ্দমার বিচার হইলে, প্রতিবাদের পর ও অভিযোক্তা উত্তর দিলে তাহার পর আদালত অভিযোগ ও প্রতিবাদের পক্ষে যে সাক্ষ্য থাকে, তাহার সার বলিয়া প্রত্যেক জন এসেসরকে বচনক্রমে আপনার মত জানাইতে আদেশ করিবেন ও ঐ মত লিপিবদ্ধ করিবেন।

নিষ্পত্তির কথা।

তদনন্তর জজ সাহেব আপনার নিষ্পত্তি দিবেন। কিন্তু তিনি এসেসরদের মতানুসারে চলিতে বাধ্য হইবেন না।

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয়, তবে জজ সাহেব আইন অনুসারে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন।

৩০৯ ধারা। প্রত্যেক এসেসর প্রত্যেক আসামীর বিরুদ্ধে প্রত্যেক অভিযোগ সম্বন্ধে পৃথক মত এবং মতের সংক্ষেপ কারণ প্রকাশ করিবেন, এবং জজ তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন। (২২ উ. রি. ৩৪)।

ঝ।—পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হইয়া থাকিলে কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হইয়া থাকিলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩১০ ধারা। জুরিদ্বারা কিম্বা এসেসরদের সাহায্যে বিচার হইলে, যদি পূর্ব্বে কোন অপরাধ নির্ণয় হইবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে কোন অপরাধ করিবার অভিযোগ হয়, তবে ২৭১, ২৮৬, ৩০৫, ৩০৬ ও ৩০৯ ধারায় যে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত রূপে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে।

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি পরবর্ত্তী অপরাধে অপরাধী বলিয়া স্বীকার না করিলে কিম্বা তাহার ঐ অপরাধ নির্ণয় না হইলে, যতদিন স্বীকার বা অপরাধ নির্ণয় না হয় ততদিন অভিযোগপত্রের যে অংশে পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয়ের কথা লেখা থাকে, সেই অংশ আদালতে পাঠ করা যাইবে না, এবং অভিযোগপত্রের উক্তিমতে পূর্ব্বে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে কি না অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ইহা জিজ্ঞাসা করা যাইবে না।

(খ) যদি সে পরবর্ত্তী অপরাধে অপরাধী বলিয়া স্বীকার করে কিম্বা তাহার ঐ অপরাধ নির্ণয় হয়, তবে অভিযোগপত্রের উক্তিমত পূর্ব্বে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে কি না তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে।

(গ) ঐরূপে পূর্ব্বে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে সে এরূপ উত্তর দিলে, বিচারপতি তদনুসারে তাহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, কিন্তু ঐরূপে পূর্ব্বে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে সে ইহা অস্বীকার করিলে, কিম্বা ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করিলে বা না দিলে, জুরি কিম্বা স্থলবিশেষে আদালত ও এসেসরেরা উক্ত পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান লইবেন এবং এরূপ স্থলে জুরি দ্বারা বিচার হইলে জুরির অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে আবার শপথ দেওয়া আবশ্যক হইবে না।

এই ধারায় যাহা কিছু লিখা আছে, তৎসত্ত্বেও পরবর্ত্তী অপরাধের বিচার কালে পূর্ব্ববর্ত্তী দণ্ডের প্রমাণ দেওয় যাইতে পারে, যদি ১৮৭২ সালের ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক আইন অনুসারে উক্ত পূর্ব্ববর্ত্তী দণ্ডবিধান প্রাসঙ্গিক হয়।

ঞ।—হাইকোর্টের জুররদের ফর্দ্দের ও উক্ত কোর্টের জুররদিগকে ডাকিবার বিধি।

৩১১ ধারা [১৮৯১ সালের ১২ আইন দ্বারা রদ হইল]।

বিশেষ জুরির সংখ্যার কথা।

৩১২ ধারা। বিশেষ জুরির নামের ফর্দ্দে এককালে চারি শতের অধিক ব্যক্তির নাম লেখা যাইবে না।

সাধারণ ও বিশেষ জুরির নামের ফর্দ্দের কথা।

৩১৩ ধারা। হাইকোর্ট সময়ে সময়ে যে যে বিধি নির্দ্দেশ করেন, ক্লার্ক অফ দি ক্রাউন প্রতি বৎসর এপ্রেল মাসের প্রথম দিনের পূর্ব্বে সেই সেই বিধিমতে,

(ক) সাধারণ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত সকল ব্যক্তির নামের ফর্দ্দ ও

(খ) যাঁহারা বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার যোগ্য তাঁহাদেরও নামের ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবেন। শেষোক্ত ফর্দ্দ প্রস্তুত করিতে গেলে তিনি ঐ ব্যক্তিদের সম্পত্তি ও সদাচার ও বিদ্যাবত্তা লক্ষ্য করিয়া নাম লিখিবেন।

পূর্ব্ব কোন বৎসরের বিশেষ জুরির নামের ফর্দ্দের মধ্যে নাম লেখা গিয়াছে,' কেবল এই কারণে কোন ব্যক্তি বিশেষ জুরির নামের মধ্যে আপনার নাম লিখাইবার দাওয়া রাখিতে পারিবেন না।

কলিকতার হাইকোর্ট হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল সাহেব এবং অন্য কোন হাইকোর্ট হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় বেতনভোগী কোন কর্ম্মকারককে জুরির কর্ম্ম করণ হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন।

যে কর্ম্মকারক ফর্দ্দ প্রস্তুত করেন তাঁহার স্ববিবেচনামতে কর্ম্ম করিবার কথা।

ক্লার্ক অফ দি ক্রাউন পূর্ব্বোক্ত বিধি মানিয়া স্বায় বিবেচনামতে যদ্রূপ উচিত বোধ করেন তদ্রূপ ঐ ফর্দ্দ প্রস্তুত করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতাপন্ন হইবেন। তাঁহার নিষ্পত্তির উপর আপীল নাই, পুনরালোচনাও নাই।

প্রাথমিক ও সংশোধিত ফর্দ্দ প্রকাশ করিবার কথা।

৩১৪ ধারা। যে কর্ম্মকারক সাধারণ জুরির এবং বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিদের নামের ফর্দ্দ প্রস্তুত করেন, তিনি সেই ফর্দ্দের পাণ্ডুলিপিতে স্বাক্ষর করিয়া তাহা প্রস্তুত করিবার পর এপ্রেল মাসের ১৫ই তারিখের পূর্ব্বে স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে একবার প্রকাশ করিবেন।

সাধারণ জুরির ও বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিদের নামের সংশোধিত ফর্দ্দ পূর্ব্বোক্তমতে স্বাক্ষরিত হইয়া প্রস্তুত হইলে পর মে মাসের প্রথম দিবসের পূর্ব্বে স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে একবার প্রকাশ করা যাইবে।

উক্ত ফর্দ্দের নকল কোর্ট হৌসের কোন প্রকাশ্য স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

রাজধানী নগরে জুরির কর্ম্ম করিতে যত জনকে সমন করিতে হইবে, তাহার কথা।

৩১৫ ধারা। উক্ত সংশোধিত ফর্দ্দে যে ব্যক্তিদের নাম লেখা থাকে, প্রত্যেক রাজধানী নগরে প্রত্যেক সেশন সময়ে তাঁহাদের মধ্য হইতে যাহারা বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত তাঁহাদের অন্যূন সাতাইশ জনকে ও যাহারা সাধারণ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত তাঁহাদের অন্যূন চুয়ান্ন জনকে সমন করা যাইবে।

কোন ব্যক্তিকে একবার সমন করা গেলে পর যদি তাঁহাকে না লইয়া জুরির সংখ্যা পূর্ণ হইতে পারে, তবে ছয় মাসের মধ্যে তাঁহাকে আবার সমন করিতে হইবে না।

অতিরিক্ত সমনের কথা।

যে যে ব্যক্তিদিগকে সমন করা গেল, সেশনের কার্য্য চলন সময়ে তাঁহাদের সংখ্যা প্রচুর নয় জানা গেলে, অন্য যে ব্যক্তিরা পূর্ব্বোক্তমতে জুরির কর্ম্ম করিতে যোগ্য হন,

তাঁহাদের মধ্য হইতে আর যত জনের প্রয়োজন থাকে, তত জনকে ঐ সেশনের নিমিত্ত সমন করা যাইতে পারিবে।

রাজধানীর বাহিরে জুরির ব্যক্তিদিগকে সমন করিবার কথা।

৩১৬ ধারা। কোন হাইকোর্ট ফৌজদারী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত রাজধানী নগর ভিন্ন কোন স্থানে অধিবিষ্ট হইবার অভিপ্রায়ের নোটিস দিলে পর যে কোন আজ্ঞা করিয়া থাকেন, তৎস্থানের সেশন আদালত সেই আজ্ঞা প্রবল মানিয়া সেশন আদালতে জুরর ব্যক্তিদিগকে সমন করণার্থে পরে যে প্রকারের বিধান করা গেল, সেই প্রকারের স্বীয় জুরির ফর্দ হইতে যত জন জুররের প্রয়োজন তাহাদিগকে সমন দিবেন।

সৈনিক জুরির কথা।

৩১৭ ধারা। উক্ত সেশন আদালত জুরির ব্যক্তি বলিয়া যত জনকে সমন করিলেন পূর্ব্বোক্ত হাইকোর্টের সম্মুখে যে সকল ব্যক্তির নামে অপরাধের অভিযোগ হয়, তাহাদের বিচারের জন্যে ঐ ঐ ব্যক্তি ছাড়া আর যত জনকে লইয়া জুরি হইবে, তাঁহাদের সংখ্যা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত প্রয়োজন বোধ করিলে, কোর্ট যে স্থানে অধিবেশন করিবেন, তথা হইতে দশ মাইলের মধ্যবাসী প্রধান সেনাপতি সাহেবের সঙ্গে লিখন পঠন করিয়া শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর সৈন্যদলের সনন্দপ্রাপ্ত ও সনন্দ অপ্রাপ্ত কয়েকজন কর্ম্মচারীকে সমন করাইবেন।

যত জন কর্ম্মচারীকে তদ্রূপে সমন করা যায়, এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও, তাঁহারা ঐ জুরির কর্ম্ম করিবার যোগ্য হইবেন। কিন্তু উক্ত কর্ম্মচারীর সৈন্যসংক্রান্ত অত্যাবশ্যক কার্য্য থাকাতে কিম্বা সৈন্য সংক্রান্ত অন্য বিশেষ কারণে, প্রধান সেনাপতি সাহেব জুরির কর্ম্ম হইতে তাঁহার মুক্ত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাঁহাকে সমন করা যাইবে না।

জুরির কোন ব্যক্তি উপস্থিত না হইলে, তাহার কথা।

৩১৮ ধারা। কোন ব্যক্তিকে ৩১৫ কি ৩১৬ কি ৩১৭ ধারামতে সমন করা গেলে তিনি বৈধ কারণ না থাকিতেও সমনের আদেশমতে উপস্থিত না হইলে, কিম্বা উপস্থিত হইলেও জজ সাহেবের অনুমতি না পাইয়া চলিয়া গেলে, কিম্বা আদালতের কার্য্য স্থগিত হইয়া অন্য সময়ে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা পাইলেও সেই সময়ে উপস্থিত না হইলে, তাঁহাকে অবজ্ঞা করণের অপরাধী বলিয়া জ্ঞান হইবে, ও জজ সাহেব যত টাকা দণ্ড উচিত বোধ করেন, তাঁহার আজ্ঞামতে ঐ ব্যক্তির তত টাকা দণ্ড হইতে পারিবে, ও সেই দণ্ডের টাকা না দিলে, যতদিন না দেন, ততদিন তাঁহার দেওয়ানী জেলে কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

ট।—সেশন আদালতের জুররদের ও এসেসরদের নাম নির্দ্দিষ্ট করিবার ও তাহাদিগকে সমন দিবার বিধি।

জুরর ও এসেসর স্বরূপ কর্ম্ম করিতে হইবার কথা।

৩১৯ ধারা। কোন জেলার পশ্চাল্লিখিত ব্যক্তি ভিন্ন একবিংশ বৎসরাবধি ষষ্টি বৎসর

পর্য্যন্ত বয়সের যত পুরুষ বাস করেন, ঐ জেলার যে কোন বিচার হয়, তাহাতে তাঁহাদের জুরির ও এসেসরদের কর্ম্ম করিতে হইবে।

বর্জ্জিত ব্যক্তিদের কথা।

৩২০ ধারা। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা জুরির কি এসেসরের কর্ম্ম হইতে মুক্ত, অর্থাৎ:—

(ক) জেলার মাজিষ্ট্রেটের উর্দ্ধ শ্রেণীর যে সকল কর্ম্মকারক সিবিল কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা।

(খ) জজেরা।

(গ) রাজস্বের কি কষ্টমের কমিসনর ও কালেক্টর সাহেবেরা।

(ঘ) কষ্টম ডিপার্টমেণ্টে মাসুল চুরি নিবারণের কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিরা।

(ঙ) কালেক্টর সাহেব রাজস্ব আদায়ের কর্ম্মে নিযুক্ত যে সকল ব্যক্তিকে রাজকীয় কর্ম্ম প্রযুক্ত মুক্ত করা উচিত বোধ করেন, তাঁহারা।

( ) যাঁহারা আপন আপন ধর্ম্ম সম্পর্কীয় পৌরহিত্য কর্ম্ম করেন তাঁহারা ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত পদে নিযুক্ত অন্য ব্যক্তিরা।

(ছ) সৈন্য সম্পর্কীয় কর্ম্মে নিযুক্ত সকল ব্যক্তি, কিন্তু যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে, তদনুসারে উক্ত ব্যক্তিদিগকে বিশেষমতে ঐ কর্ম্ম করিবার যোগ্য করা গেলে তাঁহারা নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

(জ) চিকিৎসকেরা ও অন্য যে ব্যক্তিরা নিয়ত প্রকাশ্যরূপে চিকিৎসা কর্ম্ম করেন, তাঁহারা।

(ঝ) ডাকঘরের ও টেলিগ্রাফ বিভাগের কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিরা।

(ঞ) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৬৪০ ও ৬৪১ ধারার বিধানমতে যাঁহাদিগকে আদালতে স্বয়ং উপস্থিত না হইবার অনুমতি দেওয়া যায়, তাঁহারা।

(ট) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য যে ব্যক্তিদিগকে জুরির বা এসেসরের কর্ম্ম করিবার দায় হইতে মুক্ত করেন, তাঁহারা।

জুরির ও এসেসরদের নাম নির্ঘণ্টের কথা।

৩২১ ধারা। জুরর বা এসেসরস্বরূপ কর্ম্ম করিতে বাধ্য যে ব্যক্তিরা সেশন জজ ও জেলার কালেক্টর সাহেবের অথবা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে অন্য যে কার্য্যকারককে এতৎপক্ষে নিযুক্ত করেন, তাঁহার বিবেচনায় জুরির কি এসেসরের কর্ম্ম করিবার যোগ্য হন, এবং ২৭৮ ধারার (খ) অবধি (জ) পর্য্যন্ত প্রকরণক্রমে যাঁহাদের বিরুদ্ধে সকল রূপ আপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই, উক্ত সেশন জজ কি কালেক্টর সাহেব কিম্বা উক্ত অন্য কর্ম্মকারক বর্ণাবলীক্রমে তাঁহাদের নামের এক নির্ঘণ্টপত্র লিখিয়া প্রস্তুত করিবেন।

ঐ নির্ঘণ্টপত্রে উক্ত প্রত্যেক জনের নাম ও বাসস্থান ও পদ কি ব্যবসায় লেখা থাকিবে; ও তাঁহাদের কোন ব্যক্তি ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় লোক হইলে যে জাতীয় হন, তাহাও লেখা যাইবে।

নির্ঘণ্ট প্রচার করিবার কথা।

৩২২ ধারা। ঐ নির্ঘণ্টপত্রের প্রতিলিপি কালেক্টর সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের কাছারীতে, ও জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ও ডিষ্ট্রীক্ট কোর্টের আদালত ঘরে, ও সেই নির্ঘণ্টপত্রের লিখিত ব্যক্তিরা যে যে নগরে কি নগরের নিকটে বাস করেন, তাহার কোন প্রকাশ্য স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

নির্ঘণ্টের প্রতি আপত্তির কথা।

৩২৩ ধারা। সেই প্রত্যেক প্রতিলিপির নিম্নভাগে এই মর্ম্মের নোটিস লেখা থাকিবে যে ঐ নির্ঘণ্ট বিষয়ে কাহার আপত্তি থাকিলে সেশন জজ ও কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক অমুক সময়ে সেশন আদালত ঘরে ঐ আপত্তি শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

নির্ঘণ্ট সংশোধনের কথা।

৩২৪ ধারা। সেশন জজ সাহেব উক্ত আপত্তি শুনিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের সঙ্গে বসিবেন ও ঐ নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ঐ নির্ঘণ্টপত্র সংশোধন করিবেন, ও তৎসংশোধনে যাহাদের স্বার্থ থাকে, এমত কোন ব্যক্তি আপত্তি করিলে তাহা শুনিবেন, কোন ব্যক্তিকে জুরির কি এসেসরদের কর্ম্ম করিবার অযোগ্য বিবেচনা করিলে কিম্বা ৩২০ ধারামতে সেই কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি পাইবার যে বিধান আছে, কোন ব্যক্তি সেই বিধানমতে নিষ্কৃতি চাহিলে তাঁহারা তাঁহাদের নাম উঠাইয়া ঐ কর্ম্মের যোগ্য অন্য যে ব্যক্তির নাম তন্মধ্যে লেখা যায় নাই, তাহা লিখিবেন।

সেশন জজ সাহেবের ও কালেক্টর সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের মতের অনৈক্য হইলে নির্ঘণ্টপত্র হইতে প্রস্তাবিত জুররের কি এসেসরের নাম উঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

সেশন জজ সাহেব ও কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক ঐ সংশোধিত-পত্রের প্রতিলিপিতে স্বাক্ষর করিয়া তাহা সেশন আদালতে পাঠাইবেন।

সেশন জজ সাহেব ও কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক ঐ নির্ঘণ্টপত্র প্রস্তুত ও সংশোধন করণ সম্পর্কীয় যে আজ্ঞা করেন, তাহা চূড়ান্ত হইবে।

এই ধারামতে নিষ্কৃতি পাইবার দাওয়া না করা গেলে পরে নির্ঘণ্টপত্র যৎকালে সংশোধিত হইবে, ততকাল পর্য্যন্ত দাওয়া পরিত্যাগ করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

বৎসর বৎসর ঐ পত্র সংশোধনের কথা।

৩২৫ ধারা। তদ্রূপে প্রস্তুত ও সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্র প্রতি বৎসর একবার সংশোধন করা যাইবে।

তদ্রূপ সংশোধিত নির্ঘণ্ট নূতন নির্ঘণ্টস্বরূপ জ্ঞান হইবে ও প্রথমবার প্রস্তুত নির্ঘণ্টের পূর্ব্বোক্ত সকল বিধি ঐ নূতন নির্ঘণ্টের প্রতি খাটিবে।

জুরর ও এসেসরদিগকে জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমন করিবার কথা।

৩২৬ ধারা। সেশন আদালতের অধিবেশনকালে জুরির দ্বারা এসেসরদের সাহায্য-

অবলম্বনে যে যে মোকদ্দমার বিচার হইবে, সেই বিচারকালে সেশন জজ সাহেব যত জনের প্রয়োজন জ্ঞান করেন, অধিবেশন করিবার নির্দ্ধারিত দিনের পূর্ব্বে ন্যূনকল্পে তিন দিন থাকিতে জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি ঐ সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্রের লিখিত তত জনকে আহ্বান করিবার আজ্ঞাপত্র দিবেন, ঐ সেশনের বিচার্য্য কোন মোকদ্দমায় যত জনের প্রয়োজন হয়, তাহার দ্বিগুণের ন্যূন ব্যক্তিকে সমন করাইবেন না।

ঐ সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্র লিখিত যে ব্যক্তিরা তৎপূর্ব্বে ছয় মাসের মধ্যে উক্ত কর্ম্ম করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে না ধরিয়া যদি উপযুক্ত সংখ্যায় ব্যক্তিদিগকে পাওয়া যাইতে পারে, তবে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া অন্য ব্যক্তিদিগকে সমন করিতে হইবে, কোন কোন ব্যক্তিদিগকে সমন করিতে হইবে ইহা মুক্তদ্বার আদালতে গুলিবাট করিয়া নির্দ্ধার্য্য হইবে ও উক্ত আজ্ঞাপত্রে তাঁহাদের নাম লেখা যাইবে।

অন্য জুররদিগকে কি এসেসরদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা।

৩২৭ ধারা। সেশন আদালতের এককালীন অধিবেশনে অনেক মোকদ্দমার বিচার করিতে হইলে ও বিচারার্থে যে জুরিকে কি যে এসেসরদিগকে সমন করা গেল, তাঁহাদের সেই সমস্ত মোকদ্দমার বিচারে উপস্থিত থাকিতে হইলে বহু ক্লেশ সম্ভাবনা অথবা অন্য কোন কারণে আবশ্যক বোধ হইলে সেশন আদালত ৩২৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট সময় ভিন্ন অন্য সময়ে জুরর কি এসেসরদিগকে সমন করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

সমনের পাঠের ও তাহা জারী করিবার কথা।

৩২৮ ধারা। জুররকে কি এসেসরকে যে সমন দেওয়া যায়, তাহা লিখিয়া দেওয়া যাইবে। ও ঐ পত্রে যে সময় ও স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাঁহার প্রতি ঐ সময়ে ও স্থানে জুরির কি এসেসরের কর্ম্ম করণার্থে উপস্থিত হইবার আদেশ থাকিবে।

গবর্ণমেণ্টের কি রেলওয়ের কার্য্যকারককে কখন অব্যাহতি দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

৩২৯ ধারা। জুরির কি এসেসরের কর্ম্ম করণার্থে যে ব্যক্তিকে সমন করা যায়, তিনি যদি গবর্ণমেণ্টের কিম্বা রেলওয়ে কোম্পানীর কর্ম্মকারক হন, সেই ব্যক্তির জুরির কি স্থলবিশেষে এসেসরের কর্ম্ম করিতে হইলে রাজকীয় কার্য্যের ব্যাঘাত হইতে পারে যে দপ্তরখানায় কর্ম্ম করেন, সেই দপ্তরখানার প্রধান কর্ম্মকারকের উক্তিমত উহা দৃষ্ট হইলে যে আদালতে কর্ম্ম করণার্থে তাঁহাকে সমন দেওয়া যায়, সেই আদালত ঐ ব্যক্তির উপস্থিত না হওয়া ক্ষমা করিতে পারিবেন।

আদালতের জুররের কি এসেসরের উপস্থিত না হওয়ার
অনুমতি দিতে পারিবার কথা।

৩৩০ ধারা। উপযুক্ত হেতু থাকিলে সেশন আদালত বিশেষ কোন অধিবেশনকালে জুরির কোন ব্যক্তির কি এসেসরের উপস্থিত না হওয়া ক্ষমা করিতে পারিবেন।

জুরির যে ব্যক্তিরা কি যে এসেসরেরা উপস্থিত হন তাঁহাদের নাম নির্ঘণ্টের কথা।

৩৩১ ধারা। সেশন আদালতের যে অধিবেশনকালে যাঁহারা জুরির কি এসেসরের কর্ম্ম করেন, আদালত সেই অধিবেশনে তাঁহাদের নামের নির্ঘণ্ট লেখাইবেন।

৩২৪ ধারামতে জুররদের ও এসেসরদের নামের যে সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্র প্রস্তুত করা যায়, তাহার সঙ্গে উক্ত নির্ঘণ্টপত্র রাখিতে হইবে।

এই ধারামতে প্রস্তুত নির্ঘণ্টে যাঁহাদের নাম লেখা যায়, উক্ত সংশোধিত পত্রের এক পার্শ্বে তাঁহাদের নামের উল্লেখ থাকিবে।

জুরর কি এসেসর অনুপস্থিত হইলে দণ্ডের কথা।

৩৩২ ধারা। কোন ব্যক্তিকে জুরর কি এসেসর স্বরূপে উপস্থিত হইবার সমন করা গেলে, যদি ন্যায্য কোন কারণ না থাকিলেও তিনি ঐ সমনের আদেশমতে উপস্থিত না হন কিম্বা উপস্থিত হইয়াও যদি আদালতের অনুমতি না পাইয়া চলিয়া যান, কিম্বা বিচার-কার্য্য স্থগিত হইয়া দিনান্তর নিরূপণ হইলে সেই দিনে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা পাইয়াও যদি উপস্থিত না হন, তবে সেশন আদালতের আজ্ঞামতে তাঁহার এক শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

যে আদালত ঐ আজ্ঞা করেন, সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ জুররের কি ঐ এসেসরের অস্থাবর যে দ্রব্য থাকে, জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা ক্রোক ও নীলাম করণ দ্বারা ঐ অর্থদণ্ড আদায় করিতে পারিবেন।

ক্রোক ও নীলাম করণ দ্বারা ঐ অর্থদণ্ডের টাকা আদায় হইতে না পারিলে, সেশন আদালতের আজ্ঞাক্রমে ঐ জুররকে কি এসেসরকে পঞ্চদশ দিন পর্য্যন্ত দেওয়ানী জেল খানায় কারাবদ্ধ করা যাইতে পারিবে, ইতিমধ্যে ঐ টাকা দেওয়া গেলেই মুক্ত করা যাইবে।

৩৩২ ধারা। এই ধারানুসারে অর্থদণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল নাই, কিন্তু ন্যায্য কারণ দর্শাইলে জজ সাহেব অর্থদণ্ড মাপ করিতে পারেন। (৮ উ. রি. ৮৩)।

ঠ।—হাইকোর্ট সম্বন্ধে বিশেষ বিধান।

আড্‌বোকেট জেনারলের অভিযোগ না চালাইবার কথা।

৩৩৩ ধারা। এই আইনমতে কোন হাইকোর্টে বিচারকার্য্য চলনকালে আড্‌বোকেট জেনারল সাহেব মীমাংসা জানাইবার পূর্ব্বে কোন সময় উচিত বোধ করিলে, শ্রীশ্রীমতীর পক্ষে কোর্টে এই কথা জানাইতে পারিবেন যে, অ সামীর বিপক্ষে যে অভিযোগ হইয়াছে তৎক্রমে আমি এই মোকদ্দমা আর চালাইব না। তাহা হইলে আসামীর বিপক্ষে সেই অভিযোগক্রমে আর কার্য্যানুষ্ঠান হইবে না ও তাহাকে সেই অভিযোগ হইতে মুক্ত করা যাইবে। কিন্তু বিচারপতি প্রকারান্তরের আদেশ না করিলে তাহার তদ্রূপ মুক্তকরণ নির্দ্দোষ নির্ণয়ের তুল্য হইবে না।

অধিবেশনের সময়ের কথা।

৩৩৪ ধারা। প্রত্যেক হাইকোর্টের চীফ জষ্টিস সাহেব সময়ে সময়ে যে যে দিন সুবিধামতে যত কাল ব্যবধানে অধিবেশন কর্ত্তব্য নিরূপণ করেন, সেই সেই দিনে ও তত কালান্তরে ফৌজদারী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার জন্যে কোর্টের অধিবেশন হইবে।

অধিবেশন করিবার স্থানের কথা।

৩৩৫ ধারা। হাইকোর্ট এইক্ষণে যে স্থানে অধিবিষ্ট হইয়া থাকেন, সেই স্থানে কিম্বা

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারাল সাহেব ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাইকোর্টের প্রতি কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য অন্য হাইকোর্টের প্রতি অন্য স্থানে অধিবেশন করিতে আজ্ঞা করিলে সেই স্থানে অধিবেশন করিবেন।

কিন্তু সময়ে সময়ে ফোর্ট উইলিয়মের হাইকোর্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল সাহেবের অনুমতি লইয়া ও অন্য অন্য স্থানের হাইকোর্ট তত্তৎস্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া, আপীলী মোকদ্দমার পক্ষে ঐ ঐ কোর্টের বিচারাধিপত্য যে সীমার মধ্যে প্রবল থাকে, সেই সীমার অন্তর্গত অন্য যে যে স্থান নিরূপণ করেন, সেই সেই স্থানে অধিবেশন করিতে পারিবেন।

অধিবেশনের নোটিস দিবার কথা।

ফৌজদারী মোকদ্দমার আদৌ বিচার করণার্থ হাইকোর্টের যে ক্ষমতা থাকে, সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিবার জন্যে অধিবেশন করিবার মানস থাকিলে, চীফজষ্টিস সাহেব যে কার্য্যকারকের প্রতি আদেশ করেন, তিনি ঐ অধিবেশন হইবার পূর্ব্বে স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে তদ্বিষয়ের নোটিস প্রচার করিবেন।

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার বিচার হইবার স্থানের কথা।

৩৩৬ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদিগকে ও ২১৪ ধারামতে হাইকোর্টে যাহাদের বিচার হইতে পারে, সেই ব্যক্তিদিগকেও নির্দ্দিষ্ট কোন কোন জেলায় কিম্বা বৎসরের নির্দ্দিষ্ট কোন কোন সময়ে হাইকোর্টে বিচারার্থে সমর্পণ করা গেলে, ঐ কোর্ট আপনার নিয়ত অধিবেশনের স্থানে তাঁহাদের বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অথবা নির্দ্দিষ্ট অন্য স্থানে তাঁহাদের বিচার হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

তদন্ত ও বিচারসংক্রান্ত সাধারণ বিধি।

সহায়ের ক্ষমা করিতে প্রস্তাব করিবার কথা।

৩৩৭ ধারা। কেবল সেশন আদালতের বা হাইকোর্টের বিচার্য্য কোন অপরাধ হইলে তদন্তাধীন অপরাধে যাহার স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে সম্পর্ক কি সমজ্ঞান থাকা অনুমান হয়, তাহার সাক্ষ্য লইবার অভিপ্রায়ে সেই ব্যক্তি ঐ কৃত অপরাধ বিষয়ে যাহা জ্ঞাত আছে, সম্পূর্ণ ও যথার্থ ভাবে তাহার তাবৎ বৃত্তান্ত ঐ অপরাধ করণ কার্য্যে অন্য যত জন মুখ্যভাবে বা সহায় স্বরূপ লিপ্ত থাকে, তাহাদের নাম প্রকাশ করিবে, এই নিয়মে জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি ঐ মোকদ্দমার তদন্তকারী প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জেলার মাজিষ্ট্রেটের অনুমতিক্রমে অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট তাহাকে ক্ষমা করিবার প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

কোন ব্যক্তি এই ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলে ঐ মোকদ্দমায় সাক্ষীর ন্যায় ঐ ব্যক্তির সাক্ষ্য লওয়া যাইবে।

সেই ব্যক্তি যদি হাজিরজামিন দিয়া মুক্ত না থাকে, তবে সেশন আদালতে বা হাইকোর্টে ঐ মোকদ্দমার বিচার সমাপ্ত না হওন পর্য্যন্ত তাহাকে হেফাজতে রাখা যাইবে।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন যে মাজিষ্ট্রেট এই ধারামত ক্ষমার প্রস্তাব করেন, তিনি তাহার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন, এবং কোন মাজিষ্ট্রেট এই ধারামতে তদ্রূপ প্রস্তাব করিয়া যে ব্যক্তির নিকট প্রস্তাব করা যায়, তাহার পরীক্ষা লইলে আপনি মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন না, অভিযুক্ত ব্যক্তি যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া প্রতীতি হয়, সেই অপরাধ উক্ত মাজিষ্ট্রেটের বিচার্য্য হইলেও পারিবেন না।

ক্ষমার প্রস্তাব করিতে আদেশ দিতে পারিবার কথা।

৩৩৮ ধারা। তদ্রূপ কোন অপরাধে যাহার স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে সম্পর্ক কি সমজ্ঞান থাকা অনুমান হয়, যে আদালত ঐ মোকদ্দমার বিচারকালে উক্ত কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণাভিপ্রায়ে মোকদ্দমা সমর্পণ করা গেলে পর, কি নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে ঐ ব্যক্তি ক্ষমার প্রস্তাব করিতে পারিবেন কিম্বা সমর্পণকারী মাজিষ্ট্রেটকে বা জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পূর্ব্বোক্ত নিয়মমতে ঐ ব্যক্তির ক্ষমার প্রস্তাব করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

যাহাকে ক্ষমা করিবার প্রস্তাব হয়, তাহাকেও বিচারার্থে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৩৩৯ ধারা। ৩৩৭ কিম্বা ৩৩৮ ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব হইলে পর, কোন ব্যক্তি ঐ ক্ষমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেও আবশ্যক কোন কথা ইচ্ছাপূর্ব্বক গোপন করিয়া কিম্বা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া ঐ ক্ষমা পাইবার প্রস্তাবের নিয়ম অনুযায়ী কার্য্য যদি না করে, তবে যে অপরাধ সম্পর্কে ক্ষমার প্রস্তাব হইয়াছে কিম্বা সেই বিষয় সম্বন্ধে যে অন্য যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়, সেই অপরাধের নিমিত্তে তাহার বিচার হইতে পারিবে।

এই ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব রহিত করা গেলে ক্ষমা পাইবার আশয়ে ঐ ব্যক্তি যে কথা কহিয়াছিল, তাহা তাহার বিপক্ষ প্রমাণ মধ্যে উল্লেখ হইতে পারিবে।

এই কথা সম্বন্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অপরাধের অভিযোগ হাইকোর্টের অনুমতি বিনা গ্রাহ্য হইবে না।

অভিযুক্ত ব্যক্তির উকীল নিযুক্ত করিবার অধিকারের কথা।

৩৪০ ধারা। ফৌজদারী আদালতে কোন ব্যক্তির নামে অপরাধের অভিযোগ হইলে উকীলের দ্বারা সেই ব্যক্তির পক্ষ সমর্থন হইবার অধিকার থাকিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি আনুষ্ঠানিক কার্য্য বুঝিতে না পারিলে, তদ্বিষয়ের কথা।

৩৪১ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা না হইলেও তাহাকে আনুষ্ঠানিক কার্য্য বুঝাইয়া দিলেও সে বুঝিতে না পারিলে আদালত তদন্ত লওয়ার কি বিচারের কার্য্য চালাইতে পারিবেন; ও হাইকোর্ট ভিন্ন অন্য আদালতে তদন্ত হইয়া যদি তাহাকে

বিচারার্থে সমর্পণ করা যায় কিম্বা বিচার হইয়া যদি তাহার অপরাধ নির্ণয় হয়, তবে ঐ ব্যাপারের বৃত্তান্ত সহিত ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র হাইকোর্টে পাঠান যাইবে। হাইকোর্ট তদ্বিষয়ে যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন, করিবেন।

৩৪১ ধারা। বধির এবং বোবা প্রভৃতির পক্ষে এই ধারা এবং পাগলের পক্ষে ৪৬৪। ৪৬৫ ধারা খাটে। (ই ল. রি ৫ ব ২৬২)।

এক সিঁধচুরির মোকদ্দমায় দেখা গেল যে, আসামী বোবা এবং কালা, সুতরাং আনুষ্ঠানিক কার্য বুঝিতে অক্ষম; কিন্তু তাহার মুখের চেহারা এবং বাধা দেখিয়া বিশ্বাস হইল যে, সে আনুষ্ঠানিক কার্য্য বুঝিয়াছে। বিশেষতঃ সে পূর্ব্বে সম্পত্তি সম্বন্ধীয় দণ্ড বিধির ১৭ অধ্যায়ান্তর্গত অপরাধে ৭ বার শাস্তি পাইয়াছিল। মাজিষ্ট্রেট তাহাকে শাস্তি দিলেন।

৪৩৯ ধারামতে হাইকোর্ট তাহাকে সেশনে সমর্পণ করিবার জন্য মাজিষ্ট্রেটকে আজ্ঞা দিলেন, কারণ তাহার পূর্ব্বে শাস্তি হইয়াছিল। (১৯ উ রি ৩৭)।

অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করিতে পারিবার কথা।

৩৪২ ধারা। সাক্ষ্য অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে কোন বিষয় দেখা যায়, সে যাহাতে তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে তদন্ত লওনের কার্য্যচলনের কোন সময়ে আদালত সময়ে সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পূর্ব্বে না জানাইয়া তাহাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক বোধ করেন, করিতে পারিবেন এবং পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ে অভিযোগের সাক্ষীদের সাক্ষ্য লওয়া গেলে পর ও তাহাকে প্রতিবাদের নিমিত্ত আদেশ করিবার পূর্ব্বে মোকদ্দমা সম্বন্ধে সাধারণতঃ জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই প্রশ্নের উত্তর না দিলেও কিম্বা তাহার উত্তরে মিথ্যা কথা কহিলেও তৎপ্রযুক্ত দণ্ডের যোগ্য হইবে না, কিন্তু তাহার উত্তর না দেওয়াতে কি মিথ্যা উত্তর দেওয়াতে আদালত ও জুরি থাকিলে, জুরি তদ্বিষয়ের যে অনুমান ন্যায্য বোধ করেন, করিতে পারিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি যে উত্তর প্রদান করে, তাহা উক্ত তদন্ত ও বিচারকার্য্যে বিবেচিত হইতে পারিবে ও ঐ উত্তর হইতে সে অন্য যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া বুঝা যায়, সেই অপরাধের তদন্তে ও বিচারকার্য্যে ও তাহার স্বপক্ষে বা বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শপথ করাইতে হইবে না।

কোন কথা প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি না দিবার কথা।

৩৪৩ ধারা। ৩৩৭ ও ৩৩৮ ধারায় যে স্থলের বিধান হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্যস্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট কোন বিষয়ের অঙ্গীকার করিয়া কি তাহাকে ভয় দেখাইয়া কিম্বা অন্য প্রকারে তাহার জানা কোন কোন কথা প্রকাশ করিবার কি গুপ্ত রাখিবার প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিতে হইবে না।

৩৪৩ ধারা। সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ২৪। ২৮। ২৯ ধারা দেখ।

আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখিবার বা তাহার দিনান্তর নিরূপণ করিবার কথা ও হেফাজতে ফিরাইয়া দিবার কথা।

৩৪৪ ধারা। কোন সাক্ষীর অনুপস্থিতি প্রযুক্ত কিম্বা যুক্তিমত অন্য কারণে কোন তদন্তের কি বিচারকার্য্যের অনুষ্ঠান স্থগিত রাখা কি তাহার দিনান্তর নিরূপণ করা আবশ্যক কি উপযুক্ত হইলে, আদালত হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া আজ্ঞা লিখিয়া দিয়া সময়ে সময়ে যে নিয়ম উচিত বোধ করেন, সেই নিয়মে যতকাল যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন, ততকালের নিমিত্ত সেই সেই কার্য্য স্থগিত রাখিয়া কি তাহার দিনান্তর নিরূপণ করিয়া ওয়ারেণ্ট দিয়া তদ্রূপে অভিযুক্ত ব্যক্তি হেফাজতে থাকিলে ফিরিয়া দিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে কোন মাজিষ্ট্রেট একেবারে পঞ্চদশ দিনের অধিক কালের নিমিত্ত কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হেফাজতে ফিরিয়া পাঠাইবেন না।

হাইকোর্ট ভিন্ন অন্য আদালতে এই ধারামত আজ্ঞা করিলে, উক্ত আজ্ঞা লেখা যাইবে ও অধ্যক্ষকারী জজ বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

ফিরাইয়া পাঠাইবার যুক্তিসঙ্গত কারণের কথা।

ব্যাখ্যা। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন অপরাধ করিয়াছে এমত সন্দেহ করিবার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলে, ও তাহাকে ফিরাইয়া পাঠাইলে আরও প্রমাণ পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তাহাই তাহাকে ফিরাইয়া পাঠাইবার যুক্তিসঙ্গত কারণ হয়।

৩৪৪ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না থাকিলে তাহাকে হাজতে ফিরাইয়া পাঠান অন্যায়। (২৫ উ রি ৮)।

অপরাধের সম্বন্ধে রফা করিবার কথা।

৩৪৫ ধারা। নিম্নলিখিত টেবিলের প্রথম দুই ঘরে বর্ণিত ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের কয়েক ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ সম্বন্ধে এই টেবিলের তৃতীয় ঘরের লিখিত ব্যক্তিরা রফা করিতে পারিবেন।

অপরাধ	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের যে যে ধারা খাটিবে।	যে ব্যক্তি অপরাধ সম্বন্ধে রফা করিতে পারিবেন।
ধর্ম্মসম্পর্কে কোন ব্যক্তির মনে ইচ্ছাপূর্ব্বক দুঃখ দিবার জন্যে কোন কথা প্রভৃতি কহা।	২৯৮	ধর্ম্মসম্পর্কে যে ব্যক্তির মনে দুঃখ দিবার অভিপ্রায় থাকে, সেই ব্যক্তি।
পীড়া জন্মান	৩২৩, ৩৩৪	যে ব্যক্তির পীড়া জন্মান যায়, সেই ব্যক্তি
কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে অবরোধ বা বদ্ধকরণ।	৩৪১, ৩৪২	যে ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ বা রুদ্ধ করা যায়, সেই ব্যক্তি।
আক্রমণ বা অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশকরণ।	৩৫২, ৩৫৫, ৩৫৮	যে ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ বা অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করা যায়, সেই ব্যক্তি
বে-আইনীমতে বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করান।	৩৭৪	যে ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করান যায়, সেই ব্যক্তি।
কেবল সামান্য কোন ব্যক্তির ক্ষতি কি লোকসান হইলে অপকারকরণ।	৪২৬, ৪২৭	যে ব্যক্তির ক্ষতি কি লোকসান হয়, সেই ব্যক্তি।
অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশকরণ	৪৪৭	যে সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশ ঘটে, সেই সম্পত্তি যাহার অধিকারে থাকে, সেই ব্যক্তি।
পরগৃহে অনধিকার প্রবেশকরণ	৪৪৮	
অপরাধভাবে চাকরীর চুক্তিভঙ্গকরণ	৪৯০, ৪৯১, ৪৯২	যে ব্যক্তির সহিত অপরাধী চুক্তি করিয়াছে, সেই ব্যক্তি।
পরস্ত্রীগমন	৪৯৭	স্ত্রীলোকের স্বামী।
অপরাধভাবে অন্যের পত্নীকে ফুসলাইয়া লওয়া কি হরণ করা কি আটক করিয়া রাখা	৪৯৮	
অপবাদকরণ	৫০০	যে ব্যক্তির অপবাদ করা যায়, সেই ব্যক্তি।
যাহা অপবাদজনক জ্ঞান হয় এমত কোন বিষয় মুদ্রিত কি খোদিতকরণ।	৫০১	
যাহাতে অপবাদজনক বিষয় থাকে, এমত মুদ্রিত কি খোদিত বস্তু জানিয়া বিক্রয়করণ	৫০২	
শান্তিভঙ্গের প্রবৃত্তি জন্মাইবার অভিপ্রায়ে জ্ঞানপূর্ব্বক অপমানকরণ	৫০৪	যে ব্যক্তির অপমান করা যায়, সেই ব্যক্তি।
যে অপরাধে সাত বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে, তদ্ভিন্ন অপরাধভাবে ভয় দর্শান।	৫০৬	যে ব্যক্তিকে ভয় দর্শান যায়, সেই ব্যক্তি।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩২৪, ৩৩৫, ৩৩৭, বা ৩৩৮ ধারামতে যথাক্রমে দণ্ডনীয় ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মান, ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মান, যাহাতে প্রাণ হানি হইবার আশঙ্কা হয়, এরূপ কার্য্য দ্বারা পীড়া জন্মান কিম্বা যাহাতে প্রাণ হানি হইবার আশঙ্কা হয় এরূপ কার্য্যদ্বারা গুরুতর পীড়া জন্মান অপরাধের অভিযোগ যে আদালতে উপস্থিত থাকে, সেই আদালতের অনুমতি পাইলে, যে ব্যক্তির পীড়া জন্মান যায় সেই ব্যক্তি তাহার রফা করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে কোন অপরাধের রফা হইতে পারিলে, উক্ত অপরাধের সহায়তাকরণ কিম্বা (যে স্থলে অপরাধ করিবার উদ্যোগ অপরাধ হয়, সেই স্থলে) উক্ত অপরাধ করিবার উদ্যোগকরণ ঐরূপ রফা যোগ্য হইবে।

কোন ব্যক্তির এই ধারামতে রফা করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে অন্য কোন বাধা না থাকিলে, সেই ব্যক্তি যদি নাবালগ বা জড় উন্মাদগ্রস্ত হয়, যে ব্যক্তি তাহার পক্ষে চুক্তি করিতে পারেন, তিনি ঐ অপরাধের রফা রাখিতে পারিবেন।

এই ধারামতে কোন অপরাধের রফা করা গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করণের ন্যায় ফল হইবে।

এই ধারায় যে কোন অপরাধের উল্লেখ নাই, তাহার রফা হইতে পারিবে না।

৩৪৫ ধারা। ২৪৮ এবং দণ্ড বিধির ২১৩। ২১৪ ধারা দেখ।

অপরাধ রফার যোগ্য হইলে, মাজিষ্ট্রেট অসম্মত হইতে পারেন না। (১৮৮৬ সাল ১৬৭ পৃ., ক. বি. উ. নো ১৮৮৪ সাল ২০৬ পৃ)।

মূল মোকদ্দমা রফা হইয়া থাকিলেও, দঃ বিঃ ২১১ ধারার মোকদ্দমা রফা করা যায় না। (ই. ল. রি. ১১ ক ৭৯)।

মোকদ্দমা মফঃস্বল মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার বহির্ভূত হইলে তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩৪৬ ধারা। রাজধানী নগরের বহির্ভূত কোন জেলায় মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তদন্ত কি বিচারের কার্য্যানুষ্ঠান হইতেছে এমন সময়ে যদি প্রমাণদৃষ্টে তাঁহার বোধ হয় যে উক্ত জেলায় অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের ঐ মোকদ্দমার বিচার করা কি তাহা বিচারার্থে সমর্পণ করা উচিত, তিনি সেই আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত করিয়া আপনি যে মাজিষ্ট্রেটের অধীন থাকেন তাঁহার নিকটে কিম্বা জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহা পাঠাইতে আজ্ঞা করেন, তাঁহার নিকটে ঐ মোকদ্দমা প্রেরণ করিবেন, ও তৎসঙ্গে ঐ মোকদ্দমার ভাব ব্যাখ্যা করিয়া সংক্ষেপে রিপোর্ট দিবেন।

মোকদ্দমা যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান যায়, তিনি ক্ষমতাপন্ন হইলে আপনি সেই মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন অথবা তাহা আপনার অধীন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি অর্পণ করিতে কিম্বা বিচার হইবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে পারিবেন।

মোকদ্দমা বিচারার্থে সমর্পণ করা উচিত, তদন্ত বা বিচার কার্য্য আরম্ভ হইবার পরে মাজিষ্ট্রেট এমত জ্ঞান করিলে, তাঁহার কর্ত্তব্যের কথা।

৩৩৭ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে কোন তদন্ত কালে কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে কোন মোকদ্দমার বিচারকালে নিষ্পত্তি স্বাক্ষর করিবার পূর্ব্বে সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে সেই মোকদ্দমার বিচার হওয়া উচিত, তাঁহার এমত জ্ঞান হইলে এবং তিনি বিচারার্থে সমর্পণ করিতে সমর্থ হইলে, তিনি আর সকল কার্য্য রহিত করিবেন এবং ইহার পূর্ব্ব লিখিত বিধানমতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিবেন।

ঐ মাজিষ্ট্রেটের বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা না থাকিলে তিনি ৩৪৬ ধারামতে কার্য্য করিবেন।

৩৩৭ ধারা। ২০৯। ২৫৪। ৩৬৬। ৩৬৭। ৩৬৯ ধারা দেখ।

দঃ বিঃ ৩০২। ৩০৪ ধারায় যথেষ্ট প্রমাণ থাকিলে মোকদ্দমা সেশনে সোপর্দ্দ না করিয়া দঃ বিঃ ৩২৩। ৩২৫ ধারার মোকদ্দমা বলিয়া মাজিষ্ট্রেটের বিচার করা অনুচিত। (১ ক. ল রি ১৪১, ই. ল বি ১০ ক ৮৫)।

পূর্ব্ব মুদ্রা বা ষ্ট্যাম্প আইন বা সম্পত্তি সম্বন্ধে যাহাদের অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে, তাহাদের বিচারের কথা।

৩৪৮ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২ অধ্যায় কি ১৭ অধ্যায়মতে যে অপরাধের নিমিত্ত তিন বৎসর কি তদধিক কাল কারাদণ্ড হইতে পারে, কোন ব্যক্তির সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে পর যদি তাহার নামে ঐ অন্যতর অধ্যায়মতে তিন বৎসর কি তদধিক কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অন্য অপরাধের অভিযোগ হয়, তবে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে নিরত অপরাধী জ্ঞান করিলে সামান্যতঃ তাহাকে সেশন আদালতে, কি স্থলবিশেষে, হাইকোর্টে সমর্পণ করা যাইবে, কিম্বা কোন জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি ৩০ ধারামতে ক্ষমতা প্রদান করা গেলে সেই জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

মাজিষ্ট্রেট, উচিতমত কঠিন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩৪৯ ধারা। বিচার করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের অভিযোগের সাক্ষ্য ও অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা শুনিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধী কিন্তু আপনি যে প্রকারের কি যে পর্য্যন্ত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারেন, ঐ ব্যক্তির তদ্ভিন্ন প্রকারের কি তদপেক্ষা কঠিনদণ্ড হওয়া উচিত কিম্বা তাহার প্রতি ১০৬ ধারামতে নির্ব্বন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আদেশ হওয়া উচিত এই মত হইলে তিনি সেইমত লিখিয়া রাখিতে ও আপনার আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র সহিত ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আপনি জেলার কি মহকুমার যে মাজিষ্ট্রেটের অধীন থাকেন, তাঁহার নিকট পাঠাইতে পারিবেন।

ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র যে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অর্পণ করা যায়, তিনি উচিত বোধ করিলে উভয় পক্ষের পরীক্ষা লইতে পারিবেন ও ঐ মোকদ্দমায় যে সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পুনরায় ডাকাইয়া তাহাদের পরীক্ষা লইতে পারিবেন এবং আর আর সাক্ষ্য তলব করিয়া লইতে পারিবেন ও সেই মোকদ্দমায় আইন অনুযায়ী যদ্রূপ নিষ্পত্তি কি দণ্ডের আজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা উপযুক্ত জ্ঞান করেন তদ্রূপ নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা করিবেন। কিন্তু তিনি এই আইনের ৩২ ও ৩৩ ধারামতে যে দণ্ড দিতে পারেন তদপেক্ষা কঠিন দণ্ড দিবেন না।

৩৪৯ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গুরুতর দণ্ড বিধানের নিমিত্তে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করা হয়, তিনিও উহাকে সেশন আদালতে পাঠাইতে পারেন। (ই. ল রি ১ মা ২৮৯)।

এই ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করা হয়, তিনি তাহাকে পুনরায় তাহার নিকট পাঠাইতে পারেন না। (৬ ক. ল রি. ২১৬)।

সাক্ষ্যের এক অংশ এক মাজিষ্ট্রেটের ও অন্য অংশ অন্য মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা লিপিবদ্ধ হইলে সেই সাক্ষ্যক্রমে অপরাধ নির্ণয় বা বিচারার্থে সমর্পণ হইবার কথা।

৩৫০ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট কোন তদন্তে কি বিচার কার্য্যে সাক্ষ্যের সমুদয় কি এক অংশ শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিলে পর সেই মোকদ্দমায় তাঁহার বিচারাধিপত্য রহিত হইলে ও তৎপশ্চাৎ বিচারাধিপত্য বিশিষ্ট অন্য মাজিষ্ট্রেট সেই বিচারাধিপত্যক্রমে কর্ম্ম করিলে, শেষোক্ত মাজিষ্ট্রেট আপন পূর্ব্বপদধারীর কিম্বা অংশতঃ আপন পূর্ব্বপদধারীর ও অংশতঃ আপনার লিপিবদ্ধ সাক্ষ্যমতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, অথবা সাক্ষীদিগকে পুনশ্চ সমন করিয়া গোড়া অবধি তদন্ত কি বিচার কার্য্য আরম্ভ করিতে পারিবেন।

কিন্তু (ক) দ্বিতীয় মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেই সাক্ষীদিগকে বা কোন সাক্ষীকে পুনরায় সমন করাইয়া তাহাদের বা তাহার কথা শুনা যায় অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কোন বিচারকালে ইহার দাওয়া করিতে পারিবেন।

(খ) যে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অপরাধ নির্ণয় হইল তিনি নিজে যে সাক্ষ্য সম্পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ করেন নাই তৎক্রমে ঐ অপরাধ নির্ণয় হইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে গুরুতর হানি হইয়াছে, হাইকোর্টের কিম্বা জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এরূপ মত হইলে, উক্ত কোর্ট কিম্বা জেলার মাজিষ্ট্রেট আপীল হইলে বা না হইলেও অপরাধ নির্ণয় করণসূচক সেই নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া নূতন তদন্ত কি বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যে যে স্থলে ৩৪৬ ধারামতে আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখা গিয়াছে সেই সেই স্থলের প্রতি এই ধারার কোন কথা বর্ত্তিবে না।

৩৫০ ধারা। এরূপ ক্ষমতা কেবল মাজিষ্ট্রেটের আছে, সেশন জজের নাই। (ই. ল. রি ৩ মা. ১১২)।

অপরাধীরা আদালতে আইলে তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখিবার কথা।

৩৫১ ধারা। কোন ব্যক্তি ধৃত না হইয়া কি সমন না পাইয়া ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত হইলে, এবং ঐ আদালত যে অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারেন প্রমাণক্রমে সে তদ্রূপ কোন অপরাধ করিয়াছে দৃষ্ট হইলে, আদালত তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন এবং ধৃত কিম্বা সমন হওয়ার ন্যায় তাহার বিপক্ষে কার্য্য হইতে পারিবে।

১৮ অধ্যায়মতে তদন্ত লইবার সময়ে কিম্বা বিচার আরম্ভ হইলে পর যদি সেই ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখা যায়, তবে সেই ব্যক্তি সম্পর্কীয় আনুষ্ঠানিক কার্য্য নূতন আরম্ভ হইবে ও সাক্ষিদের কথা পুনশ্চ শুনা যাইবে।

আদালত মুক্তদ্বার হওয়ার কথা।

৩৫২ ধারা। কোন অপরাধের তদন্ত কি বিচার হইবার নিমিত্তে কোন ফৌজদারী আদালতের যে স্থানে অধিবেশন হয়, সেই স্থানই মুক্তদ্বার বিচারালয় জ্ঞান হইবে। তথায় সর্ব্বসাধারণ যত লোক সুবিধামতে ধরিতে পারে, তাহাদের যাইবার বাধা নাই। কিন্তু কর্তৃত্বক জজ বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে সময়ে কোন বিশেষ মোকদ্দমার তদন্ত কি বিচার করেন, সেই সময়ে উপযুক্ত বোধ করিলে এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে সর্ব্ব-সাধারণ লোক কি কোন ব্যক্তি আদালতের ব্যবহৃত ঐ ঘরের কি অট্টালিকার মধ্যে আসিতে কি থাকিতে না পায়।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

তদন্তে ও বিচারকার্য্যে যে প্রকারে সাক্ষ্য লইতে ও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ক বিধি।

অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে সাক্ষ্য হইবার কথা।

৩৫৩ ধারা। প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে ১৮ ও ২০ ও ২১ ও ২২ ও ২৩ অধ্যায়মতে যে সাক্ষ্য লওয়া যায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্মুখে কিম্বা যে স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি পাইয়া উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইলে সেই উকীলের সম্মুখে সেই সাক্ষ্য লওয়া যাইবে।

৩৫৩ ধারা। আসামী অথবা তাহার উকীলের সম্মুখে অভিযোক্তা এবং সাক্ষিগণের পরীক্ষা না হইলে বিচার কার্য্য বিধি বিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য এবং দণ্ডাজ্ঞা রদ হইবে। ১১ উ. রি. ২২;

কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্মতিক্রমে পূর্ব্ব জবানবন্দি ঐরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ১৩ উ. রি. ৪০)

রাজধানী নগরের বাহিরে সাক্ষ্য লিখিবার, নিয়মের কথা।

৩৫৪ ধারা। এই ধারার অবিকল বাক্য বিন্যাস এইরূপ ;—(প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন) অন্য মাজিষ্ট্রেটের, কিম্বা সেশন জজের কৃত কি সম্মুখস্থ (সরাসরি মোকদ্দমার বিচার ভিন্ন) এই আইনমত সকল তদন্তে ও বিচারকার্য্যে নিম্নলিখিত প্রকারে সাক্ষিদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা যাইবে।

সমনের মোকদ্দমায় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা কোন কোন অপরাধের বিচারকালে, নথীর কথা।

৩৫৫ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত যে মোকদ্দমায় সামান্যতঃ সমন বাহির হইয়া থাকে এবং ২৬০ ধারার (খ) অবধি (ট) পর্য্যন্ত প্রকরণে লিখিত অপরাধের মোকদ্দমায় প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা বিচার হইলে সেই মোকদ্দমায় এক এক জন সাক্ষির পরীক্ষা লওন কার্য্য যেমন চলিতেছে মাজিষ্ট্রেট তাহার সাক্ষের মর্ম্ম তেমনি সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিবেন।

মাজিষ্ট্রেট আপন হাতে ঐ মর্ম্মাত্মক লিপি লিখিয়া সাক্ষর করিবেন। তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

উক্ত আদেশমতে মাজিষ্ট্রেটের মর্ম্মাত্মকলিপি করিবার বাধা থাকিলে তিনি যে কারণে তাহা লিখিতে পারিলেন না তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন, এবং মুক্তদ্বার আদালতে আপনার কথনমতে অন্য দ্বারা ঐ মর্ম্মাত্মকলিপি লেখাইয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। ঐ মর্ম্মাত্মক লিপি কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

৩৫৫ ধারা। সাক্ষীর পরীক্ষা কিরূপে করিতে হয় সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১৩৫ অবধি ১৩৬ ধারায় দেখ।

রাজধানী নগরের বাহিরে অন্য সকল মোকদ্দমার নথীর কথা।

৩৫৬ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখে ও প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে অন্য সকল বিচার কার্য্যে এবং ১২ ও ১৮ অধ্যায়মত সমুদয় তদন্তে আদালতের ভাষায় প্রত্যেক জন সাক্ষীর সাক্ষ্য মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা সেশন জজের দ্বারা কি তাঁহার দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচরে ও তাঁহার নিজ আদেশমতে ও তত্ত্বাধীনে লিখিয়া লওয়া যাইবে, ও মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

ইংরাজী ভাষায় সাক্ষ্য দিবার কথা।

সাক্ষী ইংরাজী ভাষায় সাক্ষ্য দিলে মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ সাহেব ঐ ভাষায় স্বহস্তে সেই সাক্ষ্য লিখিতে পারিবেন ও অভিযুক্ত ব্যক্তি ইংরাজী ভাষা ভাল না জানিলে কিম্বা আদালতের ভাষা ইংরাজী না হইলে আদালতের ভাষায় ঐ সাক্ষ্য অনুবাদিত ও যথার্থ অনুবাদ বলিয়া স্বাক্ষরিত হইয়া ঐ অনুবাদ মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

মাজিষ্ট্রেটের কি জজের দ্বারা সাক্ষ্য লিখিত না হইলে, মর্ম্মাত্মক লিপির কথা।

যে মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেট কিম্বা সেশন জজ সাহেব স্বহস্তে সাক্ষ্য লিখিয়া না লন, সেই

মোকদ্দমায় প্রত্যেক জন সাক্ষীর সাক্ষ্য যে সময়ে লওয়া যাইতেছে সেই সময়ে ঐ সাক্ষী যাহা কহে তিনি তাহার মর্ম্ম লিখিয়া লইবেন। মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ সাহেব স্বহস্তে সেই মর্ম্মাত্মক পত্র লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞাক্রমে ঐ মর্ম্ম লিখিতে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা সেশন জজ সাহেবের বাধা থাকিলে তিনি যে কারণে তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

৩৫৬ ধারা। এই ধারায় "সাক্ষী" শব্দে বাদীও গণ্য। (ক হা. সর. ন ১৫৬ সন ১৮৬৫)।

সাক্ষ্য যে ভাষায় লিপিবদ্ধ করা যাইবে, তাহার কথা।

৩৫৭ ধারা। কোন জেলার কি জেলার কোন খণ্ডে কিম্বা কোন সেশন আদালতের কি কোন মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা কোন শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে মোকদ্দমার অনুষ্ঠান হইলে ৩৫৬ ধারার উল্লিখিত স্থলে ঐ সেশন জজ কি মাজিষ্ট্রেট স্বদেশীয় ভাষায় স্বহস্তে প্রত্যেক সাক্ষীর সাক্ষ্য লিখিয়া লইবেন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন কিন্তু সেই সেশন জজ কি মাজিষ্ট্রেট উপযুক্ত কোন কারণে কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য লিখিতে না পারিলে তাহার কারণ লিখিয়া মুকদ্দার আদালতে আপনার কথনমতে ঐ সাক্ষ্য লেখাইবেন।

তদ্রূপে যে সাক্ষ্য লিখিয়া লওয়া যায়, সেশন জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

কিন্তু ইংরাজীভাষা আদালতের ভাষা সেশন জজের কি মাজিষ্ট্রেটের স্বদেশীয় ভাষা না হইলেও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ইংরাজী ভাষায় কিম্বা আদালতের ভাষায় সাক্ষ্য লিখিয়া লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৩৫৫ ধারার উল্লিখিত স্থলে মাজিষ্ট্রেটের স্বেচ্ছার কথা।

৩৫৮ ধারা। মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে ৩৫৫ ধারা উল্লিখিত প্রকারের মোকদ্দমার বিচার হইলে মাজিষ্ট্রেট উচিত জ্ঞান করিলে ৩৫৬ ধারার বিধানমতে কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য লিখিয়া লইতে পারিবেন কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যদি ঐ মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানে ৩৫৭ ধারার উল্লিখিত আজ্ঞা করিয়া থাকেন তবে উক্ত ধারার বিধানমতে সাক্ষীর সাক্ষ্য লিখিয়া লইতে পারিবেন।

৩৫৬ কি ৩৫৭ ধারামতে সাক্ষ্য যেরূপে লিখিতে হইবে, তাহার কথা।

৩৫৯ ধারা। ৩৫৬ কি ৩৫৭ ধারামতে যে সাক্ষ্য লওয়া যায়, তাহা সামান্যতঃ প্রশ্নোত্তর-ভাবে লেখা যাইবে না, কিন্তু বৃত্তান্তভাবে লেখা যাইবে।

মাজিষ্ট্রেট কিম্বা সেশন জজ সাহেব আপন বিবেচনামতে বিশেষ কোন প্রশ্ন ও উত্তর লিখিতে কি লেখাইতে পারিবেন।

৩৫৯ ধারা "বৃত্তান্তভাবে" বৃত্তান্তের বর্ণনা, গল্প ইত্যাদি যেরূপে লেখে, সেইরূপে।

সাক্ষ্য লওয়া সমাপ্ত হইলে যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহার কথা।

৩৬০ ধারা। ৩৫৬ বা ৩৫৭ ধারামতে কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য লওয়া সমাপ্ত হইলে পর

অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে তাহার সাক্ষাতে কিম্বা সে উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইলে ঐ উকীলের সাক্ষাতে ঐ সাক্ষ্য সাক্ষীর নিকটে পাঠ করা যাইবে ও আবশ্যক হইলে সংশোধন করা যাইবে।

সাক্ষীর নিকট পাঠ করিবার সময়ে যদি সে সাক্ষ্যের কোন অংশ অশুদ্ধ কহে তবে মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ ঐ সাক্ষ্য সংশোধন না করিয়া, তদ্বিষয়ে সাক্ষী যে আপত্তি করে তাহার মর্ম্ম লিখিতে পারিবেন, তাহাতে যে আপনার মন্তব্য কথা লেখা আবশ্যক বোধ করেন, লিখিবেন।

সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া গেল, তদ্ভিন্ন অন্য ভাষায় লেখা গেলে ও যে ভাষায় লেখা গেল সাক্ষী তাহা বুঝিতে না পারিলে যে সাক্ষ্য লেখা গিয়াছে তাহা যে ভাষায় দেওয়া যায়, সেই ভাষায় কিম্বা সাক্ষী অন্য যে ভাষা বুঝিতে পারেন এমত ভাষায় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

সাক্ষ্য অনুবাদ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির কি তাহার উকীলের নিকটে ব্যক্ত হইবার কথা।

৩৬১ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বয়ং উপস্থিত হইলে ও সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া গেল, তাহা বুঝিতে না পারিলে সে যে ভাষা বুঝে, সেই ভাষায় অনুবাদ করিয়া তাহা মুক্তদ্বার আদালতে তাহার নিকটে ব্যক্ত করা যাইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইলে ও আদালতের ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় সাক্ষ্য দেওয়া গেলে ও উকীল ঐ ভাষা না বুঝিলে, ঐ সাক্ষ্য আদালতের ভাষায় অনুবাদ করিয়া উকীলের নিকটে ব্যক্ত করা যাইবে।

রীতিমত প্রমাণস্বরূপ দলীল উপস্থিত করা গেলে আদালত সেই দলীলের যে অংশের অর্থ করিয়া দেওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন, সেই অংশের অর্থ করিয়া দিবেন।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালতের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করণের কথা।

৩৬২ ধারা। যে প্রত্যেক মোকদ্দমায় কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট দুই শত টাকার অধিক অর্থদণ্ডের কিম্বা ছয় মাসের অধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা করেন, তিনি সাক্ষিদের সাক্ষ্য স্বহস্তে লিখিয়া লইবেন, কিম্বা মুক্তদ্বার আদালতে আপন কথনমতে লিখাইয়া লইবেন। তদ্রূপে যে সকল সাক্ষ্য লিখিয়া লওয়া যায়, তাহাতে মাজিষ্ট্রেট স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

তদ্রূপে যে সাক্ষ্য লিখিয়া লওয়া যায় তাহা সচরাচর বৃত্তান্তের মত লেখা যাইবে কিন্তু মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে কোন বিশেষ প্রশ্ন কি উত্তর লিখিয়া বা লিখাইয়া লইতে পারিবেন।

৩৫ ধারামতে একই কালে যে যে দণ্ডের আজ্ঞা হয়, তৎসমুদয় এই ধারার কার্য্যপক্ষে একই দণ্ড বলিয়া বিবেচনা হইবে।

সাক্ষীর আচরণ বিষয়ে মন্তব্যের কথা।

৩৬৩ ধারা। যেস্থলে সেশন জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাক্ষীর সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করেন,

সাক্ষ্য দেওন সময়ে সাক্ষী যদ্রূপ আচরণ করে তদ্বিষয়ের তিনি যে কথা লেখা প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেন, তাহাও লিপিবদ্ধ করিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য লিখিবার নিয়মের কথা।

৩৬৪ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক কিম্বা রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত হাইকোর্ট ভিন্ন ও পঞ্জাবের চীফকোর্ট ভিন্ন কোন আদালত কর্ত্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লওয়া গেলে, তাহার নিকট যে যে প্রশ্ন হয় ও সে যে উত্তর দেয় তাহা যে ভাষায় তাহার পরীক্ষা হয় সেই ভাষায় কিম্বা উহা অসাধ্য হইলে, আদালতের ভাষায় বা ইংরাজী ভাষায় বিস্তারিতরূপে লিখিয়া লইতে হইবে ও সেই লিখিত কথা তাহাকে দেখান যাইবে কিম্বা তাহার নিকটে পাঠ করা যাইবে ও কিম্বা উহা যে ভাষায় লেখা হয় সে তাহা না বুঝিলে সে যে ভাষা বুঝে সেই ভাষায় তাহাকে উহা বুঝাইয়া দিতে হইবে সে আপনার কোন উত্তরের ব্যাখ্যা করিতে বা তাহাতে অন্য কথা সংযোগ করিতে পারিবে।

সে যাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করে সমুদায় কথা সেইরূপে লেখা গেলে পর অভিযুক্ত ব্যক্তি ও মাজিষ্ট্রেট কিম্বা উক্ত আদালতের জজ সাহেব ঐ লিখিত কথায় স্বাক্ষর করিবেন এবং উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি জজ সাহেব ঐ পরীক্ষা আমার দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচরে লওয়া গিয়াছে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি যাহা কহিল এই লিখিত কথায় তৎসমুদায়ের পূর্ণ ও শুদ্ধ বর্ণনা আছে স্বহস্তে এই সার্টিফিকেট লিখিয়া দিবেন।

মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ আপনি অভিযুক্ত ব্যক্তির উত্তর লিপিবদ্ধ না করিলে ঐ ব্যক্তির পরীক্ষা হওন সময়ে আদালতের ভাষায় কিম্বা ইংরাজী ভাষায় তাঁহার উপযুক্ত জ্ঞান থাকিলে ইংরাজী ভাষায় ঐ উত্তরের মর্ম্মাত্মক কথা তিনি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট না হইলে তাঁহার লিখিতেই হইবে। মাজিষ্ট্রেট কি জজ আপন হাতেই ঐ মর্ম্মাত্মক কথা লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা কাগজপত্রের শামিল করা যাইবে। মাজিষ্ট্রেট কি জজ পূর্ব্বোক্ত প্রকারের মর্ম্মাত্মক পত্র লিখিতে না পারিলে তাঁহার না পারিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

৩৬৩ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির যে পরীক্ষা লওয়া যায় তৎপ্রতি এই ধারার কোন কথা যে বর্ত্তিবে, এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

৩৬৪ ধারা। ১৬৪। ৩৪২। ৫৩৩ ধারা দেখ। কলিকাতা হাইকোর্টের ১৮৭৩ সালের ৩০ জুলাই তারিখের ৭ নং সারকিউলার মতে আসামীর এক রায়ের সময়ে কোন পোলীসকে সেই ঘরে থাকিতে দেওয়া হয় না।

দোভাষী নিযুক্ত হইলে দোভাষী যে ভাষায় আদালতকে বলেন, আসামীর পরীক্ষা সেই ভাষায় লেখা উচিত। (ই. ল. রি. ৫ ক. ৮২৬)

হাইকোর্টে সাক্ষ্য যেরূপে লিখিয়া লওয়া যাইবে, তাহার কথা।

৩৬৫ ধারা। কোর্টের সম্মুখে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, সেই মোকদ্দমার সাক্ষ্য যে রূপে লিখিয়া লওয়া যাইবে রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত প্রত্যেক হাইকোর্ট ও পঞ্জা-

যের চীফ কোর্ট সময়ে সময়ে ইহার সাধারণ বিধি করিতে পারিবেন ও তদ্রূপ কোন বিধি করা গেলে ঐ কোর্টের জজেরা সেই বিধিমতে সাক্ষ্য কি সাক্ষ্যের মর্ম্ম লিখিয়া লইবেন।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

নিষ্পত্তি বিষয়ক বিধি।

নিষ্পত্তি যে প্রকারে প্রকাশ করিতে হইবে, তাহার কথা।

৩৬৬ ধারা। আদৌ বিচারাধিপত্য বিশিষ্ট কোন ফৌজদারী আদালতে প্রত্যেক বিচারের নিষ্পত্তি মুক্তদ্বার আদালতে অগোণে কিম্বা উভয় পক্ষকে কি তাহাদের উকীল দিগকে উপযুক্ত নোটিস দিয়া পশ্চাৎ কোন সময়ে প্রকাশ করা যাইবে এবং নিষ্পত্তি প্রদান শুনিবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি হেফাজতে থাকিলে তাহাকে আনা যাইবে কিম্বা হেফাজতে না থাকিলে তাহার উপস্থিত হইবার আদেশ হইবে, কিন্তু বিচারকালে তাহাকে উপস্থিত না হইবার অনুমতি দেওয়া গিয়া থাকিলে এবং কেবল অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে তাহার উকীলের সম্মুখে নিষ্পত্তি প্রকাশ করা যাইতে পারিবে।

যে ভাষায় নিষ্পত্তি লিখিতে হইবে, তাহার কথা।

নিষ্পত্তিপত্রে যাহা লেখা থাকিবে, তাহার কথা।

৩৬৭ ধারা। এই আইনে প্রকারান্তরে স্পষ্ট বিধান না থাকিলে আদালতের কর্তৃপক্ষ আদালতের ভাষায় কি ইংরাজী ভাষায় নিষ্পত্তি লিখিবেন ও যে বিষয় কি যে যে বিষয় নির্ণয়ার্থে উপস্থিত করা যায় ও তদ্বিষয়ে যাহা নির্ণয় হয় ও সেই নির্ণয়ের হেতু এই সকল কথা নিষ্পত্তি পত্রে লেখা যাইবে এবং বিচারপতি মুক্তদ্বার আদালতে তাহা প্রকাশ করিবার সময়ে তারিখ লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের কি অন্য আইনের যে ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির যে অপরাধ নির্ণয় হয় এবং কোন দণ্ডের আজ্ঞা হইলে যে দণ্ডের আজ্ঞা হয়, নিষ্পত্তিপত্রে তাহার নির্দ্দেশ থাকিবে।

একতর অপরাধ নির্ণয়ের কথা।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমতে অপরাধ নির্ণয় হইলে ঐ অপরাধ দুই ধারার মধ্যে কোন ধারার অন্তর্গত কিম্বা একই ধারার দুই ভাগের মধ্যে কোন ভাগের অন্তর্গত এই বিষয়ে সংশয় হইলে আদালত তাহা স্পষ্ট জানাইয়া উক্ত এক কিম্বা অন্য ধারা কি ভাগক্রমে নিষ্পত্তি করিবেন।

যদি নির্দ্দোষ করণরূপ নিষ্পত্তি হয়, তবে ঐ পত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে অপরাধ সম্বন্ধে নির্দ্দোষী করা গেল, তাহা লিখিয়া ঐ ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়া দিবার আজ্ঞা থাকিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের দণ্ডনীয় অপরাধ নির্ণয় হইলেও আদালত প্রাণদণ্ডের

আজ্ঞা ভিন্ন অন্য কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিলে, আদালত যে বিবেচনায় প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করেন নাই, তাহার কারণ লিখিয়া দিবেন।

কিন্তু জুরির দ্বারা বিচার হইলে আদালতের নিষ্পত্তি লিখিবার আবশ্যকতা নাই কিন্তু সেশন আদালত জুরির নিকট উপদেশ বাক্যের মূল কথা লিখিবেন।

প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার কথা।

৩৬৮ ধারা। কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে সে যাবৎ না মরে তাবৎ তাহার গলদেশে উদ্বন্ধন থাকিবে দণ্ডাজ্ঞার মধ্যে এই আজ্ঞা হইবে।

দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞার কথা।

যে ব্যক্তির উপর দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হয়, সেই ব্যক্তিকে কোন স্থানে প্রেরণ করিতে হইবে, উক্ত আজ্ঞায় ইহা নির্দ্দেশ থাকিবে না।

৩৬৮ ধারা। দ্বীপান্তর প্রেরণ সম্বন্ধে দ: বি: ৫৯ ধারা দ্রষ্টব্য।

আদালতের নিষ্পত্তি পরিবর্ত্তন না করিবার কথা।

৩৬৯ ধারা। নিষ্পত্তিপত্রে স্বাক্ষর করা গেলে পর ৩৯৫ ধারার বিধান মতে বা লিখিবার ভুল সংশোধন করিবার নিমিত্ত না হইলে হাইকোর্ট ভিন্ন যে আদালত ঐ নিষ্পত্তি করিলেন সেই আদালতের দ্বারা তাহার পরিবর্ত্তন কি পুনর্ব্বিবেচনা হইতে পারিবে না।

৩৬৯ ধারা। কোন ফৌজদারী আদালত কিম্বা হাইকোর্ট ফৌজদারী মোকদ্দমায় আপীলে রায় প্রকাশ করিয়া পুনঃ বিচার করিতে পারেন না। (৫ উ রি ৬১, ১৭ উ রি ২)।

কোন নিম্নশ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট আপন রায় আপনি রদ করিতে পারেন না। (১ ব, হা রি. ৩৭ ৬ উ. রি ২০)

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিষ্পত্তির কথা।

৩৭০ ধারা। পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে নিষ্পত্তি না লিখিয়া প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

(ক) মোকদ্দমার ক্রমিক নম্বর।

(খ) যে তারিখে অপরাধ করা যায়, সেই তারিখ।

(গ) বাদী থাকিলে তাহার নাম।

(ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম এবং ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা না হইলে তাহার পিতার নাম ও বাসস্থান।

(ঙ) যে অপরাধের নালিশ কি প্রমাণ হয়, তাহা।

(চ) প্রতিবাদীর উত্তর ও তাহার পরীক্ষা করা গিয়া থাকিলে, ঐ পরীক্ষা।

(ছ) শেষ আজ্ঞা।

(জ) ঐ আজ্ঞার তারিখ।

(ঝ) ও মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমায় কারাদণ্ডের কিম্বা ২০০৲ টাকার অধিক অর্থদণ্ডের কি উভয় দণ্ডের আজ্ঞা করিলে অপরাধ নির্ণয় করিবার হেতুর সংক্ষেপ কথা।

অভিযুক্ত ব্যক্তি নিষ্পত্তি বুঝাইয়া ও নকল দেওয়া যাইবার কথা।

৩৭১ ধারা। সেই নিষ্পত্তি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে ও তাহার

প্রার্থনামতে নিষ্পত্তির প্রতিলিপি অথবা সে ইচ্ছা করিলে সাধ্যমতে তাহার নিজ ভাষায়, কিম্বা আদালতের ভাষায় তাহার অনুবাদ, অগৌণে তাহাকে দেওয়া যাইবে। সমনের মোকদ্দমা ভিন্ন অন্য মোকদ্দমায় ঐ প্রতিলিপি বিনা খরচায় দেওয়া যাইবে।

সেশন আদালতের জুরি দ্বারা বিচার হইলে জুরির প্রতি যে উপদেশ দেওয়া যায় তাহার দফা সমূহের প্রতিলিপি অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনাক্রমে তাহার অগৌণে বিনা খরচায় দেওয়া যাইবে।

যে ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়, তাহার কথা।

সেশন জজ কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, ইচ্ছা করিলে যে সময় মধ্যে সে আপীল করিতে পারিবে, উক্ত জজ সাহেব ইহাও তাহাকে জানাইবেন।

ফাঁসির হুকুমের বিরুদ্ধে আপীলের মিয়াদ ৭ দিবস। (১৮৭৭ সালের ১৫ আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ১৫০ দফা)।

নিষ্পত্তি যেস্থলে, অনুবাদ করিতে হইবে, তাহার কথা।

৩৭২ ধারা। আসল নিষ্পত্তি মোকদ্দমাঘটিত কাগজপত্রের নথীতে দেওয়া যাইবে ও সেই আসল নিষ্পত্তি আদালতের ভাষায় লিখিত না হইয়া অন্য ভাষায় লেখা গেলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রার্থনা করিলে আদালতের ভাষায় তাহার অনুবাদ মোকদ্দমার কাগজপত্রের মধ্যে রাখা যাইবে।

সেশন আদালতের নিষ্পত্তিপত্রের ও দণ্ডাজ্ঞার প্রতিলিপি জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইবার কথা।

৩৭৩ ধারা। সেশন আদালতে বিচার হইলে যে জেলার মধ্যে মোকদ্দমার বিচার হয়, ঐ আদালত আপনার নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞা থাকিলে তাহার প্রতিলিপি সেই জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইবেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

দৃঢ় করণার্থে দণ্ড আজ্ঞা অর্পণ (মঞ্জুরি) বিষয়ক বিধি।

সেশন আদালত কর্তৃক প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা অর্পণের কথা।

৩৭৪ ধারা। সেশন আদালত প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিলে মোকদ্দমার কাগজ পত্র হাইকোর্টে অর্পণ করা যাইবে ও হাইকোর্ট দ্বারা দৃঢ় করা না গেলে ঐ দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইবে না।

আরও তদন্ত বা অতিরিক্ত প্রমাণ লইতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৩৭৫ ধারা। মোকদ্দমার কাগজপত্র তদ্রূপে অর্পণ করা গেলে হাইকোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষিতার কি নির্দ্দোষিতার প্রতিপোষক কোন বিষয়ের আরও তদন্ত বা প্রমাণ

লওয়া উচিত জ্ঞান করিলে, তদ্রূপ তদন্ত বা প্রমাণ স্বয়ং লইতে পারিবেন কিম্বা সেশন আদালত দ্বারা লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

জুরির কি এসেসরদের সাক্ষাতে উক্ত তদন্ত বা প্রমাণ লওয়া যাইবে না ও হাইকোর্ট প্রকারান্তরে আজ্ঞা না করিলে যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইল প্রমাণ লইবার সময়ে তাহার উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন নাই।

তদ্রূপ তদন্ত বা প্রমাণ যদি লওয়া হয়, হাইকোর্ট না হইলে তদন্ত লওয়ার ফল ও প্রমাণ হাইকোর্টের সার্টিফিকেট দ্বারা করা যাইবে।

দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় কি অপরাধ নির্ণয় অন্যথা করিতে হাইকোর্টের ক্ষমতার কথা।

৩৭৬ ধারা। ৩৭৪ ধারামতে তদ্রূপে অর্পিত মোকদ্দমার বিচার এসেসরদের সহকারিতায় কিম্বা জুরির দ্বারা হইয়া থাকুক হাইকোর্ট,

(ক) ঐ দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করিতে কিম্বা আইন অনুযায়ী অন্য কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন,

(খ) অথবা অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিয়া সেশন আদালত তাহার যে কোন অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিতেন, সেই অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন, কিম্বা সেই কি সংশোধিত অন্য অভিযোগক্রমে পুনশ্চ বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন,

(গ) অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করিতে পারিবেন।

কিন্তু যাবৎ আপীল করিবার মিয়াদ গত না হয়, কিম্বা ঐ মিয়াদের মধ্যে আপীল করা গেলে, ঐ আপীলের নিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ এই ধারামত দৃঢ় করণের আজ্ঞা করা যাইবে না।

৩৭৬ ধারা। জুরির মীমাংসা হইলেও হাইকোর্ট প্রমাণ পরীক্ষা করিতে বাধ্য। (১৯ উ বি ৫৭)

এক ব্যক্তি নরহত্যার চেষ্টা করিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল, এবং আপনার গলা এতদূর কাটিয়াছিল যে তাহাকে ফাঁসি দিলে মুণ্ডচ্ছেদন হইবার সম্ভাবনা ছিল, অতএব হাইকোর্ট তাহাকে ফাঁসি না দিয়া দ্বীপান্তর করিয়াছিলেন। (২ ক. ল রি ২১৪)

দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করিবার কিম্বা নূতন দণ্ডের আজ্ঞাতে দুইজন
জজের স্বাক্ষর করিবার কথা।

৩৭৭ ধারা। তদ্রূপ প্রত্যেক অর্পিত মোকদ্দমায় যদি দুই কি অধিক জন জজের অধিবেশনে ঐ হাইকোর্ট হয়, তবে ঐ কোর্ট যে দণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় করেন কিম্বা নূতন যে দণ্ডাজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা করেন, ঐ কোর্টের ন্যূনকল্পে দুই জন জজ ঐ আজ্ঞা করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

মতভেদ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৭৮ ধারা। জজদের বেঞ্চের সম্মুখে তদ্রূপ মোকদ্দমায় শুনানী হইলে এবং উক্ত জজেরা সমসংখ্যাক্রমে ভিন্নমত হইলে, উক্ত মোকদ্দমা তাঁহাদের মতসহ অন্য জজের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে এবং উক্ত জজ যদ্রূপ পরীক্ষা গ্রহণ ও শ্রবণ বিহিত বোধ করেন, তাহা করিয়া আপন মত দিবেন এবং নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা সেই মতানুযায়ী হইবে।

দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্য হাইকোর্ট অর্পিত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৭৯ ধারা। সেশন আদালত হাইকোর্টের দ্বারা প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্য মোকদ্দমা অর্পণ করিলে হাইকোর্ট কর্ত্তৃক ঐ আজ্ঞা দৃঢ় করা গেলে কিম্বা অন্য আজ্ঞা করা গেলে পর ঐ কোর্টের উপযুক্ত কর্ম্মকারক অগৌণে ঐ হাইকোর্টের মোহরাঙ্কিত ও আপনার পদসম্পর্কীয় স্বাক্ষরে স্বাক্ষরিত ঐ আজ্ঞার প্রতিলিপি সেশন আদালতে প্রেরণ করিবেন।

আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের ও ৩৪ ধারামতে কর্ম্মকারী মাজিষ্ট্রেটের কৃত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করণের কথা।

৩৮০ ধারা। আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের কি ৩৪ ধারামতে কর্ম্মকারী জিলার মাজিষ্ট্রেটের কৃত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্য সেশন জজের নিকটে অর্পিত হইলে উক্ত সেশন জজ—

(ক) ঐ দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করিতে পারিবেন, নিম্ন আদালত অন্য যে দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিতেন সেই দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিবেন কিম্বা

(খ) অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিয়া নিম্ন আদালত তাহার যে কোন অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিতেন, সেই অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন কিম্বা সেই কি সংশোধিত অন্য অভিযোগক্রমে পুনশ্চ বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন কিম্বা,

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করিতে পারিবেন,

(ঘ) অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ কি নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে কোন বিষয়ে অধিকতর তদন্ত কি আরো প্রমাণ আবশ্যক বিবেচনা করিলে, আপনি তদ্রূপ তদন্ত কি প্রমাণ লইতে পারিবেন কিম্বা তদ্রূপ তদন্ত লইবার কি প্রমাণ গ্রহণ করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

সেশন আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয় উক্ত তদন্ত কি প্রমাণ লওন কালে তাহার উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন নাই এবং আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ কর্ত্তৃক দণ্ডাজ্ঞা অর্পিত হইলে উক্ত তদন্ত বা প্রমাণ জুরির কি এসেসারদের সম্মুখে লওয়া যাইবে না।

তদন্ত বা প্রমাণ যদি লওয়া হয়, সেশন আদালত না লইলে, ঐ তদন্তের ফল ও প্রমাণ সার্টিফিকেট দ্বারা উক্ত আদালতে জ্ঞাত করাইতে হইবে।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

আজ্ঞা সাধন বিষয়ক বিধি।

৩৭৬ ধারামত আজ্ঞাক্রমে কার্য্য করাইবার কথা।

৩৮১ ধারা। সেশন আদালতের কৃত প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্য হাইকোর্টে অর্পিত হইলে উক্ত সেশন আদালত তদুপরি হাইকোর্টের দৃঢ়করণের বা অন্য আজ্ঞা পাইলে, ওয়ারেণ্ট দিয়া বা অন্য যে উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হয়, তাহা করিয়া সেই আজ্ঞামতে কার্য্য করাইবেন।

৩৮১ ধারা। এই ধারায় উল্লিখিত ওয়ারেণ্ট অনুসারে জারির তারিখ হইতে অন্যূন ১৪ দিবসের পরে অনধিক ২১ দিবসের মধ্যে প্রাণদণ্ড হইবে।

অন্তরাপত্যার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা গৌণে সাধন করিবার কথা।

৩৮২ ধারা। কোন স্ত্রীলোকের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে যদি তাহাকে অন্তরাপত্যা বলিয়া জানা যায়, তবে হাইকোর্ট গৌণে সেই দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবার আজ্ঞা দিবেন এবং দণ্ড পরিবর্ত্তন করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অন্যস্থলে দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কারাদণ্ডের আজ্ঞা সাধনের কথা।

৩৮৩ ধারা। ৩৮১ ধারায় যাহার বিধান হইয়াছে তদ্ভিন্ন স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, যে জেলে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, যে আদালত দণ্ডাজ্ঞা করেন, সেই আদালত তৎক্ষণাৎ সেই জেলে ওয়ারেণ্ট পাঠাইবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই জেলে আবদ্ধ না থাকিলে ওয়ারেণ্টের সঙ্গে তাহাকেও উক্ত জেলে পাঠাইবেন।

সাধনার্থ ওয়ারেণ্টের শিরোনামার কথা।

৩৮৪ ধারা। বন্দী যে জেলে কি অন্য স্থানে আবদ্ধ আছে কি থাকিবে, সেই জেলের কি অন্য স্থানের অধ্যক্ষের নামে কারাদণ্ড সাধন করিবার প্রত্যেক ওয়ারেণ্ট দেওয়া যাইবে।

ওয়ারেণ্ট যাহাকে দিতে হইবে, তাহার কথা।

৩৮৫ ধারা। বন্দীক যদি জেলে আবদ্ধ রাখিতে হয়, কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারেণ্ট জেলারের হাতে দেওয়া যাইবে।

অর্থদণ্ড আদায়ের ওয়ারেণ্টের কথা।

৩৮৬ ধারা। অপরাধীর অর্থদণ্ড দিবার আজ্ঞা হইলে অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়া গেলে অপরাধীর কারাদণ্ড হইবার আজ্ঞা হইলেও, যে আদালত ঐ দণ্ডের আজ্ঞা করিলেন সেই আদালত স্বীয় বিবেচনামতে অপরাধীর অস্থাবর কোন সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণ দ্বারা ঐ টাকা আদায় করিবার ওয়ারেণ্ট প্রচার করিতে পারিবেন।

ওয়ারেন্টের ফলের কথা।

৩৮৭ ধারা। যে আদালত ঐ ওয়ারেন্ট প্রচার করেন, তাহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে তদনুযায়ী কার্য্য করা যাইতে পারিবে এবং অপরাধীর কোন অস্থাবর সম্পত্তি উক্ত আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে থাকিলে সেই স্থান যে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বা প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন, তিনি ওয়ারেন্টের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলে তাহার সেই সম্পত্তিরও ক্রোক ও বিক্রয় হয় ঐ ওয়ারেন্টে এই অনুমতি থাকিবে।

কারাদণ্ডাজ্ঞা সাধন স্থগিত রাখিবার কথা।

৩৮৮ ধারা। অপরাধীর প্রতি কেবল অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে ও অর্থদণ্ড না দেওয়াতে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে এবং আদালত ৩৮৬ ধারামতে পরওয়ানা বাহির করিলে ঐ পরওয়ানা ফিরিয়া আনিবার নিরূপিত দিনে অপরাধী উক্ত আদালতের সম্মুখে যে উপস্থিত হইবে, আদালতের বিবেচনামতে জামিন সহিত কি জামিন বিনা এই নিয়মে নির্ব্বন্ধপত্র লিখিয়া দিলে, কারাদণ্ডাজ্ঞা সাধন স্থগিত রাখিয়া অপরাধীকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন নির্ব্বন্ধপত্র লিখিয়া দিবার সময়াবধি ঐ পরওয়ানা ফিরিয়া আনিবার পনের দিনের অধিক সময় নিরূপণ হইবে না। অর্থদণ্ড আদায় না হইলে আদালত অবিলম্বে কারাদণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

কে ওয়ারেন্ট দিতে পারেন, তাঁহার কথা।

৩৮৯ ধারা। যে জজ কি মাজিষ্ট্রেট দণ্ডাজ্ঞা করেন তিনি অথবা তাঁহার উত্তর পদধারী দণ্ডাজ্ঞা সাধনের ওয়ারেন্ট দিতে পারিবেন।

কেবল কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞামত কার্য্য হইবার কথা।

৩৯০ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কেবল কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে আদালতের আদেশমত স্থানে ও সময়ে উক্ত দণ্ডাজ্ঞানুযায়ী কার্য্য হইবে।

কারাদণ্ডের সহিত কশাঘাতদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, কশাঘাত করিবার কথা।

৩৯১ ধারা। যে মোকদ্দমায় আপীল হইতে পারে, এমত মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির কারাদণ্ডের সহিত কশাঘাতদণ্ডের আজ্ঞা হইলে ঐ দণ্ডাজ্ঞার তারিখ অবধি পঞ্চদশ দিন গত না হইলে কিম্বা তৎকালের মধ্যে যদি আপীল হইয়া থাকে, তবে আপীল আদালত ঐ দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় না করিলে কশাঘাত করিতে পারিবেন না, কিন্তু সেই পঞ্চদশ দিন গত হইলে পর যত শীঘ্র হইতে পারে কশাঘাত দণ্ড হইবে কিম্বা যদি আপীল হইয়া থাকে, তবে আপীল আদালতের সেই দণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় করণসূচক আজ্ঞা পাইলে পর যত শীঘ্র হইতে পারে দণ্ড হইবে।

জজ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার সম্মুখে দণ্ড দিবার আজ্ঞা না করিলে, জেলের অধ্যক্ষের সম্মুখে কশাঘাত দণ্ড দেওয়া যাইবে।

ঐ দণ্ড যেরূপে সাধন হইবে, তাহার কথা।

৩৯২ ধারা। ১৬ বৎসরের কি তাহার ঊর্দ্ধ বয়সের ব্যক্তির সেই দণ্ডের আজ্ঞা হইলে

অন্যূন আধ ইঞ্চ মোটা পাতলা বেত দ্বারা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যেরূপে ও শরীরের যেস্থানে কশাঘাত করিবার আদেশ করেন, তদনুসারে ঐ দণ্ড হইবে, অপরাধী ষোল বৎসরের ন্যূন-বয়স্ক হইলে পাঠশালার শাসনের ন্যায় লঘু বেত্রে প্রহার হইবে।

আঘাতের উদ্ধসংখ্যার কথা।

কোন স্থলে উক্ত দণ্ড ৩০ ঘার অধিক হইবে না।

ভাগ ভাগ করিয়া না মারিবার কথা।

৩৯৩ ধারা। কশাঘাত দণ্ড ভাগ ভাগ করিয়া সাধন করিতে হইবে না, এবং নিম্ন লিখিত ব্যক্তিদের কাহারও কশাঘাত দণ্ড হইবে না যথা, –

মুক্ত থাকার কথা।

(ক) স্ত্রীলোকদের,

(খ) যে পুরুষের প্রাণদণ্ড বা দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড বা দণ্ডরূপ পরিশ্রম বা পাঁচ বৎসরের অধিক কালের কারাদণ্ডের আজ্ঞা হয়, তাহাদের,

(গ) যে পুরুষদিগকে আদালত পঁয়তাল্লিশ বৎসরের অধিকবয়স্ক বিবেচনা করেন, সেই পুরুষদের।

অপরাধীর শরীর অসুস্থ থাকিলে, ঐ দণ্ড না হইবার কথা।

৩৯৪ ধারা। শরীরের স্বাস্থ্য বিবেচনায় অপরাধী ঐ দণ্ড সহ্য করিতে পারে, চিকিৎসক বর্ত্তমান থাকিয়া ইহার সার্টিফিকেট দিলে কিম্বা চিকিৎসক না থাকিলে তৎস্থানে উপস্থিত মাজিষ্ট্রেট কি কার্য্যকারক এইরূপ বোধ করিলে ঐ কশাঘাত দণ্ড সাধন হইবে, নতুবা নয়।

দণ্ডসাধন স্থগিত হইবার কথা।

কশাঘাত করা যাইতেছে এমন সময়ে অপরাধীর শরীর গতিক বিবেচনায় তাঁহার আর প্রহার সহ্য হয় না, চিকিৎসক ইহা সর্টিফিকেট্রূপে কহিলে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট কি কার্য্যকারক উপস্থিত থাকেন, তিনি এমত বোধ করিলে দণ্ড একবারে স্থগিত করা যাইবে।

৩৯৪ ধারামতে দণ্ড হইতে না পারিলে, যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩৯৫ ধারা। ৩৯৪ ধারামতে কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াও তাহা সম্পূর্ণরূপে কিম্বা তাহার একাংশ হইবার বাধা হইলে, যে আদালত ঐ দণ্ডের আজ্ঞা করেন, সেই আদালত যতকাল ঐ দণ্ডাজ্ঞা সংশোধন না করেন, ততকাল অপরাধীকে হেফাজতে রাখিতে হইবে ও সেই আদালত স্বীয় বিবেচনামতে দণ্ডাজ্ঞা রহিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা কশাঘাত দণ্ডের পরিবর্ত্তে কিম্বা ঐ দণ্ডের যে অংশ দেওয়া যাইতে পারে নাই, তৎ-পরিবর্ত্তে তাহার বার মাসের অনধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এমন স্থলে সেই অপরাধের নিমিত্তে কশাঘাত ভিন্ন অপরাধীর অন্য দণ্ডের আজ্ঞা হইলে ঐ কারাদণ্ড তদতিরিক্ত হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি আইনমতে যতকালের কারাদণ্ডের যোগ্য কিম্বা কোন আদালত যত

দণ্ডের আজ্ঞা করিতে সক্ষম এই ধারার কোন কথাক্রমে উক্ত আদালতের প্রতি তদধিক কারাদণ্ড দিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

পলাতক বন্দীদের উপর দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবার কথা।

৩৯৬ ধারা। পলাতক বন্দীর প্রতি এই আইনমতে প্রাণদণ্ডের কি অর্থদণ্ডের কি কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে পূর্ব্বলিখিত বিধানের নিয়মাধীনে তৎক্ষণাৎ ঐ দণ্ডের আজ্ঞামতে কার্য্য হইবে, এবং কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে নিম্নলিখিত বিধিক্রমে কার্য্য হইবে।

পলাতক বন্দী যে দণ্ড ভোগ হইতে পলায়ন করে তাহার তদপেক্ষা কঠিন দণ্ডের আজ্ঞা হইলে তৎক্ষণাৎ ঐ নূতন দণ্ডের আজ্ঞামতে কার্য্য হইবে।

বন্দী যে দণ্ড ভোগ হইতে পলায়ন করে নূতন দণ্ডের আজ্ঞা তদপেক্ষা কঠিন না হইলে পলায়ন সময়ে তাহার সেই পূর্ব্বের কারাদণ্ড কিম্বা স্থলবিশেষে দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডভোগের যতকাল বাকী ছিল আর ততকাল ঐ দণ্ডভোগের পরে ঐ নূতন দণ্ডের আজ্ঞামতে কার্য্য হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার কার্য্যপক্ষে।—

(ক) কারাদণ্ডের আজ্ঞা অপেক্ষা দ্বীপান্তর প্রেরণ কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের আজ্ঞা কঠিন জ্ঞান হইবে।

(খ) নির্জ্জন কারাবদ্ধ হওনের আজ্ঞা বিনা যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হয়, তদপেক্ষা নির্জ্জন কারাবদ্ধ হওন সহিত সেই প্রকারের কারাদণ্ডের আজ্ঞা কঠিন বোধ হইবে, ও

(গ) নির্জ্জন কারাবদ্ধ হওনের আজ্ঞা সহিত কি তদ্বিনা সামান্য কারাদণ্ড অপেক্ষা কঠোর কারাদণ্ডের আজ্ঞা কঠিন বোধ হইবে।

এক অপরাধের দণ্ডভোগী অপরাধীর উপর অন্য অপরাধের দণ্ডের কথা।

৩৯৭ ধারা। কোন ব্যক্তি কারাদণ্ড কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ভোগ করিতেছে এমন সময়ে যদি আবার দণ্ডাজ্ঞা হইয়া তাহার কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের কিম্বা দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হয় তবে পূর্ব্ব আজ্ঞামতে কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের মিয়াদ ফুরাইলেই ঐ দ্বিতীয় কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আরম্ভ হইবে।

কিন্তু যৎকালে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে তৎকালে তাহার অন্য অপরাধ প্রমাণ হইয়া দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে সেই দণ্ডভোগ অগৌণেই অথবা পূর্ব্ব আজ্ঞামতে কারাদণ্ডের মিয়াদ ফুরাইলে পর ঐ অন্য দণ্ডের মিয়াদ আরম্ভ হইবে, কোর্ট স্বীয় বিবেচনামতে ইহার একতর আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৩৫, ৩৯৬ ও ৩৯৭ ধারার অতিরিক্ত বিধানের কথা।

৩৯৮ ধারা। (১) পূর্ব্ব কি পশ্চাৎ কৃত অপরাধ নির্ণয়ক্রমে কোন ব্যক্তি যে দণ্ডের

যোগ্য হয়, ৩৯৬ কি ৩৯৭ ধারার কোন কথা দ্বারা তাহার কোন অংশ ক্ষমা করা হইল এমন জ্ঞান করিতে হইবে না।

(২) মূল কারাদণ্ডের কিম্বা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের নিমিত্ত দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের আজ্ঞার সঙ্গে সংযুক্ত অর্থদণ্ড না দেওয়াতে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, এবং যে ব্যক্তি সেই মূল দণ্ড ভোগ করিতেছে ঐ দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইলে পর তাহার আর এক কি অধিক মূল কারাদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ড ভোগ করিতে হইলে, সেই ব্যক্তির ঐ এক কি অধিক মূল দণ্ড ভোগ না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড না দেওয়াতে যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহা ফলবৎ করা যাইবে না।

অল্পবয়স্ক অপরাধীদিগকে চরিত্র সংশোধনালয়ে বদ্ধ করিবার কথা।

৩৯৯ ধারা। কোন অপরাধের নিমিত্তে ফৌজদারী আদালত কর্ত্তৃক ষোল বৎসরের ন্যূন বয়সের কোন ব্যক্তির কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে তাহাকে অপরাধীদের কারাগারে বদ্ধ না করাইয়া সংশোধনার্থে যে আলয়ে উপযুক্তমত শাসন করিবার ও উপকার জনক কোন শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিবার সদুপায় থাকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এমত যে সংশোধনালয় বালকদের বদ্ধ থাকার উপযুক্ত স্থান বলিয়া স্থাপন করেন, অথবা তদ্রূপ যে আলয়ের কর্ত্তা তথাকার বদ্ধ ব্যক্তিদের শাসন ও পালনাদি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিধিমত কার্য্য করিতে সম্মত হন, ঐ আদালত উক্ত অপরাধী বালকের সেই স্থানে বদ্ধ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যাহারা এই ধারামতে বদ্ধ হয়, তাহারা তদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট বিধির অধীন থাকিবে।

৩৯৯ ধারা। সংশোধনার্থ স্কুল সম্বন্ধে ১৮৭৬ সালের ৫ আইন দেখ।

ঐ আইনের ৭ ধারার বিধানানুযায়ী প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট, পোলীস মাজিষ্ট্রেট হাইকোর্ট, সেশন আদালত, অথবা কলিকাতা বোম্বাই, মান্দ্রাজ রাজধানীর মাজিষ্ট্রেট ১৬ বৎসরের অনধিক বয়স্ক কোন অপরাধীকে দ্বীপান্তর প্রেরণ না করিয়া অথবা কারাদণ্ড না দিয়া উল্লিখিত স্কুলে অন্যূন ২ বৎসর এবং অনধিক ৭ বৎসর কাল রাখিবার আজ্ঞা দিতে পারেন।

১৮ বৎসরের অধিক বয়স্ক বালককে ঐরূপ স্কুলে কিন্তু রাখা হইবে না।

দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইলে ওয়ারেণ্ট ফিরাইয়া পাইবার কথা।

৪০০ ধারা। দণ্ডাজ্ঞামতে কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সাধন করা গেলে পর, যে কার্য্যকারক তাহা সাধন করিলেন, তিনি তাহা যেরূপ সাধন করা গিয়াছে ওয়ারেণ্টের পৃষ্ঠে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া যে আদালত হইতে ওয়ারেণ্ট বাহির হয় সেই আদালতে ফিরাইয়া পাঠাইবেন।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

দণ্ড স্থগিত রাখিবার ও ক্ষমা করিবার ও করিবার বিধি।

দণ্ড স্থগিত রাখিবার কি ক্ষমা করিবার ক্ষমতার কথা।

৪০১ ধারা। কোন অপরাধের নিমিত্তে কোন ব্যক্তির দণ্ডের অনুমতি হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন সময়ে নিয়ম ব্যতিরেকে কিম্বা ঐ ব্যক্তি যে নিয়ম গ্রাহ্য করে, এমত নিয়ম করিয়া সেই দণ্ডাজ্ঞা সাধন স্থগিত করিতে কি তৎপ্রতি যে দণ্ডের আজ্ঞা হয়, সেই সম্পূর্ণ দণ্ড বা তাহার এক অংশ ক্ষমা করিতে পারিবেন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অথবা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে দণ্ড স্থগিত কি ক্ষমা করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করা গেলে, যে আদালতের সম্মুখে অপরাধ নির্ণয় হয় কিম্বা যে আদালত কর্তৃক ঐ অপরাধ নির্ণয় দৃঢ় করা যায়, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কি স্থলবিশেষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই আদালতের কর্তৃপক্ষকে উক্ত প্রার্থনা গ্রাহ্য করা উচিত কি না এই বিষয়ে আপনার মত ও ঐ মতের যে যে হেতু থাকে তাহা লিখিয়া পাঠাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

"যে কোন নিয়মে কোন দণ্ড স্থগিত বা ক্ষমা করা যায়, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল সাহেবের কিম্বা স্থলবিশেষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনায় সেই নিয়ম পালিত হয় নাই বোধ হইলে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই স্থগিত করণ কি ক্ষমা রহিত করিতে পারিবেন। তাহা হইলে যে ব্যক্তির অনুকূলে দণ্ড স্থগিত হইয়াছে বা ক্ষমা করা গিয়াছে, সেই ব্যক্তি মুক্ত থাকিলে কোন পোলীস কর্ম্মকারক তাহাকে ওয়ারেণ্ট বিনা ধরিতে পারিবেন এবং দণ্ডের অবশিষ্ট অংশ ভোগ করিবার জন্য তাহাকে ফিরিয়া পাঠান যাইতে পারিবেক।"

"এই ধারামতে যে নিয়মে দণ্ড স্থগিত বা ক্ষমা করা যায়, সেই নিয়ম যে ব্যক্তির অনুকূলে দণ্ড স্থগিত বা ক্ষমা করা হয়, সেই ব্যক্তি কর্তৃক পালনীয় নিয়ম হইতে পারিবে, অথবা তাঁহার ইচ্ছাধীন নহে এরূপ নিয়ম হইতে পারিবে।"

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ক্ষমা করিবার কি দণ্ড গৌণ স্থগিত করিবার কিম্বা দণ্ড হইতে মুক্ত করিবার যে অধিকার আছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার ব্যাঘাত হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

দণ্ড পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।

৪০২ ধারা। কোন ব্যক্তির নিম্নলিখিত কোন দণ্ডের আজ্ঞা হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ ব্যক্তির সম্মতির অপেক্ষা না

করিয়া কোন দণ্ডের পরিবর্ত্তে তৎপশ্চাল্লিখিত অন্য কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

প্রাণদণ্ড, দ্বীপান্তর-প্রেরণদণ্ড, দণ্ডরূপ পরিশ্রম ঐ ব্যক্তির যত কারাদণ্ড হইতে পারিত, তাহার অনধিক কালের কঠোর কারাদণ্ড, ঐরূপ কালের নিমিত্ত সামান্য কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড।

৪০২ ধারা। দণ্ডবিধি আইনের ৫৪। ৫৫ ধারা দেখ।

ত্রিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয় কি নির্দ্দোষ নিরূপণ বিষয়ক বিধি।

যে ব্যক্তি একবার নির্দ্দোষ কি অপরাধী বলিয়া নির্ণয় হইল, তাহার সেই অপরাধে পুনরায় বিচার না হইবার কথা।

৪০৩ ধারা। কোন অপরাধের নিমিত্তে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালত কর্ত্তৃক কোন ব্যক্তির একবার বিচার হইয়া তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে কিম্বা তাহাকে নির্দ্দোষ করা গেলে, যতকাল সেই অপরাধ নির্ণয়ের কিম্বা নির্দ্দোষ করণের আজ্ঞা প্রবল থাকে, ততকাল সেই অপরাধ হেতুক, কিম্বা ২৩৬ ধারামতে তাহার নামে সেই বৃত্তান্তমূলক অন্য যে অপরাধের অভিযোগ হইতে পারিত, কিংবা ২৩৭ ধারামতে তাহার যে অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিত, এমত অন্য কোন অপরাধ হেতুক তাহার পুনর্ব্বিচার হইতে পারিবে না।

কোন ব্যক্তির কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে কিম্বা তাহাকে নির্দ্দোষ করা গেলে পর যদি সেই বিচারকালে ২৩৫ ধারার ১ প্রকরণমতে তাহার নামে কোন অপরাধহেতুক স্বতন্ত্র অভিযোগ হইতে পারিত, তবে পশ্চাৎ সেই অপরাধের নিমিত্ত তাহার বিচার হইতে পারিবে।

কোন ক্রিয়া সম্পর্কে যে অপরাধ হয়, কোন ব্যক্তির সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে সেই ক্রিয়া হইতে যে ফল উৎপন্ন হয়, যদি ঐ ক্রিয়া সহযোগে সেই ফলটি ঐ অপরাধ হইতে ভিন্ন অপরাধ হয়, তবে যে সময়ে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইল সেই সময়ে সে ফল না হইয়া থাকিলে, কিম্বা হইলেও আদালত তাহা অবগত না থাকিলে, শেষোক্ত অপরাধ-হেতুক সেই ব্যক্তির পশ্চাৎ বিচার হইতে পারিবে।

কোন ক্রিয়ামূলক কোন অপরাধে কোন ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করা গেলে কিম্বা তাহার অপরাধ নির্ণয় হইলে পর যদি সেই ক্রিয়ামূলক ঐ ব্যক্তি অন্য কোন অপরাধ করিয়া থাকে ও যে আদালত প্রথমে তাহার বিচার করিয়াছিলেন পশ্চাৎ ঐ ব্যক্তির সেই অন্য অপরাধের অভিযোগে সেই আদালত তাহার বিচার করিতে সক্ষম না হন, তবে পূর্ব্বে নির্দ্দোষ করা গেলেও কি অপরাধ নির্ণয় হইলেও সেই অন্য অপরাধহেতুক পশ্চাৎ তাহার নামে অভিযোগ ও তাহার বিচার হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—নালিশ ডিস্‌মিস্ করা গেলে, কিম্বা ২৪৯ ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত করা গেলে, কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া গেলে, কিম্বা ২৭৩ ধারামতে অভিযোগ-পত্রে কোন কথা লেখা গেলে, তাহা এই ধারার অভিপ্রায়ানুযায়ী নির্দ্দোষ করণ হয় না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ চাকর হইয়া চুরি করিয়াছে এই অভিযোগে বিচার হইয়া তাহাকে নির্দ্দোষ করা গেল। তাহা হইলে ঐ নির্দ্দোষ করণের আজ্ঞা প্রবল থাকিতে আনন্দের নামে সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া চাকর স্বরূপ চুরি করিবার কি কেবল চুরি করিবার কি অপরাধ-ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিবার জন্য অভিযোগ হইতে পারিবে না।

(খ) বধকরণাভিযোগে আনন্দের বিচার হইয়া তাহাকে নির্দ্দোষ করা গেল। তৎ-কালে দস্যুতার অভিযোগ হয় নাই, কিন্তু যে সময়ে বধ করা হয়, সেই সময়ে আনন্দ দস্যু-তাও করিয়াছিল বৃত্তান্তদ্বারা ইহা দৃষ্ট হইলে, তৎপশ্চাৎ তাহার নামে দস্যুতা করণাপরা-ধের অভিযোগ ও সেই অভিযোগমতে তাহার বিচার হইতে পারিবে।

(গ) গুরুতর পীড়া জন্মাইবার অভিযোগে আনন্দের বিচার হইয়া তাহার অপরাধ নির্ণয় হইল। যে ব্যক্তি পীড়া পায় পশ্চাৎ সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইল। অপরাধঘটিত নর-হত্যার নালিশে আনন্দের আবার বিচার হইতে পারিবে।

(ঘ) বলরামকে দোষঘটিত নরহত্যা করণাপরাধে আনন্দের নামে সেশন আদালতে অভিযোগ হইয়া ঐ অপরাধ নির্ণয় হইল। তৎপরে সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া বলরামকে বধ করণাভিযোগে তাহার বিচার হইতে পারিবে না।

(ঙ) আনন্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক বলরামের পীড়া জন্মাইয়াছে বলিয়া প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট তাহার নামে অভিযোগ করিয়া তাহার অপরাধ নির্ণয় করিলেন। তৎপরে সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া এই ধারার ৩ প্রকরণানুযায়ী মোকদ্দমা না হইলে, ইচ্ছাপূর্ব্বক বলরামের গুরুতর পীড়া জন্মাইবার নিমিত্তে আনন্দের পুনশ্চ বিচার হইতে পারিবে না।

(চ) আনন্দ বলরামের গাত্র হইতে দ্রব্য চুরি করে বলিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট তাহার নামে অভিযোগ করিয়া তাহার অপরাধ নির্ণয় করিবেন। সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া আনন্দের নামে পুনশ্চ দস্যুতা করণের অভিযোগ হইয়া তাহার বিচার হইতে পারিবে।

(ছ) আনন্দ, বলরাম ও চন্দ্র দীননাথের উপর দস্যুতা করিয়াছে বলিয়া প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট তাহাদের নামে অভিযোগ করিয়া তাহাদের অপরাধ নির্ণয় করিলেন। তৎপরে সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া আনন্দের ও বলরামের ও চন্দ্রের নামে ডাকাইতী করিবার অভিযোগ হইয়া তাহার বিচার হইতে পারিবে।

৪০৩ ধারা। ৪। ২৪০। ২৩৭। ২৪৮। ৩০৮। ৩৪৫। ৪৯৪। ৫১১। ধারা ও ১৫৩ এবং ২৫৮ ধারার প্রভেদ দেখ।

পূর্ব্ব মোকদ্দমায় নির্দ্দোষ অথবা দোষ সাব্যস্ত হইয়া থাকিলে দ্বিতীয় মোকদ্দমায় আসামীর পুনরায় বিচার হইতে পারে না বলিয়া আপত্তি হইলে কেবল দেখা আবশ্যক যে উভয় মোকদ্দমায় অপরাধ একই প্রকারের কি না। একই প্রকারের হইলে আর মোকদ্দমা চলিবে না, অন্য প্রকারের হইলে চলিবে। ৭উ. রি. ১৫; ৭ বে. ল রি এ. প ২৫, ১৩ উ রি. ৩, ২২ উ রি ১৪

সপ্তম খণ্ড।

আপীল ও অর্পণ ও সংশোধন করণের বিধি।

একত্রিংশ অধ্যায়।

আপীলের বিধি।

প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে আপীল না হইবার কথা।

৪০৪ ধারা। এই আইনমতে কিম্বা অন্য যে আইন যৎকালে চলিত থাকে, সেই আইনমতে আপীল করিবার বিধান না থাকিলে ফৌজদারী আদালতের কোন নিষ্পত্তির কি আজ্ঞার উপর আপীল হইবে না।

৪০৪ ধারা। উকীল বা অপর যে কোন ব্যক্তি আপীলাণ্ট কর্তৃক ক্ষমতাপন্ন হইলে আপীল দাখিল করিতে পারে। (ই ল বি ১ মা ৩০৪),

সন্তোষজনক কারণ দর্শাইতে অপারগ হইলে উপরোক্ত সময়ের মধ্যে আপীল না করিলে গ্রাহ্য হয় না। (৫। ৫ ধারা)।

কারারুদ্ধ ব্যক্তি আপীল করিলে ষ্টাম্প লাগে না।

নির্দ্দোষ করণের আজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল সম্বন্ধে এই আইনের ৪১৭। ৪২৭ ধারা দেখ।

ক্রোককৃত সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৪০৫ ধারা। সম্পত্তি বা তাহার বিক্রয়োৎপন্ন টাকা পাইবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তির ৮৯ ধারামত প্রার্থনাপত্র কোন আদালত অগ্রাহ্য করিলে, ঐ আদালতের দাণ্ডাজ্ঞার উপর সামান্যতঃ যে আদালতের আপীল হয় ঐ ব্যক্তি সেই আদালতে আপীল করিতে পারিবেন।

সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞার উপর আপীল করিবার কথা।

৪০৬ ধারা। জেলার মাজিষ্ট্রেট কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট কোন ব্যক্তিকে ১১৮ ধারামতে সদাচরণ করিবার জামিন দিতে আজ্ঞা করিলে সে জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আপীল করিতে পারিবে।

৪০৬ ধারা। ১২৪ ধারা দেখ।

দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৪০৭ ধারা। দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট বিচারক্রমে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে কিম্বা ৩৪৯ ধারামতে দ্বিতীয় শ্রেণীর মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা কোন ব্যক্তির দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, সেই ব্যক্তি জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আপীল করিতে পারিবে।

প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের প্রতি আপীল হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা।

জেলার মাজিষ্ট্রেট এই ধারামত কোন আপীল কি কোন শ্রেণীর আপীল আপনার অধীন যে কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে তদ্রূপ আপীল শুনিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন, সেই মাজিষ্ট্রেট শুনিবেন বলিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে উক্ত আপীল বা উক্ত শ্রেণীর আপীল ঐ অধীন মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে, কিম্বা জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পূর্ব্বে উপস্থিত করা গিয়া থাকিলে, উক্ত অধীন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি হস্তান্তর করিয়া দেওয়া হইবে। ঐরূপে যে কোন আপীল বা যে কোন শ্রেণীর আপীল উপস্থিত করা বা হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায়, জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তদ্রূপ কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে তাহা উঠাইয়া লইতে পারিবেন।

৪০৭ ধারা। ৫১৪। ৫১৫। ৫৩০ (দ) ধারা দেখ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটদিগের বেঞ্চের আজ্ঞার বিরুদ্ধে জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট আপীল আছে। (ই ল রি ৯ মা ৩৬)।

এসিসটেণ্ট সেশন জজ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার উপর

আপীলের কথা।

৪০৮ ধারা। কোন ব্যক্তি আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের বা জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা প্রথম শ্রেণীর অন্য মাজিষ্ট্রেটের বিচারে অপরাধী নির্ণয় হইলে, কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা ৩৪৯ ধারামতে কোন ব্যক্তির দণ্ডের আজ্ঞা হইলে সেই ব্যক্তি সেশন আদালতে আপীল করিতে পারিবেন।

কিন্তু (ক) কোন মোকদ্দমায় আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে দণ্ডের আজ্ঞা করেন তাহা সেশন আদালতের দৃঢ়করণ সাপেক্ষ থাকিলে ঐরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার আপীল হাইকোর্টে হইবে, কিন্তু যাবৎ সেশন আদালত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না করেন, তাবৎ উপস্থিত করা যাইবে না।

(খ) তদ্রূপে কোন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার অপরাধ নির্ণয় হইলে সেই ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে আপীল করিতে পারিবেন।

৪০৮ ধারা। ৪০৫। ৫০৬। ৫১৫। ৫২০ ধারা দেখ।

সেশন আদালতে আপীল কিরূপে শুনা যাইবে, তাহার কথা।

৪০৯ ধারা। সেশন আদালতে কিম্বা সেশন জজ সাহেবের নিকটে যে আপীল করা যায়, তাহা সেশন জজ সাহেব কি আডিশ্যনাল কি জয়েণ্ট সেশন জজ সাহেব শুনিবেন।

সেশন আদালতের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৪১০ ধারা। সেশন জজ সাহেবের কিম্বা আডিশ্যনল কি জাইণ্ট সেশন জজ সাহেবের বিচারে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে সে হাইকোর্টে আপীল করিতে পারিবে।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৪১১ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের বিচারমতে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয়

হইয়া ছয় মাসের অধিক কারাদণ্ডের কিম্বা দুই শত টাকার অধিক অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে ঐ ব্যক্তি হাইকোর্টে আপীল করিতে পারিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার করিলে কোন কোন
স্থলে আপীল না হইবার কথা।

৪১২ ধারা। পূর্ব্বে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও যে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজ দোষ স্বীকার করে ও তদনুসারে সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট তাহার অপরাধ নির্ণয় করেন, সেই স্থলে ঐ দণ্ডাজ্ঞার পরিমাণ কিম্বা ঐ দণ্ডাজ্ঞা আইনসিদ্ধ কি না এই এই বিষয় লইয়া আপীল হইতে পারিবে, নতুবা আপীল নাই।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমায় আপীল না হইবার কথা।

৪১৩ ধারা। পূর্ব্বে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও সেশন আদালতে কিম্বা জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব বা প্রথম শ্রেণীর অন্য মাজিষ্ট্রেট যে মোকদ্দমায় কেবল এক মাসের অনধিক কারাদণ্ডের কি কেবল পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের কি কেবল কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা করেন, সেই মোকদ্দমায় আপীল নাই।

ব্যাখ্যা—মূলদণ্ডের মধ্যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা না হইয়া যদি উক্ত আদালত কি মাজিষ্ট্রেট অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়া প্রযুক্ত কারাদণ্ডের আজ্ঞা করেন, তবে তাহার উপর আপীল নাই।

সরাসরীমতে অপরাধ নির্ণয় হইলে কোন কোন স্থলে
তাহার উপর আপীল না হইবার কথা।

৪১৪ ধারা। পূর্ব্বে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও কোন মাজিষ্ট্রেট ২৬০ ধারামতে কার্য্য করিবার ক্ষমতাপন্ন হইয়া সরাসরীমতে কোন মোকদ্দমার বিচার করিয়া কেবল তিন মাসের অনধিক কারাদণ্ডের কিম্বা কেবল ২০০৲ টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের কিম্বা কেবল কশাঘাতদণ্ডের আজ্ঞা করিলে সেই আজ্ঞার উপর আপীল নাই।

৪১৪ ধারা। ৪০৮।৪১১ ধারা দেখ।

৪১৩ ও ৪১৪ ধারার উপবিধির কথা।

৪১৫ ধারা। ৪১৩ কি ৪১৪ ধারার উল্লিখিত কোন দণ্ডের আজ্ঞা দ্বারা ঐ ঐ ধারার উল্লিখিত কোন দুই কি তদধিক দণ্ড সংযোগ করা গেলে, তাহার উপর আপীল হইতে পারিবে, কিন্তু যে দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রকারান্তরে আপীল হইতে পারিত না, যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে, তাহার প্রতি শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিবার আজ্ঞা হইয়াছে বলিয়া সেই দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা।—অর্থদণ্ড না দেওয়াতে যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হয়, তাহা এই ধারার অভিপ্রায় অনুযায়ী দুই কি তদধিক দণ্ড সংযোগ করিবার দণ্ডাজ্ঞা নহে।

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের দণ্ডের আজ্ঞা বর্জ্জিত হইবার কথা।

৪১৬ ধারা। ৩৩ অধ্যায়মতে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের যে দণ্ডের আজ্ঞা হয়, তাহার প্রতি ৪১৩ ও ৪১৪ ধারার কোন বিধান খাটিবে না।

৪১৬ ধারা। ৪০৮। ৪১১। ৪১৩ ধারা দেখ।

নির্দোষকরণের আজ্ঞার উপর গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আপীল করিবার কথা।

৪১৭ ধারা। হাইকোর্ট ভিন্ন অন্য কোন আদালত কর্তৃক কোন ব্যক্তিকে নির্দোষ করণের আদিম কি আপীলী আজ্ঞা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় অভিযোক্তার প্রতি ঐ আজ্ঞার উপর হাইকোর্টে আপাল উপস্থিত কবিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

৪১৭ ধারা। এরূপ আপীলের সময় ছয় মাস। (তামাদি বিষয়ক ১৮৭৭ সালের ১৫ আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ১৫৭ দফা) ৪২৭ ও ৪৯২ ধারা দেখ।

নিম্ন আদালতের নির্বুদ্ধিতা, অযোগ্যতা এবং অবাধ্যতা প্রভৃতি কারণে অবিচার না হইলে, হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না। (ই ল রি ৪ এ. ১৪৮)।

কোন্ বিষয়ে আপীল গ্রাহ্য হইতে পারিবে, তাহার কথা।

৪১৮ ধারা। আইনঘটিত বিষয় ধরিয়া যেমন আপীল হইতে পারে, বৃত্তান্তঘটিত বিষয় ধরিয়াও তেমনই আপীল হইতে পারিবে, কিন্তু জুরির সহযোগে বিচার হইলে কেবল আইনঘটিত বিষয় ধরিয়া আপীল গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা। দণ্ডাজ্ঞার কঠোরতার কথা এই ধারার কার্য্যপক্ষে আইনঘটিত বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে।

৪১৮ ধারা। ৪৬৯। ৩০৭। ৩৭৪। ৫৩৬ ধারা দেখ।

আপীলের দরখাস্তের কথা।

৪১৯ ধারা। লিখিত দরখাস্ত দিয়া আপেলাণ্ট বা তাঁহার উকীল আপীল উপস্থিত করিবেন এবং যে আদালতে উপস্থিত করা যায়, সেই আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে তদ্রূপ আপীলের যে প্রত্যেক দরখাস্ত দেওয়া যায় যে নিষ্পত্তির কি আজ্ঞার উপর আপীল হয় তাহার নকল ও জুরির বিচারিত মোকদ্দমা হইলে ৩৬৭ ধারামতে উপদেশ বাক্যের যে মূল কথা লেখা যায়, তাহার নকলও সেই দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবে।

আপেলাণ্ট কারাবদ্ধ থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪২০ ধারা। আপেলাণ্ট কারাবদ্ধ থাকিলে সে আপীলের দরখাস্ত ও তাহার সহিত যে যে নকল দিতে হয়, সেই সেই নকল জেলের অধ্যক্ষকে দিতে পারিবে। তিনি তাহা পাইলে উপযুক্ত আপীল আদালতে সেই দরখাস্ত ও নকল পাঠাইবেন।

৪২০ ধারা। জেলখানায় থাকিয়া আপীল করিলে আপীলের দরখাস্তে ষ্ট্যাম্প লাগে না (১৮৭০ সালের ৭ আইনের ১৯ ধারার ১৭ দফা)।

কয়েদীকে আপীলের দরখাস্ত লিখিতে, কিম্বা অন্য কোন কয়েদী কি উকীল মোক্তার কিম্বা বন্ধুবান্ধব দ্বারা লেখাইতে সুবিধা দেওয়া জেলের কর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্য। (১০ উ রি ৬৯)।

আপীল সরাসরীমতে অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতার কথা।

৪২১ ধারা। আপীল আদালত ৪১৯ কি ৪২০ ধারামতে দরখাস্ত ও নকল পাইলে পর তাহা পাঠ করিয়া হস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ত কারণ নাই জ্ঞান করিলে সরাসরীমতে আপীল অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন, কিন্তু আপীলের পোষকতায় আপেলাণ্টের কিম্বা

তাঁহার উকীলের কথা শুনিবার যুক্তিসঙ্গত সময় না দিয়া ৪১৯ ধারামতে উপস্থিত করা কোন আপীল ডিস্‌মিস্ করা যাইবে না।

এই ধারামতে আপীল অগ্রাহ্য করিবার পূর্ব্বে আদালত মোকদ্দমার কাগজপত্র আনাইতে পারিবেন, কিন্তু আনাইতেই যে হইবে এমত নয়।

আপীল শুনিবার নোটিসের কথা।

৪২২ ধারা। আপীল আদালত সবাসরীমতে আপীল অগ্রাহ্য না করিলে আপেলাণ্টকে বা তাঁহার উকীলকে ও এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যকারক নিযুক্ত করেন তাঁহাকে সেই আপীল শুনিবার দিনের ও স্থানের নোটিস দেওয়াইবেন ও ঐ কার্য্যকারকের প্রার্থনামতে তাঁহাকে আপীলে হেতুবাদের এক কেতা নকল দিবেন।

৪১৭ ধারামতে আপীল হইলে আপীল আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকেও তদ্রূপ নোটিস দেওয়াইবেন।

আপীল লইয়া আপীল আদালত কি করিতে পারিবেন, তাহার কথা।

৪২৩ ধারা। ঐ মোকদ্দমাঘটিত কাগজপত্র আপীল আদালতে না থাকিলে ঐ আদালত তাহা আনাইয়া পাঠ করিলে পর ও আপেলাণ্ট কি তাঁহার উকীল উপস্থিত থাকিলে তাঁহার কথা শুনিলে পর ও বাদকারী অভিযোক্তাও উপস্থিত থাকিলে তাহার কথা শুনিলে পর এবং ৪১৭ ধারামতে আপীল হইলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে তাহার কথা শুনিলে পর হস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ত কারণ নাই এরূপ বিবেচনা করিলে আপীল অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন, কিম্বা।

(ক) নির্দ্দোষ নির্ণয়ের আজ্ঞার উপর আপীল হইলে উক্ত আজ্ঞা অন্যথা করিয়া আরও তদন্তের কিম্বা স্থলবিশেষে অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনর্ব্বিচার কি বিচারার্থে সমর্পণ হইবার আদেশ করিতে পারিবেন অথবা তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার উপর আইনমত দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(খ) অপরাধ নির্ণয়ের আপীল হইলে, (১) উক্ত অপরাধ নির্ণয় ও দণ্ডাজ্ঞা অন্যথা করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করিতে বা ছাড়িয়া দিতে অথবা ঐ আপীল আদালতের অধীন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতের দ্বারা তাহার পুনর্ব্বিচার বা বিচারার্থে সমর্পণ হইবার আদেশ দিতে পারিবেন, অথবা (২) দণ্ডাজ্ঞা স্থিরতর রাখিয়া সেই নির্ণয় পরিবর্ত্তন করিতে কিম্বা নির্ণয় পরিবর্ত্তন করিয়া কি না করিয়া দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে তাহা কম করিতে পারিবেন, অথবা (৩) তদ্রূপ কম করিয়া কি না করিয়া ও নির্ণয় পরিবর্ত্তন করিয়া কি না করিয়া যে দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে তাহার ভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন, কিন্তু এইরূপে করিতে হইবে যেন তাহার বৃদ্ধি না হয়।

(গ) অন্য কোন আজ্ঞার উপর আপীল হইলে, ঐ আজ্ঞা পরিবর্ত্তন কি অন্যথা করিতে পারিবেন।

(ঘ) জজ সাহেবের উপদেশের দোষে কিম্বা তিনি যে ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করেন, জুরি

তাহা বুঝিতে না পাবায় জুরির মীমাংসায় ভ্রম হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা না করিলে, উক্ত আদালত যে জুরির মীমাংসা পরিবর্ত্তন কি অন্যথা কবিতে পারিবেন, এই ধারার কোন কথায় ঐ আদালতের প্রতি এমন কোন ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে না।

৪২৩ ধারা। ৪৩১। ৫৩৭ ধারা দেখ।

নিম্ন আপীল-আদালতেব নিষ্পত্তির কথা।

৪২৪ ধারা। আদৌ বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট ফৌজদারী আদালতেব নিষ্পত্তি সম্বন্ধে ২৬ অধ্যায়ে যে যে বিধি আছে, তাহা যতদূর হইতে পাবে, হাইকোর্ট ভিন্ন অন্য আপীল আদালতের নিষ্পত্তির প্রতি বর্ত্তিবে।

কিন্তু আপীল আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে যে নিষ্পত্তি প্রচার কবা যায়, তাহা শুনিবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আনা বা উপস্থিত হইবার আদেশ করা যাইবে না।

হাইকোর্ট আপীলক্রমে যে আজ্ঞা কবা যায়, তাহা অধঃস্থ আদালতে জ্ঞাত করা হইবার কথা।

৪২৫ ধারা। আপীল হওয়াতে হাইকোর্ট এই অধ্যায়মত কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিলে যাহার বিরুদ্ধে আপীল হয়, সেই নির্ণয় দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা যে আদালতে লেখা বা কবা গিয়াছিল, ঐ হাইকোর্ট সেই আদালতে সার্টিফিকেট দ্বারা আপন নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা জানাইবেন, যদি জেলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ঐ নির্ণয় দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা লেখা বা কবা যায়, জেলার মাজিষ্ট্রেট দ্বাবা ঐ সার্টিফিকেট পাঠাইতে হইবে।

হাইকোর্ট সার্টিফিকেট দ্বারা যে আদালতের নিকট আপন নিষ্পত্তি বা আজ্ঞা জ্ঞাত করেন, সেই আদালত হাইকোর্টের নিষ্পত্তিব কি আজ্ঞার অনুযায়ী আজ্ঞা করিবেন। আবশ্যক হইলে কাগজপত্রও তদনুসারে সংশোধন কবা যাইবে।

৪২৫ ধাবা। ৪০৮ (খ)। ৪১৭। ৪৪২। ধারা দেখ।

আপীল উপস্থিত থাকিতে দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত করিবার কথা।

হাজিরজামিন দিলে আপেলাণ্টকে মুক্ত করিবার কথা।

৪২৬ ধারা। যাহাব অপরাধ নির্ণয় হয়, দণ্ডাজ্ঞাব কি আজ্ঞার উপব সে আপীল করিলে, সেই আপীল যতদিন উপস্থিত থাকে, আপীল আদালত ততদিন হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া সেই আজ্ঞা অনুযায়ী কার্য্য না হইবার আদেশ করিতে পারিবেন ও আপেলাণ্ট কারাবদ্ধ থাকিলে হাজিরজামিন বা নিজ তাহার নিবন্ধপত্র লইয়া তাহাকে মুক্ত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

এই ধারায় আপীল আদালতের প্রতি যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইল, অপরাধ নির্ণয় হইলে কোন ব্যক্তি হাইকোর্টের অধীন কোন আদালতে আপীল করিলে, হাইকোর্টও সেই ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন।

শেষে আপেলাণ্টের কারাদণ্ডের দণ্ডরূপ পরিশ্রমের বা দ্বীপান্তর প্রেরণ-দণ্ডের আজ্ঞা,

হইলে, সে উক্ত প্রকারে যতদিন মুক্ত ছিল, দণ্ডের মিয়াদ নিরূপণ কালে সেই সকল দিন ধরিতে হইবে না।

নির্দ্দোষকরণের উপর আপীল হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধৃত করিবার কথা।

৪২৭ ধারা। ৪১৭ ধারামতে আপীল উপস্থিত করা গেলে, হাইকোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধরিবা আপনার বা অন্য কোন অধীন আদালতের সম্মুখে আনাইবার ওয়ারেণ্ট দিতে পারিবেন ও যে আদালতের সম্মুখে তাহাকে আনা যায়, সেই আদালত আপীল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত তাহাকে কারাগারে অর্পণ করিতে পারিবেন, কিম্বা তাহার হাজিরজামিন লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

অধিক প্রমাণ লইতে কি লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবার ক্ষমতার কথা।

৪২৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে আপীল সংক্রান্ত কার্য্যকরণ সময়ে আপীল আদালত অধিক প্রমাণ লওয়া আবশ্যক বোধ করিলে, আপনি সেই প্রমাণ লইতে পারিবেন, কিম্বা কোন মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা অথবা আপীল আদালত হাইকোর্ট হইলে কোন সেশন আদালতের বা মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা তাহা লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উক্ত সেশন আদালত বা মাজিষ্ট্রেট সেই অধিক প্রমাণ লইলে আপীল আদালতের নিকট সার্টিফিকেট সহিত সেই প্রমাণ পাঠাইবেন ও উক্ত আদালত তদনুসারে আপীল নিষ্পত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

আপীল আদালত অন্যরূপ আদেশ না করিলে ঐ অধিক প্রমাণ লওনের সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা তাঁহার উকীল উপস্থিত থাকিবেন, কিন্তু তদ্রূপ প্রমাণ জুরির কি এসেসরদের সাক্ষাতে লওয়া যাইবে না।

এই ধারামতে প্রমাণ লওয়া ২৫ অধ্যায়ের কার্য্যপক্ষে তদন্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

আপীল-আদালতের জজদের যতজনের একমত হয়, ততজনে ভিন্নমত হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

৪২৯ ধারা। যে জজ সাহেবেরা আপীল আদালত স্বরূপ অধিবিষ্ট হন, তাঁহাদের যতজনের একমত হয়, ততজনের ভিন্নমত হইলে, ঐ মোকদ্দমা তাঁহাদের মতসহ ঐ আদালতের অন্য জজের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে। তিনি যদ্রূপে (যদি কোন) পরীক্ষা লওয়া ও শুনা উচিত বোধ করেন, তদ্রূপ পরীক্ষা লইয়া ও শুনিয়া আপনার মত প্রকাশ করিবেন ও সেই মতানুসারে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা হইবে।

আপীল হইয়া যে আজ্ঞা হয়, তাহা চূড়ান্ত হইবার কথা।

৪৩০ ধারা। ৪১৭ ধারার ও ৩২ অধ্যায়ের বিধানের স্থল ভিন্ন অন্য সকল স্থলে আপীল আদালত আপীলক্রমে যে নিষ্পত্তি ও আজ্ঞা করেন, তাহা চূড়ান্ত হইবে।

আপীল উঠিয়া যাইবার কথা।

৪৩১ ধারা। ৪১৭ ধারামতে আপীলের মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে এবং এই অধ্যায়মতে অন্য আপীলে আপেলাণ্টের মৃত্যু হইলে, আপীল একেবারে উঠিয়া যাইবে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

প্রশ্নার্পণের ও সংশোধনের বিধি।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের হাইকোর্টে প্রশ্নার্পণ করিবার কথা।

৪৩২ ধারা। কোন মোকদ্দমা শ্রবণকালে আইনঘটিত কোন প্রশ্ন উঠিলে, প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট উচিত বোধ করিলে, হাইকোর্টের মত জানিবার জন্যে ঐ প্রশ্ন হাইকোর্টে প্রেরণ করিতে পারিবেন, কিম্বা সেই প্রশ্ন বিষয়ে হাইকোর্টের যে নিষ্পত্তি হয়, তাহার অপেক্ষা করিয়া তিনি সেই বিষয়ে আপনার বিচার জানাইতে পারিবেন ও হাইকোর্টের সেই নিষ্পত্তির অপেক্ষায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারাগারে পাঠাইতে পারিবেন, কিম্বা তাহাকে ডাকা গেলে, সে বিচার জানিবার জন্যে উপস্থিত হইবে, এই নিয়মে হাজিরজামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

হাইকোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার কথা।

৪৩৩ ধারা। কোন প্রশ্ন পূর্ব্বোক্তমতে অর্পণ করা গেলে, হাইকোর্ট তদ্বিষয়ে যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিবেন, ও যে মাজিষ্ট্রেট ঐ প্রশ্ন অর্পণ করেন, সেই নিষ্পত্তির নকল তাঁহার নিকটে প্রেরণ করাইবেন ও তিনি সেই নিষ্পত্তি অনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন।

খরচাবিষয়ক আজ্ঞার কথা।

সেই প্রশ্ন অর্পণ করিবার খরচ কাহার দিতে হইবে, হাইকোর্ট এই বিষয়ের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

হাইকোর্টের আদৌ বিচারাধিপত্যক্রমে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে পশ্চাৎ বিবেচনার নিমিত্ত তাহা রাখিবার কথা।

৪৩৪ ধারা। ফৌজদারী মোকদ্দমার আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকরণ-কালে যে হাইকোর্টের একাধিক জজ আছেন, সেই হাইকোর্টের কোন জজের সম্মুখে কোন ব্যক্তির বিচার হইয়া অপরাধ সপ্রমাণ হইলে, যদি তাহার বিচারকালে আইনঘটিত কোন প্রশ্ন উত্থিত হইয়া থাকে ও সেই প্রশ্নের যদ্রূপ নির্ণয় হয়, তদনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তির ফলাফলের সম্ভাবনা হয়, তবে সেই জজ সাহেব বিহিত বোধ করিলে হাইকোর্টের দুই কি তদধিক জন জজের কোর্টের নিষ্পত্তির নিমিত্ত ঐ প্রশ্ন অর্পণ করিতে পারিবেন।

বিবেচনার নিমিত্ত রাখা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

উক্ত জজ সাহেব তদ্রূপ কোন প্রশ্ন পশ্চাৎ বিবেচনার নিমিত্ত রাখিলে যে ব্যক্তির অপরাধের প্রমাণ হইল, ঐ প্রশ্ন নিষ্পত্তি হইবার অপেক্ষায় তাহাকে পুনশ্চ জেলে পাঠান যাইবে কিম্বা জজ সাহেব উচিত বোধ করিলে, তাহার হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিবে,

এবং হাইকোর্ট সেই মোকদ্দমা কিম্বা তাহার যে অংশ আবশ্যক তাহা পুনর্দৃষ্টি করিতে ও সেই প্রশ্ন চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, তাহা করিলে আদৌ যে আদালতের নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা আছে, সেই আদালতের দণ্ডাজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিতে ও হাইকোর্ট যে নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞা উচিত বোধ করেন, তাহা করিতে পারিবেন।

অধস্তন আদালতের কাগজপত্র আনাইবার ক্ষমতার কথা।

৪৩৫ ধারা। স্বীয় বিচারাধীন স্থানের কোন অধস্তন ফৌজদারী আদালত কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্য করিয়া যে নির্ণয় কি দণ্ডের আজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা লেখেন কি করেন তাহা যথার্থ ও আইন অনুযায়ী ও উপযুক্ত কি না ও সেই অধস্তন আদালতের আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিধিমতে চলিতেছে কি না, হাইকোর্ট কি কোন সেশন আদালত কি জেলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ইহা স্ববোধমতে জ্ঞাত হইবার অভিপ্রায়ে উক্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র আনাইয়া দৃষ্টি করিতে পারিবেন।

কোন মহকুমার মাজিষ্ট্রেট এই ধারামত কার্য্য করিবার সময়ে যদি বিবেচনা করেন যে, ঐরূপ কোন নির্ণয় দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা আইনবিরুদ্ধ বা অনুচিত হইয়াছে কিম্বা আনুষ্ঠানিক কার্য্য নিয়মমত হয় নাই, তবে তিনি যে মন্তব্য লেখা উচিত জ্ঞান করেন, তৎসহিত নথী জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইবেন।

১৪৩ ও ১৪৪ ধারামতে যে যে আজ্ঞা করা যায় তাহা এবং ১৭৬ ধারামতে আনুষ্ঠানিক কার্য্য এই ধারার অভিপ্রায়ানুযায়ী আনুষ্ঠানিক কার্য্য নহে।

সমর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

৪৩৬ ধারা। ৪৩৫ ধারামতে বা প্রকারান্তরের কোন মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখিয়া যদি সেশন আদালতের কি জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এমত জ্ঞান হয় যে, উক্ত মোকদ্দমা কেবল সেশন আদালতের বিচার্য্য ও অধস্তন আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অনুচিতমতে ছাড়িয়া দিয়াছেন, সেই সেশন আদালত কি জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে ধরাইয়া নূতন তদন্ত লইবার আদেশ না দিয়া যে বিষয় ধরিয়া সেশন আদালতের কি জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অনুচিতমতে ছাড়িয়া দেওয়া গিয়াছে সেই বিষয় ধরিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচারার্থে সমর্পণ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু (ক) এরূপ স্থলে আবশ্যক যে সমর্পণ করা কেন যাইবে না, উক্ত আদালতকে কি মাজিষ্ট্রেটকে ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সুযোগ দিতে হইবে।

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি অন্য কোন অপরাধ করিয়াছে ঐ আদালতের কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনামতে ইহা প্রমাণ দ্বারা দৃষ্ট হইলে, ঐ আদালত কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব অধস্তন আদালতের প্রতি সেই অপরাধের তদন্ত লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৪৩৬ ধারা। এই ধারায় হাইকোর্টের উল্লেখ না থাকিলেও ৪৩৯ ধারামতে হাইকোর্ট এরূপ আদেশ করিতে পারেন। (ই. ল রি ৬ এ ৪০)।

এই ধারানুসারে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিবার অধিকার নাই। (১৪ উ. রি. ২৫)।

তদন্ত লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৪৩৭ ধারা। ২০৩ ধারামতে কোন নালিশ ডিস্‌মিস্ করা গেলে, কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া গেলে, ৪৩৫ ধারামত বা প্রকারান্তরের কাগজপত্র দেখিয়া সেশন আদালত কি জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি নিজে কিম্বা আপনার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা সেই বিষয়ের অধিক তদন্ত লইবার আদেশ করিতে পারিবেন এবং জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনি সেই তদন্ত লইতে কিম্বা অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি লইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

হাইকোর্টে রিপোর্ট করিবার কথা।

৪৩৮ ধারা। ৪৩৫ ধারামতে বা প্রকারান্তরে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র দেখিয়া সেশন আদালত কি জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব উচিত বোধ করিলে হাইকোর্টের আজ্ঞার জন্য তদ্রূপ দেখিবার ফল বিষয় রিপোর্ট করিতে পারিবেন এবং ঐ রিপোর্ট দণ্ডাজ্ঞা অন্যথা করিবার অনুরোধ থাকিলে ঐ দণ্ডাজ্ঞা মত কার্য্য স্থগিত রাখিবার ও অভিযুক্ত ব্যক্তি কারাবদ্ধ থাকিলে হাজিরজামিন কিম্বা তাহারই নিবন্ধপত্র লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

সেশন জজ আপীলে অন্যায় হুকুম দিয়াছেন, কি অন্যায় করিয়া দণ্ড কমাইয়া দিয়াছেন বলিয়া হাই-কোর্টে রিপোর্ট করার ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেটের নাই। (ই. ল রি ৮ ক, ১৮৭৫)।

হাইকোর্টের সংশোধন করিবার ক্ষমতার কথা।

৪৩৯ ধারা। হাইকোর্ট আপনার ইচ্ছামতে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র আনাইলে কিম্বা আজ্ঞার জন্য তাহার রিপোর্ট পাইলে কিম্বা অন্যরূপে তদ্বিষয়ক কথা অবগত হইলে, ১৯৫ ও ৪২৩ ও ৪২৬ ও ৪২৭ ও ৪২৮ ধারামতে আপীল আদালতের প্রতি কিম্বা ৩৩৮ ধারামতে কোন আদালতের প্রতি যে যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, হাই-কোর্ট আপন ইচ্ছাক্রমে তন্মধ্যস্থ যে কোন ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন এবং দণ্ডাজ্ঞা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন এবং সংশোধন করিবার আদালতস্বরূপ জজদের যতজনের একমত, ততজনের ভিন্নমত হইলে ৪২৯ ধারার বিধানমতে ঐ মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি আপন পক্ষ সমর্থনার্থ স্বয়ং বা উকীলের দ্বারা যাহা বলিতে চাহেন তাহা শুনিবার সুযোগ দেওয়া না গেলে, তাহার বিরুদ্ধে এই ধারামতে কোন আজ্ঞা করা যাইবে না।

এই ধারায় যে দণ্ডাজ্ঞার কথা আছে, কোন মাজিষ্ট্রেট ৩৪ ধারামতে কার্য্য না করিয়া সেই দণ্ডাজ্ঞা করিলে, উক্ত কোর্টের মতে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে অপরাধ করিয়াছে, সেই অপরাধ হেতুক প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট যত দণ্ড করিবেন, ঐ কোর্ট তাহার অধিক দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন না।

২৭৩ ধারামতে যাহা কিছু লেখা যায়, তৎপ্রতি এই ধারার কোন কথা বর্ত্তিবে না কিম্বা

হাইকোর্ট নির্দ্দোষতা নির্ণয় বদলাইয়া যে অপরাধ নির্ণয় করিবার ক্ষমতা পাইলেন, এই ধারার কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

৪৩৯ ধারা। এই ধারার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের সহিত ৪৪০ ধারা পাঠ্য।

আদালতের স্বেচ্ছাধীনে উভয় পক্ষের কথা শ্রবণ করিবার কথা।

৪৪০ ধারা। কোন আদালতের সংশোধন করিবার ক্ষমতানুসারে কার্য্যকরণকালে কোন পক্ষের নিজে কি উকীলের দ্বারা শ্রুত হইবার অধিকার নাই, কিন্তু আদালত উচিত বোধ করিলে নিজ কোন পক্ষের কিম্বা তাহার উকীলের কথা শ্রবণ করিতে পারিবেন। এই ধারার কোন কথাক্রমে ৪১ ধারার দ্বিতীয় পদের বিধানের কোন বিঘ্ন হইবে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট আপন নিষ্পত্তির যে যে হেতু জানান, হাইকোর্টের তাহা বিবেচনা করিবার কথা।

৪৪১ ধারা। হাইকোর্ট ৪৩৫ ধারামতে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র চাহিয়া পাঠাইলে মাজিষ্ট্রেট যে যে হেতু ধরিয়া নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা করেন ও নিষ্পত্তি উপলক্ষে তিনি যে বৃত্তান্ত গুরুতর বলিয়া জ্ঞান করেন, মোকদ্দমার কাগজপত্রের সঙ্গে সেই সেই হেতুর ও বৃত্তান্তের বর্ণনাপত্রও অর্পণ করিতে পারিবেন। হাইকোর্ট ঐ নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা ব্যর্থ কি অসিদ্ধকরণের পূর্ব্বে সেই সেই হেতু ও বৃত্তান্ত বিবেচনা করিবেন।

হাইকোর্ট যে আজ্ঞা করেন, তাহা অধঃস্থ আদালতে বা মাজিষ্ট্রেটকে জ্ঞাত করিবার কথা।

৪৪২ ধারা। এই অধ্যায়মতে হাইকোর্ট কর্তৃক কোন মোকদ্দমার সংশোধন হইলে ঐ হাইকোর্ট যে নির্ণয় দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা সংশোধিত হয়, তাহা যে আদালত লিখেন বা করেন সেই আদালতে সার্টিফিকেট দ্বারা আপনার নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা জানাইবেন। সার্টিফিকেট দ্বারা যে আদালতের কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐরূপে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা জ্ঞাত করা হয়, সেই আদালত কি মাজিষ্ট্রেট ঐ নিষ্পত্তি অনুসারে আজ্ঞা করিবেন এবং আবশ্যক হইলে তদনুসারে নথী সংশোধন করা যাইবে।

অষ্টম খণ্ড।

বিশেষ কার্য্যানুষ্ঠানিক কার্য্যের বিধি।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

ইউরোপীয় ও আমেরিকাদেশীয়দিগের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য্যবিষয়ক বিধি।

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজারা অপরাধ করিলে যে মাজিষ্ট্রেটেরা সেই অপরাধের তদন্ত লইয়া বিচার করিবেন, তাদ্বিষয়ের বিধি।

৪৪৩ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস না হইলে এবং যদি তিনি জেলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট না হন, প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা না হইলে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার নামে অভিযোগের তদন্ত লইতে কি বিচার করিতে সক্ষম হইবে না।

সেশন জজের ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা হইবার কথা ও আসিষ্টান্ট সেশন জজের তিন বৎসর কর্ম্ম করিবার ও বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার কথা।

৪৪৪ ধারা। সেশনের জজ ভিন্ন আধিপত্যকারী জজ ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা না হইলে কোন সেশন আদালতে কোন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার নামের অভিযোগের বিচার করিতে পারিবেন না, এবং সেশনের জজ ভিন্ন আধিপত্যকারী জজ আসিষ্টান্ট সেশন জজ হইলে যদি তিনি আসিষ্টান্ট সেশন জজের কর্ম্ম অন্যূন তিন বৎসর না করিয়া থাকেন এবং এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতা না পাইয়া থাকেন, তবে তিনি অভিযোগের বিচার করিতে পারিবেন না।

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা অপরাধ করিলে, তাহা গ্রাহ্য হইবার কথা।

৪৪৫ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট [illegible] অন্য ব্যক্তিদের যদ্রূপ অপরাধ গ্রাহ্য করিতে সক্ষম হন, সেই স্থলে ৪৪৩ [illegible] কোন কথায় ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের তদ্রূপ অপরাধ গ্রাহ্য করিতে তাঁহার বাধা হইবে না।

কিন্তু ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার [illegible] অভিযোগ হওয়াতে যদি তাঁহাকে উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা প্রচার করেন, তবে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ মোকদ্দমায় তদন্ত লইয়া বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন হন, ঐ পরওয়ানামতে তাঁহারই সম্মুখে তাঁহাকে উপস্থিত করিবার বিধান করিতে হইবে।

৪৪৫ ধারা। ১৯১। ১৬৭ ধারা দেখ।

মফঃস্বল মাজিষ্ট্রেটেরা যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন, তাহার কথা।

৪৪৬ ধারা। ৩২ কি ৩৪ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও জেলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার উপর তিন মাসের অনধিক কারাদণ্ড কিম্বা এক সহস্র টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কি উভয় দণ্ডের আজ্ঞা ভিন্ন অন্য আজ্ঞা করিতে পারিবেন না

এবং কোন জেলার মাজিষ্ট্রেট ছয় মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা দুই সহস্র টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি উভয় দণ্ডের আজ্ঞা ভিন্ন অন্য আজ্ঞা করিতে পারিবেন না।

যে স্থলে সেশন আদালতে ও যে স্থলে হাইকোর্টে সমর্পণ করিতে হইবে, তাহার কথা।

৪৪৭ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার নামে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট যে অপরাধের নালিশ হয়, সেই মাজিষ্ট্রেটের সেই অপরাধের সমুচিত দণ্ড করিবার ক্ষমতা নাই ও সেই অপরাধ প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের যোগ্য অপরাধ নয় তাঁহার এমত বিবেচনা হইলে, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করা উচিত বোধ করেন, তাহাকে সেশন আদালতে, কিম্বা তিনি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট হইলে, হাইকোর্টে সমর্পণ করিবেন।

যে অপরাধ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় তাহা প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাইকোর্টে সমর্পণ করা যাইবে।

এক অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ও অন্য অপরাধের নিমিত্ত তদ্রূপ দণ্ড হইতে না পারিলে, অপরাধের বিচারের কথা।

৪৪৮ ধারা। যে ব্যক্তিকে ৪৭ ধারামতে হাইকোর্টে সমর্পণ করা যায়, তাহার নামে অনেক অপরাধের অভিযোগ হইলে ও তন্মধ্যে এক অপরাধের নিমিত্তে প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরপ্রেরণ দণ্ড ও অন্য অপরাধের লঘুদণ্ড হইতে পারিলে, যে অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তরপ্রেরণদণ্ড হইতে পারে, ঐ হাইকোর্ট সেই অপরাধ ধরিয়া তাহার বিচার করা উচিত বোধ না করিলেও অন্য অপরাধ ধরিয়া তাহার বিচার করিতে পারিবেন।

সেশন আদালত যে দণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারিবেন তাহার কথা।

৪৪৯ ধারা। ৩১ ধারার প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও কোন সেশন আদালত ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার এক বৎসরের অনধিক কাল কারাদণ্ডের কি অর্থদণ্ডের কিম্বা উভয় দণ্ডের আজ্ঞা ভিন্ন অন্য দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিবেন না।

সেশন জজ আপনার ক্ষমতা ন্যূন জ্ঞান করিলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

যে অপরাধের প্রমাণ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, উক্ত প্রকারের দণ্ডাজ্ঞা দ্বারা সেই অপরাধের সমুচিত দণ্ড হয় না, সমর্পণ হইবার পর ও নিষ্পত্তি স্বাক্ষর করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে আধিপত্যকারী জজ সাহেবের এমত জ্ঞান হইলে তিনি আপনার সেই মত

লিপিবদ্ধ করিয়া হাইকোর্টে মোকদ্দমা প্রেরণ করিবেন। উক্ত জজ সাহেব আপনি বাদীর ও সাক্ষীদের স্থানে হাইকোর্টে উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র লইতে পারিবেন কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমর্পণ করেন, তাঁহাকে তদ্রূপ পত্র লইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

৪৫০ ধারা। ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ৬ ধারানুসারে এই ধারা রদ হইয়াছে।

হাইকোর্টে বা সেশন আদালতে জুরি বা এসেসরের দ্বারা ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের বিচার হইবার কথা।

৪৫১ ধারা। (১) হাইকোর্টে কি সেশন আদালতে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের বিচার হইলে, প্রথম জুরীর ডাক হইয়া গ্রাহ্য হইবার পূর্ব্বে, অথবা স্থলবিশেষে প্রথম এসেসর নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে উক্ত প্রজা মিশ্র জুরি দ্বারা বিচারের দাওয়া করিলে, বিচার জুরি দ্বারা হইবে এবং জুরির অর্দ্ধ সংখ্যার অন্যূন ব্যক্তি ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় কিম্বা ইউরোপীয় ও আমেরিকা দেশীয় হইবে।

(২) সেশন আদালতে সামান্যতঃ এসেসরদের সাহায্যে ঐরূপ বিচার হইলে, অভিযুক্ত ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা কিম্বা কয়েকজন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার নামে অভিযোগ হইলে তাঁহারা সকলে একত্রে (১) প্রকরণমতে মিশ্র জুরি দ্বারা বিচারের দাওয়া না করিয়া এইরূপ দাওয়া করিতে পারিবেন যে, এসেসরদের অর্দ্ধ সংখ্যার অন্যূন ব্যক্তি ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় কিম্বা ইউরোপীয় ও আমেরিকা দেশীয় হইবে।

৪৫১ ক ধারা। (১) কোন জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার বিচার হইলে উক্ত প্রজা, সমনের মোকদ্দমায় ২৪৪ ধারামতে প্রতিবাদের পোষকতায় তাঁহার কথা শুনা যাইবার পূর্ব্বে অথবা ওয়ারেণ্টের মোকদ্দমায় ২৫৬ ধারামতে তাঁহার প্রতিবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, এই দাওয়া করিতে পারিবেন যে, ৪৫২ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে নিযুক্ত জুরি দ্বারা বিচার হইবে।

(২) সমনের মোকদ্দমায় যে সময়ে মাজিষ্ট্রেট ২৪৪ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা শুনিতে প্রবৃত্ত হন, কিম্বা ওয়ারেণ্টের মোকদ্দমায় যে সময়ে মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি ২৫৬ ধারামতে প্রতিবাদকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার আজ্ঞা দেন, সেই সময়ে (১) প্রকরণমতে দাওয়া করা গেলে মাজিষ্ট্রেট তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বোক্তমতে জুরির দ্বারা বিচার হইবার আবশ্যক আজ্ঞা দিবেন।

(৩) আনুষ্ঠানিক কার্য্য এই অবস্থায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে ঐরূপ দাওয়া করা গেলে যখন লিপিবদ্ধ সাক্ষ্য দেখিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বোধ হইবে যে, মোকদ্দমা জুরির নিকট পাঠাইবার উপযুক্ত হইবে, তখনই তিনি উক্তরূপ আজ্ঞা দিবেন।

(৪) ২৪২ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও এইরূপ প্রত্যেক স্থলে মাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বোক্তরূপ কোন আজ্ঞা দিবার পূর্ব্বে রীতিমত অভিযোগপত্র লিখিবেন।

(৫) এই ধারামতে যে কোন বিচার হইবে, তাহাতে বাদী, অভিযুক্তব্যক্তি, ও সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করাইবার সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব ২১১, ২১৬, ২১৭, ২১৯ ও ২২০ ধারার বিধান খাটিবে।

(৬) জেলার মাজিষ্ট্রেট সেশনের জজ হইলে, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারার্থে উক্ত জজ সাহেবের আদালতে সমর্পিত হইলে, সেশন আদালতে জুরির বিচারের কার্য্যপ্রণালী সংক্রান্ত এই আইনের বিধান সমূহ যেরূপ খাটিত, এই ধারামতে প্রত্যেক বিচারে যতদূর সম্ভব সেইরূপ খাটিবে।

(৭) (৫) প্রকরণের কিম্বা (৬) প্রকরণের উল্লিখিত বিধান সকল ঐ প্রকরণমতে যতদূর পর্য্যন্ত খাটান যায়, সেই সীমার মধ্যে তাহার কোন বিধানের অর্থ করিবার সময়ে সকল আদালত, আপনাদের সম্মুখে যে বিষয় উপস্থিত থাকে, তদুপযোগী করণার্থ ঐ বিধানের যেরূপ ভাষাগত পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বা উচিত হয় সারাংশের ব্যতিক্রম না করিয়া সেইরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে পারিবেন।

(৮) ৩৪৭ কিম্বা ৪৪৭ ধারামতে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিতে মাজিষ্ট্রেটের যে ক্ষমতা আছে, এই ধারার কোন কথায় তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

কোন কোন স্থলে অন্য আদালতে মোকদ্দমা পাঠাইবার কথা।

৪৫১ খ ধারা। (১) যদি কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি ৪৫১ ক ধারামতে জুরিদ্বারা বিচারিত হইবার দাওয়া করে, এবং জেলার মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনায় এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, ৪৫১ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে আপনার সম্মুখে বিচারার্থ জুরি নিযুক্ত হইতে পারে না, অথবা জুরি নিযুক্ত করিতে এত বিলম্ব, অর্থ ব্যয় বা অসুবিধা হয়, যাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অযৌক্তিক বোধ হয়, তাহা হইলে তিনি ৪৫১ ক ধারামতে আপনার সম্মুখে বিচার হইবার আজ্ঞা না করিয়া ঐ মোকদ্দমা বিচারার্থ অন্য জেলার মাজিষ্ট্রেট বা সেশনের জজের নিকট পাঠাইতে পারিবেন। হাইকোর্ট সময়ে সময়ে এতদর্থে বিধি প্রণয়ন করিয়া ও তদ্বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন লইয়া অথবা বিশেষ আজ্ঞা করিয়া যে জেলার মাজিষ্ট্রেট বা সেশনের জজকে নির্দ্দেশ করেন, তাঁহার নিকট ঐ মোকদ্দমা পাঠাইতে হইবে।

(২) এই ধারামতে কোন মোকদ্দমা কোন সেশনের জজ কিম্বা জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান গেলে, তিনি ৪৫১ ক ধারামতে কার্য্যকারী জেলার মাজিষ্ট্রেট হইলে, (বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা সমেত) তাঁহার যে সকল ক্ষমতা থাকিত ও যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইত, সেই সকল ক্ষমতামতে ও সেই কার্য্যপ্রণালী অনুসারে সুবিধামত সত্বরতাসহকারে ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবেন।

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার সহিত এদেশীয় ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইলে বিচারের কথা।

৪৫২ ধারা। যে ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা নহে, কোন স্থলে তাহারই সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার নামে অভিযোগ হইলে ও হাইকোর্টের কি সেশন আদালতের সম্মুখে বিচার হইবার নিমিত্ত ঐ ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাকে সমর্পণ করা গেলে ঐ

দুই ব্যক্তির একত্র বিচার হইতে পারিবে এবং ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার স্বতন্ত্র বিচার হইলে যে প্রণালীমতে কার্য্য চলিত, সেই প্রণালীমতে চলিবে।

এদেশীয় লোকের স্বতন্ত্র বিচার হইবার দাওয়ার কথা।

কিন্তু ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা ৪৫১ ধারামতে মিশ্রজুব দ্বারা বা মিশ্র এসেসরদল দ্বারা বিচারের দাওয়া করিলে, এবং উক্ত যে ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা নহে, সে স্বতন্ত্র বিচারের দাওয়া করিলে ২৩ অধ্যায়ের বিধানমতে শেষোক্ত ব্যক্তির স্বতন্ত্র বিচার হইবে।

৪৫২ ধারা। ২৭৫। ২৭৭ ধারা দেখ।

কোন ব্যক্তি আপনার পক্ষে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাস্বরূপ কার্য্য হইবার দাওয়া করিলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৫৩ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার ন্যায় কোন ব্যক্তিকে লইয়া কার্য্য হয় তাঁহার এমন দাওয়া হইলে তদন্ত লইবার কি বিচার হইবার নিমিত্ত তাঁহাকে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করা যায় সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে তিনি সেই দাওয়ার হেতু জানাইবেন। তাহা হইলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট ঐ ব্যক্তির সত্যতা অনুসন্ধান করিবেন এবং ঐ ব্যক্তিকে ইহার সত্যতা প্রমাণ করিবার যুক্তিসঙ্গত সময় দিবেন ও তদনন্তর তিনি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা কি না, ইহার নিষ্পত্তি করিবেন ও তাঁহাকে লইয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন। উক্ত মাজিষ্ট্রেট ঐ ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিলে ও ঐ ব্যক্তি তদ্রূপ অপরাধ নির্ণয়ের উপর আপীল করিলে মাজিষ্ট্রেটের সেই নিষ্পত্তি যে অন্যায় ইহা প্রমাণ করিবার ভার তাঁহারই প্রতি বর্ত্তিবে।

মাজিষ্ট্রেট তদ্রূপ কোন ব্যক্তিকে বিচারার্থে সেশন আদালতে সমর্পণ করিলে এবং ঐ ব্যক্তি উক্ত আদালতে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার ন্যায় তৎসম্বন্ধে কার্য্য হইবার দাওয়া করিলে, উক্ত আদালত যদি আরও তদন্ত করা উচিত বোধ করেন, তাহা করিয়া ঐ ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা কি না, ইহার নিষ্পত্তি করিবেন ও তাহাকে লইয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন। উক্ত আদালত তাঁহার অপরাধ নির্ণয় করিলে ও তিনি তদ্রূপ অপরাধ নির্ণয়ের উপর আপীল করিলে, আদালতের সেই নিষ্পত্তি যে অন্যায়, ইহা প্রমাণ করিবার ভার তাঁহারই প্রতি বর্ত্তিবে।

যে আদালতে কোন ব্যক্তির বিচার হয়, তিনি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা নহেন, সেই আদালতের এই নিষ্পত্তি হইলে, বিচারে যে দণ্ডাজ্ঞা কি আজ্ঞা হয়, উক্ত নিষ্পত্তি তাহার উপর আপীল করিবার অন্যতর হেতু হইবে।

উক্ত অধিকার দাওয়া না করিলে তাহা ত্যাগ করা গেল জ্ঞান হইবার কথা।

৪৫৪ ধারা। যে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার বিচার হয় কিম্বা যৎকর্ত্তৃক তাঁহাকে সমর্পণ করা যায়, ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার ন্যায় তাঁহার পক্ষে কার্য্য হয় ঐ ব্যক্তি তাঁহারই নিকট ইহার দাওয়া না করিলে কিম্বা সমর্পণকারী মাজিষ্ট্রেটের নিকটে তদ্রূপ দাওয়া করা অগ্রাহ্য হইলেও তাঁহাকে যে আদালতে সমর্পণ করা যায়

তথায় তিনি উক্ত দাওয়া পুনশ্চ না করিলে, ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাস্বরূপ আপনার সেই বিশেষ ক্ষমতা ত্যাগ করিয়াছেন এমত জ্ঞান হইবে এবং সেই মোকদ্দমা চলনের তৎপশ্চাৎ কোন সময়ে ঐ দাওয়া করিতে পারিবেন না।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা গেলে সে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা নহে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব এমত বিশ্বাস করিবার কারণ না দেখাইলে, তুমি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা কি না, এই কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন।

৪৫৪ ধারা। ২৫ ধারা দেখ।

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা না হইয়া কোন ব্যক্তির এই অধ্যায়মতে বিচার হইলে, তাহার কথা।

৪৫৫ ধারা। যে ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা নহে, তাহাকে লইয়া এই অধ্যায়মতে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার ন্যায় কার্য্য হইলেও যদি সে আপত্তি না করে, তবে তদ্রূপ কার্য্য হইয়াছে বলিয়া তদন্ত কি স্থলবিশেষে সমর্পণ কি বিচার কি দণ্ডাজ্ঞা অসিদ্ধ হইবে না।

৪৫৫ ধারা। ৪৫৪ ধারার শেষ পদ দেখ।

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাকে বে আইনমতে আটক করিয়া রাখা গেলে আপনাকে হাইকোর্টের সম্মুখে উপস্থিত করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিবার অধিকারের কথা।

৪৫৬ ধারা। কোন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাকে কোন ব্যক্তি অবৈধমতে বদ্ধ করিয়া রাখিলে ঐ ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা কি তাঁহার পক্ষে কোন ব্যক্তি যে স্থানে তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া রাখা যায়, সেই স্থানে কোন অপরাধ করিলে তাহার উপর যে হাইকোর্টের বিচারাধিপত্য থাকিত কিম্বা তদ্রূপ অপরাধ নির্ণয়সূচক আজ্ঞার উপর তিনি যে হাইকোর্টে আপীল করিতে পারিতেন, সেই হাইকোর্টের নিকট এই মর্ম্মের প্রার্থনা করিতে পারিবেন যে, আমাকে যে ব্যক্তি বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহার নিকট উক্ত হাইকোর্টের এই আজ্ঞা হয় যে, আমার বিষয়ে উক্ত কোর্ট আর যে আজ্ঞা করিতে পারেন, তাহার অপেক্ষায় থাকিবার জন্য আমাকে সেই হাইকোর্টে উপস্থিত করা যায়।

৪৫৬ ধারা। ১০০। ৪৯১ ধারা দেখ।

তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৫৭ ধারা। হাইকোর্ট বিহিত বোধ করিলে ঐ আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে আফিডেবিট কি প্রকারান্তরে সেই আজ্ঞা প্রার্থনা করিবার কারণের অনুসন্ধান লইয়া সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন, অথবা প্রথমেই সেই আজ্ঞা দিতে পারিবেন। পরে সেই ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে আবশ্যকমতে তদন্ত লইয়া সেই বিষয়ের জন্য যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

হাইকোর্টে যে যে স্থানে তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, তাহার কথা।

৪৫৮ ধারা। যে যে দেশে হাইকোর্টের ফৌজদারী আপীল শুনিবার বিচারাধিপত্য

থাকে সেই সেই দেশে এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল সাহেব অন্য যে স্থানের অনুমতি দেন, সেই সকল স্থানে হাইকোর্টের সেই প্রকারে আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা থাকিবে।

যে যে আইনে মাজিষ্ট্রেটদের ও সেশন আদালতের প্রতি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হয়, তাহা খাটিবার কথা।

৪৫৯ ধারা। পূর্বাপর কথা দ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না পাইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারল সাহেব পূর্ব্বে যে সকল আইন প্রণয়ন করিয়াছেন ও পরে যাহা করিবেন, তৎক্রমে মাজিষ্ট্রেটদের ও সেশন আদালতের প্রতি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে তাহা ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের প্রতি খাটিবে, তাহাতে তাঁহাদের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও খাটিবে।

কোন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাকে কোন আদালত যে পরিমাণে দণ্ড দিতে পারিবেন বলিয়া এই অধ্যায়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে উক্ত আদালতের প্রতি যে তৎসীমা অতিক্রম করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতেছে, অথবা শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা সেশন আদালতের আধিপত্যকারী কোন জজের প্রতি যে বিচারাধিপত্য প্রদত্ত হইতেছে, এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

ইউরোপের কি আমেরিকার লোকদের বিচারার্থ জুরির কথা।

৪৬০ ধারা। জুরির দ্বারা বা এসেসরদের সহযোগে বিচার্য্য কোন মোকদ্দমায় যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা ভিন্ন ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় লোক হয়, তবে জুরির অর্দ্ধাংশ ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় হন, ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় উক্ত ব্যক্তি এমন দাওয়া করিলে ও তদ্রূপ জুরি পাওয়া যাইতে পারিলে জুরির অর্দ্ধাংশ ইউরোপ কিম্বা আমেরিকা দেশীয় লোক হইবেন।

ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় লোকের সহিত অন্য জাতীয় লোকের অভিযোগ হইলে জুরির কথা।

৪৬১ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখস্থ কোন মোকদ্দমায় ইউরোপ বা আমেরিকা দেশীয় নহে, এরূপ কোন ব্যক্তির সহিত ইউরোপ আমেরিকা দেশীয় লোকের নামে অপরাধের অভিযোগ হইলে, ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় লোকদিগকে লইয়া যে জুরি ন্যূনকল্পে অর্দ্ধাংশ হইবে, যদি উক্ত ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় ব্যক্তি এমন জুরির দ্বারা বা এসেসরদের সহযোগে ৪৬০ ধারামতে বিচার হইবার দাওয়া করাতে ঐরূপে তাহার বিচার হয়, তবে ঐ ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে তাহার স্বতন্ত্র বিচার হইতে পারিবে।

৪৫১ কি ৪৬০ ধারামতে সমন করিয়া জুরি নিযুক্ত করিবার কথা।

৪৬২ ধারা। সেশন আদালতে যাহার বিচার হইবে এমন কোন মোকদ্দমায় ৪৫১ কি ৪৬০ ধারার বিধানমতে নিযুক্ত জুরি দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের

মধ্যে একজনের বিচার হইবার অধিকার থাকিলে অথবা ৪৫১ ক কিম্বা ৪৫১ খ ধারামতে কার্য্যকারী জেলার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা সেশন জজের আদালতে বিচার হইবে। সেই বিচারের নিমিত্ত জুরির স্বরূপ ইউরোপীয় ও আমেরিকা দেশীয় ব্যক্তিদের প্রয়োজন হয়, উক্ত আদালত ঐ মোকদ্দমার বিচার হইবার নির্দ্ধারিত দিবসের পূর্ব্বে ন্যূনকল্পে তিন দিন থাকিতে পূর্ব্ব লিখিত বিধিমতে তাহাদিগকে সমন করাইবেন।

সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্রে অন্য যে ব্যক্তিদের নাম লেখা থাকে, আদালত সেই সমনে সেই প্রকারে তাঁহাদের মধ্য হইতে ও তত্তুল্যসংখ্যক ব্যক্তিদিগকে সমন করাইবেন। কিন্তু যদি সেই সেশনে জুরির দ্বারা বিচারের নিমিত্ত ঐ অন্য প্রকারের তত্তুল্যসংখ্যক ব্যক্তিদিগকে পূর্ব্বে সমন করা গিয়া থাকে, তবে করাইবেন না।

তদনুসারে যত ব্যক্তি উপস্থিত হন, তাঁহাদের মধ্যে যে যে ব্যক্তিদিগকে লইয়া জুরি হইবে ২৭৬ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে গুলিবাট করিয়া তাঁহাদিগকে মনোনীত করা যাইবে ও যাবৎ ইউরোপীয় এবং আমেরিকা দেশীয় উপযুক্ত সংখ্যার লোক কিম্বা সাধ্যমতে প্রায়ই সেই সংখ্যার লোক প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তাবৎ মনোনীত করণ কার্য্য চলিবে।

কিন্তু কোন মোকদ্দমায় উপযুক্ত সংখ্যক ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় লোক প্রকারান্তরে পাওয়া যাইতে না পারিলে, আদালত আপন বিবেচনামতে জুরির সংখ্যা পূর্ণ করিবার উদ্দেশে ৩২০ ধারামতে মুক্ত বলিয়া জুরির ফর্দ্দ হইতে বর্জ্জিত কোন ব্যক্তির নামে সমন দিতে পারিবেন।

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য্য চালাইবার কথা।

৪৬৩ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা ভিন্ন ইউরোপীয়দের ও আমেরিকাদেশীয়দের বিরুদ্ধে যে ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য্য সেশন আদালতে ও হাইকোর্টে উপস্থিত করা যায়, তাহা প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে এই আইনের বিধানমতে চালান যাইবে।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তিদের সম্বন্ধীয় বিধি।

অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা হইলে যাহা কর্ত্তব্য, তাহার কথা।

৪৬৪ ধারা। যে মাজিষ্ট্রেট তদন্ত কি বিচার করেন, অভিযুক্ত ব্যক্তি বিকৃতমনা ও তন্নিমিত্ত অভিযোগের উত্তর দিতে অক্ষম, সেই মাজিষ্ট্রেট এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে, ঐ ব্যক্তির মনের অস্বাস্থ্য নিশ্চয় করণার্থে তদন্ত লইয়া জেলার সিবিল চিকিৎসক সাহেবের দ্বারা কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশমতে অন্য কোন চিকিৎসকের দ্বারা ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করাইবেন এবং সাক্ষিস্বরূপ ঐ সিবিলচিকিৎসক সাহেবের কি অন্য চিকিৎসকের সাক্ষ্য গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ সাক্ষ্য লিখিয়া রাখিবেন।

মাজিষ্ট্রেট ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষিপ্তমনা ও তন্নিমিত্ত অভিযোগের উত্তর দিতে অক্ষম জ্ঞান করিলে, সেই মোকদ্দমার অন্য সকল কার্য্য স্থগিত রাখিবেন।

৪৬৪ ধারা। ৩৪১ ধারা দেখ।

চিকিৎসকের সার্টিফিকেট সন্তোষজনক নয় এবং গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তাঁহার রীতিমত পরীক্ষা আবশ্যক। (৯ উ রি ২৩)।

সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে সমর্পিত ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হইলে যাহা কর্ত্তব্য, তাহার কথা।

৪৬৫ ধারা। কোন ব্যক্তি সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে বিচারার্থে সমর্পিত হইলে ও তাহার বিচারকালে আদালত তাহাকে ক্ষিপ্তমনা ও তন্নিমিত্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে অক্ষম বোধ করিলে, জুরি অথবা এসেসরদের সাহায্যপ্রাপ্ত আদালত প্রথমে তাহার মনের অস্বাস্থ্যের ও অক্ষমতার বিচার করিবেন ও সেই বিষয় সুবোধমতে জানিতে পারিলে, তদনুযায়ী নিষ্পত্তি করিবেন। তাহা হইলে মোকদ্দমার বিচার গৌণে হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির মনের অস্বাস্থ্যের ও তাহার অক্ষমতার যে বিচার করা যায়, তাহাও আদালতের সম্মুখে তাহার বিচারের একাংশ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৪৬৫ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা জজের অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাগল বলিয়া সন্দেহ হইলে, কেবল তাহাকে প্রশ্ন করিয়াই ক্ষান্ত থাকা তাঁহার উচিত নহে, চিকিৎসক এবং পাগলের গ্রামবাসী ব্যক্তিদিগকে পরীক্ষা করিয়া সে বাস্তবিক পাগল কি না এবং অপরাধ ঘটনার পূর্ব্বে কোন সময়ে তাহাতে পাগলামির লক্ষণ ছিল কি না। (৭ ব ৩৩)।

অনুসন্ধান বা বিচারের অপেক্ষায় ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার কথা।

৪৬৬ ধারা। কোন স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিকৃতমনা ও অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে অক্ষম জানা গেলে তাহার যে অপরাধের অভিযোগ হয়, যদি সেই অপরাধ হেতুক হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে, তবে সেই ব্যক্তির উপযুক্তমতে তত্ত্বাবধান করা যাইবে ও সেই আপনার কি অন্য কাহার হানি করিতে পাইবে না ও আজ্ঞা হইলে তাহাকে মাজিষ্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট কি আদালত এতৎপক্ষে যে কার্য্য-

কারককে নিযুক্ত করেন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে, এই এই নিয়মে উপযুক্ত জামিন দেওয়া গেলে মাজিষ্ট্রেট কিম্বা স্থলবিশেষে আদালত তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

তাহার রক্ষণের কথা।

যদি সেই অপরাধের নিমিত্তে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে না পারে কিম্বা উপযুক্ত জামিন না দেওয়া যায়, তবে মাজিষ্ট্রেট কি আদালত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে ঐ ব্যাপারের রিপোর্ট করিবেন ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষিপ্তদের আশ্রয়-বাটীতে কিম্বা নির্বিঘ্নে আটক করিয়া রাখিবার অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন এবং ঐ মাজিষ্ট্রেট কি আদালত উক্ত আজ্ঞা ফলবতী করিবেন।

তদন্ত কি বিচারকার্য্যে পুনশ্চ প্রবৃত্ত হইবার কথা।

৪৬৭ ধারা। ৪৬৪ কি ৪৬৫ ধারামতে গৌণে মোকদ্দমার তদন্ত লইতে কি বিচার করিতে হইলে মাজিষ্ট্রেট কিম্বা স্থলবিশেষে আদালত কোন সময়ে ঐ তদন্ত কি বিচারের কার্য্যে পুনশ্চ প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন ও উক্ত মাজিষ্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার কি তাহাকে আনাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৪৬৬ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করা গেলে ও এতদর্থে মাজিষ্ট্রেট কি আদালত যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন, তাঁহার নিকটে ঐ ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করিবার জামিন তাহাকে উপস্থিত করিলে সেই কর্ম্মকারক যদি সার্টিফিকেট দেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতিবাদ করিতে সক্ষম, উক্ত সার্টিফিকেট প্রমাণের মধ্যে গ্রহণ করা যাইতে পারিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে ইতিকর্ত্তব্যতার কথা।

৪৬৮ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের কি স্থলবিশেষে আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কি তাহাকে পুনশ্চ উপস্থিত করা গেলে সে অভিযোগের প্রতিবাদ করিবার উপযুক্ত ভাবাপন্ন হইয়াছে, ঐ মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা ঐ আদালতের এমত বোধ হইলে ঐ মোকদ্দমার তদন্ত কিম্বা বিচারকার্য্য চলিবে।

তৎকালেও মাজিষ্ট্রেট কি আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে অক্ষম জ্ঞান করিলে মাজিষ্ট্রেট কিম্বা আদালত পুনশ্চ ৪৬৪ কি স্থলবিশেষে ৪৬৫ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষিপ্ত দেখা গেলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪৬৯ ধারা। তদন্ত কি বিচার সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সুস্থমনা দেখা গেলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কার্য্য করিয়াছে প্রকৃতমনা হইয়া সেই কার্য্য করিলে তাহা অপরাধ হইত কিন্তু যে সময়ে ঐ ক্রিয়া করিয়াছিল সেই সময়ে মনের বিকৃতি প্রযুক্ত অভিযোগের ঐ ক্রিয়ার ভাব বুঝিতে পারে নাই ও অন্যায় কি আইনবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছে, ইহা জানিতে পারে নাই মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায়, তদ্দ্বারা তাঁহার এমত জ্ঞান

করিবার বিশিষ্ট হেতু থাকিলে, মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ও সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করা বিহিত হইলে বিচারার্থে সেশন আদালতে কি স্থলবিশেষে হাইকোর্টে পাঠাইবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হওয়া প্রযুক্ত নিরপরাধ নির্ণয়ের কথা।

৪৭০ ধারা। যে সময়ে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ হয় সেই সময়ে মনের অস্বাস্থ্যপ্রযুক্ত সে ঐ অভিযোগের ক্রিয়ার অপরাধস্বরূপ ভাব বুঝিতে পারে নাই ও অন্যায় কিম্বা আইনবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছে ইহা জানে নাই, এই হেতু তাহাকে নিরপরাধ করা গেলে সেই ব্যক্তি ঐ ক্রিয়া করিয়াছিল কি না, নির্ণয়পত্রে এই কথা বিশেষ মতে লিখিতে হইবে।

৪৭০ ধারা। দঃ বিঃ ৮৪ এবং সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১০৫ ধারা দেখ।

উক্ত প্রকারে যাহাকে নিরপরাধ করা যায়, তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে আটক রাখিবার কথা।

৪৭১ ধারা। ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগমত ক্রিয়া করিয়াছে নির্ণয়পত্রে ইহা ব্যক্ত হইলেও তাহার উক্ত অক্ষমতা না হইলে যদি অভিযোগমত ঐ ক্রিয়া অপরাধের তুল্য হইত, তবে যে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা যে আদালতের সম্মুখে ঐ বিচার হয়, সেই মাজিষ্ট্রেট বা আদালত সে স্থানে ও যেরূপ উপযুক্ত বোধ করেন, সেই স্থানে ও সেইরূপে ঐ ব্যক্তিকে নির্ব্বিঘ্নে হেফাজতে রাখিবার আজ্ঞা করিবেন ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞার জন্য ঐ বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়বাটীতে কিম্বা কারাগারে কিম্বা সুরক্ষা হইবার জন্য কোন উপযুক্ত স্থানে ঐ ব্যক্তিকে বদ্ধ করিয়া রাখিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে ইন্‌স্পেক্টর জেনারলের দৃষ্টি করিবার কথা।

৪৭২ ধারা। ৪৬৬ কিম্বা ৪৭১ ধারার বিধানমতে কোন ব্যক্তিকে বদ্ধ করা গেলে সেই ব্যক্তি কারাগারে বদ্ধ থাকিলে জেলের ইন্‌স্পেক্টর জেনরল সাহেব কিম্বা ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়বাটীতে বদ্ধ থাকিলে ঐ আশ্রয়বাটীর সন্দর্শকেরা কিম্বা তাঁহাদের কোন দুই জন ঐ ব্যক্তির মনের অবস্থা জ্ঞাত হওনার্থে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন ও সেই ইন্‌স্পেক্টর জেনারল সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত দুই জন সন্দর্শক ছয় ছয় মাসান্তর ন্যূনকল্পে একবার তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহার মনের অবস্থার বিশেষ রিপোর্ট করিবেন।

বদ্ধ ক্ষিপ্ত ব্যক্তি অভিযোগের উত্তর দিতে সক্ষম রিপোর্ট হইলে কর্ত্তব্যের কথা।

৪৭৩ ধারা। ঐ ব্যক্তি ৪৬৬ ধারার বিধানমতে বদ্ধ হইলে যে অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে সক্ষম, উক্ত ইন্‌স্পেক্টর জেনারল সাহেব কিম্বা সন্দর্শকেরা এই সার্টিফিকেট দিলে ঐ মাজিষ্ট্রেট কিম্বা স্থলবিশেষে আদালত যে সময় নিরূপণ করেন, সেই সময়ে, ঐ ব্যক্তি, ঐ

মাজিষ্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে, ও সেই মাজিষ্ট্রেট কি আদালত সেই ব্যক্তির প্রতি ৩৬৮ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিবেন ও সেই ইন্‌স্পেক্টর জেনারলের কি সন্দর্শকদের পূর্ব্বোক্ত সার্টিফিকেট প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইবে।

৪৬৬ কি ৪৭১ ধারামতে বদ্ধ ক্ষিপ্ত ব্যক্তি মুক্ত হইবার যোগ্য প্রকাশ হইলে, তাহার কথা।

৪৭৪ ধারা। সেই ব্যক্তি ৪৬৬ কি ৪৭১ ধারার বিধানমতে বদ্ধ হইলে এবং তাহাকে মুক্ত করা গেলে সে আপনার কি অন্য কাহার হানি যে করিবে, আমার কি আমাদের বিবেচনায় এমত শঙ্কা হয় না, উক্ত জেলের ইন্‌স্পেক্টর জেনারল সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত সন্দর্শকেরা এই মর্ম্মের সার্টিফিকেট দিলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার মুক্ত হইবার অথবা তাহাকে হেফাজতে রাখিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন অথবা পূর্ব্বে ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের রাজকীয় আশ্রয়বাটীতে প্রেরিত না হইলে তাহাকে সেই স্থানে পাঠাইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন এবং তথায় পাঠাইবার আজ্ঞা দিলে কোন একজন বিচারকর্ত্তাকে ও দুইজন চিকিৎসক সাহেবকে কমিশুনস্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

ঐ কমিশুন আবশ্যকমত প্রমাণ গ্রহণপূর্ব্বক ঐ ব্যক্তির মনের অবস্থার বিষয়ে নিয়মিতরূপে তদন্ত লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিবেন। গবর্ণমেণ্ট যেমন উচিত বোধ করেন, তেমনি ঐ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কিম্বা তাহাকে আটক থাকিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে ক্ষিপ্তকে অর্পণ করিবার কথা।

৪৭৫ ধারা। ৪৬৬ কি ৪৭১ ধারার বিধানমতে কোন ব্যক্তি আটক থাকিলে, যদি তাহার জ্ঞাতি কুটুম্ব কি বন্ধু তাহাকে আপনাদের রক্ষণে ও তত্ত্বাবধানে লইতে ইচ্ছা করে, তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে দরখাস্ত করিলে সেই ব্যক্তির উপযুক্তমতে তত্ত্ব লওয়া যাইবে ও সে আপনার কি অন্য ব্যক্তির হানি করিতে পারিবে না, ঐ গবর্ণমেণ্টের হৃদ্বোধমতে ইহার প্রতিভূ দিলে গবর্ণমেণ্ট ঐ ব্যক্তিকে উক্ত জ্ঞাতিকুটুম্বের কি বন্ধুর নিকটে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

তাহাকে সেই প্রকার সমর্পণ করা গেলেও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন, তিনি ঐ গবর্ণমেণ্টের নিরূপিত সময়ে সময়ে ঐ ব্যক্তিকে দৃষ্টি করিতে পাইবেন, এই নিয়মে তাহাকে অর্পণ করা যাইবে।

এই ধারামতে যে ব্যক্তি দগকে সমর্পণ করা যায় তাহাদের প্রতি আবশ্যক পরিবর্ত্তন সহ ৪৭২ ও ৪৭৪ ধারার বিধান খাটিবে, ও এই ধারামতে দৃষ্টি করণার্থে যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করা যায়, তাঁহার সার্টিফকেট প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে কারাবদ্ধ অপরাধী ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদিগকে এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে পাঠাইবার আজ্ঞা দিতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারল সাহেবের ক্ষমতার কথা।

৪৭৫ক ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারল সাহেব এইরূপ আদেশ করিয়ে

পারিবেন যে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কোন ব্যক্তিকে এই অধ্যায়মতে কোন ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়বাটীতে, জেলে বা নির্ব্বিঘ্নে রাখিবার জন্য কোন স্থানে বন্ধ রাখিবার আজ্ঞা করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি যে স্থানে বন্ধ থাকে, তাহা হইতে তাহাকে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়বাটীতে বা জেলে বা নির্ব্বিঘ্নে রাখিবার অন্য স্থানে পাঠাইতে হইবে।

কোন কোন ক্ষমতা হইতে ইন্‌স্পেক্টর জেনারল সাহেবকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মুক্ত করণের ক্ষমতার কথা।

৪৭৫ ধারা। কোন ব্যক্তি ৪৬৬ বা ৪৭১ ধারার বিধানমতে যে জেলে বদ্ধ থাকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই জেলের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষকে ৪৭২ ও ৪৭৩ বা ৪৭৪ ধারামতে জেলের ইন্‌স্পেক্টর জেনারল সাহেবের সকল কি কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

বিচারকার্য্য সম্বন্ধীয় কোন কোন অপরাধের মোকদ্দমার আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

১৯৫ ধারার লিখিত স্থলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

৪৭৬ ধারা। ১৯৫ ধারায় উল্লিখিত বিচারকার্য্যক্রম তৎসম্মুখে কৃত কি আনীত কোন অপরাধের তদন্ত লইবার হেতু আছে, কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী কি রাজস্বসম্পর্কীয়, আদালত এমত বোধ করিলে সেই আদালত প্রথম স্বয়ং আবশ্যক তদন্ত করিলে পর নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকট তদন্ত বা বিচার হইবার জন্যে সেই মোকদ্দমা প্রেরণ করিতে পারিবেন। উক্ত আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহরীর জিম্মায় পাঠাইতে কিম্বা তাহার স্থানে ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার উপযুক্ত জামিন লইতে পারিবেন ও সেই বিচার কি তদন্ত হইবার সময়ে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ করিতে পারিবেন।

তাহা হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেট আইন অনুসারে কার্য্য করিবেন ও তিনি ১৯২ ধারামতে মোকদ্দমা অর্পণ করিবার ক্ষমতা পাইয়া থাকিলে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের প্রতি উক্ত তদন্ত বা বিচার কার্য্যের ভার অর্পণ করিতে পারিবেন।

একজন বাদী কি সাক্ষী দুই আদালতে বিপরীত দুইটী কথা বলিলে, যদি তাহার বিরুদ্ধে উভয় কথার

হইয়া মোকদ্দমা চালাইতে হয়, তবে এক আদালত যদি অন্য আদালতের অধীন বা অধস্থ না হয়, তবে উভয় আদালতেরই অনুমতি আবশ্যক। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট, ২৪ উ রি ৪১।

সেশন আদালতের সম্মুখে তদ্রূপ অপরাধ হইলে ঐ আদালতের ক্ষমতার কথা।

৪৭৭ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখে ১৯৫ ধারার উল্লিখিত কোন অপরাধ হইলে কিম্বা বিচার কার্য্য ক্রমে তাহা উক্ত আদালতের জ্ঞান গোচরে আনা গেলে, সেই আদালত ৪৪৪ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে ঐ ব্যক্তির নামে ঐ অপরাধের অভিযোগ করিয়া আপনার কৃত অভিযোগপত্রক্রমে ঐ ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে কিংবা তাহার স্থানে হাজির জামিন লইয়া তাহার বিচার করিতে পারিবেন।

ঐ আদালত মাজিষ্ট্রেটকে উক্ত বিচারকালে সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করাইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া হাইকোর্ট কি সেশন আদালতে সমর্পণ করিতে দেওয়ানী ও রাজস্বসম্পর্কীয় আদালতের ক্ষমতার কথা।

৪৭৮ ধারা। কোন দেওয়ানী বা রাজস্বসম্পর্কীয় আদালতের সম্মুখে এমত অপরাধ করা গেলে কিম্বা বিচারকার্য্যক্রমে তাহা উক্ত আদালতের জ্ঞানগোচরে আনা গেলে, অপরাধের বিচার যদি কেবল সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে হইতে পারে, কিম্বা যদি উক্ত দেওয়ানী কি রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত বিবেচনা করেন যে, সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে উহার বিচার হওয়া উচিত, তবে সেই দেওয়ানী কি রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত ৪৭৬ ধারামতে মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা তদন্ত লইবার জন্য মোকদ্দমা প্রেরণ না করিয়া আপনি সেই তদন্ত লওনের কার্য্য সমাপ্ত করিতে পারিবেন, ও হাইকোর্টের কিম্বা স্থলবিশেষে সেশন আদালতের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে কিম্বা বিচার হইবার নিমিত্তে হাজিরজামিন লইতে পারিবেন।

এই ধারামতে তদন্ত লইবার জন্যে দেওয়ানী বা রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত ৪৪৩ ধারার নিয়মাধীনে মাজিষ্ট্রেটের সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন এবং ঐ তদন্ত লইবার সময়ে আদালতের অনুষ্ঠানক কার্য্য যতদূর সম্ভব ১৮ অধ্যায়ের বিধানমতে হইবে ও তাহা মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা করা গেল এমত জ্ঞান হইবে।

তদ্রূপ স্থলে দেওয়ানী আদালতের কর্ত্তব্যের কথা।

৪৭৯ ধারা। দেওয়ানী বা রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত কর্ত্তৃক অপরাধীকে উক্ত প্রকারে সমর্পণ করা গেলে ঐ আদালত সমর্পণ করিবার আজ্ঞার ও মোকদ্দমার কাগজপত্রের সহিত অভিযোগপত্র প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট কি জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন। সেই মাজিষ্ট্রেট ঐ মোকদ্দমা এবং বাদীর ও প্রতিবাদীর সাক্ষীদিগকে হাইকোর্টের কি স্থলবিশেষে সেশন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করাইবেন।

কোন কোন স্থলে অবজ্ঞা হইলে যাহা কর্ত্তব্য, তাহার কথা।

৪৮০ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৭৫ কি ১৭৮ কি ১৭৯ কি ১৮০ কি

২০৮ ধারার নির্দিষ্ট কোন অপরাধ কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী কি রাজস্ব সম্পর্কীয় আদালতের দৃষ্টিগোচরে কি সম্মুখে করা গেলে, অপরাধী ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা হউক কি না হউক ঐ আদালত তাহাকে হেফাজতে রাখিতে পারিবেন ও সেই দিনে আদালত উচিত বোধ করিলে উঠিয়া যাইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ অপরাধের বিচার করিয়া অপরাধীর দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন ও সেই অর্থদণ্ড না দেওয়া গেলে তাহার এক মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ইতিমধ্যে ঐ অর্থদণ্ড দেওয়া গেলেই তাহাকে মুক্ত করা যাইবে।

৪৪৩ ও ৪৪৪ ধারার কোন কথা এই ধারামত কার্য্যানুষ্ঠানের প্রতি বর্ত্তিবে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

অবিচার হইবার সম্ভাবনায় মোকদ্দমা ভিন্ন আদালতে লইয়া যাইবার দরখাস্ত অবজ্ঞা নহে। (৪ প. রেক ৬৪, প্রিন্ ৩২২)।

কোন সাক্ষী যদি প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিতে ইতস্ততঃ বা অস্বীকার করে, তবে এই ধারা কিম্বা দঃ বিঃ ২২৮ ধারামতে দণ্ডনীয় হয় না। (১৫ উ রি ৮)।

যদি উকীল মোক্তার কোন সাক্ষীকে দুই একটা অপ্রামাণিক প্রশ্ন করে দঃ বিঃ ২২৮ ধারামতে অবজ্ঞা করা হয় না। (২ প রেক ৮০)।

এইরূপ মোকদ্দমার নথীর কথা।

৪৮১ ধারা। উক্ত প্রত্যেক স্থলে যে কার্য্য দ্বারা অপরাধ হয় ও অপরাধী সেই বিষয়ে কোন উত্তর দিলে যে উত্তর দেয় ও যে নির্ণয় ও দণ্ডাজ্ঞা হয় আদালত এই সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২২৮ ধারামতে অপরাধ হইলে ঐ আদালত বিচারঘটিত যে কার্য্যে অধিবিষ্ট ছিলেন সেই কার্য্যের ভঙ্গ ও কার্য্য কতদূর চলিলে ঐ অপমান কি প্রতিবন্ধকতা করা যায়, তাহা ও সেই অপমানের বা প্রতিবন্ধকতার ভাব ঐ কাগজপত্রে দেখাইতে হইবে।

৪৮০ ধারামতে মোকদ্দমার কার্য্য হওয়া উচিত নয়, আদালতের এমত বোধ হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

৪৮২ ধারা। ৪৮০ ধারার উল্লিখিত ও আপনার দৃষ্টিগোচরে কি সম্মুখে কৃত কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির অর্থদণ্ড না দেওয়া প্রযুক্ত যে কারাদণ্ড হইতে পারে তদ্ভিন্ন কারাদণ্ড কিম্বা দুইশত টাকার অধিক অর্থদণ্ড করা উচিত, আদালত এমন বোধ করিলে কিম্বা ৪৮০ ধারামতে ঐ মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য করা উচিত নয় আদালত অন্য কোন কারণে এরূপ বিবেচনা করিলে, যে কার্য্যাদির দ্বারা ঐ অপরাধ হয় ও পূর্ব্বলিখিত বিধমতে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে উত্তর দেয় ঐ আদালত তাহা লিপিবদ্ধ করিলে পর ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে সেই মোকদ্দমা পাঠাইবেন ও অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবে ইহার জামিন লইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, উপযুক্ত জামিন না দেওয়া গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহরীর জিম্মায় ঐ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন।

এই ধারামতে কোন ব্যক্তিকে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠান যায় ইতিপূর্ব্বে যে বিধান করা গিয়াছে সেই বিধানমতে তিনি তাহার নামে নালিশ শুনিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

৪৮২ ধারা। ৪৮০ ধারায় ৪৪৩। ৪৪৫ ধারা সম্বন্ধে সঙ্কুচিত কথা আছে, ইহাতে নাই, সুতরাং শাস্তিরক্ষার্থে তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার শাস্তি দিতে পারে না।

রেজিষ্ট্রার বা সব রেজিষ্ট্রার ৪৮০ ও ৪৮২ ধারামতে দেওয়ানী আদালত বলিয়া জ্ঞান যে স্থলে হইবে, তাহার কথা।

৪৮৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা করিলে ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৮৭ সালের আইনমতে নিযুক্ত কোন রেজিষ্ট্রার বা সব রেজিষ্ট্রার ৪৮০ ও ৪৮২ ধারার অভিপ্রায়ানুযায়ী দেওয়ানী আদালত বলিয়া জ্ঞান হইবে।

অপরাধী আজ্ঞাক্রমে কার্য্য করিলে কিম্বা অপরাধ স্বীকার করিলে তাহার মুক্ত হইবার কথা।

৪৮৪ ধারা। কোন ব্যক্তিকে আইনসিদ্ধ কোন কার্য্য করিতে আজ্ঞা করা গেলে তাহা করিতে অস্বীকার করা কিম্বা সেই কর্ম্ম না করা কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক অপমান করা কিম্বা কার্য্যের বাধা দেওয়া প্রযুক্ত আদালত ৪৮০ ধারামতে কোন অপরাধীর দণ্ড নিরূপণ করিলে যদি সেই অপরাধী ঐ আদালতের আজ্ঞা কি আদেশ মানিতে স্বীকার করে কিম্বা আদালতের সন্তোষমতে অপরাধ স্বীকার করে তবে আদালত স্বীয় বিবেচনামতে তাহাকে মুক্ত করিতে কিম্বা তাহার দণ্ড ক্ষমা করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

উত্তর দিতে কি দলীল উপস্থিত করিতে স্বীকার না করিলে কোন ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিবার কি হেফাজতে রাখিবার কথা।

৪৮৫ ধারা। ফৌজদারী আদালতের সম্মুখে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা যায়, সে সাক্ষীকে তাহার উত্তর দিতে কিম্বা তাহার অধিকারগত কি ক্ষমতাভুক্ত যে দলীল উপস্থিত করিবার আদেশ হয়, তাহা উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিলে ও অস্বীকার করণের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ না জানাইলে ঐ আদালত হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া ঐ ব্যক্তির সাত দিনের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে কিম্বা তাহাকে অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটের বা জজের স্বাক্ষরিত ওয়ারেণ্টক্রমে ততকাল আদালতের কোন কার্য্যকারকের হেফাজতে অর্পণ করিতে পারিবেন। ইতিমধ্যে সাক্ষ্য ও উত্তর দিতে বা দলীল উপস্থিত করিতে সম্মত হইলে তাহাকে মুক্ত করা যাইবে, কিন্তু সেই সাত দিনের পরেও অস্বীকার করিতে থাকিলে তাহার প্রতি এই আইনের ৪৮০ ও ৪৮২ ধারার বিধানমতে কার্য্য হইতে পারিবে এবং রাজকীয় সনন্দবলে স্থাপিত আদালত হইলে তাহাকে অবজ্ঞা করণাপরাধী জ্ঞান করা যাইবে।

অবজ্ঞার মোকদ্দমায় অপরাধ নির্ণয় হইলে তাহার উপর আপীলের কথা।

৪৮৬ ধারা। কোন আদালত কর্তৃক ৪৮০ কি ৪৮৫ ধারামতে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে, উক্ত আদালতের ডিক্রীর কি আজ্ঞার উপর সামান্যতঃ যে আদালতে আপীল

হইতে পারে, সে ইতিপূর্ব্বে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও সেই আদালতে আপীল করিতে পারিবে।

এই ধারামতে আপীলের প্রতি ৩১ অধ্যায়ের বিধান যতদূর খাটিবে ও যে নির্ণয়ের কি দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল হয়, আপীল আদালত সেই নির্ণয় পরিবর্ত্তন কি অন্যথা করিতে কিম্বা সেই দণ্ডাজ্ঞা কম কি অন্যথা করিতে পারিবেন।

রাজধানী নগরের ছোট আদালতে উক্ত অপরাধ নির্ণয় হইলে, হাইকোর্টে আপীল হইতে পারিবে এবং

অন্য ছোট আদালতে অপরাধ নির্ণয় হইলে ঐ আদালত যে সেশন আদালতের সেশন খণ্ডের মধ্যে থাকে, সেই আদালতে আপীল হইতে পারিবে।

পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্ত রেজিষ্টার বা সব রেজিষ্টার স্বরূপ কোন কার্য্যকারক তদ্রূপ অপরাধ নির্ণয় করিলে উক্ত কার্য্যকারক যদি কোন দেওয়ানী আদালতের বিচারপতিও হয়েন, তবে ঐ কার্য্যকারক উক্ত বিচারপতি স্বরূপ অপরাধ নির্ণয় করিলে এই ধারার পূর্ব্বাংশমতে যে আদালতে আপীল হইতে পারিত, সেই আদালতে আপীল হইবে, ও স্থলান্তরে জেলার জজ সাহেবের নিকটে কিম্বা রাজধানী নগরে হাইকোর্টে আপীল হইবে।

১৯৫ ধারার উল্লিখিত অপরাধ কোন কোন জজের কি মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে করা গেলে, তাহাদের সেই অপরাধের বিচার না করিবার কথা।

৪৮৭ ধারা। ৪৭৭ ও ৪৮০ ও ৪৮৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থল ব্যতিরেকে হাইকোর্টের জজ ও রেঙ্গুনের রিকার্ডর ও প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন ফৌজদারী আদালতের জজ কি মাজিষ্ট্রেট ১৯৫ ধারার উল্লিখিত অপরাধ তৎসম্মুখে কিম্বা তাহার ক্ষমতার প্রতি অবজ্ঞা দেখাইয়া করা গেলে কিম্বা বিচার কার্য্যক্রমে ঐ জজ বা মাজিষ্ট্রেট স্বরূপ তাহার জ্ঞান গোচরে আনা গেলে ঐ অপরাধ হেতু কোন ব্যক্তির বিচার করিতে পারিবেন না।

যে মাজিষ্ট্রেট সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন হন তিনি যে উক্ত আদালতে কি কোর্টে কোন মোকদ্দমা আপনি সমর্পণ করিতে পারিবেন না কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট যে অন্য মাজিষ্ট্রেটের নিকটে তদন্ত জন্য না পাঠাইয়া কোন মোকদ্দমা লইয়া আপনি কার্য্য করিতে পারিবেন না, ৪৮৬ কি ৪৮২ ধারার কোন কথা দ্বারা এরূপ বিধান হইবার জ্ঞান হইবে না।

———o———

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণপোষণের বিধি।

৪৮৮ ধারা। কোন ব্যক্তির উপযুক্ত সঙ্গতি থাকিতেও সে আপন স্ত্রীর কিম্বা নিজ প্রতিপালনে অক্ষম কোন ঔরস কি জারজ সন্তানের ভরণপোষণ করিতে উপেক্ষা কি অস্বীকার করে, ইহার উপযুক্ত প্রমাণ হইলে জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ঐ স্ত্রীর কি সন্তানের ভরণ পোষণের নিমিত্ত মাসে মাসে সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত টাকা উচিত বোধ করেন, ঐ ব্যক্তির তত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। মাজিষ্ট্রেট সময়ে সময়ে যে ব্যক্তির নিকট দিবার আদেশ করেন, সেই টাকা সেই ব্যক্তির নিকট নিকটে দিতে হইবে।

ভরণপোষণের ঐ টাকা দিবার আজ্ঞার তারিখ অবধি ঐ টাকা দেওয়া যাইবে
সেই আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা।

যদি ঐরূপ আজ্ঞাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ আজ্ঞা পালন করিতে উপেক্ষা করে, তবে যতবার ঐ আজ্ঞা লঙ্ঘন হয় ততবার ঐ মাজিষ্ট্রেট ওয়ারেণ্ট দিয়া অর্থদণ্ড আদায়ের পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট নিয়মমতে ঐ দেনা টাকা আদায় করিবার ও ওয়ারেণ্ট জারী হইলেও কোন মাসের টাকার সমুদয় বা কোন অংশ অদত্ত থাকিলে ঐ ব্যক্তির একমাস কারাবদ্ধ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উপবিধি।

কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তি কহে যে স্ত্রী আমার সঙ্গে বাস করিলে আমি তাহার ভরণপোষণ করিতে প্রস্তুত আছি, ও স্ত্রী যদি তাহার সঙ্গে বাস করিতে স্বীকার না করে, তবে ঐ অস্বীকার করিবার যে কারণ জানায় ঐ মাজিষ্ট্রেট সেই কারণ বিবেচনা করিতে পারিবেন, ও সেই পুরুষ উপপত্নী রাখে কি আপন স্ত্রীর প্রতি নিয়ত নিষ্ঠুরাচার করিয়াছেন ইহা যদি সুবোধমতে জানিতে পারেন, তবে পুরুষ পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব করিলেও মাজিষ্ট্রেট এই ধারামত আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

স্ত্রী যদি উপপতির সঙ্গে বাস করে, কিম্বা যদি অনুপযুক্ত কারণে আপন স্বামীর সঙ্গে বাস করিতে অস্বীকার করে কিম্বা যদি উভয়ে পরস্পরের সম্মতিক্রমে স্বতন্ত্র বাস করে, তবে এই ধারামতে স্বামীর স্থানে ঐ স্ত্রীর বৃত্তি পাইবার অধিকার নাই।

কোন স্ত্রীর অনুকূলে এই ধারামতে আজ্ঞা করা গেলে যদি প্রমাণ হয় যে সে উপপতির সঙ্গে বাস করিতেছে, কিম্বা উপযুক্ত কারণ বিনা আপন স্বামীর সঙ্গে বাস করিতে অস্বীকার করে, কিম্বা উভয়ে পরস্পরের সম্মতিক্রমে স্বতন্ত্র বাস করে, তবে মাজিষ্ট্রেট উক্ত আজ্ঞা রহিত করিবেন।

এই ধারামত সমুদয় সাক্ষ্য স্বামীর কি স্থলবিশেষে পিতার সাক্ষাতে লওয়া যাইবে কিম্বা তাঁহার স্বয়ং উপস্থিত না হইবার আজ্ঞা দেওয়া গেলে তাঁহার উকীলের সাক্ষাতে লওয়া

যাইবে, এবং সমনের মোকদ্দমায় যেরূপে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা যায়, তাহা সেইরূপে লিপিবদ্ধ করা যাইবে।

বৃত্তি পরিবর্ত্তন করিবার কথা।

৪৮৯ ধারা। ৪৮৮ ধারামতে যে ব্যক্তি মাসিক বৃত্তি পায়, কি ঐ ধারামতে যাহার প্রতি স্বীয় স্ত্রীকে কি সন্তানকে মাসিক বৃত্তি দিবার আজ্ঞা হয়, ইহার মধ্যে কোন ব্যক্তির সঙ্গতি পরিবর্ত্তন হওয়া প্রমাণ হইলে, ঐ মাজিষ্ট্রেট উক্ত বৃত্তি যদ্যপি পরিবর্ত্তন করা উচিত বোধ করেন, করিতে পারিবেন, কিন্তু মাসে মোটে পঞ্চাশ টাকার অধিক দিবার আজ্ঞা করিবেন না।

ভরণপোষণের আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা।

৪৯০ ধারা। যে ব্যক্তির ভরণপোষণ নিমিত্ত ঐ আজ্ঞা করা যায়, তাহাকে কিম্বা তাহার অভিভাবক থাকিলে, উক্ত অভিভাবককে কিম্বা যে ব্যক্তিকে বৃত্তি দেওয়া যাইবে, সেই ব্যক্তিকে বিনা ফীতে ঐ আজ্ঞার নকল দেওয়া যাইবে, ও যে ব্যক্তির নামে ঐ আজ্ঞা দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি যে কোন স্থানে থাকুক, সেই স্থানের কোন মাজিষ্ট্রেট উভয় পক্ষের অনন্যতা ও যে টাকা দেওয়া হয়, তাহা দেওয়া যায় নাই, এই বিষয় ন্যায্যমতে জানিলে ঐ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

হাবিয়াস কর্পসভাবাপন্ন আজ্ঞার বিধি।

হাবিয়াস কর্পস নামক পরওয়ানার ভাবাপন্ন আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

৪৯১ ধারা। ফোর্ট উইলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর হাইকোর্ট যে সময়ে উচিত বোধ করেন, সেই সময়ে এই এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(ক) কোন ব্যক্তি কোর্টের দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার ক্ষমতাধীন স্থানের মধ্যে থাকিলে, তাহাকে লইয়া আইনমতে কার্য্য হয়, এ নিমিত্ত তাহাকে কোর্টের সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা।

(খ) উক্ত স্থানের মধ্যে কোন ব্যক্তি বে-আইনীমতে কি অনুচিতমতে রাজকীয় কার্য্যাকারকের কি সামান্য কোন ব্যক্তির নিকট বদ্ধ থাকিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা।

(গ) উক্ত স্থানের অন্তর্গত কোন জেলে যে আসামী বদ্ধ থাকে, উক্ত কোর্টে উপস্থিত কোন বিষয়ে কিম্বা যে বিষয়ের অনুসন্ধান লওয়া যাইবে, সেই বিষয়ে সাক্ষিস্বরূপে তাহার সাক্ষ্য লইবার জন্যে তাহাকে ঐ কোর্টের সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা।

(ঘ) কোর্ট মার্শালের সম্মুখে কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল সাহেবের কোন কমিশুনের বলে কর্ম্মকারী কোন কমিশুনরদের সম্মুখে বিচার হইবার জন্যে কিম্বা

উক্ত কোর্ট মার্শালের কি কমিশ্যনরদের সম্মুখে উপস্থিত কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার জন্য পূর্ব্বোক্তমতে বদ্ধ কোন আসামীকে আনাইবার আজ্ঞা।

(ঙ) উক্ত স্থানের মধ্যে কোন আসামীর বিচার হইবার জন্যে তাহার বদ্ধ থাকার এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালান করিবার আজ্ঞা।

(চ) ধৃত করিবার পরওয়ানা জারী করিয়া শরিফ সাহেব সীপাই কর্পস (অর্থাৎ ব্যক্তিকে পাইয়াছি) বলিয়া সে রিটর্ণ দেন, তদনুসারে উক্ত স্থানের মধ্যের কোন আসামীকে আনিবার আজ্ঞা।

এই ধারামতে যে প্রণালীক্রমে কার্য্য করা যাইবে উক্ত প্রত্যেক হাইকোর্ট সময়ে সময়ে সেই প্রণালীবিষয়ক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

বঙ্গদেশের ১৮১৮ সালের ৩ আইন, মান্দ্রাজের ১৮১৯ সালের ২ আইন, কিম্বা বোম্বাইর ১৮২৭ সালের ২৫ আইনমতে অথবা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল সাহেবের ১৮৫০ সালের ৩৪ আইন বা ১৮৫৮ সালের ৩ আইনমতে যে ব্যক্তিদিগকে আটক করিয়া রাখা যায়, তাহাদের প্রতি এই ধারার কোন কথা খাটে না।

—o—

নবম খণ্ড।

অতিরিক্ত বিধান।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

রাজকীয় অভিযোক্তাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

রাজকীয় অভিযোক্তা নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

৪৯২ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন স্থানে সাধারণতঃ কিম্বা কোন মোকদ্দমার বা কোন বিশেষ শ্রেণীর মোকদ্দমায় রাজকীয় অভিযোক্তা নামক এক বা একাধিক কার্য্যকারক নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

সেশন আদালতে বিচারার্থে যে মোকদ্দমা সমর্পণ করা যায়, জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে মহকুমার মাজিষ্ট্রেট, রাজকীয় অভিযোক্তা অনুপস্থিত থাকিলে, কিম্বা নিযুক্ত না হইয়া থাকিলে, ঐ মোকদ্দমার কার্য্যপক্ষে আসিষ্টাণ্ট ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের শ্রেণীর নিম্নস্থ পোলীসের কার্য্যকারক ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে রাজকীয় অভিযোক্তার কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

যে যে মোকদ্দমা চালাইবার ভারপ্রাপ্ত সেই সেই মোকদ্দমায় সকল আদালত রাজকীয় অভিযোক্তার উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারিবার কথা। সামান্য কোন ব্যক্তির উকীল তাঁহার আজ্ঞাধীন থাকিবার কথা।

৪৯৩ ধারা। যে আদালতে রাজকীয় অভিযোক্তার প্রতি সমর্পিত মোকদ্দমার তদন্ত

লওয়া যায়, কি বিচার কি আপীল হয় তিনি লিখিত অনুমতিপত্র বিনা সেই আদালতে উপস্থিত হইয়া উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারিবেন, ও ঐরূপ কোন মোকদ্দমায় যদি সামান্য কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ করিবার নিমিত্ত কোন উকীলকে আদেশ করেন, তবে মোকদ্দমা চালাইবার ভার রাজকীয় অভিযোক্তার প্রতি বর্ত্তিবে ও আদেশপ্রাপ্ত উকীল তাঁহার আজ্ঞাধীনে কর্ম্ম করিবেন।

অভিযোগ উঠাইয়া দিলে তাহার ফলের কথা।

৪৯৪ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারল সাহেবের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কোন রাজকীয় অভিযোক্তা জুরির দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে তাঁহাদের মীমাংসা দিবার পূর্ব্বে, আদালতের অনুমতি লইয়া কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ উঠাইয়া লইতে পারিবেন। ঐরূপে যদি অভিযোগ উঠাইয়া লওয়া যায়, তবে

(ক) অভিযোগপত্র প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে তাহা করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে।

(খ) অভিযোগপত্র প্রস্তুত হইবার পর, কিম্বা যে স্থলে এই আইনমতে অভিযোগ পত্রের প্রয়োজন নাই, সেই স্থলে ঐরূপ করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করা যাইবে।

অভিযোগ চালাইবার অনুমতির কথা।

৪৯৫ ধারা। "কোন মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমার তদন্ত লইলে কি বিচার করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক এতদর্থে পোলীসের যে শ্রেণী নির্দ্দেশ করেন, সেই শ্রেণীর নিম্নতর পোলীস কর্ম্মকারক ভিন্ন যে কোন ব্যক্তিকে অভিযোগ কার্য্য চালাইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।'

(২) "অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে অপরাধের নিমিত্ত অভিযোগ চলিতেছে, পোলীসের কোন কর্ম্মকারক সেই অপরাধসম্পর্কীয় তদন্তের কোন অংশে লিপ্ত থাকিলে তাঁহাকে সেই অভিযোগ কার্য্য চালাইবার অনুমতি দেওয়া যাইবে না।

৪৯৫ ধারা। ১৮৮৬ সালের ১০ আইনের ১৩ ধারা দ্বারা সংশোধিত হইয়াছে।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

হাজিরজামিন বিষয়ক বিধি।

যে স্থলে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে, তাহা লইতে হইবার কথা।

৪৯৬ ধারা। যে অপরাধের নিমিত্ত হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না, এমত অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে পোলীস থানার অধ্যক্ষ কর্তৃক ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত কিম্বা আটক করা গেলে কোন আদালতের সম্মুখে সে উপস্থিত হইলে, কি তাহাকে আনা গেলে ও সে উক্ত পোলীসের কর্ম্মকারকের হেফাজতে থাকিবার কি উক্ত আদালতে আনুষ্ঠানিক কার্য্য চলিবার কোন সময়ে হাজিরজামিন দিতে প্রস্তুত থাকিলে, তাহার স্থানে হাজিরজামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে। পরন্তু পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে ঐ ব্যক্তি জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া উপস্থিত হইবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে উক্ত কর্ম্মকারক কি ঐ আদালত উচিত বোধ করিলে, তাহার স্থানে হাজিরজামিন না লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

৪৯৬ ধারা। ৫৭ ও ৫১৩ ধারা দেখ।

হাজিরজামিন লইবার অযোগ্য ও যেস্থলে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিবে, তাহার কথা।

৪৯৭ ধারা। যে অপরাধ হইলে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না, কোন ব্যক্তির নামে এমত অপরাধের অভিযোগ হওয়াতে তাহাকে কোন পোলীস থানার অধ্যক্ষ ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিলে কিম্বা আটক করিয়া রাখিলে কিম্বা সে কোন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কিম্বা তাহাকে আনা গেলে, তাহাকে হাজিরজামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইল, সে ঐ অপরাধে অপরাধী এমত জ্ঞান করিবার যুক্তিমত কারণ দৃষ্ট হইলে তাহাকে ঐরূপে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে না।

যেস্থলে লওয়া যাইতে পারে, তাহার কথা।

ঐ ব্যক্তি যে উক্ত অপরাধ করিয়াছে, ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিমত কারণ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু তাহার অপরাধের আরও তদন্ত লইবার বিশিষ্ট হেতু আছে, অনুসন্ধান কি তদন্ত কি বিচারকার্য্য চলিবার কোন সময়ে উক্ত কর্ম্মকারকের কি আদালতের এইরূপ বিবেচনা হইলে, ঐ তদন্ত না লওন পর্য্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট হাজিরজামিন লইয়া কিম্বা ঐ কর্ম্মকারকের বা আদালতের বিবেচনামতে পশ্চাল্লিখিত বিধান অনুসারে জামিন বিনা উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র তাহার স্থানে লেখাইয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

পশ্চাৎ এই আইনমতে কোন কার্য্যানুষ্ঠান হইবার কোন সময়েই কোন আদালত এই ধারামতে মুক্ত কোন ব্যক্তিকে ধৃত করাইয়া হেফাজতে অর্পণ করিতে পারিবেন।

হাজিরজামিন লইবার কি কমাইয়া দিবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৪৯৮ ধারা। এই ধারামতে যে কোন নিবন্ধপত্র লেখাইয়া লওয়া যায়, মোকদ্দমার অবস্থার প্রতি সমুচিত দৃষ্টি রাখিয়া তাহার টাকা ধার্য্য করা যাইবে এবং ঐ টাকা অত্যধিক হইবে না, এবং কোন ব্যক্তিকে হাজিরজামিন দিবার অনুমতি দেওয়া যায় কিম্বা পোলীসের কর্ম্মকারক কিম্বা মাজিষ্ট্রেট যত টাকার জামিন চাহেন, তাহা কমাইয়া দেওয়া যায়, অপরাধ নির্ণয়ের উপর আপীল হউক কি না হউক, হাইকোর্ট কি সেশন আদালত যে কোন স্থলেই এমত আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

৪৯৮ ধারা। ৪২৬। ৪৩৮ ধারা দেখ।

অভিযুক্ত ব্যক্তি ও জামিনদের নিবন্ধপত্রের কথা।

৪৯৯ ধারা। কোন ব্যক্তির স্থানে হাজিরজামিন কি তাহার নিজের নিবন্ধপত্র লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে পোলীসের কর্ম্মকারক কি স্থলবিশেষে আদালত যত টাকা উপযুক্ত জ্ঞান করেন, ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি ও তাহাকে হাজির জামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া গেলে, এক কি অধিকজন বিশিষ্ট প্রতিভূ তত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবে। নিবন্ধপত্রের নিয়ম এই যে,—ঐ ব্যক্তি ঐ নিবন্ধপত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইবে ও পোলীসের কর্ম্মকারকের কি স্থলবিশেষে আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে থাকিবে।

যদি মোকদ্দমার প্রয়োজন হয়, উক্ত নিবন্ধপত্রে এই নিয়মও থাকিবে যে, যে ব্যক্তিকে হাজিরজামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি অভিযোগের উত্তর দিবার জন্য আহূত হইলে হাইকোর্ট কি সেশন আদালত কি অন্য আদালতে উপস্থিত হইবে।

হেফাজত হইতে মুক্ত হইবার কথা।

৫০০ ধারা। নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া গেলে পর, যাহার উপস্থিত হইবার নিমিত্ত উহা লিখিয়া দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তিকে মুক্ত করা যাইবে। যদি সে কারাগারে থাকে, তবে যে আদালত তাহার হাজিরজামিন লন, সেই আদালত জেলের অধ্যক্ষের নামে তাহাকে মুক্ত করিবার আজ্ঞা দিবেন; উক্ত আজ্ঞা পাইলে ঐ কার্য্যকারক তাহাকে মুক্ত করিবেন।

যে বিষয় সম্বন্ধে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া যায়, তদ্ভিন্ন কোন বিষয়ের নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখা যাইতে পারিলে এই ধারার কিম্বা ৪৯৬ বা ৪৯৭ ধারার কোন কথাক্রমে তাহাকে যে মুক্ত করিবার আদেশ হইল এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

প্রথমে যে হাজিরজামিন লওয়া যায়, তাহা প্রচুর না হইলে প্রচুর জামিন দিবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৫০১ ধারা। ভ্রান্তি কি প্রতারণাক্রমে বা প্রকারান্তরে অল্প টাকার জামিন লওয়া গিয়া থাকিলে কিম্বা হাজিরজামিন পশ্চাৎ অপ্রচুর হইলে আদালতে ধৃত করিবার ওয়ারেন্ট

বাহির করিয়া হাজিরজামিনক্রমে মুক্ত ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা করিয়া উপযুক্ত হাজিরজামিন দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, না দিলে তাহাকে কারাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

প্রতিভূদের মুক্ত হইবার কথা।

৫০২ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজিরজামিন হইয়া ছাড়িয়া দেওয়া গেলে তাহার উপস্থিত হওয়ার ও উপস্থিত থাকার সমুদয় কি কোন কোন প্রতিভূ কোন সময়েই মাজিষ্ট্রেটের নিকটে সম্পূর্ণরূপে কিম্বা আপন আপন নিবন্ধপত্র হইতে মুক্ত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে মাজিষ্ট্রেট উক্তরূপে মুক্ত ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করাইবার আদেশ করিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিবার ওয়ারেণ্ট দিবেন।

সেই ব্যক্তি ওয়ারেণ্টক্রমে উপস্থিত হইলে, কিম্বা স্বেচ্ছামতে আপনাকে ধরা দিলে, মাজিষ্ট্রেট ঐ প্রতিভূদের নিবন্ধপত্র সম্পূর্ণরূপে কিম্বা প্রার্থকদের সম্বন্ধে রহিত হইবার আজ্ঞা করিয়া ঐ ব্যক্তিকে উপযুক্ত অন্য প্রতিভূ দিতে আজ্ঞা করিবেন। তাহা দিতে না পারিলে, তাহাকে কারাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

সাক্ষীদের পরীক্ষার্থ কমিশ্যন বিষয়ক বিধি।

যে স্থলে সাক্ষীর স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে, তাহার কথা।

কমিশ্যন দিবার ও তাহার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫০৩ ধারা। সদ্বিচারার্থে কোন সাক্ষীর পরীক্ষা প্রয়োজনীয় ও যে বিলম্ব কি খরচ কি কষ্ট না হইলে, উক্ত সাক্ষীকে উপস্থিত করা যাইতে পারে না, তাহা বিষয়ের ভাবগতিক বিবেচনায় যুক্তিসিদ্ধ নহে, এই আইনমত কোন তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যক্রমে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কি জেলার মাজিষ্ট্রেটের কি সেশন আদালতের কি হাইকোর্টের এরূপ বোধ হইলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি আদালত কি কোর্ট সেই সাক্ষীর স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি দিতে পারিবেন ও উক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য লইবার নিমিত্ত যে জিলার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানে সাক্ষী থাকে তাহার নামে কমিশ্যন লিখিয়া দিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ যে রাজার বা রাজ্যাধিকারের দেশে ব্রিটিষ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি কার্য্যকারক আছে, সাক্ষী সেই দেশে বাস করিলে, কমিশ্যন ঐ কার্য্যকারকের নামে দেওয়া যাইতে পারিবে।

যে মাজিষ্ট্রেটকে কি কার্য্যকারককে কমিশ্যন দেওয়া যায়, তিনি স্বয়ং কিম্বা জেলার মাজিষ্ট্রেট হইলে তিনি বা প্রথম শ্রেণীর যে মাজিষ্ট্রেটকে এতদর্থে নিযুক্ত করেন সেই মাজিষ্ট্রেট সাক্ষী যে স্থানে থাকে, সেই স্থানে যাইবেন কিম্বা ঐ সাক্ষীকে আপনার নিকট সমন করিবেন এবং এই আইনমতে ওয়ারেণ্টের মোকদ্দমার বিচারকালে যে প্রকারে সাক্ষ্য লওয়া যায় ও যে যে ক্ষমতামতে কার্য্য হয়, সেই প্রকারে ঐ সাক্ষীর সাক্ষ্য লইতে পারিবে; ও তদর্থে সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

সাক্ষী রাজধানী নগরের মধ্যে থাকিলে কমিশ্যনের কথা।

৫০৪ ধারা। সাক্ষী কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটর বিচারাধীন স্থানের মধ্যে থাকিলে যে মাজিষ্ট্রেট বা আদালত কমিশ্যন লিখিয়া দেন, সেই মাজিষ্ট্রেট বা আদালত ঐ প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নামে কমিশ্যন দিতে পারিবেন। তাহা হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেটর সম্মুখে যে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে, সেই মোকদ্দমার সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করাইয়া তাহাদের সাক্ষ্য লইবার তাঁহার যে ক্ষমতা থাকে, সেই ক্ষমতামতে তিনি সেই সাক্ষীকে উপস্থিত করাইয়া তাহার সাক্ষ্য লইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ৩৯ কি ৪০ বৎসরের ৪৬ অধ্যায়ের আইনের ৬৩ ধারামতে হাইকোর্টের যে কমিশ্যন লিখিয়া দিবার ক্ষমতা আছে, এই ধারার কোন কথায় তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না।

সাক্ষীর পরীক্ষা লইতে পক্ষদের ক্ষমতার কথা।

৫০৫ ধারা। এই আইনমতে যে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কমিশ্যন বাহির হয়, তাহার উভয় পক্ষ যে মাজিষ্ট্রেট কি আদালত কমিশ্যনের আদেশ করেন, সেই মাজিষ্ট্রেট কি আদালত যাহা প্রাসঙ্গিক জ্ঞান করেন, এমন প্রশ্ন লিখিয়া পাঠাইতে পারিবেন ও যে মাজিষ্ট্রেটের কি কার্য্যকারকের নামে কমিশ্যন দেওয়া যায়, তিনি ঐ প্রশ্ন ধরিয়া উক্ত সাক্ষীর পরীক্ষা লইবেন।

যে মাজিষ্ট্রেটের বা কার্য্যকারকের নামে কমিশ্যন লিখিয়া দেওয়া যায়, উক্ত পক্ষের উকীলের দ্বারা কিম্বা হেফাজতে না থাকিলে, স্বয়ং তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিবে এবং উক্ত সাক্ষীকে পরীক্ষা করিতে ও স্থলবিশেষে কূটপরীক্ষা কি পুনঃপরীক্ষা করিতে পারিবে।

অধস্তন মফঃস্বল মাজিষ্ট্রেটের কমিশ্যন দিবার জন্য প্রার্থনা করিতে পারিবার কথা।

৫০৬ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জেলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে এই আইনমতে কোন তদন্ত বা বিচার বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যকালে সদ্বিচারার্থে যে সাক্ষীর সাক্ষ্য লওয়া আবশ্যক, তাহার পরীক্ষা লইবার জন্য কমিশ্যন দেওয়া উচিত দৃষ্ট হইলে এবং ঐ সাক্ষীকে উপস্থিত করিতে হইলে যত বিলম্ব, ব্যয় বা অসুবিধা ঘটিবে, তাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অযৌক্তিক বোধ হইলে, সেই মাজিষ্ট্রেট জেলার মাজিষ্ট্রেটের

নিকট কারণ জানাইয়া কমিশ্যন প্রার্থনা করিবেন, ও সেই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে কমিশ্যন দিতে পারিবেন কিম্বা ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

কমিশ্যন ফিরিয়া পাঠাইবার কথা।

৫০৭ ধারা। ৫০৩ কি ৫০৬ ধারামতে কোন কমিশ্যন দেওয়া গেলে তদনুসারে নিয়মিতরূপে কার্য্য হইলে পর যে আদালত হইতে কমিশ্যন বাহির হইয়াছিল, ঐ কমিশ্যনমতে যে সাক্ষীর সাক্ষ্য লওয়া গেল, তাঁহার ঐ সাক্ষ্য সহিত ঐ কমিশ্যন সেই আদালতে ফিরিয়া পাঠাইতে হইবে, ও সেই কমিশ্যন ও তাহার প্রত্যর্পণ ও ঐ সাক্ষীর সাক্ষ্য যুক্তিমত সকল সময়ে পক্ষেরা দেখিতে পাইবেন, ও ন্যায়ানুগত বর্জ্জিত স্থল ভিন্ন তাহা কোন পক্ষ কর্ত্তৃক মোকদ্দমার প্রমাণ স্বরূপ পঠিত হইতে পারিবে ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

তদন্ত কি বিচার কার্য্য স্থগিত থাকিবার কথা।

৫০৮ ধারা। কোন স্থলে ৫০৩ কি ৫০৬ ধারামতে কমিশ্যন দেওয়া গেলে, তদনুসারে কার্য্য হইয়া কমিশ্যন যাহাতে ফিরিয়া আসিতে পারে, যুক্তিমত এরূপ যথোচিত নির্দ্দিষ্ট সময়ের নিমিত্ত তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখা যাইতে পারিবে।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

সাক্ষ্যবিষয়ক বিশেষ বিধি।

চিকিৎসক সাক্ষীর সাক্ষ্যের কথা।

৫০৯ ধারা। ম্যাজিষ্ট্রেটের দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্মুখে সিবিল চিকিৎসকের কিংবা চিকিৎসাকর্ম্মকারী অন্য সাক্ষীর পরীক্ষা লওয়া গেলে ও তাঁহার সাক্ষ্য স্বাক্ষরিত হইলে, সেই পরীক্ষিত ব্যক্তিকে সাক্ষিস্বরূপ ডাকা না গেলেও এই আইনমত কোন তদন্ত কি বিচার কার্য্যে কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে তাঁহার সেই সাক্ষ্য প্রমাণ স্বরূপ দেওয়া যাইতে পারিবে।

চিকিৎসা কর্ম্মকারী সাক্ষীকে সমন করিতে পারিবার কথা।

আদালত উচিত বোধ করিলে ঐরূপ সাক্ষীকে সমন করিতে পারিবেন ও তাঁহার সাক্ষ্য সম্বন্ধীয় বিষয়ে পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

রাসায়নিক দ্রব্য পরীক্ষকের রিপোর্টের কথা।

৫১০ ধারা। এই আইনমত কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যক্রমে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন রাসায়নিক দ্রব্য পরীক্ষককে কিম্বা রাসায়নিক দ্রব্যের সহকারি পরীক্ষককে যে কোন বিষয় কি দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া কি তাহার মূলাংশ পৃথক করিয়া রিপোর্ট করণার্থে দেওয়া যায়, তদ্বিষয়ে তাঁহার রিপোর্ট বলিয়া যে দলীল থাকে, তাহাতে ঐ পরীক্ষকের স্বাক্ষর

থাকিলে তাহা এই আইনমত তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইবে।

পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় বা নির্দ্দোষ হওনের প্রমাণ যেরূপে করা যাইবে তাহার কথা।

৫১১ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ পূর্ব্বে নির্ণয় হইয়াছে কিম্বা তাহাকে পূর্ব্বে নির্দ্দোষ করা গিয়াছে, ইহার প্রমাণ এই আইনমত তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে প্রচলিত আইনে অন্য যে কোন প্রকারের বিধান থাকে, তদতিরিক্ত নিম্নলিখিত প্রকারে করা যাইবে,—

(ক) যে আদালতে ঐ ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় কি তাহাকে নির্দ্দোষ করা যায়, সেই আদালতের যে কার্য্যকারকের জিম্মায় কাগজপত্র থাকে, তিনি ঐ কাগজপত্র হইতে উদ্ধৃত কথা দণ্ডাজ্ঞার কি আজ্ঞার নকল বলিয়া সার্টিফিকেট লিখিলে ও তাহাতে স্বাক্ষর করিলে সেই উদ্ধৃত কথা দ্বারা, কিম্বা

(খ) অপরাধ নির্ণয়ের কথা হইলে, যে জেলে দণ্ড কি তাহার কোন অংশ দেওয়া যায়, সেই জেলের অধ্যক্ষের সার্টিফিকেট দ্বারা, কিম্বা সমর্পণ করিবার যে ওয়ারেণ্টক্রমে দণ্ডভোগ হয়, সেই ওয়ারেণ্ট উপস্থিত করণ দ্বারা;

এবং ঐরূপে যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয় বা যাহাকে নির্দ্দোষ করা যায়, এরূপ প্রত্যেক স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির সহিত তাহার অনন্যতা বিষয়ে প্রমাণ দ্বারা।

৫১১ ধারা। দঃ বিঃ ৭৫ এবং এই আইনের ২২১ ধারার শেষাংশ ও ৩১০। ৩৪৮। ৪০৩ ধারা দেখ।

অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ হইবার কথা।

৫১২ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছে ও তাহাকে শীঘ্র ধরা যাইবার সম্ভাবনা নাই, এরূপ প্রমাণ হইলে, তাহার নামে যে অপরাধের নালিশ হয়, সেই অপরাধহেতুক তাহার বিচার করিবার কিম্বা বিচারার্থে তাহাকে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন আদালত তাহার অনুপস্থিতিতে অভিযোগের পক্ষে কোন সাক্ষী উপস্থিত করা গেলে তাহাদের সাক্ষ্য লিখিয়া রাখিতে পারিবেন। পরে সেই ব্যক্তিকে ধরা গেলে যদি সাক্ষী মরিয়া থাকে বা সাক্ষ্য দিতে অক্ষম হইয়া থাকে, কিম্বা তাহাকে উপস্থিত করাইতে হইলে যে বিলম্ব, ব্যয় বা অসুবিধা হয়, তাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয়, তবে ঐ ব্যক্তির নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয়, সেই অপরাধের তদন্ত বা বিচারকালে ঐ সাক্ষ্য প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

৫১২ ধারা। সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৩৩। ১৫৭। ১৫৯ ধারা দেখ।

—o—

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

নিবন্ধপত্র বিষয়ক বিধি।

মুচলেকার পরিবর্ত্তে টাকা দিবার কথা।

৫১৩ ধারা। সদাচরণের নিবন্ধপত্রের স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে কোন আদালত কিম্বা কর্ম্মকারক কোন ব্যক্তিকে জামিন সহিত কিম্বা জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে আজ্ঞা করিলে ঐ আদালত কি কর্ম্মকারক ঐ নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার পরিবর্ত্তে যত টাকা নির্দ্ধার্য্য করেন, ঐ ব্যক্তিকে নগদ কিম্বা তত টাকার গবর্ণমেণ্টের প্রমিসরি নোট আমানত করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫১৪ ধারা। এই আইনমতে যে আদালত কর্ত্তৃক নিবন্ধপত্র গৃহীত হয়, সেই আদালতের কিম্বা কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আদালতের হৃদ্বোধমতে,

কিম্বা কোন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র হইলে ঐ আদালতের হৃদ্বোধমতে,

যদি প্রমাণ হয় যে নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইয়াছে ঐ আদালত উক্ত প্রমাণের হেতু লিখিবেন ও যে কোন ব্যক্তি উক্ত নিবন্ধপত্র দ্বারা বদ্ধ থাকেন, তাহাকে অর্থদণ্ডে টাকা দিবার কিম্বা না দেওনের কারণ দর্শাইবার আদেশ দিবেন।

ঐ দণ্ডের টাকা না দেওয়া গেলে ও না দিবার উপযুক্ত কারণ দর্শান না গেলে আদালত উক্ত ব্যক্তির অস্থাবর দ্রব্য ক্রোক ও নীলাম করিবার ওয়ারেণ্ট দিয়া ঐ টাকা আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন।

যে আদালত ওয়ারেণ্ট দেন, সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ ওয়ারেণ্ট-মর্ম্মে কার্য্য করা যাইতে পারিবে ও তন্মধ্যে এই অনুমতি থাকিবে যে ঐ সীমার বহির্ভূত যে স্থানে উক্ত ব্যক্তির কোন অস্থাবর দ্রব্য থাকে, সেই স্থান যে জিলার মাজিষ্ট্রেট ও প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারাধীন, তিনি ঐ ওয়ারেণ্টের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলে ঐ দ্রব্যও ক্রোক করিয়া নীলাম করা যাইতে পারিবে।

সেই দণ্ডের টাকা না দেওয়া গেলে ও উক্ত প্রকারে ক্রোক ও নীলাম করণ দ্বারা আদায় হইতে না পারিলে যে আদালত ওয়ারেণ্ট দেন, সেই আদালতের আজ্ঞা ক্রমে ঐ ব্যক্তিকে দেওয়ানী জেলখানায় ছয় মাস পর্য্যন্ত বদ্ধ করা যাইতে পারিবে।

আদালত আপনার বিবেচনামতে উল্লিখিত অর্থদণ্ডের একাংশ ক্ষমা করিয়া অংশ মাত্র আদায় করণ প্রবল করিতে পারিবেন।

৫১৪ ধারা মত আজ্ঞার উপর আপীল হইবার ও ঐ আজ্ঞা সংশোধনের কথা।

৫১৫ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট

৫১৪ ধারামতে যে আজ্ঞা করেন তাহার উপর জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আপীল হইতে পারিবে কিম্বা আপীল না হইলেও তাঁহার দ্বারাও ঐ আজ্ঞা সংশোধন করা যাইতে পারিবে।

কোন কোন নিবন্ধপত্রক্রমে অদেয় অর্থদণ্ড আদায় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

৫১৬ ধারা। হাইকোর্টের কিম্বা সেশন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হাজির থাকিবার যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া যায়, হাইকোর্ট কিম্বা সেশন আদালত কোন মাজিষ্ট্রেটকে সেই পত্রক্রমে পাওনা টাকা আদায় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

দ্রব্য লইয়া কার্য্য হইবার বিধি।

যে দ্রব্য সম্পর্কে অপরাধ করা যায় তাহা লইয়া যাহা করিতে হইবে এই বিষয়ের আজ্ঞার কথা।

৫১৭ ধারা। কোন ফৌজদারী আদালতে তদন্ত কি বিচারকার্য্য সমাপ্ত হইলে, আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা যে দলীল কি অন্য দ্রব্য সম্পর্কে অপরাধ করা গিয়াছে দেখা যায় কিম্বা অপরাধ করণার্থে যাহার ব্যবহার হইয়াছে তাহা লইয়া যাহা করিতে হইবে, আদালত এই বিষয়ে যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিবেন।

হাইকোর্ট কি সেশন আদালত তদ্রূপ আজ্ঞা করিলে ও যে ব্যক্তি উক্ত দ্রব্য পাইবার স্বত্ববান তাহাকে স্বীয় কার্য্যকারক দ্বারা ঐ দ্রব্য দিবার সুবিধা না হইলে, উক্ত কোর্ট কি আদালত জিলার মাজিষ্ট্রেটকে উক্ত আজ্ঞা ফলবতী করিবার আদেশ দিবেন।

যে মোকদ্দমায় আপীল আছে, সেই মোকদ্দমায় এই ধারামতে আজ্ঞা করা গেল, পশুপক্ষ্যাদি বা স্বভাবতঃ আশুক্ষয়শীল দ্রব্য না হইলে আপীল করিবার সময় যাবৎ গত না হয়, অথবা ঐ সময়ের মধ্যে আপীল করা গেলে, যাবৎ ঐ আপীল নিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ উক্ত আজ্ঞামতে কার্য্য করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা। যে দ্রব্য সম্পর্কে অপরাধ করা গিয়াছে দৃষ্ট হয় সেই দ্রব্য হইলে, এই ধারায় "দ্রব্য" যে শব্দ আছে তাহাতে যে দ্রব্য প্রথমে কোন পক্ষের অধিকারে কি তত্ত্বাধীনে ছিল সেই দ্রব্যমাত্র বুঝাইবে না, কিন্তু সেই দ্রব্য পরিবর্ত্তিত হইয়া যে কোন দ্রব্য হয় কিম্বা সেই দ্রব্যের বিনিময়ে যে দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাও বুঝাইবে এবং ঐরূপ পরিবর্ত্তন কি বিনিময় করণদ্বারা অব্যবহিতভাবে কি প্রকারান্তরে যাহা কিছু লব্ধ হয় তাহাও বুঝাইবে।

জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের প্রতি দ্রব্য অর্পণসূচক আজ্ঞা হইবার কথা।

৫১৮ ধারা। ৫১৭ ধারাক্রমে আজ্ঞা না দিয়া কোন আদালত জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের

প্রতি কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের প্রতি ঐ দ্রব্য সমর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন। তাহা হইলে ঐ দ্রব্য পোলিসের দ্বারা ধৃত হইয়া পশ্চাল্লিখিত মতে তাঁহার নিকট রিপোর্ট করা গেলে তিনি যদ্রূপে করিতেন ঐ দ্রব্য লইয়া তদ্রূপেই কার্য্য করিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট যে টাকা পাওয়া যায় তাহা নির্দ্দোষ ক্রেতাকে দিবার কথা।

৫১৯ ধারা। যাহা চৌর্য্য বা চোরাদ্রব্য গ্রহণ অপরাধ হয় বা যাহার মধ্যে ঐ অপরাধ পড়ে, কোন ব্যক্তির যদি এরূপ অপরাধ নির্ণয় হয় এবং ইহার প্রমাণ হয় যে, অন্য কোন ব্যক্তি ঐ দ্রব্য চোরা না জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ না দেখিয়া তাহা ক্রয় করিয়াছে এবং যাহার অপরাধ নির্ণয় হয়, তাহাকেও ধরা গেলে তাহার নিকট হইতে কোন টাকা লওয়া হইয়াছে, তবে ক্রেতা প্রার্থনা করিলেও অধিকার পাইবার স্বত্ববান্ ব্যক্তিকে ঐ চোরা দ্রব্য ফিরাইয়া দিলে আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, ঐ টাকা হইতে ক্রেতার প্রদত্ত মূল্যের অনধিক টাকা তাহাকে দেওয়া যায়।

৫১৭, ৫১৮ বা ৫১৯ ধারামত আজ্ঞা স্থগিত করিবার কথা।

৫২০ ধারা। যে আদালতে আপীল কি দৃঢ়ীকরণ কি বিবাদার্পণ কি নিষ্পত্তির সংশোধন হইতে পারে, সেই আদালত আপনার অধীন আদালতের কৃত ৫১৭, ৫১৮ বা ৫১৯ ধারামত কোন আজ্ঞা স্বীয় বিবেচনার অপেক্ষায় স্থগিত রাখিতে এবং সংশোধন কি পরিবর্ত্তন কি অসিদ্ধ করিতে পারিবেন।

অপবাদ সম্পর্কীয় ও অন্য বিষয় বিনষ্ট করিবার কথা।

৫২১ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৯২ কি ২৯৩ কি ৫০১ কি ৫০২ ধারামতে অপরাধ নির্ণয় হইলে, যে দ্রব্য সম্বন্ধে অপরাধ নির্ণয় হয়, তাহার যত খণ্ড আদালতের হেফাজতে কিম্বা নির্ণীতাপরাধ ব্যক্তির অধিকারে কি ক্ষমতায় থাকে, আদালত তৎসমুদায় বিনষ্ট করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৭২ কি ২৭৩ কি ২৭৪ কি ২৭৫ ধারামতে অপরাধ নির্ণয় হইলে, যে খাদ্য কি পানীয় কি ঔষধ কি চিকিৎসা সম্পর্কীয় দ্রব্য সম্বন্ধে অপরাধ নির্ণয় হয়, আদালত তদ্রূপ তাহা বিনষ্ট করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

স্থাবর দ্রব্যের অধিকার ফিরিয়া দিবার ক্ষমতার কথা।

৫২২ ধারা। কোন ব্যক্তির অপরাধপ্রযুক্ত বলপ্রকাশ সহিত কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে, ও সে বলপ্রকাশ দ্বারা কোন ব্যক্তিকে স্থাবর দ্রব্যের অধিকারচ্যুত করা গিয়াছে উক্ত আদালত ইহা দেখিতে পাইলে, যদি উচিত বোধ করেন ঐ ব্যক্তি পুনরায় তদধিকার পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কোন ব্যক্তি দেওয়ানী মোকদ্দমা করিয়া সেই স্থাবর দ্রব্যে আপনার স্বত্ব বা স্বার্থ আছে বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলে পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞা দ্বারা ঐ স্বত্বের বা স্বার্থের বিঘ্ন হইবে না।

৫১ ধারামতে প্রাপ্ত বা চোরা দ্রব্য পোলীস কর্তৃক ধৃত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫২৩ ধারা। যে দ্রব্য ৫১ ধারামতে প্রাপ্ত বা যাহা চোরা বলিয়া অভিযোগ কি সন্দেহ হয় কিম্বা যাহা এরূপ অবস্থায় পাওয়া যায় যে, তৎসম্বন্ধে কোন অপরাধ করা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ জন্মে সেই দ্রব্য পোলীস কর্ম্মকারক দ্বারা ধৃত হইয়া থাকিলে, তদ্বিষয়ে কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে অবিলম্বে রিপোর্ট করা যাইবে ও তাহা হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেট যেরূপে উচিত বোধ করেন সেইরূপে ঐ দ্রব্যের অধিকার পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তিকে তাহা দিবার আজ্ঞা করিবেন। কিম্বা ঐ ব্যক্তিকে নিশ্চয়মতে জানা যাইতে না পারিলে মাজিষ্ট্রেট ঐ দ্রব্য রাখিবার ও উপস্থিত করিবার বিষয়ে যে আজ্ঞা উচিত জ্ঞান করেন, করিবেন।

দ্রব্যের স্বামী অজ্ঞাত হইলে যাহা কর্ত্তব্য, তাহার কথা।

ঐ সম্পত্তির অধিকার পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তিকে জানা থাকিলে, মাজিষ্ট্রেট যেরূপে (যদি কোন নিয়মে) উচিত বোধ করেন তদ্রূপ নিয়মে ঐ সম্পত্তি তাহাকে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। উক্ত ব্যক্তিকে জানা না থাকিলে মাজিষ্ট্রেট ঐ সম্পত্তি রাখিতে পারিবেন এবং ঐ সম্পত্তির মধ্যে যে যে দ্রব্য আছে ঘোষণাপত্রে সেই সেই দ্রব্যের বিশেষ বর্ণনা লিখিয়া প্রকাশকরণপূর্ব্বক সেই দ্রব্যের উপর যে কোন ব্যক্তির দাওয়া থাকে তাঁহাকে ঐ ঘোষণাপত্রের তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে কোন সময়ে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আপনার দাওয়া প্রমাণ করিতে আজ্ঞা দিবেন।

গুপ্তধন প্রাপ্ত সম্বন্ধে ১৮৭৮ সালের ৬ আইনের ২০। ২১ ধারা দেখ।

ছয় মাসের মধ্যে দাওয়াদার উপস্থিত না হইলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫২৪ ধারা। ঐ সময়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঐ দ্রব্যের উপর আপন দাওয়া সপ্রমাণ না করিলেও সেই দ্রব্য যাহার নিকটে পাওয়া যায় সে ন্যায়মতে তাহা পাইয়াছিল ইহা দেখাইতে না পারিলে গবর্ণমেণ্ট ঐ দ্রব্য লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিবেন, ও প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাক্রমে কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে এতৎপক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার আজ্ঞাক্রমে তাহা বিক্রয় করা যাইতে পারিবে।

এই ধারামতে আজ্ঞা করা গেলে তদ্রূপ আজ্ঞাকারক আদালতের দণ্ডাজ্ঞার উপর যে আদালতে আপীল হইতে পারে সেই আদালতে আপীল হইবার অনুমতি থাকিবে।

আশুক্ষয়শীল দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।

৫২৫ ধারা। ঐ দ্রব্যের অধিকার পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তি অজ্ঞাত কি অনুপস্থিত থাকিলে ও উক্ত দ্রব্য স্বভাবতঃ আশুক্ষয়শীল হইলে কিম্বা তাহা বিক্রয় করাতে স্বামীর লাভ আছে, যে-মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ দ্রব্য ধরিবার রিপোর্ট হয় তিনি এরূপ বিবেচনা করিলে, যে কোন সময়ে তাহা বিক্রয় করিবার আদেশ দিতে পারিবেন, এবং উক্ত বিক্রয়ের নিট উৎপন্ন সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব, ৫২৩ ও ৫২৪ ধারার বিধান খাটিবে।

৫২৫ ধারা। ৫২৯ (জ) ধারা দেখ।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

ফৌজদারী মোকদ্দমা হস্তান্তরকরণ বিষয়ক বিধি।

হাইকোর্টের মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার কি স্বয়ং

বিচার করিবার ক্ষমতার কথা।

৫২৬ ধারা। যখন হাইকোর্টকে দেখান যায় যে, (ক) তদধীন কোন ফৌজদারী আদালতের ন্যায়সঙ্গত ও অপক্ষপাত তদন্ত কি বিচার পাওয়া যাইতে পারিবে না, বা

(খ) অসাধারণ কাঠিন্যযুক্ত আইনঘটিত প্রশ্ন উত্থিত হইবার সম্ভাবনা, বা

(গ) যে স্থানে কি যে স্থানের নিকটে অপরাধ করা যায় সুন্দররূপ তদন্ত কি বিচারার্থে সেই স্থান দেখা আবশ্যক, বা

(ঘ) এই ধারামতে আজ্ঞা দিলে পক্ষদের ও সাক্ষীদের সাধারণতঃ সুবিধা হইবে,

(ঙ) উক্ত আজ্ঞা সুবিচার নিমিত্ত বাঞ্ছনীয়।

তখন উক্ত কোর্ট নিম্নলিখিত আজ্ঞা করিতে পারিবেন ;—

(১) যে আদালত ১৭৭ হইতে ১৮৪ পর্য্যন্ত ধারাক্রমে কোন অপরাধের তদন্ত ও বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন নহেন, কিন্তু অন্যান্য প্রকারে তৎকার্য্যক্ষম, সেই আদালত কর্ত্তৃক উক্ত অপরাধের তদন্ত কি বিচার হয় কিম্বা

(২) বিশেষ কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা কি আপীল কি বিশেষ শ্রেণীর তদ্রূপ মোকদ্দমা কি আপীল স্বীয় কর্ত্তৃত্বাধীন এক ফৌজদারী আদালত হইতে সমান কি অধিক ক্ষমতাপন্ন তদ্রূপ অন্য কোন ফৌজদারী আদালতে প্রেরিত হয়, কিম্বা

(৩) বিশেষ কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা কি আপীল আপনার নিকট প্রেরিত হইয়া বিচার হয়।

(৪) কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনার নিকট কিম্বা কোন সেশন আদালতে বিচারার্থে সমর্পিত হয়।

হাইকোর্ট প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালত ভিন্ন অন্য আদালত হইতে আপনার সম্মুখে বিচারার্থে কোন মোকদ্দমা উঠাইয়া আনিলে ২৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থলভিন্ন যে আদালত হইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া আনা যায় তদ্রূপে উঠাইয়া আনা না গেলে সেই আদালতে যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত হইত, সেই মোকদ্দমার বিচারে সেই কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিবেন।

এই ধারাতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইল তদনুসারে কার্য্য হইবার প্রার্থনা প্রস্তাবনাক্রমে করা যাইবে ও প্রার্থক আডবোকেট জেনেরল না হইলে আফিডেবিট কি প্রতিজ্ঞাদ্বারা তাহার পোষকতা করিতে হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি এই ধারামতে প্রার্থনা করিলে, হাইকোর্ট তাঁহার প্রতি এই নিয়মে

জামিন সহিত বা জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন যে অপরাধ নির্ণয় হইলে সে অভিযোক্তার খরচা দিবে।

এই ধারামতে প্রার্থনা হইলে রাজকীয় অভিযোক্তাকে নোটিস দিবার কথা।

কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি তদ্রূপ প্রার্থনা করিলে রাজকীয় অভিযোক্তার নামে ঐ প্রার্থনার নোটিস লিখিয়া যে যে হেতুতে প্রার্থনা করা গেল, সেই সেই হেতুপত্রের নকল ঐ নোটিসের সঙ্গে দিবে এবং সেই নোটিস দেওয়ার ও প্রার্থনাপত্র শুনিবার সময়ের মধ্যে ন্যূনকল্পে চব্বিশ ঘণ্টা না গেলে ঐ প্রার্থনাপত্রের দোষ গুণানুসারে কোন আজ্ঞা করা যাইবে না।

৫২৬ ধারামত প্রার্থনা হইলে দিনান্তর নিরূপণের কথা।

৫২৬ ক ধারা। কোন ফৌজদারী মোকদ্দমায় বা আপীলে শুনানী আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে রাজকীয় অভিযোক্তা, বাদী বা অভিযুক্ত ব্যক্তি যে আদালতে মোকদ্দমা বা আপীল দায়ের থাকে, ঐ মোকদ্দমা সম্বন্ধে ৫২৬ ধারামতে প্রার্থনা করিবার অভিপ্রায় সেই আদালতে জানাইলে, আদালত কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত রাখিবার বা তাহার দিনান্তর নিরূপণ করিবার ৩৪৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে এরূপে কার্য্য করিবেন, যাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি প্রতিবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার আজ্ঞা হইবার পূর্ব্বে, কিম্বা আপীল হইলে, আপীলের শুননী হইবার পূর্ব্বে প্রার্থনা করিবার ও তাহার উপর আজ্ঞা পাইবার যুক্তিসিদ্ধ সময় থাকে।

১৯৭ ধারামতে যে কোন আজ্ঞা করা যায়, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের ফৌজদারী মোকদ্দমা ও আপীল হস্তান্তর করিবার ক্ষমতার কথা।

৫২৭ ধারা। বিশেষ কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা কি আপীল এক হাইকোর্ট হইতে উঠাইয়া লইয়া অন্য হাইকোর্টে অর্পণ করিলে, কিম্বা এক হাইকোর্টের অধীন কোন ফৌজদারী আদালত হইতে উঠাইয়া লইয়া অন্য হাইকোর্টের অধীন সমান কি অধিক ক্ষমতাবিশিষ্ট অন্য ফৌজদারী আদালতে অর্পণ করিলে ন্যায় বিচারের উদ্দেশ্য সফল হয়, কিম্বা উভয় পক্ষের কি সাক্ষীদের সুবিধা জন্মে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের এমত বোধ হইলে, তিনি ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া সেই মোকদ্দমার কি আপীলের তদ্রূপ হস্তান্তর হওয়ার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যে আদালতে সেই মোকদ্দমা কি আপীল অর্পণ করা যায়, সেই আদালতেই প্রথম উপস্থিত করা গেলে ঐ আদালত সেই মোকদ্দমা কি আপীল লইয়া যেরূপে কার্য্য করিতেন তদ্রূপে কার্য্য করিবেন।

মোকদ্দমা জিলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের উঠাইয়া লইবার কি অর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।

৫২৮ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট আপন অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া অথবা তাঁহাকে যে যে মোকদ্দমা অর্পণ করিয়াছেন তাহা ফিরাইয়া লইয়া আপনি তাহার তদন্ত লইতে কি বিচার করিতে পারিবেন কিম্বা তদন্ত লইয়া বিচার করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আপনার অধীন অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি তদন্ত লইয়া বিচার করিবার নিমিত্ত ঐ মোকদ্দমা অর্পণ করিতে পারিবেন।

জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বিশেষ প্রকারের সকল মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা।

জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার অধীন মাজিষ্ট্রেটদের নিকট হইতে যে কোন প্রকারের মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া বিহিত বোধ করেন তাহা উঠাইয়া লওন কিম্বা বিশেষ প্রকারের সকল মোকদ্দমা উঠাইয়া লন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

কোন মাজিষ্ট্রেট এই ধারামতে কোন আজ্ঞা করিলে, তাঁহার ঐ আজ্ঞা করিবার যে কারণ থাকে তাহা লিখিয়া রাখিবেন।

৫২৮ ধারা। ৫২৯ (খ) ধারা দেখ।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

অনিয়মিত আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

অনিয়মিতক্রিয়াহেতুক আনুষ্ঠানিক কার্য্য ব্যর্থ না হইলে তাহার কথা।

৫২৯ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট আইনমতে নিম্নলিখিত কোন কার্য্য করিবার, অর্থাৎ,

(ক) ৯৮ ধারামতে তলাশী পরওয়ানা দিবার,

(খ) ১৫৫ ধারামতে পোলীসকে অপরাধের অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা করিবার,

(গ) ১৭৬ ধারামতে মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার,

(ঘ) কোন ব্যক্তি তাহার বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করিলে ১৮৬ ধারামতে নিজ বিচারাধীন স্থানে তাহাকে ধরিবার পরওয়ানা দিবার,

(ঙ) ১৯১ ধারা (ক) কিম্বা (খ) প্রকরণমতে কোন অপরাধ গ্রাহ্য করিবার,

(চ) ১৯২ ধারামতে কোন মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার,

(ছ) ৩৩৭ বা ৩৩৮ ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব করিবার,

(জ) ৫২৩ বা ৫২৫ ধারামতে সম্পত্তি বিক্রয় করিবার,

(ঝ) ৫২৮ ধারামতে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া আপনি বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন না হইয়া যদি ভ্রান্তিক্রমে সরলমনে ঐ কার্য্য করেন, তবে ক্ষমতা ছিল না বলিয়া তাঁহার আনুষ্ঠানিক কার্য্য অন্যথা করা যাইবে না।

অনিয়মিত যে কার্য্য দ্বারা আনুষ্ঠানিক কার্য্য অসিদ্ধ হয়, তাহার কথা।

৫৩০ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট আইনমতে নিম্নলিখিত কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইয়াও যদি সেই সেই কার্য্য করেন অর্থাৎ,

(ক) যদি ৮৮ ধারামতে দ্রব্য ক্রোক ও বিক্রয় করেন,

(খ) যদি ডাকঘরে পত্রের কিম্বা টেলিগ্রাফ বিভাগে তাড়িৎবার্ত্তার তলাশী পরওয়ানা দেন,

(গ) যদি শান্তিরক্ষার জামিন দিবার আজ্ঞা করেন,

(ঘ) যদি সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞা করেন,

(ঙ) কোন ব্যক্তি আইনমতে সদাচরণ করিতে নিবদ্ধ হইলে যদি তাহাকে মুক্ত করেন

(চ) যদি শান্তিরক্ষার মুচ্‌লেকা রহিত করেন,

(ছ) স্থান বিশেষের অনিষ্টকার্য্য সম্বন্ধে যদি ১৩৩ ধারামতে আজ্ঞা করেন,

(জ) সাধারণের অনিষ্টকার্য্য না চলনার্থে বা পুনশ্চ না হওনার্থে যদি ১৪৩ ধারামতে তন্নিবারণের আজ্ঞা করেন,

(ঝ) যদি ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা প্রচার করেন,

(ঞ) ১২ অধ্যায়মতে যদি আজ্ঞা করেন,

(ট) ১৯১ ধারার (গ) প্রকরণমতে যদি অপরাধ গ্রাহ্য করেন,

(ঠ) অন্য মাজিষ্ট্রেটের লিখিত রুবকারী অনুসারে যদি ৩৪৯ ধারামতে দণ্ডের আজ্ঞা করেন,

(ড) ৪৩৫ ধারামতে যদি কাগজপত্র আনান,

(ঢ) যদি ভরণপোষণের আজ্ঞা করেন,

(ণ) যদি ৫১৪ ধারামতে প্রদত্ত আজ্ঞা ৫১৫ ধারামতে সংশোধন করেন,

(ত) যদি অপরাধীর বিচার করেন,

(থ) যদি সরাসরীমতে অপরাধীর বিচার করেন কিম্বা,

(দ) যদি আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন,

তবে তাঁহার আনুষ্ঠানিক কার্য্য অসিদ্ধ হইবে।

অনুপযুক্ত স্থানে আনুষ্ঠানিক কার্য্য হইবার কথা।

৫৩১ ধারা। তদন্ত কি বিচার, কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য অনুপযুক্ত সেশন বিভাগে কি জেলায় কি মহকুমায় কি অন্য স্থানে হইয়াছে বলিয়া কেবল সেই কারণে কোন ফৌজদারী আদালতের নির্ণয় কি দণ্ডাজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা অসিদ্ধ হইবে না, কিন্তু সেই ভ্রম হেতুক সদ্বিচারের ব্যাঘাত হইয়াছে, ইহা দৃষ্ট হইলে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা হইতে পারিবে।

অনিয়মিতরূপে কোন ব্যক্তিকে সমর্পণ করা গেলে, তাহা যেস্থলে সিদ্ধ করা যাইতে পারে, তাহার কথা।

৫৩২ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট কি অন্য কর্তৃপক্ষ আইনমতে নিয়মিতরূপে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতেছেন বিবেচনায় তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন না হইয়া যদি সেশন আদালতের বা হাইকোর্টের বিচারার্থে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করেন, তবে যে আদালতের প্রতি সমর্পণ করা যায়, সেই আদালত আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র পাঠ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির হানি হয় নাই বিবেচনা করিলে এবং তদন্ত লওনের সময়ে ও সমর্পণের আজ্ঞা হওনের পূর্ব্বে অভিযুক্ত ব্যক্তির কিম্বা অভিযোক্তার পক্ষ হইতে সমর্পণকারী মাজিষ্ট্রেটের কি অন্য কর্তৃপক্ষের বিচারাধিপত্য বিষয়ে আপত্তি না থাকিলে ঐ আদালত সেই সমর্পণ কার্য্য গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তির হানি হইয়াছে, উক্ত আদালতের যদি এইরূপ বিবেচনা হয় কিম্বা তদ্রূপ আপত্তি হইয়া থাকে, তবে উক্ত আদালত সেই সমর্পণ কার্য্য অসিদ্ধ করিয়া উপযুক্ত মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা নূতন তদন্ত লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৫৩২ ধারা। ২০৬,২৪৩ ধারা দেখ।

১৬৪ বা ৩৬৪ ধারার বিধান না পালন করিবার কথা।

৫৩৩ ধারা। ১৬৪ বা ৩৬৪ ধারামতে লিপিবদ্ধ করা অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারবাক্য বা অন্য উক্তি যে আদালতের সম্মুখে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করা হয় সেই আদালত যদি দেখেন যে, ঐ উক্তি লিপিবদ্ধকারী মাজিষ্ট্রেট ঐ ধারার বিধান সম্পূর্ণরূপে পালন করেন নাই, তবে প্রতিবাদী নিয়মিতরূপে ঐ লিপিবদ্ধ কথা যে কহিয়াছিল ইহার প্রমাণ লইবেন, এবং ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক আইনের ৯১ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও যদি সেই ভ্রম দ্বারা মোকদ্দমার গুণাগুণ সম্বন্ধে প্রতিবাদ কালে অভিযুক্ত ব্যক্তির হানি না হইয়া থাকে, তবে ঐ উক্তি গ্রাহ্য হইবে।

৪৫৪ ধারার ২ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ত্রুটি হইবার কথা।

৫৩৪ ধারা। যে মোকদ্দমার প্রতি ৪৫৪ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণ বর্ত্তে, সেই মোকদ্দমার কোন ব্যক্তিকে "তুমি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা কি না" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার ত্রুটি হইলে তাহাতে আনুষ্ঠানিক কার্য্যের সিদ্ধতা সম্বন্ধে কোন বিঘ্ন হইবে না।

অভিযোগপত্র প্রস্তুত না হইবার ফলের কথা।

৫৩৫ ধারা। অভিযোগপত্র প্রস্তুত না করা গেলেও ন্যায় বিচারের কোন ব্যাঘাত হয় নাই, আপীল শুনিবার কি মোকদ্দমা পুনঃ দৃষ্টি করিবার আদালতের এমন জ্ঞান হইলে সেই অভিযোগপত্র প্রস্তুত না হওয়াতে নির্ণয় কি দণ্ডাজ্ঞা অসিদ্ধ হইবে না।

অভিযোগপত্র প্রস্তুত না হওয়াতে ন্যায় বিচারের ব্যাঘাত হইয়াছে, আপীল শুনিবার কি মোকদ্দমা পুনঃ দৃষ্টি করিবার আদালতের এমত বোধ হইলে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিবার ও মোকদ্দমার বিচারকালীন যে সময়ে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করা উচিত ছিল, তদবধি বিচারকার্য্যের পুনরারম্ভ হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

এসেসরদের বিচার্য্য মোকদ্দমা জুরির দ্বারা বিচার হইবার কথা।

৫৩৬ ধারা। এসেসরদের সহকারীতায় যে অপরাধ বিচার্য্য হয়, জুরির দ্বারা তাহার বিচার হইলে কেবল তৎপ্রযুক্ত সেই বিচার অসিদ্ধ হইবে না।

জুরির বিচার্য্য মোকদ্দমা এসেসরদের দ্বারা বিচার হইবার কথা।

জুরির দ্বারা বিচার্য্য অপরাধের বিচার এসেসরদের সহকারিতায় করা গেলে যদি আদালতের নির্ণয়পত্র লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে আপত্তি না করা যায়, তবে কেবল এসেসরদের সহকারিতায় হওয়া প্রযুক্ত বিচার অসিদ্ধ হইবে না।

অভিযোগপত্রে কিম্বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ভ্রম কি প্রমাদপ্রযুক্ত নিষ্পত্তি কি দণ্ডাজ্ঞা অন্যথা হইবার কথা।

৫৩৭ ধারা। পূর্ব্বপ্রদত্ত বিধানের স্থল ভিন্ন,

নালিশে কি সমনে কি ওয়ারেণ্টে কি অভিযোগপত্রে কি নিষ্পত্তিপত্রে কিম্বা বিচার করণ সময়ের বা তৎপূর্ব্বের অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কিম্বা এই আইনমতে কোন তদন্তে বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কোন ভ্রম কি ক্রটি কি অনিয়ম হইলে,

কিম্বা ১৯৫ ধারার আদেশমতে কোন অনুমতির অভাব হইলে,

কিম্বা ৩২৪ ধারা অনুসারে জুরির বা এসেসরদের কোন ফর্দ্দ সংশোধন করিতে ক্রটি হইলে,

কিম্বা জুরির প্রতি উপদেশ বাক্যের মধ্যে কোন অন্যায় কথা থাকিলে, যদি সেই ভ্রম কি ক্রটি কি অনিয়ম কি অভাব কি অন্যায় কথা দ্বারা ন্যায় বিচারের ক্রটি না হইয়া থাকে, তবে ৩১ অধ্যায়মতে কার্য্য হইলে কিম্বা সেই মোকদ্দমার উপর আপীল হইলে কিম্বা তাহা পুনঃ দৃষ্টি করণার্থে উপস্থিত হইলে ঐ ভ্রম প্রভৃতি হেতুক উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের নির্ণয় কি দণ্ডাজ্ঞা কি আজ্ঞা অন্যথা কি পরিবর্ত্তন করা যাইবে না।

৫৩৭ ধারা। ২২৫। ২৩২। ৫৩৫ ধারা দেখ।

আনুষ্ঠানিক কার্য্যে রীতির দোষ থাকাতে ক্রোক বে-আইনী না হইবার ও ক্রোককারী ব্যক্তি অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান না হইবার কথা।

৫৩৮ ধারা। এই আইনের বলে যে ক্রোক করা যায়, সমনে কি অপরাধ নির্ণয়পত্রে কি ক্রোকী পরওয়ানায় কি তৎসম্পর্কীয় অন্য কার্য্যে রীতিমত কোন দোষ কি অভাব প্রযুক্ত তাহা বে-আইনী বলিয়া জ্ঞান হইবে না ও যে ব্যক্তি ক্রোক করে তাহাকে অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়।

বিবিধ বিধি।

যে যে কোর্টের ও যে যে ব্যক্তিদের সম্মুখে আফিডেবিট করা যাইতে পারিবে, তাহাদের কথা।

৫৩৯ ধারা। কোন হাইকোর্টের কিম্বা ঐ কোর্টের কোন কার্য্যকারকের সম্মুখে যে আফিডেবিটের ও প্রতিজ্ঞাপত্রের ব্যবহার করিতে হইবে, সেই আফিডেবিট ও প্রতিজ্ঞাপত্র সেই কোর্টের কিম্বা ক্লার্ক অফ দি ক্রৌণের কিম্বা তৎকার্য্যপক্ষে নিযুক্ত কোন কমিশ্যনরের কি অন্য ব্যক্তির সম্মুখে কিম্বা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের কোন রিকার্ড কোর্টে আফিডেবিট গ্রহণের কোন জজ কি কমিশ্যনর সাহেবের সম্মুখে কিম্বা ইংলণ্ডের কি আয়র্লণ্ডের চানসরি কোর্টে শপথ করাইবার কোন কমিশ্যনরের সম্মুখে কিম্বা স্কটলণ্ড দেশে যে কোন মাজিষ্ট্রেট আফিডেবিট কি প্রতিজ্ঞা করাইতে ক্ষমতাপন্ন হন তাঁহার সম্মুখে শপথ বা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক করা যাইতে পারিবে।

গুরুতর সাক্ষীকে সমন করিবার কিম্বা উপস্থিত ব্যক্তির পরীক্ষা লইবার ক্ষমতার কথা।

৫৪০ ধারা। এই আইনমতে তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য করিবার কোন সময়ে কোন আদালত কোন ব্যক্তিকে সাক্ষি-স্বরূপ সমন করিতে পারিবেন ও সমন না হইয়া যে ব্যক্তি আদালতে সাক্ষিস্বরূপ উপস্থিত আছে তাহারও সাক্ষ্য লইতে পারিবেন এবং যাহার পরীক্ষা পূর্ব্বে লওয়া গিয়াছে এমন কোন ব্যক্তিকে আবার ডাকাইয়া পুনরায় তাহার পরীক্ষা লইতে পারিবেন এবং ন্যায়মতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্তে তদ্রূপ কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য অত্যাবশ্যক বোধ হইলে ঐ আদালত তাহাকে ডাকাইয়া তাহার পরীক্ষা লইবেন কিম্বা তাহাকে আবার ডাকাইয়া তাহার পুনরায় পরীক্ষা লইবেন।

৫৪০ ধারা। সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১৬৫ ধারা দেখ।

কারাদণ্ডের স্থান নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৪১ ধারা। প্রচলিত আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে এই আইনমতে যে ব্যক্তির কারাদণ্ড বা হেফাজতে সমর্পণ হইতে পারে, তাহাকে যেস্থলে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার আদেশ করিতে পারিবেন।

দেওয়ানী জেলে বদ্ধ অভিযুক্ত বা নির্ণীতাপরাধ ব্যক্তিদিগকে ফৌজদারী জেলে পাঠাইবার ও তাহাদের দেওয়ানী জেলে ফিরিয়া আসিবার কথা।

৫৪১ক ধারা। (১) এই আইনমতে যে ব্যক্তির কারাদণ্ড বা হেফাজতে সমর্পণ হইতে পারে, সেই ব্যক্তি কোন দেওয়ানী জেলে বদ্ধ থাকিলে, যে আদালত বা মাজিষ্ট্রেট কারাদণ্ডের বা হেফাজতে সমর্পণের আজ্ঞা দেন, সেই আদালত বা মাজিষ্ট্রেট উক্ত ব্যক্তিকে ফৌজদারী জেলে পাঠাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

(২) কোন ব্যক্তিকে (১) প্রকরণমতে ফৌজদারী জেলে পাঠাইয়া দেওয়া গেলে, তিনি তথা হইতে মুক্তিলাভ করিলে তাঁহাকে দেওয়ানী জেলে ফিরাইয়া পাঠাইতে হইবে কিন্তু নিম্নলিখিত স্থলে এই বিধি খাটিবে না, অর্থাৎ,

(ক) তাঁহাকে ফৌজদারী জেলে পাঠাইবার পর যদি তিন বৎসর অতীত হইয়া থাকে; এরূপ স্থলে তিনি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩৪২ ধারামতে মুক্ত হইয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে, অথবা

(খ) যে আদালত তাঁহাকে দেওয়ানী জেলে কারাবদ্ধ রাখিবার আজ্ঞা করেন, সেই আদালত যদি ফৌজদারী জেলের অধ্যক্ষকে এই মর্ম্মের সার্টিফিকেট দেন যে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৪১ ধারামতে ঐ ব্যক্তি মুক্ত হইতে পারে।"

কারাবদ্ধ ব্যক্তির পরীক্ষার জন্য তাহাকে আনাইতে আজ্ঞা করিতে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা।

৫৪২ ধারা। বন্দীদের সাক্ষ্য গ্রহণ বিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইনে ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় তিনি সাক্ষী কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া আপন এলাকার সীমার অন্তর্গত জেলখানায় বদ্ধ কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য লইতে চাহিলে ঐ জেলের অধ্যক্ষের নামে আজ্ঞাপত্র লিখিয়া ঐ পত্রের লিখিত সময়ে সাক্ষ্য দিবার জন্য ঐ ব্যক্তিকে উপযুক্ত প্রহরীর জিম্মায় আপনার নিকট আনাইতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

জেলের অধ্যক্ষ সেই আজ্ঞা পাইলে তদনুসারে কার্য্য করিবেন ও পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্ত ঐ বন্দী যতক্ষণ জেলখানায় ফিরিয়া না আইসে ততক্ষণ তাহার নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করিবার বিধান করিবেন।

দোভাষির যথার্থই অর্থ করিতে হইবার কথা।

৫৪৩ ধারা। কোন ফৌজদারী আদালতে কোন প্রমাণের কি উক্তির অর্থ করিবার জন্য দোভাষির প্রয়োজন হইলে ঐ দোভাষি সেই প্রমাণের কি উক্তির যথার্থ অর্থ করিতে আবদ্ধ হইবেন।

৫৪৩ ধারা। ৩৬১ ধারা দেখ।

বাদীদের ও সাক্ষীদের খরচের কথা।

৫৪৪ ধারা। যে বাদীরা কি সাক্ষীরা এই আইন অনুসারে কোন তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যের নিমিত্ত উপস্থিত হন, কোন ফৌজদারী আদালত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাঁহাদের উপযুক্ত খরচ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল সাহেবের সম্মতিক্রমে যে বিধি করেন সেই বিধি মানিয়া উক্ত আজ্ঞা করা যাইবে।

অর্থদণ্ডের টাকার একাংশ খরচ বা ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিতে
আদালতের ক্ষমতার কথা।

৫৪৫ ধারা। যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তৎকালে ফৌজদারী আদালত সেই আইনমতে অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিলে কিম্বা আপীলক্রমে কিংবা সংশোধন করণক্রমে বা প্রকারান্তরে ঐ অর্থদণ্ডের আজ্ঞা কিংবা অর্থদণ্ড যে আজ্ঞার একাংশ হয় সেই আজ্ঞা দৃঢ় করিলে ঐ আদালত নিষ্পত্তিকালে ঐ অর্থদণ্ডের আদায় হওয়া সমুদায় টাকা কিম্বা তাহার কোন অংশ,

(ক) মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্ত যথার্থ যে খরচ হয় তাহার পরিশোধে,

(খ) যে অপরাধ হয় তজ্জনিত ক্ষতিপ্রযুক্ত দেওয়ানী মোকদ্দমা করিয়া ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়া যাইতে পারে আদালতের এরূপ বিবেচনা হইলে ঐ ক্ষতিপূরণার্থে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যে মোকদ্দমার উপর আপীল হইতে পারে সেই মোকদ্দমায় অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করা গেলে উক্ত যে টাকা দিবার আজ্ঞা হইল, আপীল উপস্থিত করিবার মিয়াদ গত না হওন পর্য্যন্ত কিংবা আপীল উপস্থিত করা গেলে তাহার নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত সেই টাকা দেওয়া যাইবে না।

৫৪৫ ধারা। ৪৭৭। ৪৮০। ৪৮৫। ৪৮৭ ধারা দেখ।

পরিবর্ত্তিত মোকদ্দমায় সেই টাকা ধরিবার কথা।

৫৪৬ ধারা। পরে সেই বিষয় লইয়া দেওয়ানী মোকদ্দমা হইলে ক্ষতিপূরণ দিবার সময়ে ৫৪৫ ধারামতে যে ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া যায় বা আদায় হয়, আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

যে টাকা দিবার আজ্ঞা হয়, তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায়
আদায় হইতে পারিবার কথা।

৫৪৭ ধারা। অর্থদণ্ডের টাকা ভিন্ন অন্য কোন টাকা এই আইনমত কোন আজ্ঞাক্রমে দেয় হইলে, অর্থদণ্ড হইলে যেরূপে হইত, সেইরূপে তাহা আদায় করা যাইতে পারিবে।

নথীর নকল দিবার কথা।

৫৪৮ ধারা। কোন ফৌজদারী আদালতের নিষ্পত্তিতে কি অন্য আজ্ঞাতে যে ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে, সেই ব্যক্তি জুরির নিকট জজ সাহেবের উপদেশের নকল কিংবা কোন আজ্ঞার কি সাক্ষ্যের কি নথার অন্যাংশের নকল পাইবার অভিলাষী হইয়া প্রার্থনা করিলে তাহা তাহাকে দেওয়া যাইবে। কিন্তু আদালত কোন বিশেষ কারণে তাহাকে বিনা খরচে সেই নকল দেওয়া উচিত বোধ না করিলে তাঁহারই সেই নকল করিবার খরচ দিতে হইবে।

কোর্ট মার্শ্যাল দ্বারা যাহাদের বিচার হইবে, এরূপ ব্যক্তিদিগকে সৈন্যসংক্রান্ত
কর্ত্তৃপক্ষদের হস্তে সমর্পণ করিবার কথা।

৫৪৯ ধারা। যে যে স্থলে সৈনিক আইনের অধীন ব্যক্তিগণের বিচার যে আদালতের

প্রতি এই আইন বর্ত্তে, সেই আদালতের দ্বারা বা কোর্ট মার্শ্যাল দ্বারা হইবে, এই বিষয়ে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল সাহেব এই আইনের ও সৈন্যসংক্রান্ত আইনের কিংবা তদ্রূপ যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে, সেই আইনের সঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন; কোন ব্যক্তির যে অপরাধে সৈন্যসংক্রান্ত আইনের ৪১ ধারামতে কোর্ট মার্শ্যাল দ্বারা বিচার হইতে পারে, সেই অপরাধের অভিযোগসহ তাহাকে কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনা গেলে, ঐ মাজিষ্ট্রেট উক্ত বিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয় তদ্বিবরণ সহিত তাহাকে সে যে পল্টনের কি সৈন্যদলের কি সেনাবিভাগের লোক, সেই পল্টনাদির সৈন্যাধ্যক্ষের নিকটে কিংবা নিকটস্থ সেনানিবেশের সৈন্যাধ্যক্ষের নিকটে কোর্ট মার্শ্যাল দ্বারা বিচার হইবার নিমিত্ত পাঠাইবেন।

তদ্রূপ ব্যক্তিদিগকে ধৃত করিবার কথা।

তদ্রূপ কোন স্থানে অবস্থিত কি নিযুক্ত সৈনিকদলের অধ্যক্ষের তৎকার্য্যাপক্ষে প্রার্থনা-পত্র প্রাপ্ত হইলে প্রত্যেক মাজিষ্ট্রেট যাহার নামে উক্তরূপ অপরাধের অভিযোগ আছে তাদৃশ কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া নির্ব্বিঘ্নে রাখিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

পোলীসের উচ্চপদস্থ কর্ম্মকারকদের ক্ষমতার কথা।

৫৫০ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষেরা আপন আপন থানার সীমার মধ্যে যে যে ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারেন, পোলীসের যে কর্ম্মকারকেরা পোলীস থানার অধ্যক্ষের উচ্চপদস্থ হন, তাঁহারা যে স্থানীয় চক্রের নিমিত্ত নিযুক্ত হন, তন্মধ্যে সেই সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

অপহৃত স্ত্রীকে ফিরাইয়া দেওনের ক্ষমতার কথা।

৫৫১ ধারা। কোন স্ত্রীলোককে কিম্বা চৌদ্দ বৎসরের ন্যূন বয়সের বালিকাকে অবৈধ কার্য্যের নিমিত্ত ফুসলাইয়া হরণ করা কি বে-আইনীমতে আটক করিয়া রাখা গিয়াছে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কি জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট শপথ পূর্ব্বক এই নালিশ করা গেলে, তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ স্ত্রীলোককে ছাড়িয়া দিবার কিম্বা ঐ বালিকাকে আপন স্বামীর কি পিতার কি মাতার কি অভিভাবকের কিম্বা বৈধমতে ঐ বালিকার রক্ষণের ভারপ্রাপ্ত অন্য ব্যক্তির নিকট ফিরিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও যেরূপ বলপ্রকাশ আবশ্যক হয়, সেইরূপ বলপ্রকাশ করিয়া সেই আজ্ঞামতে কার্য্য করাইবেন।

রাজধানী নগরে যে ব্যক্তিকে অকারণে প্রহরীর জিম্মায় দেওয়া যায়, তাহার হানিপূরণের কথা।

৫৫২ ধারা। রাজধানী নগরে কোন ব্যক্তি পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের দ্বারা অন্য ব্যক্তিকে ধৃত করাইলে, যে মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা শুনেন তাঁহার বিবেচনামতে ঐ ব্যক্তিকে ধৃত করিবার উপযুক্ত কারণ না থাকিলে, যে ব্যক্তিকে ধরা যায়, মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার সময় হরণের কি খরচের অঙ্কে হানিপূরণ স্বরূপ পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত টাকা পাওয়া উচিত জ্ঞান করেন, যে ব্যক্তি তাহাকে তদ্রূপে ধৃত করায় তাহাকে সেই ব্যক্তির তত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উক্ত স্থলে দুই কি তদধিক জনকে দণ্ড করা গেলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব উক্ত প্রকারে তাহাদের এক এক জনের পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত হানিপূরণ উচিত জ্ঞান করেন ততই পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে হানিপূরণস্বরূপ যে টাকা দিবার আজ্ঞা হয়, তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় হইতে পারিবে, ও তাহা তদ্রূপে আদায় করা যাইতে না পারিলে, যে ব্যক্তির ঐ টাকা দেয়, তাহার প্রতি মাজিষ্ট্রেটের আদেশমত ত্রিশ দিনের অনধিককাল সামান্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা করা যাইবে। কিন্তু ঐ টাকা দেওয়া গেলেই তাহাকে মুক্ত করা যাইবে।

অধীন আদালতের কাগজপত্র পরিদর্শন করিবার বিধি সনন্দ প্রাপ্ত হাইকোর্টের প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

৫৫৩ ধারা। কলিকাতার হাইকোর্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক এবং রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত অন্য কোন হাইকোর্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সময়ে সময়ে অধীন আদালতের কাগজপত্র পরিদর্শন করিবার বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

অন্যান্য কার্য্যের নিমিত্ত অন্যান্য হাইকোর্টের বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

যে হাইকোর্ট রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত নহে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সেই হাইকোর্ট সময়ে সময়ে

(ক) স্বীয় অধীন সকল ফৌজদারী আদালতে যে যে বহী রাখিতে হইবে ও তন্মধ্যে যে যে কথা ও হিসাব লিখিতে হইবে ও সেই সেই আদালতের যে বিটর্ণ কি বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে হইবে, তদ্বিষয়ক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(খ) উক্ত সকল আদালতের আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্য লিখিবার পাঠ নির্দ্দিষ্ট করা আবশ্যক জ্ঞান করিলে সেই পাঠ নিরূপণ করিতে পারিবেন।

(গ) স্বীয় রীতির ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ও আপনার অধীন সকল ফৌজদারী আদালতের রীতির ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিধানার্থ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(ঘ) অর্থদণ্ড আদায় করিবার জন্য এই আইনমতে যে ওয়ারেণ্ট দেওয়া যায়, তাহা যে প্রকারে জারী করিতে হইবে, তাহার বিধানার্থ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণীত বা পাঠ নিরূপিত হয়, তাহা এই আইনের কিম্বা যৎকালে অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে, সেই আইনের অসঙ্গত না হয়।

এই ধারামতে কোন বিধি প্রণয়ন করা গেলে, তাহা স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

পাঠের কথা।

৫৫৪ ধারা। ৫৩ ধারামতে ও শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়ের ১৫ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা মানিয়া এতৎ সংযুক্ত পঞ্চম তফশীলে যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট হইল, সেই পাঠ প্রত্যেক স্থলে অবস্থা ভেদে যেরূপ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হয়, তাহা করিয়া তদুল্লিখিত কার্য্যে ব্যবহার করা যাইবে।

যেস্থলে জজ বা মাজিষ্ট্রেট আপনি স্বার্থযুক্ত থাকেন, তাহার কথা।

৫৫৫ ধারা। কোন জজ বা মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমার একপক্ষ হইলে কিম্বা আপনি তাহাতে স্বার্থযুক্ত থাকিলে তাঁহার আদালত হইতে যে আদালতে আপীল হয়, সেই আদালতের অনুমতি না লইয়া ঐ মোকদ্দমার বিচার বা তাহার বিচারার্থে সমর্পণ করিবেন না এবং কোন জজ বা মাজিষ্ট্রেট নিজে যে নিষ্পত্তি বা আজ্ঞা করেন, তাঁহার উপর আপীল শুনিবেন না।

ব্যাখ্যা।—কোন জজ বা মাজিষ্ট্রেট মিউনিসিপাল কমিশুনর আছেন বলিয়া এই ধারার মর্ম্মানুসারে কোন মোকদ্দমায় একপক্ষ বা তাহাতে আপনি স্বার্থযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না।

আদালতের ভাষা স্থির করিতে পারিবার কথা।

৫৫৬ ধারা। কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন প্রদেশে রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত হাইকোর্ট ভিন্ন কোন আদালতের ভাষা বলিয়া এই আইনের কার্য্যপক্ষে কোন ভাষা গণ্য হইবে, উক্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহা স্থির করিতে পারিবেন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারল সাহেব বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতানুসারে সময়ে সময়ে কার্য্য হইবার কথা।

৫৫৭ ধারা। এই আইনক্রমে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারল সাহেবের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি যে যে ক্ষমতা অর্পিত হইল, প্রয়োজনমতে সময়ে সময়ে তদনুসারে কার্য্য হইতে পারিবে।

৫৫৮ ধারা। [১৮৯১ সালের ১২ আইন দ্বারা রদ হইল]।

নীলাম কার্য্যে লিপ্ত কার্য্যকারকদের সম্পত্তি ক্রয় না করিবার বা না ডাকিবার কথা।

৫৫৯ ধারা। রাজকীয় কোন কার্য্যকারক এই আইনমতে কোন সম্পত্তি বিক্রয় করণসম্পর্কীয় কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে, সেই সম্পত্তি ক্রয় করিবেন না বা নীলামে ডাকিবেন না।

কথিত আইনের ২৫০ ধারা এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

১৮৮২ সালের ১০ আইনের রহিত ২৫০ ধারার পরিবর্ত্তে নূতন ধারা দিবার কথা।

১৮৯১ সালের ৪ আইন।

তুচ্ছ ও দুঃখদায়ক মাত্র অভিযোগের কথা।

২৫০ ধারা। (১) এই আইনের নালিশ শব্দের যেরূপ অর্থ করা হইয়াছে, তদ্রূপ নালিশ দ্বারা, কিম্বা কোন পোলাস কর্ম্মচারী অথবা কোন মাজিষ্ট্রেটকে জ্ঞাপিত সংবাদ সূত্রে অনুষ্ঠিত কোন মোকদ্দমায়, যদি কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা বিচার্য্য কোন অপরাধে অভিযুক্ত হয়, এবং যে মাজিষ্ট্রেট দ্বারা সেই মোকদ্দমার বিচার হয়, তিনি যদি সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেন কিম্বা নির্দ্দোষ করেন, এবং পরিজ্ঞাত হন যে তাহার বিরুদ্ধে সেই অভিযোগ তুচ্ছ কি দুঃখদায়ক মাত্র ছিল, তাহা হইলে তিনি স্বীয় বিবেচনা মতে তাঁহার ছাড়িয়া দিবার কিংবা নির্দ্দোষ করণের আজ্ঞা দ্বারা, অভিযুক্ত

ব্যক্তির কিম্বা একাধিক অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকিলে তাহাদের প্রত্যেকের হানিপূরণের নিমিত্ত পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত টাকা ন্যায্য বোধ করেন, যে ব্যক্তির নালিশ দ্বারা কিম্বা সংবাদ সূত্রে সেই অভিযোগ করা হইয়াছিল, সেই ব্যক্তির প্রতি তত টাকা দিবার আজ্ঞাও করিতে পারিবেন।

কিন্তু এরূপ কোন আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে।

(ক) অভিযোক্তা কিম্বা সংবাদদাতা তদ্রূপ আজ্ঞা করণের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি করিলে মাজিষ্ট্রেট তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন এবং বিবেচনা করিবেন এবং

(খ) যদি মাজিষ্ট্রেট কোন হানিপূরণ দিতে আজ্ঞা করেন, তবে তিনি ছাড়িয়া দিবার নির্দ্দোষ করণের আজ্ঞায়, সেই হানিপূরণ দিবার কারণ লেখায় ব্যক্ত করিবেন।

(২) যে হানিপূরণ দিবার আজ্ঞা মাজিষ্ট্রেট এই ধারার (১) প্রকরণানুসারে করিয়াছেন, তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারিবে।

কিন্তু যদি ইহা আদায় করিতে না পারা যায়, তবে যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইতে পারিবে, তাহা সামান্য হইবে, এবং ত্রিশ দিনের অনধিক যত দিনের জন্য মাজিষ্ট্রেট আজ্ঞা করেন, তত দিনের জন্য হইবে।

(৩) কোন অভিযোক্তা কি সংবাদদাতা, যিনি এই ধারার (১) প্রকরণানুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হানিপূরণ দিতে দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়াছে, তিনি তৎকর্ত্তৃক বিচারে (অভিযুক্ত ব্যক্তিস্বরূপ) অপরাধী নির্ণীত হইলে যেরূপ আপীল করিতে পারিতেন, হানিপূরণ দেওয়া সম্বন্ধে আজ্ঞার বিরুদ্ধেও সেইরূপ আপীল করিতে পারিবেন।

(৪) যে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হানিপূরণ দিবার কোন আজ্ঞা এমন কোন মোকদ্দমায় হয়, যাহাতে এই ধারার তৃতীয় প্রকরণানুসারে আপীল আছে, সে স্থলে আপীল দাখিল করিবার নির্দ্ধারিত সময় গত হইবার পূর্ব্বে, কিম্বা আপীল দাখিল হইলে, সেই আপীল নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে সেই হানিপূরণ তাহাকে দেওয়া হইবে না।

(৫) পরে সেই বিষয় সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমা হইলে হানি দিবার সময়ে, এই ধারামতে কোন হানিপূরণ দেওয়া বা আদায় করা গিয়া থাকিলে, আদালত তাহা বিবেচনাধীনে লইবেন।

স্বামী কর্ত্তৃক বলাৎকার করণাপরাধ সম্বন্ধে বিশেষ বিধান।

৫৬১ ধারা। (১) এই আইনে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, রাজধানীর প্রধান মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জেলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট

(ক) কোন মনুষ্য দ্বারা তাহার স্ত্রীর সঙ্গে সংসর্গ হইলে বলাৎকারের অভিযোগ গ্রাহ্য করিবেন না, কিম্বা

(খ) সেই অপরাধের জন্য সেই পুরুষকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবেন না।

(২) এবং এই আইনে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, যদি কোন রাজধানীর প্রধান মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জেলার মাজিষ্ট্রেট এই ধারার (১) প্রকরণে উল্লিখিত অপরাধ সম্বন্ধে কোন পোলীস কর্ম্মকারী দ্বারা অনুসন্ধান জন্য আজ্ঞা করা আবশ্যক বিবেচনা করেন, তবে পোলীস ইন্‌স্পেক্টরের পদের নিম্নপদের কোন পোলীস কর্ম্মচারী সেই অনুসন্ধান করিতে কিম্বা তদন্তের কোন কার্য্য করিতে নিযুক্ত হইবেন না।

সংশোধন।

১৮৯১ সালের ৩ আইন।

১৮৮২ সালের ১০ আইনের ৩১০ ধারা সংশোধনের কথা।

১ ধারা। ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৩১০ ধারায় নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করিতে হইবে ;—

"এই ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, পরবর্ত্তী অপরাধের জন্য বিচারে পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয়ের প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারিবে, যদি পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয়ের বৃত্তান্ত ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য বিষয়ক আইনের বিধানানুসারে প্রাসঙ্গিক হয়।"

রহিত এবং সংশোধন করণ বিষয়ক ১৮৯১ সালের ১২ আইন।

প্রথম তফসীল।

১	২	৩	৪
সাল।	নং	বিষয়।	যতদূর রহিত হইল।
১৮৮২	১০	ফৌজদারী কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন।	৩১১ ধারা। ৫৪৯ ধারায় ১৮৮১ অঙ্ক যাহা দুই স্থলে আছে।
১৮৮৪	৩	ঐ সংশোধন করণ বিষয়ক আইন।	৫৫৮ ধারা। ৬ ধারা।
১৮৯১	৪	ঐ	১ ও ৩ ধারা।

দ্বিতীয় তফসীল।

১৮৮২	১০	ফৌজদারী কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন।	১৯১ ধারায় জিলার মাজিষ্ট্রেট এবং মহকুমার মাজিষ্ট্রেট শব্দদ্বয়ের মধ্যে কিম্বা কথা সন্নিবেশিত কর। ২০৬ ধারায় মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কথার পরে কিম্বা কথা সন্নিবেশিত কর। তৃতীয় তফসীলে ১। তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা কথা গুলির নীচে— (১ ক) কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের গোচরে অপরাধ করিলে, তাহাকে ধৃত করিবার বা ধৃত করিতে আজ্ঞা করিবার এবং প্রহরীর জিম্মায় সমর্পণ করিবার ক্ষমতা। (৬৪ ধারা)।

প্রথম তফসীল।

যে যে আইন রহিত হইল তাহার কথা।

(ক) রাজব্যবস্থা।

বৎসর ও রাজত্ব ও অধ্যায়।	নাম।	যে পরিমাণ রহিত হইল।
তৃতীয় জর্জ্জের ১৩ বৎসরের ৬৩ অধ্যায়ের আইন	ভারতবর্ষে ও ইউরোপে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির বিষয় ব্যাপারের উৎকৃষ্ট তর কার্য্যদক্ষতা নিমিত্ত কোন কোন নিয়ম সংস্থাপনার্থ আইন।	৩৮ ধারা। ·শ ছাড়িয়া দিবার

(খ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের আইন।

সাল ও নম্বর	বিষয়	যে পরিমাণ রহিত হইল।
১৮৪০ সা, ২৩ আ,	পরওয়ানা জারীকরণ-বিষয়ক।	যে অংশ রহিত হয় নাই।
১৮৬০ সা, ৪৫ আ,	দণ্ডবিধি বিষয়ক	২১৪ ধারার উদাহরণগুলি।
১৮৬১ সা, ৫ আ,	পোলীস বিষয়ক	৬ধারা ও ২৪ধারার শেষ চৌদ্দটী শব্দ। ৩৫ধারা, প্রথমাবধি, "কিন্তু" শব্দ পর্য্যন্ত।
১৮৬২ সা, ১৮ আ,	সুপ্রীমকোর্টের ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য-প্রণালী বিষয়ক।	যে অংশ রহিত হয় নাই।
১৮৬৪ সা, ৬ আ,	কশাঘাত বিষয়ক	৭ ধারা।
১৮৬৯ সা, ২ আ,	শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের বিষয়ক।	যে অংশ রহিত হয় নাই।
১৮৭০ সা, ২২ আ,	সরাসরীমতে বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদানের আইন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের প্রতি বর্ত্তাওনবিষয়ক	যে অংশ রহিত হয় নাই।
১৮৭২ সা, ৪ আ,	পঞ্জাবের ব্যবস্থা বিষয়ক	বঙ্গদেশের ১৮২৫ সালের ২০ আইনের সহিত যতদূর সম্পর্ক রাখে।
১৮৭২ সা, ১০ আ,	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক	যে অংশ রহিত হয় নাই।
১৮৭৪ সা, ১১ আ,	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংশোধনবিষয়ক।	সমুদায়।
১৮৭৪ সা, ১৫ আ,	আইনের স্থানীয় ব্যাপ্তি বিষয়ক।	বঙ্গদেশের ১৮২৫ সালের ২০ আইনের সহিত যতদূর সম্পর্ক রাখে।
১৮৭৫ সা, ১০ আ,	হাইকোর্টের ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক।	১৪৪ ধারা ভিন্ন ও ১৪৬ ধারার সন্ধান সম্পর্কীয় অংশ ভিন্ন সমুদায় আইন।

সাল ও নম্বর।	বিষয়।	যে পরিমাণ রহিত হইল।
১৮৭৫ সা, ২০ আ,	মধ্যপ্রদেশের ব্যবস্থা বিষয়ক।	বঙ্গদেশের ১৮২৫ সালের ২০ আইনের সহিত যতদূর সম্পর্ক রাখে।
১৮৭৬ সা, ১৮ আ,	অযোধ্যার ব্যবস্থা বিষয়ক	ঐ
১৮৭৭ সা, ৪ আ,	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বিষয়ক।	৫৭ ধারা ছাড়া সমুদায়।
১৮৭৯ সা, ২১ আ,	অপরাধীদিগকে স্বদেশে প্রেরণ বিষয়ক।	তৃতীয় অধ্যায়।
১৮৮১ সা, ১০ আ,	বর্ণার বিষয়ক।	৮ ও ৯ ধারা।

(গ) ব্যবস্থা।

সাল ও নম্বর।	বিষয়।	যে পরিমাণ রহিত হইল।
বঙ্গদেশের ১৮২৫ সা, ২০ আ,	কোর্ট মার্শালের বিচারাধিপত্য বিষয়ক।	যে অংশ রহিত হয় নাই।
১৮৭২ সা, ৩ আ,	সাঁওতাল পরগণার বন্দোবস্ত বিষয়ক।	১৮৭২ সালের ১০ আইনের সহিত যতদূর সম্পর্ক রাখে।
১৮৭৪ সা, ৯ আ,	আরাকানের পার্ব্বত্য প্রদেশে ব্যবস্থা বিষয়ক।	১৮৭০ সালের ২ আইনের ও ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ও ১৮৭৪ সালের ১১ আইনের সহিত যতদূর সম্পর্ক রাখে
১৮৭৭ সা, ৩ আ,	আজমীরের ব্যবস্থা বিষয়ক।	বঙ্গদেশের ১৮২৫ সালের ২০ আইনের সহিত যতদূর সম্পর্ক রাখে।

(ঘ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত মান্দ্রাজের গবর্ণর সাহেবের আইন।

সাল ও নম্বর।	বিষয়।	যে পরিমাণ রহিত হইল।
১৮৬৭ সা, ৮ আ,	পোলাম বিষয়ক।	৯ ধারা।

দ্বিতীয় তফসীল।

অপরাধের বিবরণপত্রের টেবিল।

অর্থ করিবার মন্তব্য কথা।—এই তফসীলের ২ ও ৭ ঘরে অর্থাৎ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত "অপরাধের" ও "দণ্ডের" ঘরে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ভিন্ন ভিন্ন ধারার লিখিত অপরাধের ও দণ্ডের অর্থ করা, কিম্বা ঐ ঐ ধারার চুম্বক লেখা অভিপ্রায় নহে। কেবল প্রথম ঘরে যে ধারার নম্বর দেওয়া গেল,সেই ধারার লিখিত কথার উল্লেখ করা অভিপ্রায়। এই তফসীলের তৃতীয় ঘর কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের প্রতি বর্ত্তে।

পঞ্চম অধ্যায়।—অপরাধের সহায়তার কথা।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১০৯	কোন অপরাধের সহায়তা হওয়া প্রযুক্ত সেই অপরাধ করা গেলে ও তাহার দণ্ডের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে,সেই সহায়তা	সাহায্য করা অপরাধ হেতুক ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিলে সহায়তারও সেই বিধি নতুবা নয়	সাহায্য করা অপরাধ হেতুক ওয়ারেণ্ট কিম্বা সমন যাহা হইতে পারে তদনুসারে সহায়তার জন্যে হইবে	সাহায্য করা অপরাধের নিমিত্তে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে সহায়তারও তেমনি	সাহায্য করা অপরাধের রফা করা যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুরূপ।	অপরাধের যে দণ্ড সহায়তারও সেই দণ্ড।	সাহায্য করা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালতের।
১১০	যে ব্যক্তির সাহায্য হয় সে সহায় ব্যক্তির অভিপ্রায় ভিন্ন অন্য অভিপ্রায়ে ক্রিয়া করিলে অপরাধের সহায়তা	,,	,,	,,	,,	,,	,,

১১১	উপবিধি দৃষ্টে এক ক্রিয়ার সহায়তা হইয়া অন্ত ক্রিয়া হইলে	সাহায্য করা অপরাধ হেতুক ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিলে সহায়তারও সেই বিধি নতুবা নয়	সাহায্য করা অপবাধ হেতুক ওয়ারেণ্ট কিম্বা সমন যাহা হইতে পারে তদনুসারে সহায় তার জন্যে হইবে	সাহায্য করা অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে সহায়তারও তেমনি	সাহায্য করা অপরাধের রফা করা যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুরূপ।	যে অপরাধের সহায়তা করিবার অভিপ্রায় ছিল সেই অপরাধের দণ্ড।	সাহায্য করা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালতের
১১৩	যে ক্রিয়ার সহায়তা হয় তাহাতে সহায় ব্যক্তির অভিপ্রায় মত ফল না হইয়া ভিন্নফল হইলে	,,	,,	,,	,,	যে অপরাধ হইল তাহার দণ্ড।	,,
১১৪	অপবাধ হইবার সময়ে সহায় ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে।	,,	,,	,,	,,	,,	,,
১১৫	প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধের সহায়তা ঐ সহায়তা প্রযুক্ত সেই অপরাধ না করা গেলে।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারেব কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
	ঐ সহায়তাপ্রযুক্ত অপকারজনক ক্রিয়া করা গেলে।	,,	,,	,,	,,	১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকার কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
১১৬	যে অপরাধের জন্য কারাদণ্ড হইতে পারে, তাহার সহায়তা। ঐ সহায়তাপ্রযুক্ত ঐ অপবাধ না করা গেলে।	,,	,,	সাহায্য কৃত অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া	,,	ঐ অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার চতুর্থাংশ কাল পর্য্যন্ত সেই	,,

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনাধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কিনা।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
				যাইতে পারিলে সহায়ের হাজির জামিন লওয়া যাইবে নতুবা নহে		প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	
	অপরাধ যাহার নিবারণ করা উচিত এমত রাজকীয় কার্য্যকারক সহায় হইলে কি তাহার সহায়তা করা গেলে।	,,	,,	,,	,,	ঐ অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে, তাহার অর্দ্ধেক কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	,,
১১৭	সাধারণ লোকদের কি দশ জনের অধিকের কৃত কোন অপরাধের সহায়তা	,,	,,	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	
১১৮	যে অপরাধের প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড হইতে পারে তাহা করিবার কল্পনা গোপনে রাখা ঐ অপরাধ করা গেলে।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	,,
	ঐ অপরাধ না করা গেলে—	,,	,,	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	,,

১১৯	রাজকীয় যে কার্য্যকারকের যে অপরাধ নিবারণ করা কর্ত্তব্য তাহা করিবার কল্পনা তাঁহার গুপ্ত রাখা। ঐ অপরাধ করা গেলে।	সাহায্য করা অপরাধ হেতুক ওয়ারেণ্টবিনাধৃত করিতে পারিলে সহায়তারও সেই বিধি, নতুবা নয়	সাঁহাষ্য করা অপরাধ হেতুক ওয়ারেণ্ট কিম্বা সমন যাহা হইতে পারে তদনুসারে সহায়তার জন্য হইবে।	সাহায্যকৃত অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে সহায়ের হাজির জামিন লওয়া যাইবে নতুবা নয়।	সাহায্যকৃত অপরাধের রফা করা যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুরূপ।	ঐ অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার অর্দ্ধেক কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সাহায্য করা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালতের
	ঐ অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারিলে।	”	”	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	”	দশ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড	”
	অপরাধ না করা গেলে	”	”	সাহায্যকৃত অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে সহায়ের হাজির জামিন লওয়া যাইবে নতুবা নয়।	”	অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার চতুর্থাংশ কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড, কি অর্থদণ্ড, কি ঐ দুই দণ্ড।	”

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইন-মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
১২০	যে অপরাধের নিমিত্ত কারাদণ্ড হইতে পারে তাহা করিবার কল্পনা গুপ্ত রাখা। ঐ অপরাধ করা গেলে।	,,	,,	,,	,,	,,	,,
	ঐ অপরাধ না করা গেলে	,,	,,	,,	,,	অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার অষ্টমাংশ কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড, কি ঐ দুই দণ্ড।	,,

১২১	মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণ কি যুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করণ কি যুদ্ধের সহায়তা করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যা-হতে পারে না	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপা-ন্তর প্রেরণদণ্ড ও সম্পত্তি দণ্ড	সেশন আদালত
১২১ক	রাজদ্রোহ সূচক কোন কোন অপরাধ করিবার ষড়যন্ত্র করণ।	,,	,,	,,	,,	যাবজ্জীবন কি তাহার ন্যূন কাল দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কি দশ বৎসর পর্যন্ত অন্যতর প্রকারের কারাদণ্ড	,,
১২২	মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে অস্ত্রাদি সংগ্রহকরণ।	,,	,,	,,	,,	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা দশবৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও সম্পত্তি দণ্ড	,,
১২৩	যুদ্ধ করিবার কল্পনা সুগম করিবার মানসে তাহা গুপ্ত রাখা	,,	,,	,,	,,	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
১২৪	আইনমত ক্ষমতাক্রমে কোন কার্য্য বলপূর্ব্বক করাইবার কি নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে গবর্ণর জেনারল সাহেবের কি গবর্ণর সাহেব প্রভৃতির উপর আক্রমণ।	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীসওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজিব জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইন-মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১২৪ক	রাজ্যের প্রতি অভক্তির উৎসাহ দেওন কিম্বা দিবার উদ্যোগ করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	যাবজ্জীবন কিম্বা নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থদণ্ড কিম্বা তিন বৎসর পর্য্যন্ত অন্যতর প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত
১২৫	আসিয়া দেশীয় যে রাজা মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ কি শান্তিভাবাপন্ন হন তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণ কি ঐ যুদ্ধের সাহায্য করণ	,,	,,	,,	,,	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থদণ্ড, কিম্বা ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড।	,,
১২৬	মহারাণীর সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ কি শান্তিভাবাপন্ন কোন রাজার দেশে উপদ্রব করণ।	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ও কোন কোন প্রকারে সম্পত্তি দণ্ড।	,,
১২৭	১২৫ ও ১২৬ ধারার লিখিত মতে যুদ্ধ কি উপদ্রব দ্বারা প্রাপ্ত সম্পত্তি গ্রহণ।	,,	,,	,,	,,	,,	,,

১২৮	রাজনীতি পক্ষ কি যুদ্ধধৃত কয়েদীরাজকীয় কার্য্যকারকের রক্ষণে থাকিলে তাহাকে ইচ্ছা-পূর্ব্বক পলাইতে দেওন।	,,	,,	,,	,,	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ, কি ২০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
১২৯	রাজনীতিপক্ষ কি যুদ্ধধৃত বন্দী রাজকীয় কার্য্যকারকের রক্ষণে থাকিতে তাহাকে অনবধানে পলাইতে দেওন।	,,	,,	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
১৩০	তদ্রূপ বন্দির পলায়নের সাহায্য বা তাহাকে রক্ষা করণ কি আশ্রয় দেওন কিম্বা পুনর্ব্বার ধৃত করণের বাধা করণ।	,,	,,	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	,,	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত

৭ সপ্তম অধ্যায়।—সৈন্য ও যুদ্ধ জাহাজ সম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

১৩১	সেনাপতি কি জমাদার কি সিপাহী কি নাবিক প্রভৃতির রাজবিদ্রোহিতা করিবার সহায়তা কি তাহাকে রাজবাধ্যতা হইতে কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিমুখ করাইবার উদ্যোগ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেণ্ট	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত
১৩২	রাজবিদ্রোহের সহায়তা প্রযুক্ত রাজবিদ্রোহ হইলে সেই সহায়তা	,,	,,	,,	,,	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
১৩৩	উপস্থিত কার্য্যকারক স্বীয় পদের কর্ম্ম করিয়াছেন এমন সময়ে তাঁহার প্রতি সেনাপতি কি জমা-	,,	,,	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলিষ ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
	দারের কি সিপাহীর কি নাবিকের আক্রমণ করিবার সহায়তা।						ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট
১৩৪	উক্ত আক্রমণ হইলে তাঁহার সহায়তা।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করতে পারে	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	৭ বৎসরের পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত
১৩৫	সেনাপতি কি হুদ্দাদার কি সিপাহী কি নাবিকের পলায়নের সহায়তা।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	,,	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড।	প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
১৩৬	সেনাপতি কি হুদ্দাদার কি সিপাহী কি নাবিক পলাতক হইলে তাহাকে আশ্রয় দেওন।	,,	,,	,,	,,	,,	,,
১৩৭	বাণিজ্য জাহাজের স্বামীর কিম্বা অধ্যক্ষের অমনোযোগে ঐ জাহাজে পলাতকের লুকাইয়া থাকা।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	,,	,,	৫০০ শত টাকা অর্থদণ্ড।	,,
১৩৮	সেনাপতির কি হুদ্দাদারের কি সিপাহীর কি নাবিকের অবাধ্যভাবের কোন ক্রিয়ার সহায়তা তৎপ্রযুক্ত সেই অপরাধ করা গেলে	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেণ্ট	,,	,,	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
১৪০	কোন ব্যক্তি আপনাকে সিপাহী বলিয়া জানাইবার অভিপ্রায়ে সিপাহীর পোষাক পরিধান কি কোন চিহ্ন ধারণ করণ।	,,	সমন	,,	,,	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন ম্যাজিষ্ট্রেট

৮ অষ্টম অধ্যায়।—সাধারণ ব্যক্তিদের শান্তিভঙ্গনাপরাধের বিধি।

১৪৩	বেআইনীমত জনতাতে মিলিত হওন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না	ছয় মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট
১৪৪	প্রাণনাশক কোন অস্ত্র লইয়া বে-আইনীমত কোন জনতার সহিত মিলিত হওন।	,,	ওয়ারেণ্ট	,,	,,	দুই বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	,,
১৪৫	বেআইনীমত জনতার লোকদিগকে পৃথক্ হইয়া যাইবার আজ্ঞা হইয়াছে জানিয়া সেই জনতার সহিত মিলিত হওন কি তন্মধ্যে থাকন।	,,	,,	,,	,,	,,	,,
১৪৭	হাঙ্গামা করণ।	,,	,,	,,	,,	,,	,,
১৪৮	প্রাণনাশক অস্ত্র লইয়া হাঙ্গামা করণ।	,,	,,	,,	,,	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইন-মত দণ্ড।	৮ য আদালতের বিচার্য্য।
১৪৯	বে-আইনীমত জনতার কোন লোক কোন অপরাধ করিলে ঐ জনতার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি সেই অপরাধের অপরাধী হয়।	ঐ অপরাধের নিমিত্তে ওয়ারেণ্ট ক্রমে কিম্বা ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিলে তদনুসারে	ঐ অপরাধের নিমিত্তে ধৃত করিবার ওয়ারেণ্ট কি সমন ইহার মধ্যে যাহা হইতে পারে তাহা	ঐ অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুসারে।	রফা করা যাইতে পারে না	অপরাধের নিমিত্ত যে দণ্ড সেই দণ্ড।	অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য, সেই আদালত।
১৫০	বে-আইনীমত জনতায় মিলিত হইবার জন্য কোন লোকদিগকে ঠিকা করিয়া রাখন কি তাহাদের সঙ্গে করারকরণ কি তাহাদিগকে নিযুক্ত করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ঠিকা রাখা কি করার করা কি নিযুক্ত ব্যক্তি যে অপরাধ করে তাহার নিমিত্ত সমন বা ওয়ারেণ্ট যাহা হইতে পারে।	,,	,,	ঐ জনতার লোক হওয়ার দণ্ডের তুল্য ও সেই জনতার কোন লোক কোন অপরাধ করিলে সেই অপরাধের দণ্ড।	,,
১৫১	পাঁচ কি তদধিক লোকের জনতাকে পৃথক্ হইয়া যাইবার আজ্ঞা হইলে পর জানিয়া শুনিয়া সেই জনতায় মিলিত হওন কি থাকন	,,	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	,,	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট
১৫২	রাজকীয় কার্য্যকারক হাঙ্গামা প্রভৃতি নিবারণ করিতেছেন এমন সময়ে তাহার প্রতি আক্রমণ করণ কি তাঁহার বাধা দেওন।	,,	ওয়ারেণ্ট	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট

১৫৩	হাঙ্গামা করিবার অভিপ্রায়ে অকারণে রাগ জন্মাওন, হাঙ্গামা হইলে।	,,	,,	,,	,,	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট
	হাঙ্গামা না হইলে।	,,	সমন	,,	,,	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	
১৫৪	হাঙ্গামা প্রভৃতির সম্বাদ ভূমির স্বামীর কি দখলিকারের না দেওন	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	,,	,,	,,	১০০০ টাকা অর্থদণ্ড ...	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৫৫	যাহার উপকারার্থে কি সাপেক্ষে হাঙ্গামা হয় তাহার ঐ হাঙ্গামা নিবারণের আইনসিদ্ধ সকল উপায়মতে কার্য্য না করণ।	,,	,,	,,	,,	অর্থদণ্ড ...	,,
১৫৬	যে স্বামীর কি দখলিকারের উপকারার্থে হাঙ্গামা হয় তাহার গোমস্তা তাহা নিবারণের আইনসিদ্ধ সকলউপায়মতে কার্য্য না করা	,,	,,	,,	,,	,,	,,
১৫৭	বেআইনীমতে জনতার নিমিত্তে যাহাদিগকে ঠিকা করিয়া রাখা যায় তাহাদিগকে আশ্রয় দেওন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	,,	,,	,,	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
১৫৮	বেআইনীমত জনতাতে কি হাঙ্গামাতে সাহায্য করিবার জন্যে ঠিকারূপে নিযুক্ত হওন।	,,	,,	,,	,,	,,	,,

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কিনা।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
১৫৮	কিম্বা অস্ত্র লইয়া গমন করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
১৬০	দাঙ্গা করণ।	,,	সমন	,,	,,	এক মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা এক শতটাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট
৯ম অধ্যায়।—রাজকীয় কার্য্যকারক দ্বারা কি তৎসম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।							
১৬১	রাজকীয় কর্ম্মকারক হইয়া কি হইবার অপেক্ষা করিয়া স্বীয় পদ সংক্রান্ত কোন কর্ম্ম করণার্থে আইনমত বেতন ভিন্ন পারিতোষিক গ্রহণ করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৬২	দুষণীয় কি বেআইনীমত উপায়ে রাজকীয় কার্য্যকারককে লওয়াইবার জন্য পারিতোষিক গ্রহণ করণ	,,	,,	,,	,,	,,	,,
১৬৩	রাজকীয় কর্ম্মকারকের নিকটে স্বীয় প্রতিপত্তিক্রমে কোন কার্য্য করাইবার জন্য পারিতোষিক গ্রহণ করণ।	,,	,,	,,	,,	এক বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১৬৪	রাজকীয় কর্ম্মকারকের সম্পর্কে ইহার পূর্ব্ব দুই ধারার অপরাধ হইলে নিজদ্বারা তাহার সহায়তা,	,,	,,	,,	,,	তিন বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেসন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৬৫	রাজকীয় কার্য্যকারক যে লোক মকদ্দমা শুনেন কি যে কার্য্য করেন তাহার সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তির স্থানে বিনা মূল্যে মূল্যবান বস্তু গ্রহণ।	,,	,,	,,	,,	দুই বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
১৬৬	কোন ব্যক্তির হানি করিবার অভিপ্রায়ে আইনের বিধি রাজকীয় কার্য্যকারকের না মানন।	,,	,,	,,	,,	এক বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	,,
১৬৭	হানি করিবার অভিপ্রায়ে রাজকীয় কর্ম্মকারকের অশুদ্ধ দলীল করণ।	,,	,,	,,	,,	তিন বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৬৮	রাজকীয় কার্য্যকারকের বে-আইনী মতে বাণিজ্য করণ।	,,	,,	,,	,,	এক বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৬৯	রাজকীয় কার্য্যকারকের বে আইনীমতে সম্পত্তি ক্রয় করণ কি নীলামে ডাকন।	,,	,,	,,	,,	দুই বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড এবং সম্পত্তি ক্রয় করা গেলে ঐ সম্পত্তি দণ্ড।	,,

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীসওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইন-মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১৭০	কোন ব্যক্তির আপনাকে রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া দেখাওন	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	,,	,,	দুই বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট
১৭১	প্রতারণাভাবে রাজকীয় কর্ম্মকারকের পোষাক কি চিহ্ন পরিধান কি ধারণ।	,,	সমন	,,	,,	তিন মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
	১০ দশম অধ্যায়।—রাজকীয় কার্য্যকারকদের আইনসিদ্ধ ক্ষমতার অবজ্ঞার বিধি।						
১৭২	রাজকীয় কার্য্যকারকের স্থানে সমন কি অন্য পরওয়ানা না পাইবার জন্যে পলায়ন করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না	এক মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট
	সমনে কি নোটিসে স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হওন প্রভৃতির আজ্ঞা হইলে।	,,	,,	,,	,,	ছয় মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
১৭৩	কোন সমন কি নোটিস দেওয়া কি লটকাইয়া দেওয়া নিবারণ করণ কিম্বা লটকাইয়া দেওয়া গেলে তাহা উঠাইয়া দেওন কি ঘোষণা নিবারণ করণ।	,,	,,	,,	,,	এক মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট

	ঐ সমন প্রভৃতিতে স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হওন প্রভৃতির আজ্ঞা হইলে।	,,	,,	,,	,,	ছয় মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
১৭৪	স্থানবিশেষে স্বয়ং কি মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইবার আইনমত আজ্ঞা অমান্যকরণ, কিম্বা অনুমতি না পাইয়া চলিয়া যাওন	,,	,,	,,	,,	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট
	আদালতে স্বয়ং উপস্থিত হওন প্রভৃতির ঐ আজ্ঞা হইলে।	,,	,,	,,	,,	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
১৭৫	আইনমতে রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে দলীল উপস্থিত কি অর্পণ করিতে বদ্ধ হইয়া উপস্থিত করিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটিকরণ।	,,	,,	,,	,,	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	যে আদালতে ঐ অপরাধ করা যায় এই আইনের ৩৫ অধ্যায়ের বিধানাধীনে সেই আদালত কিম্বা অপরাধ আদালতে না হইলে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	সেই দলীল আদালতে উপস্থিত কি অর্পণ করিবার আজ্ঞা হইলে।	,,	,,	,,	,,	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১৭৬	রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে নোটিস কিম্বা সম্বাদ দিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া তাহা দেওনে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজিরজামিন লওয়াযাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয়শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	সেই নোটিস কি সম্বাদ অপরাধ প্রভৃতি করণ বিষয়ের হইলে।	,,	,,	,,	,,	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
১৭৭	রাজকীয় কার্য্যকারককে জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা সম্বাদ দেওন	,,	,,	,,	,,	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
	প্রয়োজনীয় সম্বাদ অপরাধ প্রভৃতি করণ বিষয়ের হইলে।	,,	,,	,,	,,	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
১৭৮	রাজকীয় কার্য্যকারক নিয়মিত রূপে শপথ করিতে আজ্ঞা করিলে শপথ করিতে অস্বীকার করণ।	,,	,,	,,	,,	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	যে আদালতে ঐ অপরাধ করা যায় এই আইনের ৩৫ অধ্যায়ের বিধানাধীনে সেই আদালত কিম্বা আদালতের অপরাধ না হইলে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১৭৯	সত্য কহিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করণ।	,,	,,	,,	,,	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি দুই দণ্ড।	,,
১৮০	রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে যে কথার বর্ণনা করা যায় তাহাতে স্বাক্ষর করিতে আইনমতে আজ্ঞা পাইলেও অস্বীকার করণ।	,,	,,	,,	,,	৩ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
১৮১	রাজকীয় কার্য্যকারকের সম্মুখে শপথ করিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক সত্য বলিয়া মিথ্যা কথা কহন।	,,	ওয়ারেণ্ট	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৮২	রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমত ক্ষমতাক্রমে অন্য ব্যক্তির হানি করেন কি তাহাকে ক্লেশ দেন এই অভিপ্রায়ে তাঁহাকে মিথ্যা সংবাদ দেওন।	,,	সমন	,,	,,	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
১৮৩	রাজকীয় কার্য্যকারক আইনসিদ্ধ ক্ষমতাতে সম্পত্তি লইতে গেলে বলপূর্ব্বক তাঁহার বাধা দেওন।	,,	,,	,,	,,	,,	,,
১৮৪	রাজকীয় কার্য্যকারকের ক্ষমতাক্রমে যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবার জন্যে প্রকাশ হয় তাহার বিক্রয়ের বাধা দেওন।	,,	,,	,,	,,	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পোলিষ ওয়া-রেণ্টবিনা ধৃত ক-রিতে পারে কি না	সামান্ততঃ প্র-থমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পাবে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন-মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
১৮৫	আইনসিদ্ধ ক্ষমতাক্রমে সম্পত্তির নীলাম হওনকালে আইনক্রমে অক্ষম ব্যক্তির তাহা ক্রয় করিবার মূল্য ডাকন কিম্বা ডাকিলে যে দায় ঘটে তাহা সফল করিবার মানস বিনা ডাকন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পাবে।	রফা করা যাইতে পারে না।	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
১৮৬	রাজকীয় কার্য্যকারকেব স্বীয় পদের কর্ম্মকরণকালে তাঁহাকে বাধা দেওন।	,,	,,	,,	,,	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকাবের কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
১৮৭	রাজকীয় কার্য্যকারকের সাহায্য করিতে আইনমতে আবদ্ধ হইয়া তাহা না করণ।	,,	,,	,,	,,	এক মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ২০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
	পরওয়ানামতে কার্য্যকরণার্থে কি অপরাধ প্রভৃতি নিবারণার্থে রাজকীয় কার্য্যকারক সাহায্য চাহিলে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার সাহায্য না করণ।	,,	,,	,,	,,	ছয়মাস পর্য্যন্ত সামান্য কাবাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
১৮৮	রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমতে যে আজ্ঞা প্রচার করেন তাহা অমান্য করণ সেই অমান্যে ন্যায্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদের বাধা কি ক্লেশ কি হানি হইলে।	,,	,,	,,	,,	এক মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ২০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,

	সেই অমানতে মনুষ্যের প্রাণের কি স্বাস্থ্যের কি বিষয়াদির প্রভৃতির আশঙ্কা হইলে।	”	”	”	”	৬ মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	”
১৮৯	রাজকীয় কার্য্যকারকের পদ-সংক্রান্ত কোন কর্ম্ম করিবার কি না করিবার প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য তাঁহার কিম্বা যে ব্যক্তির লাভালাভে তাঁহার সম্পর্ক থাকে তাহার হানি করিবার ভয় দর্শাওন	”	”	”	”	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	”
১৯০	কোন ব্যক্তি হানি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আইনমতে দরখাস্ত না করে এই কারণ তাহাকে ভয় দর্শাওন।	”	”	”	”	এক বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	”
	একাদশ অধ্যায়।—মিথ্যা প্রমাণের ও সাধারণের যথার্থ বিচার হইবার বাধাজনক অপরাধের বিধান।						
১৯৩	মোকদ্দমা প্রভৃতি কার্য্যেতে মিথ্যাসাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
	অন্য কোন স্থলে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ।	”	”	”	”	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	”
১৯৪	কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের অপরাধ নির্ণয় হয় এই মানসে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ	”	”	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	”	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা কঠিন পরিশ্রম সহিত ১০ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রক্ষা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
	তদ্দ্বারা নির্দ্দোষ ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইয়া প্রাণদণ্ড হইলে।	ওয়ারেণ্ট বিনা-ধৃত করিবে না	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রক্ষা করা যাইতে পারে না	প্রাণদণ্ড কি পূর্ব্বোক্ত দণ্ড।	সেশন আদালত
১৯৫	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের কি সাত বৎসরের অধিক কাল কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ নির্ণয় হইবার মানসে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ।	,,	,,	,,	,,	অপরাধের যে দণ্ড সেই দণ্ড।	,,
১৯৬	প্রমাণ মিথ্যা কি কৃত্রিম জানিয়া মোকদ্দমা প্রভৃতি কার্য্যে তাহার ব্যবহার করণ।	,,	,,	ঐ প্রমাণ দেওয়া অপরাধের জন্যে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না পারিলে তদনুসারে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে	,,	মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনের কি প্রস্তুত করণের যে দণ্ড সেই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৯৭	যে বৃত্তান্ত বিষয়ে আইনমতে সার্টিফিকেট প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হয় জ্ঞানপূর্ব্বক সেই বৃত্তান্তের মিথ্যা সার্টিফিকেট দেওন কি তাহাতে স্বাক্ষর করণ।	,,	,,	,,	,,	মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনের যে দণ্ড সেই দণ্ড।	,,

১৯৮	কোন সার্টিফিকেট গুরুতর অংশে মিথ্যা জানিয়া প্রকৃত বলিয়া ব্যবহার করণ।	,,	,,	,,	,,	,,	,,
১৯৯	যে নির্দ্দেশ বাক্য আইনমতে প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হয় তন্মধ্যে মিথ্যা উক্তি করণ।	,,	,,	,,	,,	,,	,,
২০০	সেইরূপ নির্দ্দেশ বাক্য মিথ্যা জানিয়া সত্য বলিয়া ব্যবহারকরণ	,,	,,	,,	,,	,,	,,
২০১	অপরাধীকে রক্ষা করণার্থে অপরাধের প্রমাণ অদৃশ্যকরণ কিম্বা তাহার মিথ্যাসন্ধানদেওন প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	,,	,,	,,	,,	সাত বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত
	দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।	,,	,,	,,	,,	তিন বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	১০ বৎসরের ন্যূন কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।	,,	,,	,,	,,	অপরাধের জন্য অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হয় তাহার চতুর্থাংশ কাল সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলিস ওয়ারেণ্টবিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্ততঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
২০২	যে ব্যক্তি আইনমতে অপরাধের সম্বাদ দিতে আবদ্ধ তাহার জ্ঞানপূর্ব্বক সম্বাদ না দেওন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজিরজামিন লওয়াযাইতে পাবে	রফা করা যাইতে পারে না	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২০৩	যে অপরাধ করা গিয়াছে তাহার মিথ্যা সম্বাদ দেওন।	,,	ওয়ারেণ্ট	,,	,,	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
২০৪	কোন দলীল প্রমাণ স্বরূপে উপস্থিত না হইবার অভিপ্রায়ে তাহা গুপ্ত কি নষ্ট করণ।	,,	,,	,,	,,	,,	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২০৫	কোন মোকদ্দমায় কি ফৌজদারী নালিশে কোন কর্ম্মের কি আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কিম্বা হাজির জামিন কি প্রতিভূ হইবার জন্যে আপনাকে অন্য ব্যক্তিরূপে পরিচয় দেওন।	,,	,,	,,	,,	তিন বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেসন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

২০৬	দণ্ডস্বরূপ কিম্বা অর্থদণ্ডের আজ্ঞানুক্রমে কিম্বা ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক না হয় এই নিমিত্তে তাহা প্রতারণাভাবে স্থানান্তর কি গোপন করণ প্রভৃতি।	,,	,,	,,	,,	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২০৭	দণ্ডস্বরূপ কিম্বা অর্থদণ্ডের আজ্ঞানুক্রমে কিম্বা ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক না হয় এই নিমিত্তে স্বত্ব না থাকিলেও সেই সম্পত্তির দাওয়াকরণ কিম্বা তৎসম্বন্ধীয় কোন স্বত্ববিষয়ে প্রতারণার কার্য্য করণ।	,,	,,	,,	,,	,,	,,
২০৮	যে টাকা প্রাপ্য নহে তাহার নিমিত্তে প্রতারণাক্রমে ডিক্রী হইতে দেওন কিম্বা ডিক্রীর টাকা দেওয়া গেলে পর তাহা জারী হইতে দেওন।	,,	,,	,,	,,	,,	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২০৯	আদালতে মিথ্যা দাওয়া করণ।	,,	,,	,,	,,	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
২১০	যে টাকা পাওনা নয় তাহার নিমিত্তে প্রতারণাক্রমে ডিক্রী পাওন কিম্বা ডিক্রীমত কার্য্য হইলে পর তাহা জারী করাওন।	,,	,,	,,	,,	দুই বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
২১১	হানি করিবার মানসে অপরাধের মিথ্যা অভিযোগে।	,,	,,	,,	,,	,,	,,
	যে অপরাধের অভিযোগ হইল তজ্জন্য সাত বৎসর কারাদণ্ড হইতে পারিলে।	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে ন ।	ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইন-মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য
	যে অপরাধের অভিযোগ হইল তদর্থে প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড কিম্বা ৭ বৎসরের অধিক কাল কারাদণ্ড হইতে পারিলে।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত
২১২	অপরাধীকে আশ্রয় দেওন, প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	,,	,,	,,	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে।	,,	,,	,,	,,	তিন বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
	১০ বৎসর না হইয়া ১ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	,,	,,	,,	,,	অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ কাল কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
৩	অপরাধীকে দণ্ড হইতে রক্ষা করণার্থে দানাদি গ্রহণ। প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত

	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে।	,,	,,	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	দশবৎসরের ন্যূন কারাদণ্ড যোগ্য অপরাধ হইলে।	,,	,,	,,	,,	অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ কাল সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
২১৪	অপরাধীর রক্ষা হয় এই জন্যে সম্পত্তি ফিরিয়া দিবার কি দান করিবার প্রস্তাব করণ। প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।	,,	,,	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথমশ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
	১০ বৎসরের ন্যূন কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।	,,	,,	,,	,,	অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ কাল সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কিনা।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
২১৫	অপরাধ দ্বারা কোন ব্যক্তির যে অস্থাবর সম্পত্তি হরণ হইয়াছে অপরাধীকে ধৃত না করাইয়া তাহা ফিরিয়া দেওয়াইবার সাহায্যার্থে দান গ্রহণ করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২১৬	অপরাধী কয়েদ হইতে পলাইলে কি তাহাকে ধরিবার আজ্ঞা যাহির হইলে তাহাকে আশ্রয় দেওন। প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।	,,	,,	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
	১০ বৎসর না হইয়া ১ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	,,	,,	,,	,,	অপরাধের নিমিত্তে অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ কাল সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
২১৬ক	দস্যু অথবা ডাকাইতকে আশ্রয় দেওন।	,,	,,	,,	,,	কঠিন পরিশ্রমের সহিত সাত বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

২১৭	ব্যক্তির দণ্ড কি সম্পত্তি দণ্ড না হইবার নিমিত্তে রাজকীয় কার্য্যকারক কর্ত্তৃক আইনে আজ্ঞা অমান্য করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	,,	,,	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট
২১৮	ব্যক্তির দণ্ড কি সম্পত্তি দণ্ড না হইবার নিমিত্তে রাজকীয় কার্য্যকারকের অশুদ্ধ রেকর্ড কি লিপি করণ।	,,	ওয়ারেণ্ট	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত
২১৯	মোকদ্দমা প্রভৃতির রাজকীয় কার্য্যকারকের কোন আজ্ঞা কি রিপোর্ট কি ফয়সল্লা কি নিষ্পত্তি আইনবিরুদ্ধ জানিয়া করণ।	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
২২০	কোন ব্যক্তিকে বিচারার্থে কিম্বা কারাগারে সমর্পণ করা আইনবিরুদ্ধ জানিয়া ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির সেই কার্য্য করণ।	,,	,,	,,	,,	,,	,,
২২১	আইনমতে অপরাধীকে ধরিতে বদ্ধ হইয়া রাজকীয় কার্য্যকারকের জ্ঞানপূর্ব্বক ধরিবার ত্রুটি করণ। প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	,,	,,	,,	,,	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড।	,,
	যাবজ্জীবন-দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	,,	,,	,,	,,	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন ৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড।	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্ততঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
	১০ বৎসরের ন্যূনকাল কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন দুই বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২২২	আদালতে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ধরিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া তাহাকে ধরিতে রাজকীয় কার্য্যকারকের ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করণ ঐ ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	,,	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন যাবজ্জীবন-দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড।	সেশন আদালত
	তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম কি ১০ বৎসর কি তদধিক কাল কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম করিবার আজ্ঞা হইলে।	,,	,,	,,	,,	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন ৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড।	,,
	১০ বৎসরের ন্যূন কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে কিম্বা আইনমতে আসেধে রাখা গেলে।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

২২৩	রাজকীয় কার্য্যকারকের অনবধানতায় কোন ব্যক্তিকে কারাগার হইতে পলাইতে দেওন।	,,	সমন	,,	,,	২ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২২৪	আইনমতে ধৃত না হওনের জন্যে কোন ব্যক্তির বলপূর্ব্বক বিপক্ষতা করণ কি বাধা দেওন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	,,	,,	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	,,
২২৫	আইনমতে অন্য ব্যক্তির ধৃত না হওনের জন্যে বলপূর্ব্বক বিপক্ষতা করণ কি বাধা দেওন কিম্বা তাহাকে আইনমতে আসেধ হইতে ছাড়াইয়া দেওন।	,,	,,	,,	,,	,,	,,
	তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ হইলে।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	,,	তিন বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড।	,,
	প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ হইলে।	,,	,,	,,	,,	সাত বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত
	তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা ১০ বৎসর কি তদধিক কাল দ্বীপান্তর প্রেরণ কি তদ্রূপ পরিশ্রম করণ দণ্ডের কি কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে।	,,	,,	,,	,,	,,	,,

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে না।	ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য
*২২৫ক	যে যে স্থলের প্রকারান্তরের বিধান না থাকে সেই সেই স্থলে রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া ধরিবার ত্রুটি করণ বা পলাইতে দেওন	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইবে না।	সাত বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত
	(ক) ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটিকরণ বা পলাইতে দেওন স্থলে।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	(খ) শৈথিল্যপূর্ব্বক ত্রুটি করণ বা পলাইতে দেওন স্থলে।	,,	সমন	,,	,,	২ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২২৫খ	যে যে স্থলের প্রকারান্তরের বিধান না থাকে সেই সেই স্থলে আইনমতে ধৃত না হওনের জন্যে বিপক্ষতা করণ বা বাধা দেওন কি পলায়ন কি ছাড়িয়া দেওন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেণ্ট	,,	,,	ছয় মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,

২২৬	দ্বীপান্তর প্রেরিত হইয়া বে-আইনীমতে প্রত্যাগমন।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	,,	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও তৎপূর্ব্বে অর্থদণ্ড ও ৩ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড	সেশন আদালত
২২৭	দণ্ড ক্ষমা হইবার নিয়ম লঙ্ঘন	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	,,	,,	প্রথম আজ্ঞামত দণ্ড। তাহার কিঞ্চিৎ ভোগ হইয়া থাকিলে অবশিষ্টকাল ভোগ।	প্রথম অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
২২৮	মোকদ্দমা প্রভৃতির বিচারকালে জ্ঞানপূর্ব্বক রাজকীয় কার্য্যকারকের অপমানকরণ কি বাধা দেওন	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	,,	৬ মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	এই আইনের ৩৩ অধ্যায়ের বিধানাধীনে যে আদালতে অপরাধ হয় সেই আদালত।
২২৯	আপনাকে জুরর কি এসেসরের ন্যায় দেখান।	,,	,,	,,	,,	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	দ্বাদশ অধ্যায়।—মুদ্রা ও গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাম্প সম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।						
২৩১	মুদ্রা কৃত্রিম করণ কি কৃত্রিম করণ সম্পর্কীয় কোন কার্য্যকরণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না	রফা করা যাইতে পারে না	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত
২৩২	মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিমকরণ কি কৃত্রিমকরণ সম্পর্কীয় কোন কার্য্য করণ।	,,	,,	,,	,,	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
২৩৩	মুদ্রা কৃত্রিম করিবার যন্ত্র নির্ম্মাণ কি ক্রয় কি বিক্রয় করণ।	,,	,,	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৩৪	মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম করিবার নিমিত্তে যন্ত্র নির্ম্মাণ কি ক্রয় কি বিক্রয় করণ।	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলিষ ওয়ারেণ্টবিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্ততঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
২৩৫	মুদ্রা কৃত্রিম করিবার জন্য কোন যন্ত্র কি দ্রব্য নিকটে রাখন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না	রফা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
	মহারাণীর মুদ্রা হইলে।	,,	,,	,,	,,	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত
২৩৬	ভারতবর্ষের মধ্যে থাকিয়া ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে মুদ্রা কৃত্রিম করণের সাহায্য করণ।	,,	,,	,,	,,	ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে তদ্রূপ মুদ্রা কৃত্রিম করিবার সহায়তায় যে দণ্ড সেই দণ্ড।	,,
২৩৭	মুদ্রা কৃত্রিম জ্ঞানে তাহা আমদানী কি রপ্তানী করণ।	,,	,,	,,	,,	তিন বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২৩৮	মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম জ্ঞানে তাহা আমদানী কি রপ্তানী করণ	,,	,,	,,	,,	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত
২৩৯	মুদ্রা প্রাপ্তিকালে কৃত্রিম জ্ঞানে তাহা নিকটে রাখন ও অন্য ব্যক্তিকে দেওন প্রভৃতি।	,,	,,	,,	,,	পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথমশ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২৪০	মহারাণীর মুদ্রা সম্পর্কে ঐ অপরাধ।	,,	,,	,,	,,	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,

২৪১	মুদ্রা প্রাপ্তিকালীন কৃত্রিম না জানিয়া পরে তাহা কৃত্রিম জ্ঞানে অকৃত্রিম বলিয়া অন্যকে দেওন।	,,	,,	,,	,,	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা কৃত্রিম মুদ্রার মূল্যের দশ গুণ অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২৪২	কৃত্রিম মুদ্রা প্রাপ্তিকালে কৃত্রিম জ্ঞানে নিকটে রাখন।	,,	,,	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৪৩	মহারাণীর মুদ্রা প্রাপ্তিকালে কৃত্রিম জ্ঞানে নিকটে রাখন।	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড।	,,
২৪৪	মুদ্রা যে ওজনের ও যে ধাতুর মত দিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে তদন্যথায় টাকশালে কর্ম্মচারী ব্যক্তির মুদ্রা প্রস্তুত করণ।	,,	,,	,,	,,	,,	সেশন আদালত
২৪৫	মুদ্রা প্রস্তুত করিবার কোন যন্ত্র টাকশাল হইতে বে-আইন-মতে বাহির করিয়া লওন।	,,	,,	,,	,,	,,	,,
২৪৬	মুদ্রার ওজন কিম্বা তাহাতে যে ধাতুর যত থাকা উচিত তাহা শঠতাক্রমে ন্যূন করণ।	,,	,,	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৪৭	মহারাণীর মুদ্রার ওজন কিম্বা তাহাতে যে ধাতুর যত থাকিতে হয় তাহা শঠতাক্রমে ন্যূনকরণ।	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনাধৃত করিতে পারে কি না	সামান্ততঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কিনা।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
২৪৮	কোন মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রার মত চালাইবার অভিপ্রায়ে তাহার রূপ পরিবর্ত্তন করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেণ্ট	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	রফা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেসন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৪৯	মহারাণীর মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রার মত চালাইবার অভিপ্রায়ে তাহার রূপ পরিবর্ত্তন করণ।	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
২৫০	মুদ্রা প্রাপ্তি কালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া অন্যকে দেওন।	,,	,,	,,	,,	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
২৫১	মহারাণীর মুদ্রা প্রাপ্তিকালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া অন্যকে দেওন।	,,	,,	,,	,,	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
২৫২	রূপান্তর করা মুদ্রা প্রাপ্তিকালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া নিকটে রাখন।	,,	,,	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
২৫৩	মহারাণীর মুদ্রা প্রাপ্তিকালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া নিকটে রাখন।	,,	,,	,,	,,	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,

২৫৪	মুদ্রা প্রাপ্তিকালে রূপান্তর করা বা জানিয়া পরে অকৃত্রিম বলিয়া অন্য ব্যক্তিকে দেওন।	,,	,,	,,	,,	দুই বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা মুদ্রার মূল্যের দশগুণ অর্থদণ্ড।	প্রেসিডেন্সীমাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয়শ্রেণীরমাজিষ্ট্রেট
২৫৫	গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাম্প কৃত্রিম করণ।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	,,	যাবজ্জীবন-দ্বীপান্তর-প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড অর্থদণ্ড কিম্বা উক্ত দুই দণ্ড।	সেশন আদালত
২৫৬	গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাম্প কৃত্রিম করিবার যন্ত্র কি দ্রব্য নিকটে রাখন।	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
২৫৭	গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাম্প কৃত্রিম করিবার যন্ত্র নির্ম্মাণ কি ক্রয় কি বিক্রয় করণ।	,,	,,	,,	,,	,,	,,
২৫৮	গবর্ণমেণ্টের কৃত্রিম ষ্ট্যাম্প বিক্রয় করণ	,,	,,	,,	,,	,,	,,
২৫৯	গবর্ণমেণ্টের কৃত্রিম ষ্ট্যাম্প নিকটে রাখন।	,,	,,	,,	,,	,,	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথমশ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২৬০	গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাম্প কৃত্রিম জানিয়া অকৃত্রিম মতে ব্যবহার করণ।	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	,,
২৬১	গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাম্প যাহাতে থাকে এমত পত্রাদি হইতে কোন লিখন উঠাইয়া দেওন কিম্বা দলীলে যে ষ্ট্যাম্প দেওয়া গেল গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে তাহা উঠাইয়া লওন।	,,	,,	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্ততঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
২৬২	গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাম্প পূর্ব্বে ব্যবহার হইয়াছে জানিয়া তাহা ব্যবহার করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২৬৩	ষ্ট্যাম্প ব্যবহার হইলে উহার চিহ্ন উঠাইয়া দেওন।	,,	,,	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	ত্রয়োদশ অধ্যায়।—ওজন ও পরিমাণসম্পর্কীয় অপরাধের কথা।						
২৬৪	ওজন করিবার অপ্রকৃত যন্ত্রের শঠতাক্রমে ব্যবহার।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২৬৫	অপ্রকৃত বাটখারা কি গজ প্রভৃতি প্রতারণা করিয়া ব্যবহার করণ।	,,	,,	,,	,,	,,	,,

২৬৬	অপ্রকৃত বাটখারা কি গজ প্রভৃতি প্রতারণার কার্য্যে ব্যবহার করিবার জন্য নিকটে রাখন	”	”	”	”	”	”
২৬৭	প্রতারণার কার্য্যের নিমিত্তে অপ্রকৃত বাটখারা কি গজ প্রভৃতি নির্ম্মাণ কি বিক্রয় করণ।	”	”	”	”	”	”
	চতুর্দ্দশ অধ্যায়।—সাধারণ লোকদের স্বাস্থ্যের কি নিরাপদের কি স্বচ্ছন্দতার কি লজ্জার কি সুনীতির ব্যাঘাতজনক অপরাধের বিধি।						
২৬৯	যে কর্ম্ম দ্বারা সাংঘাতিক রোগের সঞ্চার হইতে পারে জানিয়া অনবধানে সেই কর্ম্ম করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২৭০	যে কর্ম্ম দ্বারা সাংঘাতিক রোগের সঞ্চার হইতে পারে জানিয়া দ্বেষপূর্ব্বক সেই কর্ম্ম করণ।	”	”	”	”	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	”
২৭১	কারাণ্টাইন বিধি জ্ঞানপূর্ব্বক অমান্য করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে না।	”	”	”	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	”
২৭২	মনুষ্যের আহারীয় কি পানীয় যে দ্রব্য বিক্রয়ার্থে হয়, তাহাতে দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া অস্বাস্থ্যজনক করণ।	”	”	”	”	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	”
২৭৩	আহারীয় কি পানীয় দ্রব্য পীড়াজনক জানিয়া মনুষ্যের আহার কি পানার্থে বিক্রয় করণ।	”	”	”	”	”	”

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীসওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রক্ষা করা যাইতে পারে না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইন-মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য
২৭৪	বিক্রয়ার্থ কোন বণিজ কি ঔষধীয় দ্রব্যের গুণ খর্ব্ব করণার্থে কি তাহার ফল পরিবর্ত্তনার্থে কি তাহা পীড়াজনক করণার্থে তাহার সঙ্গে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	হাজিরজামিন লওয়াযাইতে পারে	রক্ষা করা যাইতে পারে না	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২৭৫	যাহার সঙ্গে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত হইয়া দূষিত হইয়াছে জানিয়া এমন কোন বণিজ দ্রব্য কি প্রস্তুত করা ঔষধ ঔষধালয় হইতে বিক্রয়ার্থ দেওন কি বাহির হইতে দেওন।	,,	,,	,,	,,	,,	,,
২৭৬	কোন বণিজ কি ঔষধ দ্রব্য জ্ঞানপূর্ব্বক অন্য বণিজ কি ঔষধীয় দ্রব্য স্বরূপে ঔষধালয় হইতে বিক্রয় করণ কি বাহির হইতে দেওন।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	,,	,,	,,
২৭৭	সাধারণের ব্যবহার্য্য উনুইর জলাশয়ের জল ময়লা করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	,,	,,	,,	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট
২৭৮	বায়ু পীড়াজনক করণ ...	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	,,	,,	,,	১০০০ টাকা অর্থদণ্ড। ...	,,

২৭৯	রাজপথে মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনক রূপে অতিবেগে কি অমনোযোগে গাড়ি ঘোড়া প্রভৃতি চালাওন।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	,,	,,	,,	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
২৮০	মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনকরূপে দুঃসাহসে কি অমনোযোগে নৌকাদি চালাওন।	,,	,,	,,	,,	,,	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৮১	মিথ্যা আলো কি চিহ্ন কি বয়া দেখান।	,,	ওয়ারেন্ট		,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত
২৮২	নৌকাদির অবস্থা কি বোঝাই বুঝিয়া প্রাণের আশঙ্কা হইতে পারিলেও ভাড়া লইয়া কোন ব্যক্তিকে ঐ নৌকাদিতে লওন।	,,	সমন	,,	,,	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২৮৩	রাজপথে কি নৌকাপথে সঙ্কট কি বাধা কি হানিজনক কার্য্যকরণ	,,	,,	,,	,,	২০০ টাকা অর্থদণ্ড।	,,
২৮৪	বিষাক্ত দ্রব্য লইয়া মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনক কার্য্য করণ।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	,,	,,	,,	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
২৮৫	অগ্নি কি আশুজ্বলনীয় বস্তু লইয়া মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনক কর্ম্ম করণ।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	,,	,,	,,	,,	কোন মাজিষ্ট্রেট
২৮৬	যাহা শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমন দ্রব্যে তদ্রূপ কার্য্য করণ।	,,	,,	,,	,,	,,	,,

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কিনা।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
২৮৭	কোন কলেতে তদ্রূপ কার্য্য করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৮৮	কোন ঘর ভাঙ্গিতে কি সারাইয়া দিতে যাহার অধিকার থাকে তাহার ঐ ঘর পতনে মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা সম্ভাবনা নিবারণের কার্য্য না করণ।	”	”	”	”	”	”
২৮৯	কোন জন্তুর দ্বারা মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা কি গুরুতর পীড়া নিবারণার্থে ঐ জন্তুকে উপযুক্ত মতে না রাখন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	”	”	”	”	কোন মাজিষ্ট্রেট
২৯০	সাধারণের অনিষ্টজনক কর্ম্ম করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	”	”	”	২০০ টাকা অর্থদণ্ড।	”
২৯১	অনিষ্টজনক কর্ম্ম নিবৃত্ত করিবার আজ্ঞা হইলেও নিবৃত্ত না করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	”	”	”	৬ মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৯২	শৃঙ্গাররসঘটিত কুৎসিত পুস্তকাদি বিক্রয়াদি করণ।	”	ওয়ারেণ্ট	”	”	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	”

২৯৩	শৃঙ্গাররসঘটিত কুৎসিত পুস্তকাদি বিক্রয় করণ কি দর্শাওনার্থে নিকটে রাখন।	,,	,,	,,	,,	,,	,,
২৯৪	শৃঙ্গাররসঘটিত কুৎসিত গীত গান করণ।	,,	,,	,,	,,	,,	,,
২৯৪ক	স্ফূর্তি খেলিবার কার্য্যালয় রাখন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	,,	,,	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট
	স্ফূর্তি খেলা সম্পর্কীয় প্রসঙ্গ প্রকাশ করণ।	,,	,,	,,	,,	১০০০ টাকা অর্থদণ্ড।	,,
	পঞ্চদশ অধ্যায়।—ধর্ম্মসম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।						
২৯৫	কোন জাতীয় লোকদের ধর্ম্মে অবহেলা করণাভিপ্রায়ে ভজনালয় কি পবিত্র বস্তু নষ্ট কি ক্ষতি কি অশুচি করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২৯৬	ঈশ্বর ভজনার্থে সংগৃহীত লোকদিগের বাধা দেওন।	,,	,,	,,	,,	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
২৯৭	কোন ব্যক্তির মনে দুঃখ দিবার কিম্বা ধর্ম্মে অবহেলা করিবার কিম্বা শবের প্রতি অবজ্ঞাভাবে কর্ম্ম করিবার জন্য ভজনালয়ে কি সমাধিস্থানে প্রবেশ করণ ও সমাধিক্রিয়ার বাধা দেওন।	,,	,,	,,	,,	,,	,,

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা	অপরাধ।	পোলিষ ওয়ারেন্টবিনা ধৃত করিতে পারে কি না	সামান্ততঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন-মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
২৯৮	ধর্ম্মসম্পর্কে কোন ব্যক্তির মনে দুঃখ দিবার জন্য তাহার শ্রুতিগোচরে কোন কথা কহন কি শব্দ করণ কিম্বা তাহার সাক্ষাতে অঙ্গ ভঙ্গিকরণ কি কোন দ্রব্য রাখন।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	ষোড়শ অধ্যায়।—মনুষ্যের শরীর সম্পর্কীয় অপরাধের বিধি। প্রাণের হানিজনক অপরাধ।						
৩০২	জ্ঞানকৃত বধ।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না।	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত
৩০৩	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক জ্ঞানকৃত বধ।	,,	,,	,,	,,	প্রাণদণ্ড।	,,
৩০৪	জ্ঞানকৃত বধের তুল্য নয় এমত অপরাধযুক্ত নরহত্যা। যে কার্য্য দ্বারা মৃত্যু হয় তাহা প্রাণনাশাদির অভিপ্রায়ে করা গেলে।	,,	,,	,,	,,	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
	প্রাণনাশাদির সম্ভাবনা জানিয়া কিন্তু তদভিপ্রায়ে ঐ ক্রিয়া না করা গেলে।	,,	,,	,,	,,	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,

৩০৪ক	দুঃসাহসে কিম্বা অনবধানতাতে কোন কার্য্য করিয়া মৃত্যুর কারণ হওন।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিবে।	,,	২ বৎসর পর্য্যন্ত অন্যতর প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্স মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথমশ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৩০৫	বালকের কি ক্ষিপ্তচিত্ত কি বিকৃতমনা কি জড় কি উন্মত্ত ব্যক্তির আত্মঘাতের সহায়তা।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	,,	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত
৩০৬	আত্মঘাতের সহায়তা ...	,,	,,	,,	,,	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
৩০৭	বধ করিবার উদ্যোগ ...	,,	,,	,,	,,	,,	,,
	সেই ক্রিয়াতে কোন ব্যক্তির পীড়া হইলে।	,,	,,	,,	,,	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি পূর্ব্বোক্ত দণ্ড।	,,
	যাবজ্জীবন বন্দী বধ করিবার উদ্যোগে পীড়া জন্মাইলে।	,,	,,	,,	,,	প্রাণদণ্ড বা পূর্ব্বোক্ত দণ্ড।	,,
৩০৮	অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিবার উদ্যোগ।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
	সেই ক্রিয়াতে কোন ব্যক্তির পীড়া হইলে।	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সীমাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয়শ্রেণীরমাজিষ্ট্রেট
৩০৯	আত্মঘাতের উদ্যোগ ...	,,	,,	,,	,,	১ বৎসর পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	,,

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইন-মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য
৩১০	ঠগ হওন।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতেপারে	ওয়ারেন্ট	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত
	গর্ভপাতকরণ ও অজাত অপত্যের হানিকরণ ও শিশু পরিত্যাগকরণ ও জন্ম গুপ্ত রাখনের কথা।						
৩১২	গর্ভপাত করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত
	গর্ভে জীবসঞ্চার হইলে।	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
৩১৩	গর্ভিণীর অনুমতি বিনা গর্ভপাত করাওন।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	,,	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
৩১৪	গর্ভপাতকরণ অভিপ্রায়ে যে ক্রিয়া করা যায় তদ্দ্বারা মৃত্যু হইলে।	,,	,,	,,	,,	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
	গর্ভিণীর অনুমতি বিনা ঐ ক্রিয়া করা গেলে।	,,	,,	,,	,,	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি পূর্ব্বোক্ত দণ্ড।	,,
৩১৫	অপত্য জীবিত না জন্মিবার কি ভূমিষ্ঠ হইলে মরিবার জন্যে কোন ক্রিয়াকরণ।	,,	,,	,,	,,	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,

৩১৬	অপরাধযুক্ত হত্যার তুল্য কার্য্য দ্বারা জীব সঞ্চারিত গর্ভ নষ্ট করণ	”	”	”	”	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	”
৩১৭	১২ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালককে পরিত্যাগ করণাভিপ্রায়ে তাহাকে পিতামাতার কি রক্ষকের ফেলিয়া যাওন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	”	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	”	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	”
৩১৮	শিশুর মৃতদেহ গুপ্ত করণ দ্বারা জন্ম গুপ্ত করণ।	”	”	”	”	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	পীড়াব কথা।						
৩২৩	ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়াজন্মাওন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজিব জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	কোন, মাজিষ্ট্রেট
৩২৪	সঙ্কটজনক অস্ত্র দ্বাবা কি অন্য উপায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে।	”	”	যে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত থাকে সেই আদালতের অনুমতি হইলে রফা করাযাইতে পারে	৩ বৎসব পর্য্যন্ত কোন এক প্রকাবের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩২৫	ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	”	”	”	রফা করা যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন্ এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	”

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩২৬	সঙ্কটজনক অস্ত্র দ্বারা কি অন্য উপায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	রফা করা যাইতে পারে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩২৭	দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র হরণ করণার্থে কি বে-আইনীমত কার্য্য কি যে কার্য্যদ্বারা অপরাধ করা সুগম হয় তাহা করণার্থে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া দেওন।	”	ওয়ারেণ্ট	”	”	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত
৩২৮	পীড়া জন্মাইবার নিমিত্তে অচেতন কারক বণিজদ্রব্য সেবন করান।	”	”	”	”	”	”
৩২৯	দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র হরণ করণার্থে কিম্বা বে-আইনীমত কার্য্য কি যে কার্য্যদ্বারা অপরাধ করা সুগম হয় তাহা করণার্থে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া দেওন।	”	”	”	”	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	”
৩৩০	দোষ স্বীকার করাইবার কি সন্ধান পাইবার কি সম্পত্তি বলপূর্ব্বক উদ্ধার প্রভৃতি করিবার নিমিত্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া দেওন।	”	”	হাজির জামিন লওয়া যাইবে	”	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	”

৩৩১	দোষ স্বীকার করাইবার কি সন্ধান পাইবার কি সম্পত্তি বলপূর্ব্বক উদ্ধার প্রভৃতি করিবার নিমিত্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া দেওন।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	,,	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
৩৩২	রাজকীয় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিবারণের জন্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৩৩	রাজকীয় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিবারণার্থে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	,,	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত
৩৩৪	গুরুতর রাগজনক কার্য্য হঠাৎ হওয়াতে যে ব্যক্তি দ্বারা রাগ হইল তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে পীড়া দিবার অনভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট
৩৩৫	গুরুতর রাগজনক কার্য্য হঠাৎ হওয়াতে যে ব্যক্তিদ্বারা রাগ হইল তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে পীড়া দিবার অনভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	,,	,,	যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই আদালতের অনুমতি হইলে রফা করা যাইতে পারে	৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেসন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৩৩৬	মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা কি অন্যদের নিরাপদের ব্যাঘাতজনক কোন কার্য্য করণ।	,,	,,	,,	রফা করা যাইতে পারে না।	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২৫০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৩৭	মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা প্রভৃতিজনক ক্রিয়াদ্বারা পীড়া জন্মাওন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	সমন	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই আদালতের অনুমতি হইলে রফা করা যাইতে পারে	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৩৮	মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা প্রভৃতিজনক ক্রিয়াদ্বারা গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	,,	,,	,,	,,	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
	অন্যায়মতে অবরোধের ও অন্যায়মতে বদ্ধ করণের কথা।						
৩৪১	কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে অবরুদ্ধ করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	১ মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট
৩৪২	কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে বদ্ধ করণ।	,,	,,	,,	,,	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৩৪৩	তিন কি তদধিক দিন অন্যায়মতে বদ্ধ করণ।	,,	,,	,,	রফা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড	,,

৩৪৪	দশ কি তদধিক দিন অন্যায়-মতে বদ্ধ করণ।	,,	,,	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৪৫	কোন ব্যক্তির মুক্তির জন্যে পর-ওয়ানা বাহির হইয়াছে জানিয়া তাহাকে অন্যায়মতে বদ্ধ রাখন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	,,	,,	,,	দুই বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও তদতিরিক্ত অন্য কোন ধারামত কারাদণ্ড।	,,
৩৪৬	গোপনে অন্যায়মতে বদ্ধ করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	,,	,,	,,	,,	,,
৩৪৭	কোন দ্রব্য হরণ করিবার কিম্বা বে-আইনী কর্ম্ম প্রভৃতি করাইবার জন্যে অন্যায়মতে বদ্ধ করণ।	,,	,,	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
৩৪৮	অপরাধ স্বীকার করাইবার কি সন্ধান পাইবার জন্যে কি সম্পত্তি প্রভৃতি উদ্ধার করাইবার জন্যে অন্যায়মতে বদ্ধ করণ।	,,	,,	,,	,,	,,	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
	অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশের ও আক্রমণের কথা।						
৩৫২	গুরুতর রাগ জন্মাইবার বিষয় না হইলেও আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট
৩৫৩	রাজকীয় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিবারণার্থে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	,,	রফা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলিস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৫৪	স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার প্রতি অত্যাচার করণার্থে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৫৫	হঠাৎ গুরুতর রাগ জন্মাইবার বিষয় না হইলে কোন ব্যক্তির অপমান করণার্থে তাহার প্রতি আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	,,	রফা করা যাইতে পারে।	,,	,,
৩৫৬	কোন ব্যক্তির পরিহিত কি বাহিতদ্রব্য চুরীকরণের উদ্যোগে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	,,	কোন মাজিষ্ট্রেট
৩৫৭	কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে বদ্ধ রাখিবার উদ্যোগে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	,,	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
৩৫৮	হঠাৎ গুরুতর রাগ জন্মাইবার বিষয় হইলে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	,,	রফা করা যাইতে পারে।	১ মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কি ২০০টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,

মনুষ্য চুরী ও বলপূর্ব্বক হরণ করণের ও দাসত্বের ও বলপূর্ব্বক শ্রম করাইবার কথা।

৩৬৩	মনুষ্য চুরী করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতেপারে	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	রফা করা যা-ইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৬৪	বধকরণার্থে মনুষ্য চুরী কি হরণকরণ।	”	”	”	”	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত
৩৬৫	কোন ব্যক্তিকে গোপনে ও অন্যায়মতে কয়েদ রাখিবার জন্যে তাহাকে চুরী কি হরণ করণ।	”	”	”	”	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	”
৩৬৬	কোন স্ত্রীর বিবাহ দেওন কি পুরুষের সঙ্গে অবিধিমতে সংসর্গ করান প্রভৃতির জন্যে তাহাকে চুরী কি হরণ করণ।	”	”	”	”	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড অর্থদণ্ড।	”
৩৬৭	কোন ব্যক্তিকে গুরুতর পীড়া দিবার কি দাস প্রভৃতি করিবার জন্যে তাহাকে চুরী কি হরণ করণ	”	”	”	”	”	”
৩৬৮	চুরী করা ব্যক্তিকে গুপ্ত কি বদ্ধ করিয়া রাখন।	”	”	”	”	চুরী কি হরণ করণের দণ্ড।	”
৩৬৯	বালকের গাত্র হইতে দ্রব্য হরণ করণার্থে তাহাকে চুরী কি হরণ করণ।	”	”	”	”	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	”

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনাধৃত করিতে পারে কি না	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৭০	কোন ব্যক্তিকে দাসস্বরূপে ক্রয় কি হস্তান্তর করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত
৩৭১	দাসদিগকে লইয়া নিত্য ব্যবসায় করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	,,	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
৩৭২	ব্যভিচারের জন্য বালিকাকে বিক্রয়করণ কি ভাড়া দেওন।	,,	,,	,,	,,	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথমশ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৭৩	সেই কার্য্যের নিমিত্তে বালিকাকে ক্রয়করণ কি প্রাপ্ত হওন।	,,	,,	,,	,,	,,	,,
৩৭৪	বেআইনীমতে বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করাওন।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট
	বলাৎকারের কথা।						
৩৭৬	বলাৎকারকরণ যদি স্ত্রীসংসর্গ কোন পুরুষ দ্বারা তাহার নিজের স্ত্রীর সহিত হইয়া থাকে।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত
	অন্য কোন স্থলে।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	,,	,,	,,

অস্বাভাবিক অভিগমনের কথা।

৩৭৮	অস্বাভাবিক অভিগমন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত
	সপ্তদশ অধ্যায়।—সম্পত্তির উপর অপরাধের বিধি।—চৌর্য্যের কথা।						
৩৭৯	চৌর্য্য।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট
৩৮০	গৃহে বা তাম্বুতে কি নৌকাদিতে চৌর্য্য।	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
৩৮১	কেরাণী কি চাকর দ্বারা কর্ত্তার কি প্রভুর অধিকারস্থ সম্পত্তির চৌর্য্য।	,,	,,	,,	,,	,,	সেশন আদালত কি কোন মাজিষ্ট্রেট
৩৮২	চুরী করণার্থে কিম্বা তাহা করিবার পরে পলায়নার্থে কিম্বা অপহৃত সম্পত্তি রাখিবার জন্য প্রাণনাশ করিবার কি পীড়া দিবার কি অবরোধ করিবার কিম্বা প্রাণনাশের কি পীড়ার কি অবরোধের আশঙ্কা জন্মাইবার উদ্‌যোগ করণপূর্ব্বক চৌর্য্য।	,,	,,	,,	,,	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত

অপহরণের কথা।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলিষ ওয়ারেণ্টবিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্ততঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৮৪	অপহরণ করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৩৮৫	অপহরণ করিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তির হানি করিবার ভয় জন্মাওন কি জন্মাইবার উদ্যোগ করণ।	,,	,,	,,	,,	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
৩৮৬	প্রাণনাশের কি গুরুতর পীড়ার ভয় জন্মাইয়া অপহরণ করণ।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	,,	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত
৩৮৭	অপহরণ করণার্থে কোন ব্যক্তির প্রাণনাশের কি গুরুতর পীড়ার ভয় জন্মাওন কি জন্মাইবার উদ্যোগ করণ।	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড।	,,
৩৮৮	প্রাণদণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ করিবার ভয় দর্শাইয়া অপহরণ করণ।	,,	,,	,,	,,	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,

	যে অপরাধের ভয় দেখান হয় তাহা অস্বাভাবিক অভিগমন অপরাধ হইলে।	,,	,,	,,	,,	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড।	,,
৩৮৯	অপহরণ করণার্থে কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ করিবার ভয় জন্মাওন।	,,	,,	,,	,,	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
	সেই অপরাধ অস্বাভাবিক অভিগমনাপরাধ হইলে।	,,	,,	,,	,,	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ দণ্ড।	,,
	দস্যুতা ও ডাকাইতীর কথা						
৩৯২	দস্যুতা।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	,,	,,	,,	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথমশ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
	সূর্য্যাস্ত হওনাবধি উদয় হওন পর্য্যন্ত কোন কালের মধ্যে রাজপথে দস্যুতা হইলে।	,,	,,	,,	,,	১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
৩৯৩	দস্যুতা করণের উদ্যোগ ..	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
৩৯৪	দস্যুতাকরণে কি করিবার উদ্যোগে কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন কিম্বা সেই দস্যুতার কার্য্যে সাধারণমতে অন্য ব্যক্তির লিপ্ত হওন।	,,	,,	,,	,,	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা	অপরাধ।	পোলীসওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত কবিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিব জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইন-মত দণ্ড।	.য আদালতের বিচার্য্য।
৩৯৫	ডাকাইতী	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত কবিতে পাবে।	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত
৩৯৬	ডাকাইতীকরণ সময়ে জ্ঞানকৃত বধ।	,,	,,	,,	,,	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ-দণ্ড কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
৩৯৭	হত্যার কি গুরুতর পীড়ার উদ্যোগ সহিত দস্যুতা কি ডাকাইতী।	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসরের অন্যূন কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড।	,,
৩৯৮	সাংঘাতিক অস্ত্র সঙ্গে থাকিলে দস্যুতা কি ডাকাইতী করিবার উদ্যোগকরণ।	,,	,,	,,	,,	,,	,,
৩৯৯	ডাকাইতী করিবার উদ্যোগকরণ।	,,	,,	,,	,,	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
৪০০	নিয়ত ডাকাইতী করণার্থ দলবদ্ধ ব্যক্তিদের দলভুক্ত হওন।	,,	,,	,,	,,	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,

৪০১	নিয়ত চুরী করণার্থ দলবদ্ধ ভ্রমণকারী ব্যক্তিদের দলভুক্ত হওন।	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
৪০২	ডাকাইতী করণার্থ পাঁচ কি তদধিক জনের দলের মধ্যে থাকন।	,,	,,	,,	,,	,,	,,
	অপরাধভাবে সম্পত্তির অপবিহিত ব্যবহার করণের কথা।						
৪০৩	অস্থাবর দ্রব্য শঠতাক্রমে অবিহিতরূপে কি স্বীয় কর্ম্মে ব্যবহার করণ।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট
৪০৪	কোন ব্যক্তির মরণকালে তাহার অধিকৃত সম্পত্তি আইনমতে যেব্যক্তি পাইবে তাহার হস্তগত হয় নাই জানিয়া সেই সম্পত্তি শঠতাক্রমে অবিহিতরূপে ব্যবহার করণ।	,,	,,	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪০৫	মৃত ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিযুক্ত কেরাণী কি চাকর দ্বারা হইলে।	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
	অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতার কথা। অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
৪০৭	বাহক কি ঘাটরক্ষক প্রভৃতি কর্ত্তৃক অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা।	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৪০৮	কেরাণী কি চাকর কর্তৃক অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৪০৯	রাজকীয় কার্য্যকারক কিম্বা বণিক কি বাণিজ্য ব্যবসায়ী কি গোমস্তা প্রভৃতি কর্তৃক অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে না।	”	”	”	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথমশ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
	চোরা দ্রব্য গ্রহণ করিবার কথা।						
৪১১	চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া শঠতাভাবে গ্রহণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না।	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশনআদালত কিম্বাপ্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৪১২	চোরা দ্রব্য ডাকাইতী দ্বারা প্রাপ্ত জানিয়া শঠতাভাবে গ্রহণ।	”	”	”	”	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত

৪১৩	চোরা দ্রব্য লইয়া নিয়ত ব্যবসায় করণ।	”	”	”	”	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	”
৪১৪	চোরা দ্রব্য চোরা জানিয় গোপন কি হস্তান্তর করণে সাহায্য করণ।	”	”	”	”	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	বঞ্চনা করণের কথা।						
৪১৭	বঞ্চনা করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	”	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	”	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪১৮	অপরাধী আইনমতে কি আইনসিদ্ধ চুক্তিক্রমে যাহার স্বত্ব রক্ষা করিতে বদ্ধ তাহাকে বঞ্চনা করণ।	”	”	”	”	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪১৯	ছদ্মবেশ ধরিয়া বঞ্চনা করণ।	”	”	”	”	”	”
৪২০	বঞ্চনা করিয়া শঠতাক্রমে সম্পত্তি দেওয়াইবার বা মূল্যবান নিদর্শনপত্র সম্পাদন কি পরিবর্ত্তন কি নষ্ট করণের প্রবৃত্তি দেওন।	”	”	”	”	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

প্রতারণাভাবে দলীল প্রস্তুত ও সম্পত্তি হস্তান্তর করণের কথা।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রক্ষা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৪২১	উত্তমর্ণদের মধ্যে সম্পত্তির বিভাগ না হয়, এই নিমিত্তে প্রতারণাক্রমে তাহা গোপন কি হস্তান্তর করণ।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৪২২	অপরাধীর পাওনা অথবা কোন দাওয়ার টাকা উত্তমর্ণেরা না পায় প্রতারণাপূর্ব্বক এমত কর্ম্ম করণ।	”	”	”	”	”	”
৪২৩	মূল্যের টাকা যাহাতে অযথা রূপে লেখা থাকে এমত কোন হস্তান্তর করণপত্র প্রতারণাপূর্ব্বক সম্পাদন করণ।	”	”	”	”	”	”
৪২৪	প্রতারণাক্রমে স্বীয় কি পরের সম্পত্তি হস্তান্তর কি গোপন করণ কি তাহা করিতে সাহায্য করণ কি যে বিষয়ের দাওয়া করিবার অধিকার থাকে, তাহা শঠতাক্রমে ত্যাগ করণ।	”	”	”	”	”	”

অপকারের কথা।

৪২৬	অপকার করণ ...	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	কেবল সামান্ত কোন ব্যক্তির ক্ষতি কি হানি করা গেলে, রফা করাযাইতে পারে	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট
৪২৭	অপকার করিয়া ৫০ টাকা কি তদধিক অপচয় করণ।	”	ওয়ারেণ্ট	”	”	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪২৮	১০ টাকা কি তদধিক মূল্যের কোন জন্তুকে হত্যা করিয়া কি বিষ খাওয়াইয়া কি অঙ্গহীন কি অকর্ম্মণ্য করিয়া অপকার করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতেপারে	”	”	রফা করা যাইতে পারে	”	”
৪২৯	হস্তীর কি উটের কি ঘোড়া প্রভৃতির যে মূল্য হউক তাহাকে কি ৫০ টাকা কি তদধিক মূল্যের অন্ত জন্তুকে হত্যা করিয়া বিষ খাওয়াইয়া কি অঙ্গহীন কি অকর্ম্মণ্য করিয়া অপকার করণ।	”	”	”	”	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৩০	কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতির জল হ্রাস করণ দ্বারা অপকার করণ।	”	”	”	”	”	”

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীসওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্ততঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইন-মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৪৩১	রাজপথ কি সাঁকো কি নদী কি নৌকাদির গমনোপযুক্ত জলপথের হানি করিয়া তাহা দিয়া নিরাপদে যাইবার কি দ্রব্যাদি চালাইবার অসাধ্য কি ব্যাঘাত করণ দ্বারা অপকার করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃতকরিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেসন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৩২	অপচয় সহিত বন্যা কি রাজকীয় নর্দ্দমা অবরোধ করাইয়া অপকার করণ।	,,	,,	,,	,,	,,	,,
৪৩৩	দীপগৃহ কি সমুদ্রে জলের নিশানী নষ্ট কি স্থানান্তর কি পূর্ব্বাপেক্ষা অকর্ম্মণ্য করিয়া কি মিথ্যা আলো দেখাইয়া অপকার করণ।	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা দুই দণ্ড।	সেশন আদালত
৪৩৪	রাজকীয় কার্য্যকারক ভূমির সীমার চিহ্ন দিলে তাহা নষ্ট কি স্থানান্তরাদি করিয়া অপকার করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	,,	,,	রফা করা যাইতে পারে না	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

৪৩৫	অগ্নির দ্বারা কি শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা ১০০ কি তদধিক টাকা পর্য্যন্ত কিম্বা কৃষিজাত দ্রব্য হইলে ১০ কি তদধিক টাকা পর্য্যন্ত ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে অপকার করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত
৪৩৬	ঘর প্রভৃতি নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে অগ্নির কি শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা অপকার করণ।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	,,	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
৪৩৭	তূতকযুক্ত কি ২০ টন বোঝাই ধারী নৌকাদি নষ্ট কি বিঘ্নজনক করিবার অভিপ্রায়ে অপকার করণ	,,	,,	,,	,,	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
৪৩৮	অগ্নির কি শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা পূর্ব্ব ধারার লিখিত অপকার করণ।	,,	,,	,,	,,	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
৪৩৯	চৌর্য্যাদি করিবার অভিপ্রায়ে নৌকাদি চড়ায় কি ডাঙ্গায় ঠেকাওন।	,,	,,	,,	,,	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
৪৪০	প্রাণনাশের কি পীড়া প্রভৃতি জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া অপকার করণ।	,,	,,	,,	,,	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড।	,,

অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করণের কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা	অপরাধ।	পোলিষ ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	সামান্ততঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৪৪৭	অপরাধভাবে অনাধিকার প্রবেশ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট
৪৪৮	পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।	”	ওয়ারেণ্ট	”	”	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	”
৪৪৯	প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত কোন অপরাধ করিবার জন্যে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।	”	”	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত
৪৫০	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ-দণ্ডের উপযুক্ত কোন অপরাধ করণার্থে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।	”	”	”	”	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	”
৪৫১	কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করণার্থে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।	”	”	”	”	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট
	চুরী করণার্থে হইলে।	”	”	”	”	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

৪৫২	পীড়া জন্মাইবার কি আক্রমণ প্রভৃতি করিবার উদ্যোগ করিয়া পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।	,,	,,	,,	,,	,,	,,
৪৫৩	লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ।	,,	,,	,,	,,	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৪৫৪	কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করণার্থে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ	,,	,,	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
	চুরী করণার্থ হইলে ...	,,	,,	,,	,,	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
৪৫৫	পীড়া জন্মাইবার কি আক্রমণ প্রভৃতি করিবার উদ্যোগ করিয়া লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ।	,,	,,	,,	,,	,,	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৪৫৬	রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ।	,,	,,	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৪৫৭	কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করণার্থে রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ।	,,	,,	,,	,,	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনাধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
	চুরী করণার্থে হইলে …	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না।	১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৪৫৮	পীড়া প্রভৃতি জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কি গৃহভেদ করণ।	”	”	”	”	”	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথমশ্রেণীরমাজিষ্ট্রেট।
৪৫৯	লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণকালে গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	”	”	”	”	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত
৪৬০	রাত্রিযোগে গৃহভেদ করণ প্রভৃতি দোষে মিলিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন কর্ত্তৃক প্রাণনাশ কি গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	”	”	”	”	”	
৪৬১	বদ্ধ বাক্স প্রভৃতিতে কোন সম্পত্তি আছে কি থাকা অনুভব করিয়া শঠতাক্রমে তাহা ভাঙ্গন কি খুলন।	”	”	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	”	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

৪৬২	বদ্ধ বাক্স প্রভৃতি কোন ব্যক্তির জিম্মায় রাখা গেলে তাহাতে কোন সম্পত্তি আছে কি থাকা অনুভব করিয়া তৎকর্ত্তৃক তাহা প্রতারণাক্রমে খুলন।	,,	,,	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
	১৮ অষ্টাদশ অধ্যায়।—দলীল সম্পর্কীয় ও শিল্প ব্যবসায়ের কি স্বামিসূচক চিহ্নবিষয়ক অপরাধের বিধি।						
৪৬৫	কৃত্রিম করণ ..	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত
৪৬৬	রাজকীয় কার্য্যকারকের রক্ষিত আদালত সম্পর্কীয় কোন রেকর্ড কিম্বা জন্ম প্রভৃতির রেজিষ্টর কৃত্রিম করণ।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
৪৬৭	কোন মূল্যবান নিদর্শনপত্র কি উইল কি স্বামূল্যবাননিদর্শনপত্রপ্রস্তুত কি হস্তান্তর করণের কিম্বা টাকা গ্রহণের ক্ষমতাপত্র কৃত্রিম করণ।	,,	,,	,,	,,	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
	সেই মূল্যবান নিদর্শনপত্র ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের প্রমিসরি নোট হইলে।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	,,	,,	,,	,,	,,
৪৬৮	বঞ্চনাকরণার্থ কৃত্রিম করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
৪৬৯	কোন ব্যক্তির সুখ্যাতির হানি করণার্থে কিম্বা তদভিপ্রায়ে ব্যবহার হইবে জানিয়া কৃত্রিম করণ	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড।	,,

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইন-মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য
৪৭১	কৃত্রিম দলীল জানিয়া তাহা প্রকৃত দলীলের মত ব্যবহার করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না	কৃত্রিমকরণের যে দণ্ড সেই দণ্ড	সেশন আদালত
	ঐ কৃত্রিমপত্র ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের প্রমিসারি নোট হইলে।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	,,	,,	,,
৪৭২	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারামতে দণ্ডনীয় জাল করণ অপরাধ করিবার মানসে মোহর কি পাট্টা প্রভৃতি করণ কি কৃত্রিম করণ কিম্বা কোন মোহর কি পাট্টা কৃত্রিম জানে সেই মানসে নিকটে রাখন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	,,	,,	,,	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
৪৭৩	ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইনের ৪৬৭ ধারা ভিন্ন অন্য ধারা মতে দণ্ডনীয় জাল করণাপরাধ করিবার মানসে মোহর কি পাট্টা প্রভৃতি করণ কি কৃত্রিম করণ কি তদ্রূপ মানসে তদ্রূপ কোন মোহর প্রভৃতি নিকটে রাখন।	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,

৪৭৪	কোন পত্র কৃত্রিম জানিয়া প্রকৃতের ন্যায় ব্যবহার করণার্থে নিকটে রাখন। ঐ পত্র ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৬ ধারার লিখিত প্রকারের হইলে।	,,	,,	,,	,,	,,	,,
	ঐ দলীল ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারার লিখিত প্রকারের হইলে।	,,	,,	,,	,,	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
৪৭৫	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট দলীল সিদ্ধ করণার্থে যে অঙ্কের কি চিহ্নের ব্যবহার হয় তাহা কৃত্রিম করণ কিম্বা কৃত্রিম চিহ্নিত দ্রব্য নিকটে রাখন।	,,	,,	,,	,,	,,	,,
৪৭৬	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ৪৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট দলীল ভিন্ন অন্য দলীল সিদ্ধ করিবার জন্যে যে অঙ্কের কি চিহ্নের ব্যবহার হয় তাহা কৃত্রিম করণ কিম্বা কৃত্রিম চিহ্নিত দ্রব্য নিকটে রাখন।	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
৪৭৭	উইল প্রভৃতি প্রতারণা করিয়া নষ্ট কি বিকৃত করণ কিম্বা নষ্ট কি বিকৃত করিবার উদ্যোগ করণ কি গোপন করণ।	,,	,,	,,	,,	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,

ব্যবসায়ীর ও স্বামিত্বের চিহ্ন।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট না সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৪৮২	কোন ব্যক্তিকে বঞ্চনা কি তাহার হানি করণার্থে ব্যবসায়ের কি স্বামিত্বের কৃত্রিম চিহ্ন ব্যবহার করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৮৩	অপচয় কি হানি করিবার মানসে অন্যের ব্যবহৃত ব্যবসায়ের কি স্বামিত্বের চিহ্ন কৃত্রিম করণ।	,,	,,	,,	,,	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
৪৮৪	রাজকীয় কার্য্যকারক স্বামিত্বের যে চিহ্ন কিম্বা কোন দ্রব্য প্রস্তুত করণের স্থান গুণাদি জানাইবার জন্যে যে চিহ্ন ব্যবহার করেন তাহা কৃত্রিম করণ।	,,	সমন	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৮৫	সাধারণ কি ব্যক্তিবিশেষের স্বামিত্বের কি ব্যবসায়ের চিহ্ন কৃত্রিম করণার্থে কোন ছেনি কি প্লেট কি অন্য দ্রব্য প্রতারণা করিয়া প্রস্তুত করণ কি নিকটে রাখন।	,,	,,	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,

৪৮৬	স্বামিত্বের কি ব্যবসায়ের কৃত্রিম চিহ্নিত কোন দ্রব্য জ্ঞানপূর্ব্বক বিক্রয় করণ।	,,	,,	,,	,,	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৪৮৭	যে বস্তাতে কি আধারে যে দ্রব্য না থাকে তাহাতে সেই দ্রব্য আছে এমত বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্তে প্রতারণা করিয়া তাহাতে মিথ্যা চিহ্ন দেওন।	,,	,,	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৮৮	ঐরূপ কোন মিথ্যা চিহ্ন ব্যবহার করণ।	,,	,,	,,	,,	,,	,,
৪৮৯	হানি করিবার অভিপ্রায়ে কোন স্বামিত্বের চিহ্ন লোপ কি নষ্ট কি বিকৃত করণ।	,,	,,	,,	,,	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সীমাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয়শ্রেণীরমাজিষ্ট্রেট
১৯ উনবিংশ অধ্যায়।—অপরাধভাবে চাকরীর চুক্তিভঙ্গের কথা।							
৪৯০	জলপথে কি স্থলপথে গমন সময়ে কি কোন ব্যক্তির কি দ্রব্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে কি কোন ব্যক্তিকে লইয়া যাইতে চুক্তিক্রমে বদ্ধ হইয়া তাহা করিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করণ।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৪৯১	অল্পবয়স্ক কি বিকৃতমনা কি রোগপ্রযুক্ত অক্ষম ব্যক্তির সেবা করিতে বা প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিতে বদ্ধ হইয়া তাহা করিতে কি দিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করণ	,,	,,	,,	,,	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পাবে কি না	সামান্ততঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিব জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৪৯২	চুক্তিক্রমে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কতক কালের নিমিত্তে চাকরি করণার্থে নিয়োগকর্ত্তার ব্যয়ে দূরদেশে নীত হইয়া তথায় ইচ্ছা পূর্ব্বক চাকরি পরিত্যাগ করণ কিম্বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে স্বীকার না করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	হাজিব জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	এক মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা যত টাকা ব্যয় হইল তাহার দ্বিগুণ অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	বিংশ অধ্যায়।—বিবাহ সম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।						
৪৯৩	বৈধ বিবাহ না হইলেও কোন পুরুষ বঞ্চনা দ্বারা বৈধ বিবাহ হইয়াছে, স্ত্রীর এমত বিশ্বাস জন্মাইয়া তাহাকে সহবাস করাওন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেণ্ট	হাজিব জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না।	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত
৪৯৪	স্বামীর কি ভার্য্যার জীবদ্দশায় পুনশ্চ বিবাহ করণ।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
৪৯৫	যাহার সঙ্গে বিবাহ হইবে তাহার নিকটে পূর্ব্ববিবাহের বৃত্তান্ত প্রকাশ না করিয়া ঐ অপরাধ করণ।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	,,	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,

৪৯৬	বিধিপূর্ব্বক বিবাহ হয় নাই জানিয়াও প্রতারণাপূর্ব্বক কোন ব্যক্তির বিবাহের অনুষ্ঠান করণ	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
৪৯৭	পরস্ত্রী গমন …	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৯৮	বিবাহিতা স্ত্রীলোককে অপরাধভাবে ভুলাইয়া লওন কি হরণ করণ কি আটক করিয়া রাখন।	,,	,,	,,	,,	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	একবিংশ অধ্যায়।—অপবাদের কথা।						
৫০০	অপবাদ করণ …	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে না।	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	বিনা পরিশ্রম ২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৫০১	কোন বিষয় অপবাদজনক জানিয়া মুদ্রিত কি খোদিত করণ।	,,	,,	,,	,,	,,	,,
৫০২	কোন খোদিত কি মুদ্রিত দ্রব্যে অপবাদজনক বিষয় আছে জানিয়া তাহা বিক্রয় করণ।	,,	,,	,,	,,	,,	,,

দ্বাবিংশ অধ্যায়।—অপরাধভাবে ভয় জন্মাইবার ও অপমান করিবার ও ক্লেশ দিবার কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা	অপরাধ।	পোলিষ ওয়ারেণ্টবিনা ধৃত করিতে পারে কি না	সামান্ততঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট কি সমন দিতে হয়।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রক্ষা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৫০৪	শান্তিভঙ্গ করাওনাভিপ্রায়ে অপমান করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে।	রক্ষা করা যাইতে পারে।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট
৫০৫	সৈন্যের অবাধ্যতা কি সাধারণের শান্তিভঙ্গন অপরাধ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে মিথ্যা বৃত্তান্ত কি জনরব রাষ্ট্র করণ।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	,,	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৫০৬	অপরাধভাবে ভয় দর্শাওন।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রক্ষা করা যাইতে পারে।	,,	,,
	যদি মৃত্যু কি গুরুতর পীড়া প্রভৃতি জন্মাইবার ভয় দর্শান যায়।	,,	,,	,,	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৫০৭	অনামক পত্রাদি দ্বারা কিম্বা যে ব্যক্তি ভয় দর্শায় তাহাকে সতর্কতাপূর্ব্বক অপ্রকাশ রাখিয়া অপরাধভাবে ভয় দর্শাওন।	,,	,,	,,	,,	পূর্ব্ব ধারার দণ্ডের অতিরিক্ত ২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড।	,,

৫০৮	ঈশ্বরের ক্রোধপাত্র হইবে কোন ব্যক্তির এমত বিশ্বাস জন্মাইয়া কার্য্য করাওন।	”	”	”	”	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৫০৯	স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার ক্ষোভ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কোন কথা কহন কি অঙ্গভঙ্গী করণ।	”	”	”	”	১ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারা দণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৫১০	মত্ত হইয়া কোন প্রকাশ্য স্থানাদিতে গিয়া কোন ব্যক্তির ক্লেশ জন্মাওন।	”	”	”	”	চব্বিশ ঘন্টা পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট
	২৩ ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।—অপরাধ করিবার উদ্যোগের কথা।						
৫১১	দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের বা কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ করিবার উদ্যোগ ও সেই উদ্যোগে সেই অপরাধ হইবার জন্যে কোন ক্রিয়া করণ।	ঐ অপরাধের নিমিত্ত ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে কি না করিতে পারিলে তদনু সারে।	অপরাধের জন্যে সামান্যতঃ সমন কম্বা ওয়ারেণ্ট যাহা বাহির হ হইতে পারে তাহা।	অপরাধীর ক-থিত অপরাধের জন্যে হাজির জা-মিন লওয়া যা ইতে পারিলে কি না পারিলে তদ-নুসারে।	যে অপরাধের উদ্যোগ হয়, তা-হার রফা করা যাইতে পারিলে রফা করা যাইতে পারে।	অপরাধের নিমিত্তে অত্যধিক যতকাল দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কিম্বা যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার অর্দ্ধেকের অনধিক কাল কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	যে অপরাধের উদ্যোগ হয় তাহা যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
	অন্যান্য আইনবিরুদ্ধ অপরাধ।						
	প্রাণদণ্ডের কিম্বা দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের কিম্বা সাত বৎসর কি তদধিক কাল কারাদণ্ডের যোগ্য হইলে।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যা ইতে পারে না।		এই আইনের ২৯ ধারার বিধান মতে।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীসওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
	তিন বৎসরের অধিক ও সাত বৎসরের ন্যূন কাল কারাদণ্ডের যোগ্য হইলে।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেণ্ট	কিন্তু ভারতবর্ষীয় অস্ত্রবিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইনের ১৯ ধারামত মোকদ্দমায় হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।		এই আইনের ২৯ ধারার বিধানমতে।
	তিন বৎসরের ন্যূন কাল কারাদণ্ডের যোগ্য হইলে।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	,,		
	কেবল অর্থদণ্ডের যোগ্য হইলে	,,	,,	,,	,,		

তৃতীয় তফসীল।

মফঃস্বল মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতার কথা।

১। তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

১ (ক) কোন ব্যক্তির সম্মুখে কোন অপরাধ করিলে তাহাকে ধৃত করার বা ধৃত করিবার আজ্ঞা দিবার ও পুলিশে দিবার ক্ষমতা (ধারা ৬৪)।

১। কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের গোচরে অপরাধ করিলে তাহাকে ধৃত করিবার বা ধৃত করিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৬৫ ধারা)।

২। ওয়ারেণ্টের পৃষ্ঠে লিখিবার কিম্বা ওয়ারেণ্টমতে অভিযুক্ত ব্যক্তি ধৃত হইলে, তাহাকে স্থানান্তর করণের আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৮৩ ও ৮৪ ও ৮৬ ধারা)।

৩। বিচার করণের ক্ষমতাক্রমে আপনার সম্মুখে যে বিষয়ে উপস্থিত থাকে তৎসম্পর্কে ঘোষণাপত্র দিবার ক্ষমতা (৮৭ ধারা)।

৪। বিচার করণের ক্ষমতাক্রমে আপনার সম্মুখে যে বিষয় উপস্থিত থাকে, তৎসম্পর্কে সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৮৮ ধারা)।

৫। ক্রোকী সম্পত্তি ছাড়িয়া দিবার ক্ষমতা (৮৯ ধারা)।

৬। তলাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (৯৬ ধারা)।

৭। তলাশী পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিবার ও যে দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা সমর্পণ করণের আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা ৯৯ ধারা)।

৮। পোলীসের অনুসন্ধানকালে যে অপরাধ স্বীকার হয় বা যে উক্তি করা যায়, তাহা লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতা (১৬৪ ধারা)।

৯। পোলীসের অনুসন্ধানকালে কোন ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখিবার অনুমতি দেওনের ক্ষমতা (১৬৭ ধারা)।

১০। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে পাওয়া গেলে, তাহাকে ধৃত করিবার ক্ষমতা (৩৫১ ধারা)।

১১। সন্দিগ্ধভাবের আশুনাশ্য দ্রব্য বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৫২৫ ধারা)।

২। দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

১। তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

২। মাজিষ্ট্রেটের বিচার করিবার কি বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা থাকিলে, পোলীসকে অপরাধের অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (১৫৫ ধারা)।

৩। প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

১। দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

২। তদন্ত করণের কার্য্যক্রমে না হইয়া স্থলান্তরে তলাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (৯৮ ধারা)।

৩। অন্যান্যরূপে যে ব্যক্তিদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় তাহাদের সন্ধান লওনার্থে তলাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (১০০ ধারা)।

৪। শান্তিরক্ষার জামিন দিবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা ১০৭ ধারা)।

৫। সদাচরণের জামিন দিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১০৯ ধারা)।

৬। দখলের মোকদ্দমায় আজ্ঞা প্রভৃতি করিবার ক্ষমতা (১৪৫ ও ১৪৬ ও ১৪৭ ধারা)।

৭। বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা (২০৬ ধারা)।

৮। বাদী উপস্থিত না থাকিলে কার্য্যানুষ্ঠান বন্ধ করিবার ক্ষমতা (২৪৯ ধারা)।

৯। ভরণপোষণের আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৪৮৮ ও ৪৮৯ ধারা)।

৪। মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

১। প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

২। ভূম্যধিকারীর নামে ওয়ারেণ্ট দিবার ক্ষমতা (৭৮ ধারা)।

২ (ক)। সদাচরণের জামিন চাহিবার ক্ষমতা (১১০ ধারা)।

৩। স্থানবিশেষে অনিষ্ট কার্য্য হইলে তদ্বিষয়ের আজ্ঞা প্রভৃতি করিবার ক্ষমতা (১৩৩ ধারা)।

৪। অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা প্রভৃতি প্রচার করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা)।

৫। ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা।

৬। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর কারণানুসন্ধান লইবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা)।

৭। কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করিলে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে তাহাকে ধরিবার পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (১৮৬ ধারা)।

৮। নালিশ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা)।

৯। পোলীসের রিপোর্ট লইবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা)।

১০। নালিশ না হইলেও মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা)।

১১। অধীন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি মোকদ্দমা অর্পণ করিবার ক্ষমতা (১৯২ ধারা)।

১২। অধীন মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা যে আনুষ্ঠানিক কার্য্য লিপিবদ্ধ হয়, তাহা দেখিয়া দণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৩৪৯ ধারা)।

১৩। চোরা বলিয়া যৎসম্বন্ধে অভিযোগ কি সন্দেহ হয় এরূপ দ্রব্য বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৫২৪ ধারা)।

১৪। আপীল ভিন্ন মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া বিচার করিবার কিম্বা বিচারার্থে অর্পণ করিবার ক্ষমতা (৫২৮ ধারা)।

৫। জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

১। প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট হইলে মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

২। ডাকঘর বা টেলিগ্রাফ বিভাগে কোন দলীলের নিমিত্ত তলাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (৯৬ ধারা)।

৩। যে ব্যক্তি শান্তিরক্ষা বা সদাচরণ করিতে নিবদ্ধ আছে তাহাকে মুক্ত করিবার ক্ষমতা (১২৪ ধারা)।

৪। শান্তিরক্ষার নিবন্ধপত্র রহিত করিবার ক্ষমতা (১২৫ ধারা)।

৫। সরাসরীমতে বিচার করিবার ক্ষমতা (২৬০ ধারা)।

৬। কোন কোন স্থলে অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা (৩৫০ ধারা)।

৭। সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞার উপর আপীল শুনিবার ক্ষমতা (৪০৬ ধারা)।

৮। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা যে অপরাধ নির্ণয় হয় তাহার উপর আপীল হইলে তাহা শুনিবার কি অন্যের প্রতি অর্পণ করিবার ক্ষমতা (৪০৭ ধারা)।

৯। কাগজপত্র আনাইবার ক্ষমতা (৪৩৫ ধারা।)

১০। ৫১৪ ধারামতে প্রদত্ত আজ্ঞা সংশোধন করিবার ক্ষমতা (৫১৫ ধারা।)

চতুর্থ তফ্‌সীল।

মফঃস্বলের মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি যে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে।

প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটকে যে যে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

১। সদাচরণের জামিন চাহিবার ক্ষমতা। ১১০ ধারা।

২। স্থানবিশেষে অনিষ্টকার্য্য হইলে আজ্ঞা প্রভৃতি করিবার ক্ষমতা। ১৩৩ ধারা।

৩। অনিষ্টকার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা। ১৪৩ ধারা।

৪। ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা।

৫। মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা। ১৭৪ ধারা।

৬। কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করিলে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার পরওয়ানা দেওনের ক্ষমতা। ১৮৬ ধারা।

৭। নালিশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা। ১৯১ ধারা।

৮। পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা। ১৯১ ধারা।

৯। সন্ধানক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা। ১৯১ ধারা।

১০। সরাসরীমতে বিচার করিবার ক্ষমতা। ২৬০ ধারা।

১১। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটেরা অপরাধ নির্ণয় করিলে তাহার উপর আপীল শুনিবার ক্ষমতা। ৪০৭ ধারা।

১২। চোরা বলিয়া যৎসম্বন্ধে অভিযোগ কি সন্দেহ হয় এরূপ দ্রব্য বিক্রয় করিবার ক্ষমতা। ৫২৪ ধারা।

জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

১। অনিষ্টকার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা। ১৪৩ ধারা।

২। ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা।

৩। মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা। ১৭৪ ধারা।

৪। নালিশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা। ১৯১ ধারা।

৫। পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা। ১৯১ ধারা।

৬। মোকদ্দমা হস্তান্তর করিয়া দিবার ক্ষমতা। ১৯২ ধারা।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটকে যে যে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে।	স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।	১। কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা। ৩২ ধারা। ২। অনিষ্টকার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা। ১৪৩ ধারা। ৩। ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা। ৪। মৃত্যুর কারণানুসন্ধান লইবার ক্ষমতা। ১৭৪ ধারা। ৫। নালিশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা। ১৯১ ধারা। ৬। পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা ১৯১ ধারা। ৭। সন্ধানক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা। ১৯১ ধারা। ৮। বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা। ২০৬ ধারা।
	জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।	১। অনিষ্টকার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা। ১৪৩ ধারা। ২। ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা। ৩। মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা। ১৭৪ ধারা। ৪। নালিশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা। ১৯১। ৫। পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা। ১৯১ ধারা।
তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটকে যে যে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে।	স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।	১। অনিষ্টকার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা। ১৪৩ ধারা। ২। ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা। ৩। মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা। ১৭৪ ধারা। ৪। নালিশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা। ১৯১ ধারা। ৫। পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা। ১৯১ ধারা। ৬। বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা। ২০৬ ধারা।
মহকুমার মাজিষ্ট্রেটকে যে যে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে।	জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।	১। অনিষ্টকার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা। ১৪৩ ধারা। ২। ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা। ৩। মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা। ১৭৪ ধারা। ৪। নালিশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা। ১৯১ ধারা। ৫। পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা। ১৯১ ধারা। ৬। নথী আনাইবার ক্ষমতা ৪৩৫ ধারা।

পঞ্চম তফসীল।

পাঠ বিষয়ক।

১। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমন দিবার পাঠ।

৬৮ ধারা দেখ।

অমুক স্থাননিবাসী শ্রীঅমুক সমীপেষু।

তোমার নামে অমুক অমুক (যে অপরাধের অভিযোগ হয়, তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই স্থলে লিখিতে হইবে) অপরাধের নালিশ হওয়াতে তাহার উত্তর দিবার জন্যে তোমার উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। অতএব তোমার প্রতি এই আজ্ঞা হইল যে, তুমি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আপনি কিম্বা স্থলবিশেষে উকীলের দ্বারা অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। ইহাতে ত্রুটি না হয়।

১৮ সাল তারিখ।

মোহর

স্বাক্ষর।

২। ধৃত করিবার ওয়ারেণ্ট লিখিবার পাঠ।

৭৫ ধারা দেখ।

শ্রীঅমুক সমীপেষু। (যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা এই ওয়ারেণ্ট জারী করিবে তাহার কি তাহাদের নাম ও পদ প্রভৃতি লিখিতে হইবে।)

অমুক স্থাননিবাসী অমুকের নামে অমুক অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে, অতএব উক্ত অমুককে ধরিয়া আমার নিকটে উপস্থিত করা, তোমার প্রতি এই আদেশ হইতেছে। ইহাতে ত্রুটি না হয়।

১৮ সাল তারিখ।

মোহর

স্বাক্ষর।

---

৭৬ ধারা দেখ।

এই ওয়ারেণ্টের পৃষ্ঠে এইরূপ কথা যাইতে পারিবে।

উক্ত অমুক যদি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইবার এবং আমার প্রকারান্তরের আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিবার জামিন অর্থাৎ আপনি এত টাকার ও একজন প্রতিভূ এত টাকার [অথবা দুইজন প্রতিভূ প্রত্যেক এত টাকার] জামিন দেয়, তবে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

১৮ সাল তারিখ স্বাক্ষর।

৩। ওয়ারেণ্টক্রমে ধরিবার পর নিবন্ধপত্র ও জামিনী নিবন্ধপত্র লিখিবার পাঠ।

৮৬ ধারা দেখ।

অমুক অপরাধের অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে আমাকে উপস্থিত করাইবার ওয়ারেণ্ট-ক্রমে অমুক জিলার (কিম্বা স্থলবিশেষে অমুক) মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আমাকে আনা গেলে, অমুক স্থানবাসী আমি শ্রীঅমুক এতদ্দ্বারা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে অমুক স্থানের আদালতে উপস্থিত হইব এবং আদালতের প্রকারান্তরের আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিব। তাহাতে আমার ত্রুটি হইলে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্ম্মের নিবন্ধ-পত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তারিখ স্বাক্ষর।

যে অভিযোগে শ্রীঅমুককে ধৃত করা গিয়াছে, সেই অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে সে অমুক মাসের অমুক তারিখে বেলা এত ঘণ্টার সময় অমুক স্থানের আদালতে উপস্থিত হইবে এবং আদালতের প্রকারান্তরের আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিবে, এতদ্বিষয়ে আমি অমুক স্থানবাসী উক্ত অমুকের প্রতিভূ স্বীকার করিলাম এবং তাহার ত্রুটি হইলে আমি শ্রীশ্রীমহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তারিখ স্বাক্ষর।

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবার ঘোষণাপত্রের পাঠ।

৮৭ ধারা দেখ।

আমার নিকটে নালিশ হইয়াছে যে, অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা দিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের এত ধারামতে দণ্ডনীয় অমুক অপরাধ করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয) এবং তাহাকে ধরিবার জন্য যে ওয়ারেণ্ট দেওয়া যায় উক্ত অমুককে (নাম দিবে) পাওয়া যায় না বলিয়া সেই ওয়ারেণ্ট ফেরত আসিয়াছে এবং আমার হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হই-য়াছে যে, উক্ত অমুক (নাম দিবে) পলাইয়াছে অথবা উক্ত ওয়ারেণ্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে।

এই নিমিত্ত আমি এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, অমুক স্থানবাসী অদ্যাবধি এতদিনের মধ্যে উক্ত নালিশের প্রতিবাদ করিতে এই আদালতে (অথবা আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়) এই আদেশ করা গেল।

১৮ সাল তারিখ

মোহর

স্বাক্ষর।

৫। সাক্ষীকে উপস্থিত করাইবার ঘোষণাপত্রের পাঠ।

৮৭ ধারা দেখ।

আমার নিকট নালিশ হইয়াছে যে অমুক [নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে] অমুক অপরাধ [সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে] করিয়াছে [কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়] এবং উক্ত নালিশের বিষয় সম্বন্ধে সাক্ষ্য লইবার জন্য অমুককে [সাক্ষীর নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে।] এই আদালতে উপস্থিত করাইবার ওয়ারেণ্ট দেওয়া যায়, এবং উক্ত অমুকের [সাক্ষীর নাম দিবে] উপর জারী করিতে পারা যায় না বলিয়া উক্ত ওয়ারেণ্ট ফেরত আসিয়াছে এবং আমার হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হইয়াছে যে, সে পলাইয়াছে অথবা উক্ত ওয়ারেণ্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপন আছে।

এ নিমিত্ত এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত অমুক [নাম দিবে] উক্ত নালিশী অপরাধ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত আগামী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বেলা এত ঘণ্টার সময় অমুক স্থানের আদালতে উপস্থিত হয় এই আদেশ করা গেল।

১৮ সাল তাং

মোহর	স্বাক্ষর।

—

৬। সাক্ষীকে উপস্থিত করাইবার ক্রোকের আজ্ঞার পাঠ।

৮৮ ধারা দেখ।

অমুক স্থানের পুলীস থানার অধ্যক্ষ শ্রীঅমুক সমীপেষু।

এই আদালতে উপস্থিত নালিশ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত অমুককে [নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে] উপস্থিত করাইবার ওয়ারেণ্ট দেওয়া যায়, এবং সেই ওয়ারেণ্ট জারী করিতে পারা যায় না বলিয়া তাহা ফেরত আসিয়াছে; এবং আমার হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হইয়াছে যে সে পলাইয়াছে [অথবা ওয়ারেণ্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে] এবং তজ্জন্য নিয়মমতে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া আদেশ দেওয়া যায় যে উক্ত অমুক তদুল্লিখিত সময় ও স্থানে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দেয় এবং সে উপস্থিত হয় নাই।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে অমুক জেলার মধ্যে উক্ত ব্যক্তির যে অস্থাবর সম্পত্তি থাকে, এত টাকা মূল্য পরিমিত সেই সম্পত্তি আটক করিয়া ক্রোক করিবে, এবং এই আদালতের অন্যতর আজ্ঞার অপেক্ষায় উক্ত সম্পত্তি ক্রোক করিয়া রাখিবে এবং এই ওয়ারেণ্ট যে প্রকারে জারী হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া ওয়ারেণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

১৮ সাল তাং

মোহর	স্বাক্ষর।

—

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবার ক্রোকী আজ্ঞার পাঠ।

৮৮ ধারা দেখ।

আমার নিকটে নালিশ হইয়াছে যে অমুক [নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে] ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের অমুক ধারামতে দণ্ডনীয় অমুক অপরাধ করিয়াছে [কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়] তদনুসারে যে ওয়ারেণ্ট দেওয়া যায় উক্ত অমুককে [নাম দিবে] পাওয়া যায় না বলিয়া সেই ওয়ারেণ্ট ফেরত আসিয়াছে, এবং আমার হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হইয়াছে যে, উক্ত অমুক [নাম দিবে] পলাইয়াছে [অথবা উক্ত ওয়ারেণ্ট জারী এড়াইবার নিমিত্তে গোপনে আছে] ও তজ্জন্য নিয়মমতে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া আজ্ঞা দেওয়া য য যে উক্ত অমুক উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে এত দিন মধ্যে উপস্থিত হয়, এবং অমুক জেলার অমুক গ্রামে কি নগরে গবর্ণমেণ্টে রাজস্বপ্রদায়ী ভূমি ভিন্ন উক্ত অমুকের পশ্চাল্লিখিত সম্পত্তি আছে ও তাহা ক্রোক করিবার আজ্ঞা দেওয়া গিয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সম্পত্তি আটক করিয়া ক্রোক করিবে এবং এই আদালতের অন্যতর আজ্ঞার অপেক্ষায় তাহা ক্রোক রাখিবে ও যে প্রকারে এই ওয়ারেণ্ট জারী করা যায়, পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া ইহা ফেরত পাঠাইবে।

১৮ সাল তাং

মোহর স্বাক্ষর।

কালেক্টরস্বরূপ ডেপুটী কমিশ্যনরের দ্বারা ক্রোক করিবার অনুমতিসূচক আজ্ঞার পাঠ।

৮৭ ধারা দেখ।

অমুক জেলার ডেপুটী কমিশ্যনর সাহেব সমীপেষু।

আমার নিকট নালিশ হইয়াছে যে, অমুক [নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে] ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের অমুক ধারামতে দণ্ডনীয় অমুক অপরাধ করিয়াছে [কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়] ও তদনুসারে যে ওয়ারেণ্ট দেওয়া যায় উক্ত অমুককে [নাম দিবে] পাওয়া যায় না বলিয়া সেই ওয়ারেণ্ট ফেরত আসিয়াছে; ও আমার হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হইয়াছে যে উক্ত অমুক [নাম দিবে] পলাইয়াছে, [অথবা উক্ত ওয়ারেণ্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে] ও তজ্জন্য নিয়মমতে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া আজ্ঞা দেওয়া যায় যে উক্ত অমুক উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে এত দিনের মধ্যে উপস্থিত হয় কিন্তু সে উপস্থিত হয় নাই; ও অমুক গ্রামে কি নগরে উক্ত অমুকের গবর্ণমেণ্টে রাজস্বপ্রদায়ি কিয়ৎ পরিমাণে ভূমি আছে।

এজন্য তোমাকে অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে, তুমি উক্ত ভূমি ক্রোক

করাইবে ও এই আদালতের অন্যতর আজ্ঞার অপেক্ষায় তাহা ক্রোক রাখিবে ও এই আজ্ঞানুসারে তুমি তাহা কর অবিলম্বে তাহার সার্টিফিকেট পাঠাইবে।

১৮ সাল তাং

মোহর

স্বাক্ষর।

৭। ওয়ারেণ্টক্রমে প্রথমেই সাক্ষিকে আনিতে হইলে ঐ ওয়ারেণ্টের পাঠ। ৯০ ধারা দেখ।

শ্রীঅমুক সমীপেষু। (যে পোলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ ওয়ারেণ্ট জারী করিবে তাহার কি তাহাদের নাম ও খ্যাতি লিখিবে)।

আমার নিকট নালিশ হইয়াছে যে, অমুক স্থান বাসী অমুক এই অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) ও অমুক [সাক্ষীর নাম ও বর্ণনা লিখিবে] উক্ত নালিশ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারে এরূপ প্রতীতি হয় এবং এরূপ বিশ্বাস করিবার উত্তম ও বিশিষ্ট কারণ দেখিতে পাই যে বলপূর্ব্বক না আনাইলে উক্ত নালিশের শ্রবণ সময় সে সাক্ষীস্বরূপ উপস্থিত হইবে না।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে অমুককে [নাম দিবে] ধৃত করিবে এবং অমুক মাসে অমুক তারিখে নালিশী অপরাধ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত তাহাকে এই আদালতে আনিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল।

মোহর

স্বাক্ষর।

৮। কোন বিশেষ অপরাধের সংবাদ পাওয়া গেলে পর, তল্লাশী পরওয়ানার পাঠ। ৯৬ ধারা দেখ।

শ্রীঅমুক সমীপেষু (যে পোলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ ওয়ারেণ্ট জারী করিবে তাহার কি তাহাদের নাম ও খ্যাতি লিখিবে)।

আমার নিকটে সংবাদ আসিয়াছে (কি নালিশ হইয়াছে) যে অমুক, অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) কৃত হইয়াছে (কি কৃত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) এবং উক্ত অপরাধের (কি সন্দিগ্ধ অপরাধের) যে তদন্ত লওয়া যাইতেছে কি যাইবে তৎপক্ষে অমুক দ্রব্য (স্পষ্ট করিয়া ঐ দ্রব্য নির্দ্দেশ করিবে) উপস্থিত করা প্রয়োজনীয় ইহা আমাকে দেখান গিয়াছে,

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে, উক্ত দ্রব্য (দ্রব্য নির্দ্দেশ করিবে) অমুক স্থানে (যে বাটি কি স্থান কি তাহার অংশ তল্লাশ করিতে হইবে, তাহার

বর্ণনা করিবে) অন্বেষণ করিবে ও পাওয়া গেলে তাহা অবিলম্বে এই আদালতে উপস্থিত করিবে ও এই ওয়ারেণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি কি করিয়াছ পৃষ্ঠলিপি-ক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসে অমুক তারিখে, আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল।

মোহর

স্বাক্ষর।

৯। গচ্ছিত রাখিবার সন্দিগ্ধ স্থানের তলাশী পরওয়ানার পাঠ।

৯৮ ধারা দেখ।

শ্রীঅমুক সমীপেষু। (কনষ্টেবলের উচ্চপদস্থ পোলীসের কর্ম্মকারকের নাম ও খ্যাতি লিখিবে)।

আমার নিকটে সংবাদ আসিয়াছে ও যথাযোগ্য তদন্ত লইয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে অমুক বাটী [বাটীর কি অন্য স্থানের বর্ণনা লিখিবে] চোরাদ্রব্য গচ্ছিত রাখিবার কি তাহা বিক্রয় করিবার স্থানরূপে [কিম্বা উক্ত ধারা নির্দ্দিষ্ট অন্যতর কার্য্য জন্য ব্যবহৃত হইলে, উক্ত ধারার কথায় তাহা লিখিবে] ব্যবহৃত হয় ;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে, প্রয়োজনীয় সাহায্য লইয়া তুমি উক্ত বাটীতে কি স্থানে প্রবেশ করিবে ও আবশ্যক হইলে এতদর্থে যুক্তিমত বল প্রয়োগ করিবে ও উক্ত বাটির [কি অন্য স্থানের কিম্বা অংশ বিশেষ অন্বেষণ করিতে হইলে, তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিবে] সর্ব্বাংশ খানাতল্লাশী করিবে ও কোন সম্পত্তি [কি দলীল, কি স্থল বিশেষে ষ্ট্যাম্প কি মোহর কি মুদ্রা] [এবং আবশ্যক হইলে এই এই কথাও যোগ্য করিবে, ও যে কোন যন্ত্র কি দ্রব্য যুক্তিমতে তোমার বিবেচনায় জাল দলীল কি স্থল বিশেষে কৃত্রিম ষ্ট্যাম্প কি মোহর কি মুদ্রা প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে রাখা যায়, তাহা] আটক করিয়া দখল করিবে।—এবং উক্ত যে দ্রব্য তদ্রূপে দখল করা যায় তাহা তৎক্ষণাৎ এই আদালতে আনিবে ও এই ওয়ারেণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি কি করিয়াছ পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল।

মোহর

স্বাক্ষর।

১০। শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখিবার পাঠ।

১০৬ ধারা দেখ।

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক আমার প্রতি এতকাল শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র

লিখিয়া দিবার আজ্ঞা হইয়াছে, এই হেতুক আমি উক্ত কাল পর্য্যন্ত শান্তিভঙ্গ করিব না কিংবা যাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা এমত কোন কার্য্য করিব না এই প্রতিজ্ঞা করিলাম, ইহাতে আমার ত্রুটি হইলে আমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং স্বাক্ষর।

১১। সদাচরণ করিবার নিবন্ধপত্র লিখিবার পাঠ।

১০৯ ও ১১০ ধারা দেখ।

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক আমাকে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর প্রতি ও তাঁহার সকল প্রজার প্রতি এত কাল (কাল নির্দ্দেশ করিবে) সদাচরণ করিবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে আজ্ঞা হইযাছে; অতএব আমি উক্ত কাল পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমতীর প্রতি ও তাঁহার সকল প্রজার প্রতি সদাচরণ করিব; ইহাতে আমার ত্রুটি হইলে শ্রীশ্রীমতীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং স্বাক্ষর।

(নিবন্ধপত্র জামিন সহিত লিখিয়া দিতে হইলে, এই কথাগুলি যোগ করিতে হইবে) আমরা উপরি লিখিত অমুকের জামিন হইয়া জানাইতেছি যে, তিনি উক্ত কাল পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর প্রতি ও তাঁহার সকল প্রজার প্রতি সদাচরণ করিবেন, এবং তাহাতে তাঁহার ত্রুটি হইলে আমরা একত্র ও স্বতন্ত্র শ্রীশ্রীমতীকে এত টাকা দণ্ড দিব।

১৮ সাল তাং স্বাক্ষর।

১২। শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনার সংবাদ পাইলে, সমন লিখিবার পাঠ।

১১৪ ধারা দেখ।

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক সমীপেষু।

বিশ্বাসযোগ্য সম্বাদ পাইয়া আমার প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে (এই স্থানে সম্বাদের মর্ম্ম লিখিবে) এবং তোমার দ্বারা শান্তিভঙ্গ হইবার (কি যদ্দ্বারা শান্তিভঙ্গ হইতে পারে তদ্রূপ কার্য্য হইবার সম্ভাবনা, এজন্য তোমাকে এতদ্দ্বারা আদেশ করা যাইতেছে যে, তুমি স্বয়ং (কিম্বা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তার দ্বারা) ১৮ সালের অমুক মাহার অমুক তারিখের পূর্ব্বাহ্ণ বেলা ১০ ঘটিকার সময় অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে উপস্থিত হইয়া কারণ দর্শাইবে যে এত কাল শান্তিভঙ্গ করিবে না এই নিয়মে কেন তোমার প্রতি এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার, (জামিন আবশ্যক হইলে এই কথাগুলি যোগ করিতে হইবে) ও একজন (কিম্বা স্থল বিশেষে দুই জন) প্রতিভূর (কিম্বা একাধিক হইলে, প্রত্যেকের) এত টাকার নিবন্ধপত্র দ্বারা জামিন দিবার আদেশ হইবে না।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই সমনপত্র প্রদত্ত হইল।

মোহর	স্বাক্ষর।

১৩। শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিতে না পারিলে সমর্পণের ওয়ারেণ্টের পাঠ।

১২৩ ধারা দেখ।

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

অমুক স্থানবাসী অমুক এতমাস শান্তিভঙ্গ করিবে না বলিয়া একজন প্রতিভূসহ (অথবা প্রত্যেকে এত টাকার দুই জন প্রতিভূসহ) এত টাকার নিবন্ধপত্র কেন লিখিয়া দিবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত যে সমন দ্বারা তাহাকে আদেশ করা যায় সেই সমনক্রমে সে অমুক মাসের অমুক তারিখে স্বয়ং কি ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তার দ্বারা আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল; এবং তৎকালে আজ্ঞা হয় যে, উক্ত অমুক (নাম দিবে) এই প্রকার জামিন দেয় (যে জামিনের আজ্ঞা করা যায় সমন লিখিত জামিনের সহিত তাহার প্রভেদ থাকিলে তাহা এইস্থলে লিখিতে হইবে) ও সে উক্ত আজ্ঞা পালন করে নাই,

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে, তুমি উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারেণ্টের সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও উক্ত জেলে এত কাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) তাহাতে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে। কিন্তু উক্ত কালমধ্যে সে স্বয়ং ও এক কি অধিক প্রতিভূদ্বারা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া আজ্ঞা পালন করিলে, উক্ত নিবন্ধপত্র গ্রহণ করা যাইবে ও উক্ত অমুককে (নাম দিবে) মুক্ত করা যাইবে; ও যেরূপে এই ওয়ারেণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে, আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল।

[মোহর] স্বাক্ষর।

১৪। সদাচরণের জামিন না দিলে সমর্পণ করিবার ওয়ারেণ্টের পাঠ।

১২৩ ধারা দেখ।

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু,

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুক জিলার মধ্যে গুপ্ত হইয়া আছে ও তাহার জীবন ধারণের দৃশ্য সঙ্গতি নাই (অথবা সে আপনার কোন সন্তোষজনক বিবরণ দিতে পারে না);

কিম্বা

অমুকের (নাম ও বর্ণনা দিবে) সাধারণ চরিত্র সম্বন্ধে আমার সম্মুখে যে প্রমাণ প্রদত্ত হইয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে প্রতীতি হয় যে, সে রীতিমত দস্যু (অথবা স্থলবিশেষে গৃহভেদকারী, ইত্যাদি);

এবং উহা উল্লেখ করিয়া আজ্ঞা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে আদেশ করা গিয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) একজন (অথবা স্থল বিশেষে দুই কি তদধিকজন) প্রতিভূ-সহ আপনি এত টাকার ও উক্ত প্রতিভূ (কিম্বা তদ্রূপ প্রত্যেক প্রতিভূ) এত টাকার

নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া এতকাল (কাল নির্দ্দেশ করিবে) সদাচরণ করিবার জামিন দিবে, ও উক্ত অমুক (নাম দিবে) উক্ত আজ্ঞা পালন করে নাই, ও না করাতে ইতিমধ্যে জামিন না দিলে তাহার প্রতি এতকাল (কাল নির্দ্দেশ করিবে) কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারেণ্টের সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেপাজতে গ্রহণ করিবে, ও তাহাকে এতকাল (কাল নির্দ্দেশ করিবে) নির্ব্বিরে উক্ত জেলে রাখিবে, কিন্তু তন্মধ্যে সে স্বয়ং ও এক কি অধিক প্রতিভূদ্বারা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া আজ্ঞা পালন করিলে, উক্ত নিবন্ধপত্র গ্রহণ করা যাইবে ও উক্ত অমুককে (নাম দিবে) মুক্ত করা যাইবে ও যেরূপে এই ওয়ারেণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল।

মোহর

স্বাক্ষর।

১৫। জামিন না দেওয়াতে যে ব্যক্তি কারাবদ্ধ হইয়াছে তাহাকে মুক্ত করিবার ওয়ারেণ্টের পাঠ।

১২৩ ও ১২৪ ধারা দেখ।

অমুক স্থানের জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারকের হেফাজতে ঐ ব্যক্তি আছে সেই কার্য্যকারক) সমীপেষু।

অমুককে (বন্দীর নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের এই আদালতের ওয়ারেণ্টক্রমে তোমার হেফাজতে সমর্পণ করা যায়, ও সে পরে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীর বিষয়ক আইনের অমুক ধারামতে নিয়মিতরূপে জামিন দিয়াছে।

কিম্বা

জনসমাজের শঙ্কা বিনা তাহাকে মুক্ত করা যাইতে পারে এরূপ বিশ্বাস করিবার বিশিষ্ট হেতু দৃষ্ট হইয়াছে,

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে, উক্ত অমুক (নাম দিবে) যদি অন্য কোন কারণে আটক থাকিবার যোগ্য না হয়, তবে তাহাকে তোমার হেফাজত হইতে অবিলম্বে মুক্ত করিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল

মোহর

স্বাক্ষর।

১৬। অনিষ্টজনক বিষয় উঠাইয়া দিবার আজ্ঞার পাঠ।

[১৩৩ ধারা দেখ।]

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে)

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তুমি অমুক (পথ কি অন্য সাধারণের স্থানে) এরূপে (যেরূপে বাধা কি অনিষ্টজনক কার্য্য হয় তাহার উল্লেখ করিবে) উক্ত রাজপথ (কি অন্য সাধারণের স্থান) ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের বাধাজনক (কি অনিষ্টজনক) কার্য্য করিয়াছ, ও উক্ত বাধা (কি অনিষ্ট) অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে ;

কিম্বা

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে, তুমি স্বামী কি কার্য্যাধ্যক্ষস্বরূপ অমুক ব্যবসায় কি কার্য্য (যে বিশেষ ব্যবসায় কি কার্য্য যে স্থানে চালান যায় তাহার উল্লেখ করিবে) চালাইতেছ এবং এই কারণে (যেরূপে তদ্দ্বারা হানি হয়, এই স্থানে সংক্ষেপে লিখিবে) তাহা সাধারণের স্বাস্থ্যের (কি স্বাচ্ছন্দ্যের) হানিজনক ও তাহার লোপসাধন করা কি তাহা স্থানান্তরে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া উচিত ;

কিম্বা

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে, তুমি অমুক রাজপথের (পথের বর্ণনা লিখিবে) নিকটবর্ত্তী অমুক পুষ্করিণীর (কি কূপের কি গর্ত্তের) স্বামী (কি তাহা তোমার অধিকারে কি কর্ত্তৃত্বাধীনে আছে) ও উক্ত পুষ্করিণীর (কি কূপের কি গর্ত্তের) বেড়া না থাকাতে (কিম্বা শঙ্কানিবারক বেড়া না থাকাতে) সাধারণের বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

কিম্বা

(স্থলবিশেষে) আমার নিকট ইত্যাদি ;

এজন্য আমি এতদ্দ্বারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে, তুমি অমুক সময়ের মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিবে) অমুক কার্য্য করিবে (অনিষ্টজনক বিষয় উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত যাহা করিতে হইবে তাহা লিখিবে) কিম্বা আগামী অমুক মাসের অমুক তারিখে এত ঘণ্টার সময়ে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইয়া এই আজ্ঞা কেন প্রবল করা যাইবে না তাহার কারণ দর্শাইবে ;

কিম্বা

এজন্য আমি এতদ্দ্বারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে, তুমি অমুক সময়ের মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিবে) উক্ত স্থানে উক্ত ব্যবসায় কি কার্য্য চালান বন্ধ করিবে ও তাহা আর সেই স্থানে চালাইবে না, কিম্বা উক্ত স্থান হইতে উক্ত ব্যবসায় কি কার্য্য উঠাইয়া লইয়া যাইবে, কিম্বা আগামী অমুক মাসে ইত্যাদি ;

কিম্বা

এজন্য আমি এতদ্দ্বারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে, তুমি অমুক সময়ের মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিবে) উপযুক্ত বেড়া দিবে (যে প্রকারের বেড়া দিতে হইবে ও যে ভাগে দিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিবে) কিম্বা আগামী অমুক মাসের ইত্যাদি।

কিম্বা

এজন্য আমি এতদ্দ্বারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে ইত্যাদী।

[যথা যেমন]

অদ্য ১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

| মোহর | স্বাক্ষর।

১৭। পঞ্চায়ত নিয়োগ বিষয়ের মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।

১৩৮ ধারা দেখ।

১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুকের [নাম দিবে] প্রতি এই আদেশ করিয়া (আজ্ঞা কিরূপ ফলাত্মক লিখিবে) আজ্ঞা দেওয়া যায় এবং উক্ত আজ্ঞা যুক্তিমত ও উপযুক্ত কি না ইহার বিচার করণার্থ পঞ্চায়ৎ নিয়োগ করিবার আজ্ঞার নিমিত্ত উক্ত অমুক [নাম দিবে] অমুক মাসের অমুক তারিখের দরখাস্তের দ্বারা প্রার্থনা করিয়াছে এজন্য উক্ত প্রশ্নের বিচার ও নিষ্পত্তি করণার্থে আমি অমুক ব্যক্তিদিগকে [পঞ্চায়তের পাঁচ কি তদধিক ব্যক্তির নাম এই স্থানে দিবে] পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করিতেছি ও আদেশ দিতেছি যে, উক্ত পঞ্চায়ৎ এই আজ্ঞার তারিখ অবধি এত দিনের মধ্যে অমুক স্থানে আমার আফিসে তাঁহাদের নিষ্পত্তি পাঠাইবেন।

অদ্য ১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

| মোহর | স্বাক্ষর।

১৮। পঞ্চায়তের নিষ্পত্তির পর মাজিষ্ট্রেটের নোটিসের ও চূড়ান্ত আজ্ঞার পাঠ।

১৪০ ধারা দেখ।

শ্রীঅমুক সমীপেষু [নাম, বর্ণনা ও বাসস্থান লিখিবে]

আমি এতদ্দ্বারা তোমাকে নোটিশ দিতেছি যে, অমুক মাসের অমুক তারিখের তোমার প্রদত্ত দরখাস্তক্রমে নিয়মমতে যে পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করা যায়, তাঁহারা নির্ণয় করিয়াছেন যে, অমুক তারিখে তোমার প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়া [আদেশের মর্ম লিখিবে] যে আজ্ঞা দেওয়া যায় তাহা যুক্তিমত ও উপযুক্ত, এজন্য উক্ত আজ্ঞা চূড়ান্ত করা গেল ও আমি তোমার প্রতি আজ্ঞা দিয়া আদেশ করিতেছি যে, অমুক সময়ের মধ্যে [সময়ের উল্লেখ করিবে] তুমি উক্ত আজ্ঞা পালন করিবে, নতুবা উক্ত আজ্ঞা পালন না করণের নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের নির্দ্দিষ্ট দণ্ড প্রাপ্ত হইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই নোটীস প্রদত্ত হইল।

মোহর স্বাক্ষর।

১৯। পঞ্চায়তের তদন্ত লইবার অপেক্ষায় আসন্ন বিপদ নিবারণার্থে আজ্ঞার পাঠ।

১৪২ ধারা দেখ।

শ্রী অমুক সমীপেষু [নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে]।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমি যে আজ্ঞা করি, তাহা যুক্তিমত ও উপযুক্ত কি না ইহার বিচার করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত পঞ্চায়তের তদন্ত কার্য্য অদ্যাপি চলিতেছে ও আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে, উক্ত আজ্ঞার লিখিত অনিষ্টজনক বিষয় সম্পর্কে সাধারণের এরূপ আসন্ন গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা যে, উক্ত বিপদ নিবারণার্থে অবিলম্বে উপায় করা আবশ্যক, এজন্য ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৪২ ধারার বিধানমতে তোমার প্রতি আজ্ঞা দিয়া এতদ্দ্বারা আদেশ করিতেছি যে, উক্ত পঞ্চায়তের স্থানায় তদন্তের ফলাপেক্ষায় তুমি অবিলম্বে কিয়ৎকালীন সংরক্ষণ নিমিত্ত যে কার্য্যের আদেশ হয় স্পষ্ট করিয়া তাহার উল্লেখ করিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

মোহর স্বাক্ষর।

২০। অনিষ্টজনক কার্য্য পুনশ্চ না করণ প্রভৃতির নিষেধসূচক মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।

১৪৩ ধারা দেখ।

শ্রীঅমুক সমীপেষু [নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে]।

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে, [১৬ বা স্থলবিশেষে ২১ পাঠ দেখিয়া যথাযোগ্য কথাগুলি লিখিবে]।

এজন্য আমি এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি বিশেষরূপ আজ্ঞা দিয়া আদেশ করিতেছি যে, আমার উক্ত দ্রব্য রাখিয়া কি [স্থলবিশেষে] রাখিতে দিয়া ইত্যাদি তুমি উক্ত অনিষ্টজনক কার্য্য পুনশ্চ করিবে না।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

| মোহর |

স্বাক্ষর।

২১। বাধা জন্মাওন ও হাঙ্গামা প্রভৃতি নিবারণার্থে
মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।
১৪৪ ধারা দেখ।

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে)।

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তোমার অধিকারে (কি কর্তৃত্বাধীনে) অমুক (স্পষ্ট করিয়া দ্রব্যটীর বর্ণনা করিবে) আছে ও তুমি উক্ত ভূমিতে নর্দমা কাটিয়া তাহার মাটী ও ইট নিকটস্থ রাজপথে ফেলিতে কি রাখিতে উদ্যত আছ ও তাহাতে উক্ত পথ ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের বাধা জন্মিবার সম্ভাবনা।

কিম্বা

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে, তুমি ও অন্য কতকগুলি লোক (যে শ্রেণীর লোক তাহা'র উল্লেখ করিবে) অমুক রাজপথ (কি স্থলবিশেষে অমুক স্থান) দিয়া ধর্মসংক্রান্ত লোকযাত্রাক্রমে একত্র হইয়া যাইতে উদ্যত আছ ও উক্ত লোকযাত্রায় দাঙ্গা কি হাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা;

কিম্বা

আমার নিকটে ইত্যাদি;

এজন্য তোমার প্রতি এতদ্দ্বারা আজ্ঞা দিতেছি যে, তুমি তোমার ভূমি হইতে তোলা মাটি কি ইট উক্ত পথের কোন স্থানে রাখিবে না কি রাখিতে দিবে না।

কিম্বা।

উক্ত পথ দিয়া যাত্রার লোকজনের গমন এতদ্দ্বারা নিষেধ করিতেছি ও তোমাকে বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দিয়া আজ্ঞা করিতেছি যে, তুমি ঐ লোকযাত্রায় মিশিবে না (অথবা অন্য যেরূপ আজ্ঞা আবশ্যক হয় দিবে)।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

| মোহর |

স্বাক্ষর।

২২। বিবাদীয় ভূমি প্রভৃতি অধিকারে রাখিবার স্বত্ববান পক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।

১৪৫ ধারা দেখ।

আমার বিচারাধীন স্থানের অন্তর্ব্বর্ত্তী অমুক বিষয় (বিবাদের বিষয় সংক্ষেপে লিখিবে) লইয়া অমুক ব্যক্তিদের মধ্যে (উভয়পক্ষের নাম ও বাসস্থান কিম্বা গ্রামাদলের বিবাদ হইলে, কেবল বাসস্থান লিখিবে) যে বিবাদ আছে তাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা যথাযোগ্যরূপে লিপিবদ্ধ হেতুক্রমে আমার এইরূপ প্রতীতি হওয়াতে উক্ত (বিবাদীয় বিষয়) প্রকৃতরূপে দখল থাকিবার সম্বন্ধে আপনাপন দাওয়ার বর্ণনাপত্র দিবার নিমিত্ত উক্ত সকল পক্ষকে আদেশ করা যায় ও তৎক্রমে যথাযোগ্য তদন্ত লইয়া আইনমতে উভয় পক্ষের মধ্যে কে দখল করিবার স্বত্ববান এই দাওয়ার বিবেচনা না করিয়া আমার হৃদ্বোধ জন্মিয়াছে যে, উক্ত অমুকের (নাম কি নামসমূহ কি বর্ণনা দিবে) প্রকৃতপক্ষে দখল করিবার দাওয়া যথার্থ;

এজন্য আমি নিষ্পত্তি করিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি যে, উক্ত অমুকের (কি অমুকদের) দখলে উক্ত বিবাদীয় বিষয় আছে ও আইনের নিয়মিত প্রণালীক্রমে যাবৎ ভ্রষ্ট না হয় উক্ত ব্যক্তি (কি ব্যক্তিরা) তাহা দখল রাখিবার স্বত্ববান এবং ইতিমধ্যে তাহার (কি তাহাদের) দখলের কোনরূপ বিঘ্নকরণ বিশেষরূপে নিষেধ করিতেছি।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

মোহর স্বাক্ষর।

২৩। ভূমি প্রভৃতির দখল লইয়া বিবাদ হইলে ক্রোক করিবার ওয়ারেন্টের পাঠ।

১৪৬ ধারা দেখ।

অমুক স্থানের পোলীস থানার অধ্যক্ষ কিম্বা অমুক স্থানের কালেক্টর

সমীপেষু।

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে, আমার বিচারাধীন স্থানের অন্তর্ব্বর্ত্তী অমুক বিষয় (সংক্ষেপে বিবাদীয় বিষয়ের উল্লেখ করিবে) লইয়া অমুক ব্যক্তিদের মধ্যে (পক্ষদের নাম ও বাসস্থান কিম্বা গ্রামাদলের মধ্যে বিবাদ হইলে কেবল বাসস্থান লিখিবে) যে বিবাদ আছে তাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা ও প্রকৃতপক্ষে উক্ত [বিবাদীয় বিষয়ের] দখল সম্বন্ধে তাহাদের আপন আপন দাওয়ার বর্ণনাপত্র লিখিয়া দিতে উক্ত উভয়পক্ষের প্রতি যথাযোগ্যরূপে আদেশ করা যায় ও উক্ত দাওয়ার নিয়মিত তদন্ত হইয়া আমি নিষ্পত্তি করিয়াছি যে, উক্ত উভয়পক্ষের মধ্যে কাহারও দখলে উক্ত [বিবাদীয় বিষয়] নাই কিম্বা ঐ উভয়পক্ষের কোন্ পক্ষ যে পূর্ব্বোক্তমতে দখলিকার ছিলেন তদ্বিষয়ে আমি কিছুই স্থির করিতে পারি নাই।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করিতেছি যে তুমি উক্ত [বিবাদীয় বিষয়] দখলে লইয়া রাখিয়া ক্রোক করিবে ও যাবৎ পক্ষদের স্বত্ব কিম্বা দখল করিবার দাওয়া নির্ণয়সূচক উপযুক্ত আদালতের ডিক্রী কি আজ্ঞা না হয় উহা ক্রোক করিয়া

রাখিবে ও যেরূপে এই ওয়ারেণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল।

মোহর	স্বাক্ষর।

—o—

২৪। স্থলে কি জলে কোন কার্য্য করিবার নিষেধসূচক
মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।

১৪৭ ধারা দেখ।

আমার বিচারাধীন স্থানের অন্তর্বর্ত্তী অমুক ভূমি [কি জল] সংক্ষেপে বিবাদীয় বিষয়ের উল্লেখ করিবে কেবল [অমুক ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ] দখলের দাওয়া করেন বলিয়া তাহার ব্যবহার করণের স্বত্বসম্পর্কে বিবাদ উত্থিত হওয়াতে, তদ্বিষয়ের যথাযোগ্য তদন্ত লইয়া আমার প্রতীতি হইয়াছে যে, উক্ত ভূমি [কি জল] সাধারণের তদ্রূপ ব্যবহারযোগ্য [কিম্বা কোন ব্যক্তির কি বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তি হইলে, তাহার কি তাহাদের বর্ণনা লিখিবে] ও যদি বৎসরের সমুদায় সময় ব্যবহার করা যাইতে পারে [উক্ত তদন্তানুষ্ঠান করিবার তিন মাসের মধ্যে [কিম্বা যদি বৎসরের কালবিশেষে ব্যবহার করা যাইতে পারে "বৎসরের যে কালবিশেষে ব্যবহার করা যাইতে পারে শেষ বারের সেই কালে"] উক্তরূপ ব্যবহার হইয়াছে।

এজন্য আমি আজ্ঞা করিতেছি যে, উক্ত (দখলের দাওয়াদার কি দাওয়াদারেরা) কিম্বা তাঁহাদের পক্ষে কেহ যাবৎ উপযুক্ত আদালতের এই মর্ম্মের ডিক্রী কি আজ্ঞা না পান যে, তিনি [কি তাঁহারা] কেবল উক্ত ভূমি [কি জল] দখল করিবার স্বত্ববান তাবৎ পূর্ব্বোক্ত ব্যবহার করিবার স্বত্বভোগ বর্জ্জিত উক্ত ভূমি (কি জলের) দখল লইবেন না (কি রাখিবেন না।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে, আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

মোহর	স্বাক্ষর।

———

২৫। পোলীস কর্ম্মকারকের সম্মুখে প্রথমস্থলীয় তদন্ত সময়ে নিবন্ধপত্রের
ও জামিনী নিবন্ধপত্রের পাঠ।

১৬৯ ধারা দেখ।

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক [নাম দিবে] আমার নামে অমুক অপরাধের অভিযোগ হওয়াতে ও তদন্তের পর অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার আদেশ হওয়াতে কিম্বা

শুনানির পর আদেশ হইলেই অমুক স্থানে উপস্থিত হইবার নিজে মুচলেকা লিখিয়া দিবার আজ্ঞা হওয়াতে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, উক্ত অভিযোগের আরও প্রতিবাদ করিতে আগামী অমুক মাসের অমুক তারিখে [কিম্বা পরে যে দিনে উপস্থিত হইবার আদেশ হয় সেই দিনে] এত ঘণ্টার সময়ে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইব। ইহাতে আমার ক্রটি হইলে, আমি ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তারিখ স্বাক্ষর

শ্রীঅমুক অমুক মাসের অমুক তারিখে [কিম্বা পরে যে দিনে উপস্থিত হইবার আদেশ হয় সেই দিনে] এত ঘণ্টার সময়ে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইবে ও তাহার নামে যে অভিযোগ আছে তাহার আরও প্রতিবাদ করিবে এই বিষয়ে আমি [কিম্বা আমরা সংস্পৃষ্ট ও স্বতন্ত্রভাবে সকলে ও প্রত্যেকে] উপরোক্ত অমুকের জামিন স্বীকার করিতেছি ও ও তাহাতে তাহার ক্রটি হইলে আমি ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তারিখ স্বাক্ষর

২৬। মোকদ্দমা করিবার বা সাক্ষ্য দিবার নিবন্ধপত্রের পাঠ।

১৭০ ধারা দেখ।

অমুকের নামে অমুক অপরাধের যে অভিযোগ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অমুক স্থাননিবাসী শ্রীঅমুক আমি আগামী অমুক মাসের অমুক তারিখে বেলা এত ঘণ্টার সময়ে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইয়া তৎকালে তাহার বিপক্ষে মোকদ্দমা চালাইব (অথবা স্থলবিশেষে মোকদ্দমা চালাইব ও সাক্ষ্য দিব অথবা সাক্ষ্য দিব) এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ইহাতে আমার ক্রটি হইলে, আমি ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তারিখ স্বাক্ষর

২৭। গবর্ণমেণ্টের উকীলকে মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক সমর্পণের নোটিস দিবার পাঠ।

২১৮ ধারা দেখ।

অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট এতদ্দ্বারা নোটিস দিতেছেন যে, তিনি অমুককে আগামী সেশনে বিচারার্থে সমর্পণ করিয়াছেন ও উক্ত মাজিষ্ট্রেট এতদ্দ্বারা আদেশ দিতেছেন যে, গবর্ণমেণ্টের উকীল উক্ত মোকদ্দমার অভিযোগ চালান।

অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইয়াছে যে, [অভিযোগপত্রে অপরাধের যেরূপ উল্লেখ আছে, এই স্থলে তদ্রূপ উল্লেখ করিবে।]

১৮ সাল তারিখ স্বাক্ষর

২৮। অভিযোগের পাঠ।

২২১, ২২২ ও ২২৩ ধারা দেখ।

১। অভিযোগপত্রে একমাত্র দফা থাকিলে।

(ক) অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি শ্রীঅমুক আমি শ্রীঅমুক (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) তোমার নামে এই অভিযোগ করিলাম।

দণ্ডবিধির আইনের ১২১ ধারা।

(খ) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১২১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ (প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট অভিযোগ পত্র প্রস্তুত করিলে, সেশন আদালতের পরিবর্ত্তে হাইকোর্ট লিখিতে হইবে)।

(গ) অতএব উক্ত আদালতে উক্ত অভিযোগপত্রে তোমার বিচার হয় এই আদেশ করিলাম।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্বাক্ষর ও মোহর।

(ঘ) চিহ্নিত কথার পরিবর্ত্তে পশ্চাল্লিখিত অন্যতর প্রকারের কথা লেখা যাইতে পারিবে।

১২৪ ধারা।

২। ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারল সাহেবের মন্ত্রিসভার সভ্য মাননীয় অমুক সাহেব উক্ত সভ্যস্বরূপে বৈধ ক্ষমতামতে কার্য্য না করেন এই নিমিত্ত তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে ঐ সভ্যের প্রতি আক্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১২৪ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের কি হাইকোর্টের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

১৬১ ধারা।

৩। তুমি অমুক কর্ম্মবিভাগের রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া স্বীয় পদসম্পর্কীয় কোন কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তিস্বরূপে আপনার আইনমত বেতন ভিন্ন অমুক নামক ব্যক্তির নিমিত্তে অমুক নামক ব্যক্তির স্থানে পারিতোষিক গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৬১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের কি হাইকোর্টের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

১৬৬ ধারা।

৪। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে অমুক কর্ম্ম করিয়াছিলে (কিম্বা স্থলবিশেষে অমুক কর্ম্ম কর নাই) ও তাহা অমুক সালের অমুক আইনের অমুক ধারার বিধানের বিপক্ষে অমুকের বিঘ্নজনক ছিল ইহা জানিতে ইহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৬৬ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের কি হাইকোর্টের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

১৯৩ ধারা।

৫। অমুক স্থানের অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে শ্রীঅমুকের সম্মুখে অমুকের বিচার হওন সময়ে তুমি সাক্ষ্য দেওনকালে এই কথা কহিয়াছিলে যে "

আর তুমি সেই কথা মিথ্যা জানিয়া কিম্বা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া কিম্বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করিয়া কহিয়াছিলে, ইহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৯৩ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

৩০৪ ধারা।

৬। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে জ্ঞানকৃত বধের তুল্য নয় এমত অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিয়া অমুকের মৃত্যু

কারণ হইয়াছ, ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০৪ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

৩০৬ ধারা।

৭। অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে আনন্দ মত্ত হইয়া আত্মহত্যা করিবার উদ্যোগ করিলে তুমি তাহার আত্মঘাতী হইবার সহায়তা করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০৬ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের কি হাইকোর্টের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

৩২৫ ধারা।

৮। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে ইচ্ছাপূর্ব্বক অমুকের গুরুতর পীড়া জন্মাইয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩২৫ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের কি হাইকোর্টের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

৩৯২ ধারা।

৯। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে অমুকের উপর (নাম দিবে) দস্যুতা করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৯২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের কি হাইকোর্টের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

৩৯৫ ধারা।

১০। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে ডাকাইতী করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৯৫ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে "সেশন আদালতে বিচার্য্য" এই কথা ত্যাগ করিয়া "আমার বিচার্য্য" এই কথা প্রয়োগ করিতে হইবে। (গ) প্রকরণের "উক্ত আদালত" এই কথা ত্যাগ করিতে হইবে।

২। অভিযোগ দুই কি তদধিক দফা থাকিলে।

(ক) অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি শ্রীঅমুক আমি শ্রীঅমুক (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) তোমার নামে এই অভিযোগ করিলাম।

দণ্ডবিধির আইনের ২৪১ ধারা।

(খ) প্রথম। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে কোন মুদ্রা কৃত্রিম জানিয়া অকৃত্রিম বলিয়া অমুক (নামক) ব্যক্তিকে দিয়াছিলে। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২৪১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

দ্বিতীয়। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে কোন মুদ্রা কৃত্রিম জানিয়া তাহা অকৃত্রিমরূপে গ্রহণ করিতে অমুকের প্রবৃত্তি জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলে। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২৪১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

(গ) অতএব উক্ত অভিযোগক্রমে উক্ত আদালতে তোমার বিচার হয়, আমার এই আদেশ।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্বাক্ষর ও মোহর।

(খ) প্রকরণের পরিবর্ত্তে এইরূপ কথা লেখা যাইতে পারে।

---

৩০২ ও ৩০৪ ধারা।

২। প্রথম। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে অমুকের মৃত্যুর কারণ হইয়া জ্ঞানকৃত বধ করিয়াছ। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

দ্বিতীয়। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে অমুকের মৃত্যুর কারণ হইয়া অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিয়াছ। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০৪ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

৩৭৯ ও ৩৮২ ধারা।

৩। প্রথম। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে চুরি করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৭৯ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

দ্বিতীয়। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে চুরি করিবার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তির প্রাণনাশ করিবার উদ্যোগ করিয়া চুরি করিয়াছিলে। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৮২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

তৃতীয়। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে চুরিকরণের পর পলায়ন করিতে পারিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিয়া চুরি করিয়াছিলে। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৮২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

চতুর্থ। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে চৌর্য্যক্রমে অপহৃত দ্রব্য রাখিতে পার, এই নিমিত্ত কোন ব্যক্তির পীড়া দিবার ও ভয় জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া চুরি করিয়াছ। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৮২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

১৯৩ ধারামতে অনুকল্পে অভিযোগ।

৪। অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে শ্রীঅমুকের সম্মুখে অমুক ব্যাপারের তদন্ত লওন সময়ে তুমি সাক্ষ্য দেওনকালে এই কথা কহিয়াছিলে যে, " · " এবং অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে শ্রীঅমুকের সম্মুখে অমুকের বিচার হওন সময়ে সাক্ষ্য দেওনকালে এই কথা কহিয়াছিলে যে, " " ইহার মধ্যে এক কথা তুমি মিথ্যা জানিতে কি কি মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিতে কিম্বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে না। ইহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৯৩ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

মাজিষ্ট্রেটদের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে "সেশন আদালতের বিচার্য্য" এই কথা ত্যাগ করিয়া "আমার বিচার্য্য" এই কথা প্রয়োগ করিতে হইবে এবং "উক্ত আদালতে" এই কথা ত্যাগ করিতে হইবে।

৩। পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয় হইবার পর চুরি করিবার অভিযোগ হইলে,

অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি শ্রীঅমুক (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) তোমার নামে এই অভিযোগ করিলাম।

তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে চুরি করিয়াছিলে। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৭৯ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (অথবা স্থলবিশেষে হাইকোর্টের বা মাজিষ্ট্রেটের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

এবং তুমি উক্ত শ্রীঅমুক (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) উক্ত অপরাধ করিবার পূর্ব্বে অর্থাৎ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৭ অধ্যায়মতে তিন বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে অর্থাৎ রাত্রিযোগে দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশ অপরাধে (যে ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয় সেই ধারার যে যে শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা অপরাধের বর্ণনা করিতে হইবে) অমুক আদালত কর্ত্তৃক (যে আদালত কর্ত্তৃক অপরাধী নির্ণীত হয় সেই আদালতের নাম দিবে) অপরাধী নির্ণীত হইয়াছিলে। উক্ত অপরাধ নির্ণয় অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে বলবৎ ও ফলবৎ আছে এবং তুমি তজ্জন্য ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৭৫ ধারামতে অধিক দণ্ড পাইবার যোগ্য।

অতএব আমার আদেশ এই যে, উক্ত অভিযোগক্রমে উক্ত আদালতে তোমার বিচার হয়,

---

২৯। কোন মাজিষ্ট্রেট কারাদণ্ডের কি অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিলে তদনুসারে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারেণ্টের পাঠ।

২৪৫ ও ২৫৮ ধারা দেখ।

অমুক স্থানের জেলার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার (নাম ও পদসূচক খ্যাতি দিবে) সম্মুখে ১৮ সালের ক্যালেণ্ডরের এত নং মোকদ্দমার (প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যে হউক) আসামী অমুকের (আসামীর নাম দিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের কি অমুক আইনের এই (কি এই এই) ধারামতে অমুক অপরাধ নির্ণয় হওয়াতে এই দণ্ডের আজ্ঞা হইযাছে [সম্পূর্ণভাবে ও স্পষ্টরূপে দণ্ডের উল্লেখ করিবে।]

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে, তুমি উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) উক্ত অমুককে (আসামীর নাম দিবে) এই ওয়ারেণ্ট সহিত উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও তথায় আইনমতে পূর্ব্বোক্ত দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর-যুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল।

| মোহর |

স্বাক্ষর।

৩০। ক্রোক করিয়া ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় না হইলে কারাদণ্ডের ওয়ারেণ্টের পাঠ।

২৫০ ধারা দেখ।

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুকের (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ও বর্ণনা লিখিবে) বিরুদ্ধে এই বলিয়া নালিশ করে যে, (নালিশের মর্ম্ম সংক্ষেপে লিখিবে) ও অনর্থক ও বিরক্তিকর বলিয়া তাহা ডিস্মিস্ করা গিয়াছে ও ডিস্মস্ করিবার আজ্ঞায় উক্ত অমুকের (বাদীর নাম দিবে) প্রতি ক্ষতিপূরণস্বরূপ এত টাকা দিবার আদেশ হইয়াছে ও উক্ত টাকা দেওয়া যায় নাই ও উক্ত অমুকের (বাদীর নাম দিবে) অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া তাহা আদায় করা যাইতে পারে না ও ইতিমধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে, তাহার এতদিনের কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) এই ওয়ারেণ্ট সহিত তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও তাহাকে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৬৯ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে এতকাল উক্ত জেলে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে। কিন্তু ইতিমধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া গেলে তাহা পাইয়া তাহাকে মুক্ত করিবে, যেরূপে এই ওয়ারেণ্ট সাধন হয়, পৃষ্ঠলিপিপত্রে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল।

মোহর

স্বাক্ষর।

৩১। সাক্ষীর নামে সমনের পাঠ।

৬৮ ও ২৫২ ধারা দেখ।

অমুক স্থাননিবাসী শ্রীঅমুক সমীপেষু।

আমার নিকটে নালিশ হইয়াছে যে, অমুক স্থাননিবাসী অমুক অমুক অপরাধ (সময় ও স্থানসহ সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) ও আমার বোধ হয় যে, তুমি অভিযোগের পক্ষে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য দিতে পারিবে।

এজন্য উক্ত নালিশের বিষয় সম্পর্কে তুমি যাহা জান তাহার সাক্ষ্য দিতে আগামী অমুক মাসের অমুক তারিখে পূর্ব্বাহ্নে দশ ঘটিকার সময় তুমি এই আদালতে উপস্থিত হইবে ও আদালতের অনুমতি না লইয়া তথা হইতে চলিয়া যাইবে না, এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি এই সমন দেওয়া গেল ও তোমাকে সাবধান করা যাইতেছে যে, তুমি ন্যায়সঙ্গত কারণ বিনা উক্ত তারিখে উপস্থিত হইতে উপেক্ষা কি অস্বীকার করিলে তোমাকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত ওয়ারেণ্ট দেওয়া যাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই সমনপত্র প্রদত্ত হইল।

মোহর	স্বাক্ষর।

৩২। জুরর ও এসেসরদিগকে সমন করিবার নিমিত্ত জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি আদেশপত্রের পাঠ।

৩২৬ ধারা দেখ।

অমুক জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমীপেষু।

আগামী অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানের আদালত ঘরে ফৌজদারী সেশন বসিবে ও এই আদালতে জুরর ও এসেসরদিগের যে সংশোধিত ফর্দ্দ দেওয়া গিয়াছে, তদুক্ত নামের মধ্য হইতে নিয়মিতরূপে গুলিবাটক্রমে এতল্লিখিত ব্যক্তিদের নাম নির্ব্বাচিত হইয়াছে, এজন্য এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে, উক্ত তারিখে পূর্ব্বাহ্ণ দশ ঘটিকার সময় উক্ত সেশন আদালতে উপস্থিত হইবার সমন উক্ত ব্যক্তিদিগকে দিবে ও এই আদেশ অনুসারে তুমি যে ইহা করিলে উক্ত সময়ের মধ্যে তাহার সার্টিফিকেট পাঠাইবে।

(এই স্থলে জুরর এসেসরদের নাম দিবে)।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আদেশপত্র প্রদত্ত হইল।

মোহর	স্বাক্ষর।

৩৩। জুরর ও অসেসরকে সমন দিবার পাঠ।

৩২৮ ধারা দেখ।

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক সমীপেষু।

আগামী ফৌজদারী সেশনে আসেসর (কি জুরর) স্বরূপ তোমার উপস্থিত হইবার আজ্ঞাসূচক অমুক স্থানের সেশন আদালতের আদেশপত্র আমার নিকট প্রেরিত হওয়াতে তুমি আগামী অমুক মাসের অমুক তারিখে পূর্ব্বাহ্ণ দশ ঘটিকার সময় উক্ত সেশন আদালতে উপস্থিত হইবে, তোমাকে এতদ্দ্বারা এই সমন দেওয়া গেল।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই সমনপত্র প্রদত্ত হইল।

মোহর	স্বাক্ষর।

৩৪। প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারেণ্টের পাঠ।

৩৭৪ ধারা দেখ।

অমুক স্থানের জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে সেশন হয়, উক্ত সেশনে কালেণ্ডরের এত নম্বর মোকদ্দমায় (প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যে হউক) আসামী অমুকের (আসামীর নাম দিবে) দণ্ডবিধির আইনের এত ধারামতে বধস্বরূপ অপরাধজনক নরহত্যা অপরাধ নিয়মিতরূপে নির্ণীত হইয়া প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে ও অমুক স্থানের অমুক কোর্ট কর্ত্তৃক উক্ত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ়করণের অপেক্ষা আছে।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে, তুমি উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারেণ্টসহ উক্ত অমুককে (আসামীর নাম দিবে) উক্ত জেলে তোমার হেপাজতে গ্রহণ করিবে ও যাবৎ অমুক কোর্টের আজ্ঞা ফলবতী করণার্থ এই আদালতের অন্যতর ওয়ারেণ্ট কি আজ্ঞা না পাও তাবৎ তাহাকে তাহাকে তথায় নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল।

মোহর	স্বাক্ষর।

৩৫। প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা সাধন করিবার ওয়ারেণ্টের পাঠ।

৩৮১ ধারা দেখ।

অমুক স্থানের জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে যে সেশন বসে, তাহাতে কালেণ্ডরের এত নম্বর মোকদ্দমায় (প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যাহা হউক) আসামী অমুককে (আসামীর নাম দিবে) অমুক মাসের অমুক তারিখের এই আদালতের ওয়ারেণ্টক্রমে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাধীনে তোমার হেপাজতে সমর্পণ করা গিয়াছে এবং উক্ত দণ্ডাজ্ঞার দৃঢ়ীকরণাত্মক অমুক কোর্টের আজ্ঞা এই আদালতে গৃহীত হইয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কি রক্ষক তদাজ্ঞা সাধন করিবার নিয়মিত সময়ে ও স্থানে যাবৎ উক্ত অমুক না মরে তাহার গলায় উদ্বন্ধন দ্বারা উক্ত দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবে এবং উক্ত দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইয়াছে পৃষ্ঠলিপিক্রমে ইহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেণ্ট এই আদালতে ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল।

মোহর	স্বাক্ষর।

৩৬। দণ্ড পরিবর্ত্তনের পর ওয়ারেণ্টের পাঠ।

৩৮১ ও ৩৮২ ধারা দেখ।

অমুক স্থানের জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কি রক্ষক সমীপেষু।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে যে সেশন বসে তাহাতে কালেণ্ডরের এত নম্বর মোকদ্দমায় (প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যাহা হউক) আসামী অমুকের (আসামীর নাম দিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের এত ধারামতে দণ্ডনীয় অমুক অপরাধ নির্ণয় হইয়া এই দণ্ডের আজ্ঞা হয় ও তদনুসারে তাহাকে তোমার হেপাজতে সমর্পণ করা যায় এবং অমুক আদালতের আজ্ঞাবারা (যে আজ্ঞার দোকর লিপি এতৎ সঙ্গে দেওয়া গেল) উক্ত দণ্ডাজ্ঞার নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর (কি অন্য যেরূপ হয়) দণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে, তুমি উক্ত অমুক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কি রক্ষক যাবৎ উক্ত আজ্ঞামতে দ্বীপান্তরদণ্ড ভোগ করণার্থে উপযুক্ত কর্ত্তৃত্বাধীনে ও হেপাজতে উক্ত অমুককে (নাম দিবে) সমর্পণ করিতে না পায়, তাবৎ তাহাকে আইনের আদেশমতে নির্ব্বিঘ্নে উক্ত জেলে তোমার হেপাজতে রাখিবে।

কিম্বা

লঘুকৃত দণ্ডের আজ্ঞা কারাদণ্ডের হইলে "যাবৎ" অবধি "তাবৎ" পর্য্যন্ত কথা না লিখিয়া "হেফাজতে রাখিবে' এই কথার পরে এই এই কথা দিবে ও "উক্ত আজ্ঞামতে আইন অনুসারে তথায় কারাদণ্ড সাধন করিবে।"

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল।

মোহর	স্বাক্ষর।

৩৭। ক্রোক ও বিক্রয়দ্বারা অর্থদণ্ড আদায় করিবার ওয়ারেণ্টের পাঠ।

৩৮৬ ধারা দেখ।

শ্রীঅমুক সমীপেষু (যে পোলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা ওয়ারেণ্ট সাধন করিবে তাহার কি তাহাদের নাম ও খ্যাতি লিখিবে।)

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে অমুকের (অপরাধীর নাম ও বর্ণনা লিখিবে) অমুক অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) নির্ণয় হইয়া এত টাকা অর্থদণ্ড দিবার আজ্ঞা হয় এবং উক্ত অমুকের (নাম দিবে) প্রতি উক্ত অর্থদণ্ড দিবার আদেশ হইলেও সে উক্ত টাকা কি তাহার কোন অংশ দেয় নাই।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করিতেছি যে অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও, তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবে, ও তদ্রূপ ক্রোক হইবার পর এতকাল মধ্যে (যতদিন কি ঘণ্টা সময় দেওয়া যায় তাহা লিখিবে) কিম্বা অবিলম্বে উক্ত টাকা না দেওয়া গেলে উক্ত ক্রোককৃত অস্থাবর সম্পত্তি কিম্বা উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা পরিশোধ করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ

বিক্রয় করিবে এবং এই ওয়ারেণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ, পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল।

মোহর

স্বাক্ষর।

৩৮। কোন কোন অবজ্ঞার মোকদ্দমায় অর্থদণ্ড হইলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারেণ্টের পাঠ।

৪৮০ ধারা দেখ।

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

অদ্য আমার সম্মুখে আদালতের অধিবেশনে অমুক [অপরাধীর নাম ও বর্ণনা দিবে] আদালতের সম্মুখে [কি দৃষ্টিগোচরে] ইচ্ছাপূর্ব্বক অবজ্ঞাকরণ অপরাধ করিয়াছে।

এবং এইরূপ অবজ্ঞা নিমিত্ত আদালত অমুকের [অপরাধীর নাম দিবে] এত টাকা অর্থদণ্ডের ও তাহা না দিলে এত টাকা [মাস কি দিনের সংখ্যা লিখিবে] কারাদণ্ড ভোগের আজ্ঞা করিয়াছেন।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে, তুমি উক্ত দেওয়ানী জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট [কি রক্ষক] এই ওয়ারেণ্টের সহিত উক্ত অমুককে [অপরাধীর নাম দিবে] তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও ইতিমধ্যে উক্ত অর্থদণ্ড প্রদত্ত না হইলে এত কাল [কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে] তাহাকে উক্ত জেলে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে এবং উক্ত টাকা পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুক্ত করিবে ও যেরূপে এই ওয়ারেণ্ট সাধন হইল, পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল।

মোহর

স্বাক্ষর।

৩৯। সাক্ষী উত্তর দিতে অস্বীকার করিলে কারাবদ্ধ করিবার মাজিষ্ট্রেটের বা জজের ওয়ারেণ্টের পাঠ।

৪৮৫ ধারা দেখ।

শ্রীঅমুক [আদালতের কর্ম্মকারকের নাম ও খ্যাতি দিবে] সমীপেষু।

অমুক [নাম ও বর্ণনা দিবে] সাক্ষিস্বরূপ সমন প্রাপ্ত হইয়া [কিম্বা এই আদালতের সম্মুখে আনীত হইয়া ও অপরাধের অভিযোগের তদন্তকালে অদ্য সাক্ষ্য দিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া উক্ত অপরাধের অভিযোগ সম্বন্ধে যে কি যে যে] প্রশ্ন তাহার প্রতি করা

দিয়া নিয়মিতরূপে লেখা যায় অস্বীকার করিবার ন্যায়ানুগত কারণ না দর্শাইয়া সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করে এবং উক্ত অবজ্ঞা নিমিত্ত তাহাকে এতকাল (আটক করিয়া রাখিবার কাল নির্দ্দেশ করিবে) হেফাজতে আটক করিয়া রাখিবার আদেশ হইয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে, তুমি উক্ত অমুককে (নাম দিবে) হেফাজতে গ্রহণ করিবে এবং ইতিমধ্যে সাক্ষ্য দিতে ও জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর করিতে সম্মত না হইলে এতদিন তাহাকে তোমার হেফাজতে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে ও তাহার শেষদিনে কিম্বা তদ্রূপ সম্মতি জ্ঞাত হইবামাত্র আইনমতে কার্য্য হইবার নিমিত্ত তাহাকে এই আদালতের সম্মুখে আনিবে ও যেরূপে এই ওয়ারেণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে, আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল।

মোহর স্বাক্ষর।

৪০। ভরণপোষণের টাকা না দিলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারেণ্টের পাঠ।

৪৮৮ ধারা দেখ।

অমুক স্থানের জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কি রক্ষক সমীপেষু।

আমার সম্মুখে প্রমাণ হইয়াছে যে, অমুকের (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) যে সঙ্গতি আছে তহাতে সে আপন স্ত্রীর (নাম দিবে) কি এই এই (কারণ উল্লেখ করিবে) বশতঃ আত্মভরণপোষণাক্ষম সন্তানের (নাম দিবে) ভরণপোষণ করিতে পারে ও তৎকার্য্য করিতে সে উপেক্ষা (কি অস্বীকার) করিয়াছে ও তাহার স্ত্রীর (কি সন্তানের) ভরণপোষণ নিমিত্ত উক্ত অমুকের (নাম দিবে) প্রতি মাসিক এত টাকা দিবার আজ্ঞা নিয়মিতরূপে করা গিয়াছে, এবং ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে যে, উক্ত অমুক (নাম দিবে) স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত আজ্ঞা সামান্য করিয়া অমুক (কি অমুক অমুক) মাসের বৃত্তিস্বরূপ এত টাকা দেয় নাই এবং তজ্জন্য উক্ত জেলে তাহার এতকাল সামান্য (কি কঠোর) কারাদণ্ডের আজ্ঞা করা গিয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে, তুমি উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) এই ওয়ারেণ্ট সহিত উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও তথায় আইনমতে উক্ত আজ্ঞা সাধন করিবে ও যেরূপে এই ওয়ারেণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল।

মোহর স্বাক্ষর।

৪১। ক্রোক ও বিক্রয় দ্বারা ভরণপোষণের টাকা আদায় প্রবল করিবার ওয়ারেণ্টের পাঠ।

৪২৮ ধারা দেখ।

শ্রী অমুক সমীপেষু।

যে পোলীস কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি ওয়ারেণ্ট সাধন করিবে তাহার নাম ও খ্যাতি লিখিবে।

আপন স্ত্রীর কি সন্তানের ভরণপোষণ নিমিত্ত উক্ত অমুকের (নাম দিবে) প্রতি মাসিক এত টাকা দিবার আজ্ঞা নিয়মিতরূপে করা গিয়াছে এবং উক্ত অমুক (নাম দিবে) স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক উক্ত আজ্ঞা অমান্য করিয়া অমুক কি অমুক অমুক মাসের বৃত্তিস্বরূপ এত টাকা দেয় নাই।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে, তুমি অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবে ও তদ্রূপ ক্রোক হইবার পর এতকাল মধ্যে (যত দিন কি ঘণ্টা সময় দেওয়া যায় তাহা লিখিবে) (কিম্বা অবিলম্বে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত ক্রোককৃত অস্থাবর সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা পরিশোধ করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে, ও এই ওয়ারেণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল।

মোহর

স্বাক্ষর।

৪২। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে প্রথমস্থলীয় তদন্ত সময়ে নিবন্ধপত্রের ও জামিনী নিবন্ধপত্রের পাঠ।

৪৯৬ ও ৪৯৯ ধারা দেখ।

অমুক স্থানবাসী আমি অমুক (নাম দিবে) অমুক অপরাধের অভিযোগে অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনীত হইয়াছি, ও তাঁহার আদালতে ও আবশ্যক হইলে সেশন আদালতে আমার উপস্থিত হইবার জামিন দিবার আদেশ পাইয়াছি, অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে উক্ত অভিযোগের প্রথম স্থলীয় তদন্তের প্রতিদিন উক্ত মাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত হইব, এবং উক্ত মোকদ্দমা যদি বিচারার্থে সেশন আদালতে প্রেরিত হয়, আমার বিরুদ্ধ উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিবার আদেশ পাইলেই উক্ত আদালতে উপস্থিত হইতে থাকিব, ইহাতে আমার ত্রুটি হইলে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং স্বাক্ষর।

উক্ত অমুকের (নাম দিবে) নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে তাহার প্রথম স্থলীয় তদন্তের প্রতিদিন অমুকের আদালতে সে উপস্থিত হইবে, ও উক্ত মোকদ্দমা যদি বিচারার্থে সেশন আদালতে প্রেরিত হয়, তাহার বিরুদ্ধ অভিযোগের প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত উক্ত

আদালতে উপস্থিত হইতে থাকিবে, আমি (কিম্বা আমরা সংসৃষ্টভাবে কি স্বতন্ত্ররূপে সকলে ও প্রত্যেকে) এই বিষয়ে অমুকের জামিন স্বীকার করিলাম, ইহাতে তাহার ত্রুটি হইলে আমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তারিখ স্বাক্ষর।

৪৩। জামিন না দেওয়াতে যে ব্যক্তি কারাবদ্ধ হয়, তাহাকে মুক্ত করিবার ওয়ারেণ্টের পাঠ।

৫০০ ধারা দেখ।

অমুক স্থানের জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) (কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারকের হেফাজতে উক্ত ব্যক্তি থাকে সেই কার্য্যকারক) সমীপেষু।

অমুক মাসের অমুক তারিখের এই আদালতের ওয়ারেণ্টক্রমে অমুককে (বন্দীর নাম ও বর্ণনা দিবে) তোমার হেফাজতে সমর্পণ করা গিয়াছে ও তদনন্তর সে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪৯৯ ধারামতে জামিন কি জামিনদের সহ নিয়মিতরূপে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করিতেছি যে, তুমি উক্ত অমুক (নাম দিবে) অন্য কোন বিষয়ের নিমিত্ত আটক থাকিবার যোগ্য না হইলে তাহাকে অবিলম্বে তোমার হেফাজত হইতে মুক্ত করিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল।

মোহর স্বাক্ষর।

৪৪। নিবন্ধপত্র প্রবল করণার্থে ক্রোক করিবার ওয়ারেণ্টের পাঠ।

৫১৪ ধারা দেখ।

অমুক স্থানের পোলীস থানার অধ্যক্ষ সমীপেষু।

অমুক (নাম বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) স্বীয় মুচলকা অনুসারে অমুক কার্য্যের উপলক্ষে (ঐ উপলক্ষের উল্লেখ করিবে) উপস্থিত হয় নাই ও তদ্রূপ ত্রুটিযুক্ত শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকটে এত টাকার (নিবন্ধপত্রের অর্থদণ্ডের টাকার) দায়ী হইয়াছে এবং উক্ত অমুককে (... দিবে) নিয়মিতরূপে নোটিস দেওয়া গেলেও সে উক্ত টাকা দেয় নাই অথবা উক্ত টাকা তাহার নিকটে কেন আদায় করা যাইবে না, ইহার উপযুক্ত কারণ দেখায় নাই।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া রাখিয়া ক্রোক করিবে এবং তিন দিনের মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত ক্রোককৃত সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায় করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয়, সেই অংশ

বিক্রয় করিবে এবং এই ওয়ারেণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ তাহার রিটর্ণ পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল।

মোহর	স্বাক্ষর।

৪৫। নিবন্ধপত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইলে জামিনকে নোটিস দিবার পাঠ।

৫১৪ ধারা দেখ।

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক সমীপেষু।

অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানবাসী অমুক (নাম দিবে) এই আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবে, এই বিষয়ে তুমি ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে তাহার জামিন হইয়া নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়াছিলে যে, ইহাতে তাহার ক্রটি হইলে তুমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিবে এবং উক্ত অমুক (নাম দিবে) এই আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই ও উক্ত ক্রটি প্রযুক্ত তোমার এত টাকা দণ্ড হইয়াছে।

এজন্য এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, তুমি উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা দিবে, কিম্বা তোমার নিকটে কোন উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা আদায় করা যাইবে না, এই তারিখ অবধি এত দিন মধ্যে তাহার কারণ দর্শাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই নোটিস প্রদত্ত হইল।

মোহর	স্বাক্ষর।

৪৬। সদাচরণের নিবন্ধপত্রের অর্থদণ্ডের নোটিস জামিনকে দিবার পাঠ।

৫১৪ ধারা দেখ।

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক সমীপেষু।

অমুক স্থানবাসী অমুক (নাম দিবে) এতকাল শান্তিভঙ্গ করিবে না এই বিষয়ে ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া তুমি তাহার জামিন হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, ইহাতে ক্রটি হইলে তুমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এই টাকা দণ্ড দিবে, এবং তুমি জামিন হইবার পর অপরাধ করিয়াছে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) অমুক অপরাধ [সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) নির্ণয় হইয়াছে, ও তৎপ্রযুক্ত তোমার জামিনী নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইয়াছে।

অতএব তোমার প্রতি এতদ্দ্বারা আদেশ করা যাইতেছে যে, তুমি উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা দিবে কিম্বা উহা কেন দিবে না, এতদিন মধ্যে ইহার কারণ দর্শাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই নোটিস প্রদত্ত হইল।

মোহর স্বাক্ষর।

৪৭। জামিনের বিরুদ্ধে ক্রোক করিবার ওয়ারেণ্টের পাঠ।

৫১৪ ধারা দেখ।

শ্রীঅমুক সমীপেষু।

অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) অমুকের উপস্থিত হইবার (নিবন্ধপত্রের নিয়মের উল্লেখ করিবে) জামিনস্বরূপ আপনাকে নিবন্ধ করিয়াছে, ও উক্ত অমুক (নাম দিবে) তাহাতে ত্রুটি করিয়াছে সুতরাং শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকটে এত টাকার (নিবন্ধপত্রের লিখিত অর্থদণ্ডের টাকার) দায়ী হইয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে, তুমি অমুক জেলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া রাখিয়া ক্রোক করিবে ও তিন দিন মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত ক্রোককৃত সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায় করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিতে ও এই ওয়ারেণ্ট সাধন করিবার অব্যবহিত পরেই এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ তাহার রিটর্ণ পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল।

মোহর স্বাক্ষর।

৪৮। যে অভিযুক্ত ব্যক্তির হাজিরজামিন লওয়া গিয়াছে তাহার জামিনকে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারেণ্টের পাঠ।

৫১৪ ধারা দেখ।

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

অমুক (জামিনের নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুকের (নিবন্ধপত্রের নিয়মের উল্লেখ করিবে) উপস্থিত হইবার জামিন স্বরূপ আপনাকে নিবন্ধ করিয়াছে ও উক্ত অমুক (নাম দিবে) তাহাতে ত্রুটি করিয়াছে সুতরাং উক্ত নিবন্ধপত্রের লিখিত অর্থদণ্ডের টাকা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর পাওনা হইয়াছে এবং উক্ত অমুক (জামিনের নাম দিবে) যথাযোগ্য নোটীস পাইয়া উক্ত টাকা দেয় নাই কিম্বা তাহা কিজন্য উহা দেওন আবশ্য

করা যাইবে না ইহার বিশিষ্ট কারণ দর্শায় নাই ও ঐ টাকা তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া আদায় করা যাইতে পারে না ও তাহাকে এত কাল (কাল নির্দেশ করিবে) জেলে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে, তুমি উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারেণ্টের সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে এবং এতকাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দেশ করিবে) তাহাকে উক্ত জেলে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে ও যেরূপে এই ওয়ারেণ্ট সাধন হয়, পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল।

মোহর স্বাক্ষর।

৪৯। শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্রের অর্থদণ্ডের নোটিস মুখ্য ব্যক্তিকে দিবার পাঠ।

৫১৪ ধারা দেখ।

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম ও বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে)।

তুমি শান্তিভঙ্গ করিবে না (নিবন্ধপত্রে যেরূপ থাকে তদ্রূপ লিখিবে) বলিয়া ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়াছিলে এবং তোমার উক্ত নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইবার প্রমাণ আমার সম্মুখে প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লেখা গিয়াছে,

এজন্য এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে, তুমি এত টাকা অর্থদণ্ড দিবে, উক্ত টাকা কেন তোমার নিকটে আদায় করা যাইবে না, এত দিনের মধ্যে আমার সম্মুখে তাহার কারণ দর্শাইবে।

১৮ সাল তারিখ

মোহর স্বাক্ষর।

৫০। শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্রের নিয়মভঙ্গ হইলে মুখ্য ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করিবার ও ওয়ারেণ্টের পাঠ।

৫১৪ ধারা দেখ।

অমুক স্থানের পোলীস থানার শ্রীঅমুক (পোলীসের কর্ম্মকারকের নাম ও খ্যাতি দিবে) সমীপেষু।

অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) শান্তিভঙ্গ করিবে না (যেরূপ নিবন্ধপত্রে লেখা থাকে) ইত্যাদি নিয়মে ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে এত টাকার নিবন্ধপত্র

লিখিয়া দেয় এবং উক্ত নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইবার প্রমাণ আমার সম্মুখে প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লেখা গিয়াছে এবং উক্ত টাকা কেন দেওয়া যাইবে না, ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত উক্ত অমুকের প্রতি (নাম দিবে) নোটিস দিয়া আদেশ করা গিয়াছিল এবং সে কারণ দর্শায় নাই ও উক্ত টাকাও দেয় নাই,

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে, তুমি অমুক জিলার মধ্যে (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও এত টাকা মূল্য পরিমাণে তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবে এবং এত দিনের মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে উক্ত ক্রোক কৃত সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায় করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে এবং এই ওয়ারেণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ তাহার রিটর্ণ পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল।

মোহর　　　　　স্বাক্ষর।

৫১। শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারেণ্টের পাঠ।

১৫৪ ধারা দেখ।

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

আমার নিকটে প্রমাণ প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে যে, অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) শান্তিভঙ্গ না করিবার যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেয়, তাহার নিয়মভঙ্গ করিয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকটে এত টাকার দায়ী হইয়াছে, এবং উক্ত অমুক (নাম দিবে) উক্ত টাকা দেয় নাই কিম্বা উক্ত টাকা কেন দিবে না, ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত নিয়মিতরূপে আদেশ হইলেও কারণ দর্শায় নাই ও তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া টাকা আদায় করা যাইতে পারে না ও এতকাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) দেওয়ানী জেলে কারাবদ্ধ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে, তুমি উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারেণ্ট সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও এতকাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) তাহাকে উক্ত জেলে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে ও যেরূপে এই ওয়ারেণ্ট সাধন হয়, পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল।

মোহর　　　　　স্বাক্ষর।

৫২। সদাচরণের নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইলে ক্রোক বিক্রয় করিবার ওয়ারেণ্টের পাঠ।

৫১৪ ধারা দেখ।

অমুক স্থানের পোলীস থানার অধ্যক্ষ সমীপেষু।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) অমুকের (মুখ্য ব্যক্তির নাম প্রভৃতি লিখিবে) সদাচরণের নিমিত্ত এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া জামিন দিয়াছিল, এবং উক্ত অমুক (নাম দিবে) যে অমুক অপরাধ করিয়াছে, আমার সম্মুখে ইহার প্রমাণ প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে, সুতরাং উক্ত নিবন্ধপত্রের টাকার দণ্ড হইয়াছে, এবং উক্ত টাকা কেন দেওয়া যাইবে না, ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত উক্ত অমুকের (নাম দিবে) প্রতি নোটিস দিয়া আদেশ করা গিয়াছে ও সে তাহা করে নাই কিম্বা উক্ত টাকা দেয় নাই।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে, তুমি অমুক জেলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও, তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবে ও এতদিন মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত ক্রোককৃত সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায় করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয়, সেই অংশ বিক্রয় করিবে ও এই ওয়ারেণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ, তাহার রিটর্ণ পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর-যুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল।

মোহর	স্বাক্ষর।

৫৩। সদাচরণের নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারেণ্টের পাঠ।

৫১৪ ধারা দেখ।

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট [কি রক্ষক] সমীপেষু।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক [নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে] অমুকের [মুখ্য ব্যক্তির নাম প্রভৃতি দিবে] সদাচরণ নিমিত্ত এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া জামিন দিয়াছিল এবং উক্ত নিবন্ধপত্রের নিয়মভঙ্গ হইবার প্রমাণ আমার সম্মুখে প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে সুতরাং উক্ত অমুক [নাম দিবে] শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকটে এত টাকার দায়ী হইয়াছে, এবং সে উক্ত টাকা দেয় নাই ও উক্ত টাকা কেন দেওয়া যাইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত তাহার প্রতি নিয়মিতরূপে আদেশ করা গেলেও কারণ দর্শায় নাই ও তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া উক্ত টাকা আদায় করা যাইতে পারে না উক্ত অমুককে [নাম দিবে] এতকাল [কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে] তাহাকে উক্ত জেলে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে ও যেরূপে এই ওয়ারেণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল।

মোহর

স্বাক্ষর।

সম্পূর্ণ।